শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৩৪শ বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৮৮ | ১ম সংখ্যা



অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রেমাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ
পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী. বি. এ.
পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ
পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ



নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

চতুস্ত্রীংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৯৬ বিষ্ণু হইতে ৪৯৭ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৮৮ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৯ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৮২ মার্চ্চ হইতে ১৯৮৩ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—১০'০০ টাকা ॥*॥

চতুস্ত্রিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

সূচী-পত্র

বিষয় — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

অর্থ ও পরমার্থ ৫।১৬৯

অপ্রাকৃত ৯।২৯৬

আদামস্থ গুখচর অঞ্চলে শ্রীল আচার্যদেবের শুভাগমন ১২।৪৪৪

উৎসাহ ১।১৩

উদ্ধারের পথ ২।৬৬, ৪।১৩৫, ৬।২১০, ৮।২৮১, ৯।৩০৮, ১১।৩৯৩, ১২।৪২৮

উপেক্ষিত শ্রীপাট বড়গাছি ৫।১৭২, ৬।২০৩, ৭।২৩৭

একটি পত্র (শ্রীনির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল) ১০।৩৫৮

একটি সমালোচনা (পত্র) ৭।২৪১

ঐকান্তিক ও ব্যভিচারী ২।৪৩

কলির চেলা ১।১৮

কুঞ্জবিহার্যষ্টকম্—সানুবাদং শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্] ৬।১৮৫

কুঞ্জবিহারিণঃ দ্বিতীয়াষ্টকম্—সানুবাদং শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্] ১০।৩৩৩

কৃষ্ণস্তোত্রম্—সানুবাদং শ্রীশ্রী [শ্রীগোপাল-তাপনীস্থ-শ্রুতিধৃতম] ১।১

কৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকম্—সানুবাদং শ্রীশ্রী [শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিতম্] ৯।২৯

কৃষ্ণস্তুতিঃ—সানুবাদং শ্রী [জরাসন্ধ-কারারুদ্ধ-রাজগণ-ভাষিতা] ১২।৪০৯

কোন্ নামের মহিমা অপার ? ৯।৩০৬

গর্ব্বের পরিণাম ৩।১২৯

গর্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধতত্ত্ব-চন্দ্রিকা ৮।২৬৫

গীতার মর্ম্মবাণী—শ্রী (কবিতা) ৩।১০৭, ৫।১৭৭, ১১।৩৮৯, ১২।৪২৫

গোবর্দ্ধনাষ্টকম্—সানুবাদং শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্] ৪।১১৩

গৌতম-সত্যকাম ৭।২৩৪

গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অবদান-বৈশিষ্ট্য—শ্রী ৮।২৮৭

গৌড়ীয়ের চতুস্ত্রিংশ-বর্ষ ১।৩৫

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
গৌরাঙ্গ-বন্দনা—শ্রীশ্রী (কবিতা)	১।৩৪
গৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুঃ—সানুবাদং শ্রী [শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-প্রভুবরেণ বিরচিতম্]	৮।২৫৭
চৈতন্যাষ্টকম্—সানুবাদং শ্রীশ্রী [শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৭।২২১
জেলা-শাসকের পত্র (নদীয়া)	৬।২২০
তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন	৪।১২১, ৫।১৫৭
তমলুকে বিরাট ধর্ম্মসভা	৬।২১৭
তোষণীর কথা	৮।২৬১
ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী স্বামী ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ (জীবনী)	৪।১৪৩
দেবদেবীর পূজা ও বলিদান	৩।৯৪, ৪।১৩১, ৬।২০১, ৮।২৭২, ৯।৩১৯, ১০।৩৬৬, ১১।৩৯৯, ১২।৪১৯
দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তার জনহিতকর কার্য্যাবলী—শ্রী	৬।২১৯
ধৈর্য্য	৩।৮৪
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী (সাময়িকী)	২।৭৪
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব—শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	১২।৪৪৫
নিবেদন	১২।৪৪৩
নিশ্চয়	২।৪৭
পত্রোত্তর—(শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল)	৭।২৪২, ১০।৩৫৯
পরলোকে শ্রীপাদ মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ	১২।৪৩৬
পিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব—শ্রী	৫।১৮২
বর্ষোদ্‌ঘাত	১।৯
বিদেশে প্রবাসী ভারতের এক কৃতি-সন্তানের শ্রীমঠ দর্শনান্তে পত্রে অভিমত	১২।৪৩৪
বিরহীর বিরহ	১০।৩৭১, ১১।৪০৩
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর—শ্রী	১০।৩৩৬

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
বৈচিত্র্যই দর্শনের বৈশিষ্ট্য	৯।৩১২
বৈষ্ণব-দর্শন	৫।১৫২, ৬।১৮৭, ৭।২১৪
বৃন্দাদেব্যষ্টকম্—সানুবাদং শ্রী শ্রী [শ্রীল-বিশ্বনাথ-ঠাকুর-বিরচিতম্]	২।৪১
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রী শ্রী (নিমন্ত্রণ-পত্র)	১১।৪০৮
ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে ?	১।২৩
ভগবদ্দর্শন—শ্রী	১।৩
ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের নির্য্যাণ-লীলা—শ্রীল	১২।৪৩৮
ভ্রম-সংশোধন [স্বামী ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের জন্ম-মাস—মার্চ্চের পরিবর্ত্তে ফেব্রুয়ারী ; ১৯শে মাঘ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ]	১০।৩৭০
মুকুন্দাষ্টকম্—সানুবাদং শ্রী [শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামিনা বিরচিতম্]	১১।৩৭৩
মেঘালয় গৌড়ীয় মঠে ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব— শ্রী	৭।২৫২
রামচন্দ্র-স্তোত্রম্—সানুবাদং শ্রীশ্রী [শ্রীপদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়]	৫।১৪৯
রাষ্ট্রপতির পত্র (জ্ঞানী জৈল সিং)	৮।২৯২
লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব	১।৩১
শব্দ ও শব্দব্রহ্ম	৩।১০০
শক্তি-পরিণত জগৎ	৪।১১৬
শ্রীগুরুপূজা বা ব্যাসপূজা	২।৭২
শ্রীমদ্ভাগবত	৩।৮০
শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব	৫।১৮১
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনী	২।৫৬
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিবাসরে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি	২।৬৩, ৩।৯১
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ-সরোজে দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি	৬।২০০

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব (নিমন্ত্রণ-পত্র)	৮।২৯১ (ক)
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব (সাময়িকী)	৯।৩২৯
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিবাসরে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি	৯।৩৪৯
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-বাসরে এ-দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি	১০।৩৫১
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের শ্রীচরণকমলে	৬।২১৫
শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের তিরোধান	৫।১৬৪
শ্রীল ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের সন্ন্যাস-বেশাশ্রয় সন্দর্শনে	৭।২৭১
শ্রীল শ্রৌতী মহারাজের নির্য্যাণ-লীলা	১২।৪৩৮
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসবে আহ্বান	৪।১৪৭
শ্রীশ্রীশচীসুনুষ্টকম্—সানুবাদং [শ্রীমদ্ রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]	৩।৭৭
ষষ্ঠীনারায়ণ-স্মরণে	২।৬৯
ষ্টেটমেণ্ট (Statement about ownership and particulars about Newspaper "Shri Goudiya-Patrika."	১।৪০
সঙ্গ-ত্যাগ	৬।১৯৩, ৭।২২৮
সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রীল	৫।১৮৩
সজ্জন—কৃপালু (১), অকৃত-দ্রোহ (২)	১১।৩৭৬, ১২।৪১১
সাধুবৃত্তি	৯।২৯৯, ১০।৩৪১, ১১।৩৮০, ১২।৪১৪
সাময়িকী-বার্ত্তা (শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের)	১২।৪৩৩
স্বধামে প্রপূজ্যচরণ ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ	৬।২১৪
হরিই সার—শ্রী	১।২৯

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

* স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। *

* ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ। *



* অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ *

* নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ *

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৪শ বর্ষ | ২৯ গোবিন্দ, প্রদ্যুম্ন, ৪৯৫ গৌরাব্দ
২৫ ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৮৮ ; ইং ৯।৩।১৯৮২ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্

[শ্রীগোপালতাপনীয়-শ্রুতিধৃতম্]

নমো বিশ্বস্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১ ॥

যিনি বিশ্বস্বরূপায় এবং বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, সেই বিশ্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দকে আমি পুনঃপুনঃ নমস্কার করি ॥ ১ ॥

নমো বিজ্ঞান-রূপায় পরমানন্দ-রূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২ ॥

যিনি জ্ঞান ও পরমানন্দ-স্বরূপ, সেই গোবিন্দ-গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥ ২ ॥

নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমল-মালিনে।
নমঃ কমল-নাভায় কমলা-পতয়ে নমঃ ॥ ৩ ॥

যিনি পদ্মলোচন, পদ্মমালী ও পদ্মনাভ, সেই পদ্মাপতীকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমা-মানস-সংহায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৪ ॥

যাঁহার শিরোদেশ ময়ূর-পুচ্ছে সুশোভিত, যিনি অপরিমিত-জ্ঞানময় ও যিনি লক্ষ্মীদেবীর মানস-সরোবরে হংস-স্বরূপ, সেই শ্রীগোবিন্দকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

কংসবংশ-বিনাশায় কেশি-চানূর-ঘাতিনে।
বৃষভধ্বজ-বন্দ্যায় পার্থ-সারথয়ে নমঃ ॥ ৫ ॥

যিনি কংসবংশ-ধ্বংসকারী, যিনি কেশী ও চানূর-ঘাতী এবং যিনি শ্রীমহাদেবেরও বন্দনীয়, সেই অর্জ্জুন-সারথী শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

বেণুবাদন-শীলায় গোপালায়াহি-মর্দ্দিনে।
কালিন্দী কূল-লোলায় লোল-কুণ্ডল-ধারিণে ॥ ৬ ॥
বল্লবী নয়নাম্ভোজ-মালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণত-পালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৭ ॥

যিনি বেণু-বাদন-পরায়ণ, গো-পালক, কালিয়-মর্দ্দন, যমুনা-কূল-বিহারী, চঞ্চল-কুণ্ডল-পরিশোভিত, গোপীগণের নয়ন-কমল-গ্রথিত-মাল্যধারী, নৃত্য-পরায়ণ ও প্রণত-জনের প্রতিপালক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥ ৬-৭ ॥

নমঃ পাপ-প্রণাশায় গোবর্দ্ধন-ধরায় চ।
পূতনা-জীবিতান্তায় তৃণাবর্তাসু-হারিণে ॥ ৮ ॥

যিনি পাপ-বিনাশন, গোবর্দ্ধন-ধারী, পূতনা-বিনাশকারী ও তৃণাবর্ত্ত-প্রাণ-সংহারী, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধি-বৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥ ৯ ॥

যিনি পূর্ণ-স্বরূপ, মোহ-বর্জিত, পরম বিশুদ্ধ, পরম পাবন, অদ্বিতীয় ও সর্ব্ব-পূজ্য, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি পুনঃপুনঃ প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

প্রসীদ পরমানন্দ ! প্রসীদ পরমেশ্বর ! ।
আধি-ব্যাধি-ভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো ! ॥ ১০ ॥

হে পরমানন্দ-স্বরূপ ! হে পরমেশ্বর ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ; হে প্রভো ! মনঃপীড়া-রূপ ও ব্যাধি-রূপ কাল-ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহা হইতে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ! রুক্মিণীকান্ত ! গোপীজন-মনোহর ! ।
সংসার-সাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো ॥ ১১ ॥

হে কৃষ্ণ ! হে রুক্মিণী-কান্ত ! হে গোপীজন-চিত্তাপহারীন্ ! হে জগদ্‌গুরো ! আমি সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১১ ॥

কেশব ! ক্লেশহরণ ! নারায়ণ ! জনার্দ্দন ! ।
গোবিন্দায় ! পরমানন্দ ! মাং সমুদ্ধর মাধব ! ॥ ১২ ॥

হে কেশব ! হে দুঃখ-বিনাশন ! হে নারায়ণ ! হে জনার্দ্দন ! হে গোবিন্দ ! হে পরমানন্দ ! হে মাধব ! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ১২ ॥

শ্রীভগবদ্দর্শন

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ পরতত্ত্ব-বস্তু। সেই অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব-বস্তু-দর্শনের ত্রিবিধ প্রতীতি বর্ত্তমান। সেই প্রতীতি ক্রমশঃ 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' নামে অভিহিত হয়। ভগবৎ-দর্শনই পূর্ণ-দর্শন। সেই অখণ্ড-তত্ত্বের আংশিক দর্শনের নাম—ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-দর্শন। ব্রহ্ম ভগবানের পদনখজ্যোতি-স্বরূপ। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামি পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।

অর্থাৎ, উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি; যাঁহাকে যোগশাস্ত্র অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশ-স্বরূপ। সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিলে এইসকল তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়।

'সৎ'-শব্দের অর্থ-নিত্য-সত্তাবিশিষ্ট অথবা যাঁহার নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। আর সদ্‌গুরুর অর্থ—যে-গুরুর নিত্য রূপ, আকারাদি বর্ত্তমান অর্থাৎ যিনি পৃথক্‌ভাবে নিজে নিত্য-সত্তাবিশিষ্ট থাকিয়া নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভগবানের সেবা করিয়া জীবগণকে তাহাদের নিত্য অস্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলেন,—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ"। এখানে বহু বচনান্ত 'সূরয়' শব্দে মুক্তগণ 'সদা' শব্দে নিত্যকাল; অর্থাৎ দিব্যসূরিগণ (মুক্তগণ) নিত্যকাল বিষ্ণুর পরম-পদ দর্শন করেন। বিষ্ণু নিত্য, সূরিগণ নিত্য, তাহাদের দর্শনও নিত্য—ইহাই পূর্ণ-দর্শন। আবার অন্যত্র,—"নিত্যো নিত্যানাম্" এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা জানা যায় যে, ভগবান বিষ্ণু নিত্যবস্তু-সমূহের মধ্যেও নিত্য-স্বরূপ। অতএব "একোঽহং বহু স্যাম্" অর্থাৎ একই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব বহুরূপে প্রকাশিত এবং তাঁহারা সকলেই নিত্য—ইহাই জানা যায়। অন্যদিকে যাহারা মুক্তিতে তাহাদের সত্তা লোপ করিয়া ব্রহ্মে লিন হইয়া যাইতে চাহেন, তাহারাই "অসৎ"। কেননা, পরে তাহাদের কোন সত্তাই থাকিবে না। সত্তাহীন বস্তুই অসৎ অর্থাৎ যাহা থাকে না বা থাকিবে না—তাহাই অসৎ।

শাস্ত্রে অসৎসঙ্গ ত্যাগের যে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে উপরিউক্ত অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের বিষয়ই বলা হইয়াছে। সৎ ও অসৎ বলিলে বৈদান্তিকগণ ও সাহিত্যিকগণ পরস্পর যে যে ধারণাতে উপনীত হন, তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্। সাহিত্যিক এবং সাধারণ লোক এই অসৎ বলিতে চোর, ডাকাত, মিথ্যাবাদী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করেন এবং তাহার বিপরীত ভাবকেই "সৎ" বলিয়া ধারণা করেন। কিন্তু বৈদান্তিক বা পৌরাণিকগণ 'সৎ' শব্দে নিত্য-সত্তা-বিশিষ্ট বস্তু বা ভাবকেই লক্ষ্য করেন এবং 'অসৎ' শব্দে যাহার সত্তা নাই তাহাকেই বুঝিয়া থাকেন। অতএব বিচার করিলে দেখা যায় যে, যাহারা উপাস্য-

তত্ত্বকে নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, নিঃশক্তিক আখ্যা দিয়া থাকেন, তাহাদের সঙ্গই অসৎসঙ্গ। যাহারা মুক্তির পর নিজের সত্তা সেই নিঃশক্তিক ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে Immerge (লয়) করাইয়া নিজ-সত্তা লোপ করিতে চাহেন, তাহাদিগকেই অসৎসঙ্গ বলা হয়। 'সৎ'-শব্দের উৎপত্তি 'অস্' ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। অস্ ধাতু সত্তা অর্থে প্রয়োগ করা হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে। এক গ্লাস জল রাখা হইয়াছে। সেই এক গ্লাস জলের একটি পৃথক্ সত্তা বর্ত্তমান। সেই জল নদীতে ঢালিয়া দিলে তাহা যেমন আর পাওয়া যাইবে না, অর্থাৎ তাহা নদীর জলেই পরিণত হয়, সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ঐ গ্লাসের জলকে পৃথক্ করিয়া নদী হইতে বাহির করিবার উপায় নাই। যুক্তির খাতিরে ধরা যাক্, মুক্তির পরে এই অবিদ্যাগ্রস্ত জীব ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, 'Complete Annihilation to Brahma'-এর একটীও প্রমাণ-শাস্ত্রে আছে কি? কি যদি বলা যায়,—অঘাসুর, শিশুপালাদি তাহার প্রমাণ। তবে তাহার উত্তর এই যে, সে বিচারটিও আসুরিক চিন্তাস্রোত হইতে জাত হইয়াছে। অধিকন্তু এই মত-প্রবর্ত্তক আচার্য্য শঙ্করেরও Complete Annihilation (ব্রহ্মে লয়) কি হইয়াছিল? যদি ধরা যায়, শ্রীশঙ্করের এই অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা হইলে শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত বিদ্যারণ্য ভারতীকে শঙ্করের অবতার বলা হয় কি প্রকারে? শঙ্করেরও পৃথক্ সত্তা নাই। তিনিই অর্থাৎ সেই ব্যক্তিত্বই পুনরায় আসিলেন কেমন করিয়া? অন্যদিকে আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার পরমগুরুদেব গৌড়পাদের রচিত মাণ্ডুক্যকারিকা গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়া তাঁহার গুরু গোবিন্দপাদকে দিয়া শ্রীগৌড়পাদের দ্বারা সমর্থিত করাইয়াছিলেন। ইহা শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। ইহাই বা কিপ্রকারে সম্ভব? যদি শ্রীগৌড়পাদের Complete Annihilation (ব্রহ্মে লয়) স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে শ্রীগৌড়পাদের সহিত শ্রীগোবিন্দপাদের পুনঃ সাক্ষাৎ কি-প্রকারে সম্ভব হয়? তাই মায়াবাদ-প্রচলিত ব্রহ্মে লয় নিতান্ত প্রমাণহীন, সুতরাং অযৌক্তিক। পদ্মপুরাণ বলেন,—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রম্" এবং শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্"। সেইজন্য যাহারা নিত্য-সত্তার বিরোধী, তাহাদেরই দুঃসঙ্গ বলা হইয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গই বর্জ্জনীয়।

ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ই শ্রীনারদ গোস্বামীকে মুক্ত বলিয়া স্বীকার করেন; এমন কি, মায়াবাদি-সম্প্রদায়ও তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিতে আপত্তি করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত আছে,—

গোবিন্দ-ভুজগুপ্তায়াং দ্বারবত্যাং কুরূদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসন-লালসঃ॥

অর্থাৎ, নারদ গোস্বামী কৃষ্ণোপাসনাতে লালসাযুক্ত হইয়া দ্বারকা-পুরীতে বাসুদেব-গৃহে নিরন্তর আসিতেন। এখন বিচারের বিষয় এই যে,—নারদ গোস্বামী মুক্ত কি-না? যদি মুক্ত হন, তবে মুক্তির পরেও তাঁহার কৃষ্ণ-উপাসনাতে লালসা হইয়াছিল এরূপ দেখা যায়। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, মুক্তির পরেও জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটি বিনাশ হয় না। শাস্ত্র বলেন,—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে," "রসো বৈ সঃ", সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইত্যাদি। এইসকল শ্রুতিবাক্য মুক্তিতেও উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের নিত্যসত্তা স্বীকার করেন। কিন্তু মায়াবাদিগণ এইসকল বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত অদ্বৈতবাদি বলিয়াছেন।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ", নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং," "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" প্রভৃতি শ্লোকে ভগবদ্ভক্তিবিহীন কেবল জ্ঞান ধিক্কৃত হইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ ঐকান্তিক ভক্তিরই বশ—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"। এইজন্য নিখিল শাস্ত্র ভক্তিরই অধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্তি-দ্বারাই ভগবদ্ দর্শন সম্ভব, অন্যথা খণ্ড-দর্শন অবশ্যম্ভাবী। আর একটি কথা এই যে, মায়াবাদিগণ পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য-সকলের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিয়া শ্রীব্যাসদেবের বেদোক্ত পৌরাণিক বাক্যগুলিকে ভ্রান্তিময় বলেন। কিন্তু অপরদিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণবসকল তাঁহার অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ স্বীকার করত পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্য সকলের অপূর্ব্ব সমন্বয় বিধান করিয়াছেন।

উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার তত্ত্ব নিরূপণই শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সুখপ্রাপ্তি, আর দুঃখ-নিবৃত্তি সকলেরই প্রয়োজন। শ্রীভগবৎপ্রেমে আত্যন্তিক সুখ প্রাপ্তি এবং দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ অন্য উপায়ে সুখ লাভ হইলেও সে সুখ অফুরন্ত নহে; দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটিলেও সমূলে দুঃখ বিনাশ হয় না, আবার দুঃখভোগের সম্ভাবনা থাকে।

শ্রীভগবৎ-প্রেমে যে সুখপ্রাপ্তি, তাহা অফুরন্ত। তাহাতেই সম্যক্ দুঃখ নিবৃত্তি ঘটে; কখনও দুঃখ-স্পর্শ-লেশের সম্ভাবনা থাকে না। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, তথা মায়াবাদ-মতে যে মুক্তির কথা বলা হয়, তাহা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সুখই সকলের কাম্য। সকলের যাবতীয় চেষ্টার মূলে দুঃখ দূর করিয়া সুখই একমাত্র প্রয়োজন। এস্থলে উদাহরণস্বরূপ ধরা হউক,—একটি লোকের হাতে ঘা হইয়াছে, সুতরাং নিরাময়ই প্রয়োজন। একজন ডাক্তার আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই প্রয়োজন জানিয়া তাহার হাতখানা কাটিয়া দিতে প্রস্তাব করিলেন। কেন না, যদি হাতখানা থাকে তাহা হইলে আবার তাহাতে 'ঘা' হইতে পারে। 'হাত' না থাকিলে হাতে আর কখনও 'ঘা' হইতে পারিবে না; আর কখনও 'ঘা'-এর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। রোগী ইহা শুনিলে কখনই ইহাতে রাজি হইবে না, বরং ডাক্তারকে মূর্খ বলিয়া বিদায় দিবে। তাই মুক্তিতে দুঃখ-বিনাশ করিতে গিয়া যদি আত্ম বিনাশ বা আত্মার লয়-সাধন করিতে চাহেন, তাহা হইলে সুখপ্রাপ্তি বলিয়া কোনও বস্তু তাহার ভাগ্যে ঘটিল না। ব্রহ্ম আনন্দময় বা নিরানন্দময় বলিবার সার্থকতাই বা কি থাকিল? তাহার ভোক্তা বা অনুভবকারীও কেহ থাকিল না। অর্থাৎ আমি যদি 'চিনি' হইয়া গেলাম, তবে চিনি মিষ্ট, টক্ বা তিক্ত, কি tasteless, ইহা বুঝিবে কে? সেখানে ত' আস্বাদকের কোনও পৃথক্ সত্তা নাই। সুতরাং তাহার আত্যন্তিক অভাব হইল। বস্তুর অভাব হইলেই তাহাকে অনিত্য বলে,—অনিত্য বস্তু কখনও নিত্য বস্তুকে লাভ করিতে পারে না, পক্ষান্তরে অনিত্য কখনও নিত্য হয় না। তাই এই বিচার নিতান্ত অযৌক্তিক।

যদি ধরা যায়, একটি ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে। সে আত্ম-হত্যা কেন করিল?—তাহার কারণ, সে জীবিত থাকা অপেক্ষা আত্ম-হত্যাকেই অধিক সুখ বলিয়া মনে করিয়াছে। এখানে সুখই তাহার মূল উদ্দেশ্য। এইজন্য আনন্দপ্রাপ্তিই সকলের একমাত্র প্রয়োজন। আত্ম-হত্যাকারী কখনও আত্মহত্যা করিয়া সুখ পায় না। তজ্জন্য তাহাকে পাপী বলিয়া গণ্য করা হয়। এমন কি, সেই ব্যক্তি ডাক্তারদিগের

ঔষধ প্রয়োগাদি দ্বারা জীবন লাভ করিলেও তাহাকে Penal Code-এর আইন অনুসারে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কেন না, আত্ম-হত্যা করা Crime, sin and unlawfull; তাহাতে তাহার অধিকার নাই। এই কারণে যাহারা নিজের সত্তা ব্রহ্মে বিলাইয়া দিয়া আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি করিতে চান, ভগবান্ তাহাদের চেতনতা আচ্ছাদিত ও আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে শোধন করিবার জন্য রাজদ্রোহীদের মত intern (অন্তরীণ) করিয়া রাখেন। অতএব ভগবান্ উপাস্য, (শুদ্ধ) জীব উপাসক ও ভক্তিই উপাসনা; ইহাদের কখনও ধ্বংস হয় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।

ভগবান্ ব্যাসদেব বেদের চারিটি বিভাগ করিয়া আবার সমস্ত উপনিষদ্‌সকলের সঙ্কলন করেন। সেই সমস্ত বেদ-উপনিষদ্ ও পুরাণের প্রতিপাদ্যস্বরূপে বেদান্ত-সূত্র রচনা করেন। তাহা বৈয়াসিক সকল সম্প্রদায়ই প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। পুনঃ বেদান্ত-সূত্রগুলি সাধারণের বোধগম্য হইবে না বলিয়া তাহার ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। গরুড়-পুরাণ বলেন,—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাম্"। দ্বাদশস্কন্ধ-সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে আবার দশম স্কন্ধই সারাৎসার। তাহাতে কেবল কৃষ্ণলীলার কথাই বর্ণিত আছে; সেই লীলার মধ্যে দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। একটি অনর্থযুক্ত অবস্থায় সাধনপর্য্যায়ে আলোচনার জন্য. অর্থাৎ বদ্ধজীবের অনর্থ-নিবৃত্তিকল্পে আলোচ্য, অন্যটি অনর্থ-নির্মুক্তির পর আলোচ্য। অনর্থযুক্ত অবস্থায় কৃষ্ণের বাল্যলীলা, অসুর বধ, গোবর্দ্ধন ধারণলীলার উপযোগিতা আছে; কিন্তু কৃষ্ণের বস্ত্র-হরণ, নৌকাবিলাস, রাসলীলাদি সম্বন্ধে ব্যাসদেব অনধিকারীকে তাহার আলোচনা নিষেধ করিয়া তত্তৎ অধিকারীকে আলোচনার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে,—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥

অর্থাৎ—ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখন মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্র ভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হন, মূঢ়তাপ্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বর-লীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে।

তবে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, এখানে ত' 'আচরণের' কথা নিষেধ করা হইতেছে, শ্রবণের কথা ত' নিষেধ করা হয় নাই। আচরণ শব্দে কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলের দ্বারা আচরণকেই লক্ষ্য করা হয়। মনের দ্বারা চিন্তা বা মননাদি কার্য্য স্বীকার না করিলে বাকী দশটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আচরণ হইতে পারে না। সুতরাং 'আচরণ নিষিদ্ধ' স্বীকার করিলে শ্রবণাদিও নিষিদ্ধ বুঝাইবে। তাহা ছাড়া "মনসাপি" শব্দের দ্বারা মনের বা মানসিক ক্রিয়া পর্য্যন্তও বর্জ্জন করা হইয়াছে। মনের ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির আচরণ কি প্রকারে সম্ভব? অতএব রাসলীলাদি অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে শ্রবণ-কীর্ত্তন করা ত' দূরের কথা, মনের দ্বারাও চিন্তা ও মননাদি নিষেধ করা হইয়াছে। অনর্থগ্রস্ত জীব তাহাদের অনর্থ-নিবারণোপযোগী শ্রীকৃষ্ণের লীলাচরিতাদি শ্রবণ করিতে করিতে অনর্থমুক্ত হইয়া পরে সেই লীলা-শ্রবণের অধিকারী হইয়া চরম প্রয়োজন 'কৃষ্ণপ্রেম' প্রাপ্ত হন।

—শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

বর্ষোদ্‌ঘাত

বর্ষারম্ভে মঙ্গলাচরণ—শ্রীমায়াপুরে শ্রী-ভূ-লীলাশক্তিমান শ্রীশ্রীগৌরহরির জয়গান

প্রেমময়-তনু নদীয়ার শচী-দুলাল অমল প্রেমের প্রস্রবণ। তাঁহা হইতে অনেক স্বর্ধুনী নিঃসৃত হইয়া ত্রিভুবন-মরু ভাসাইয়াছেন। শ্রীরূপ-মন্দাকিনী সুর-সরিতের ধারা-বিশেষ পুনরায় গৌড়-মণ্ডলে প্রবাহিত হইয়া শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীগৌর-শশধরের নিত্যধাম যোগ (পীঠ) মায়াপুরকে বিস্মৃতির অতল জলধি হইতে উত্তোলন করিয়াছেন। 'ভূশক্তি প্রেমভক্তি স্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রী-শক্তি পরব্যোমেশ্বরী নারায়ণী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ও লীলাশক্তি যোগমায়া (মায়াপুর) নীলাদেব—এই শক্তিত্রয় সমন্বিত বৈকুণ্ঠনাথ প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া বৈকুণ্ঠের নিত্য প্রকট-বিহার

প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠের পরমোপরিস্থিত ঐশ্বর্য্য-শিথিল-ধামরূপ গোলোক; সেই গোলোকের পতি ব্রজেন্দ্রনন্দন বার্ষভানবী সহ মিলিত-তনু হইয়া ভক্তিযোগ-মায়াপুরপীঠ নবদ্বীপে অবস্থিতিপূর্ব্বক যে প্রেমের কথা জগৎকে জানাইয়াছেন সেই বিশ্বম্ভরের করুণাময়ী প্রকটলীলা নিত্যকাল জয়যুক্ত থাকিলেও জীবের দুষ্কৃতিবশে দুরাধিগম্য ছিল।

মঙ্গলাচরণমুখে গৌরভক্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদের জয়গান

শ্রীগৌরজন বার্ষভানবী দয়িতের নিজজন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর করুণাময়ের নিজজন বলিয়া দয়াপরবশ হইয়া সেই গৌরসুন্দরের শুদ্ধ প্রেমধাম জীবের প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি অপসারিত করিয়া প্রেম-নয়নের গোচর করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের অমলতত্ত্ব বিকৃত সমাজের হস্ত হইতে মুক্ত করাইয়া অপ্রাকৃত গ্রন্থসমূহে এবং অনুগত জনগণের হৃদয়ে স্ফুরণ করাইয়াছেন। করুণারত্নাকর শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় নিজজন শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জয় হউক। ইহাঁদের জয় হইলেই জগতের একমাত্র কল্যাণোদয় হয়।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গৌর-জন্মস্থান

শ্রীধাম মায়াপুরের প্রকাশক

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শুদ্ধভক্তগণের উপাস্য বিগ্রহ শ্রীমায়াপুর-শশধরের নিত্যধাম নিরূপণ করিয়াছেন। জীবগণ স্ব-স্ব বিষয়কার্য্যে ব্যস্ত হওয়ায় শ্রীধাম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্বের বিকৃতভাবে আলোচনা করিতে গিয়া কৃষ্ণেতর বিষয়কে বা স্থানান্তরকে শ্রীগৌরধাম বলিয়া মনে করিতেন। বিষয়ী জীবগণ যদিও ধামবাস, শ্রীগৌর-কীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষা করিতেন, বাস্তবিক তাহা না হইয়া যোগমায়ার অনুকম্পা লাভে বঞ্চিত হইয়া মায়ার রাজ্যে অনেকেই বিপথে গমন করিতেন। যাঁহাদের সুকৃতি আছে তাঁহারাই মায়ার কবল হইতে উন্মুক্ত হইয়া শুদ্ধভক্তিপথের আদর করেন। যাঁহাদের সে সৌভাগ্য নাই, তাহাদিগকে আমরা **শ্রীভক্তিবিনোদ-বিমুখ প্রভীপ** বলিয়াই জানি। তাঁহাদের প্রতি শ্রীগৌরহরির আদৌ কোন দয়া নাই বলিয়াই জানিতে হইবে।

সজ্জনের তোষণই শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য

কৃষ্ণকথার নামে অনেক ক্ষুদ্র বিষয়ে দুর্ভাগা জীবগণ আবদ্ধ থাকেন। তাঁহাদিগকে কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার উদ্দেশে শ্রীপত্রিকার অবতারণা হয়। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিষয়-কথা মুক্ত করাইয়া সাময়িক পত্রিকা প্রচার করেন। সঙ্গই প্রচারের উদ্দেশ্য। অপ্রাকৃত কথা অপ্রাকৃত ভক্তির উদয় করায়; প্রাকৃত বিষয়-কথা বিষয়ীর আনন্দপ্রদ। শ্রীসজ্জন-তোষণী (শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা) হরিকথা প্রচারিণী, হরিসঙ্গ বিধায়িনী, শুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রচারিণী ও দুঃসঙ্গ বর্জ্জনকারিণী; তজ্জন্যই শ্রীপত্রিকা হরিজন-তোষণী। শ্রীপত্রিকা-সেবন-সূত্রে আমাদের ইহা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক আছে। সজ্জন-বিরোধী সম্প্রদায় আমাদিগের ঐকান্তিকতার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমাদিগের প্রতি তাঁহাদের দূষণ-প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইতেও পারে। আমরা কর্ম্মাবৃত, জ্ঞানাবৃত অন্যাভিলাষ-যুক্ত প্রতিকূল কৃষ্ণানুশীলনের পক্ষপাতী নহি বলিয়া ঐ সকল সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়ীকতা যাহাদের মধ্যে প্রবল, তাঁহারা আমাদের পত্রিকার সহিত সমরুচিবিষ্ট নহেন। আমরা তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিতে গিয়া সজ্জনের তোষণ কার্য্য হইতে কখনই বিরত হইব না।

বর্ত্তমান বর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনার প্রস্তাব

বর্ষপ্রারম্ভে বিগত বর্ষের সজ্জন-সমাজের কথা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া আমরা প্রবর্ত্তমান বর্ষে অগ্রসর হইব। সজ্জন-সমাজে যে বিপত্তি সমুদিত হইয়াছে ও যে-সকল শ্রীগৌর-সেবানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, উভয় বিষয়ই আমাদের আলোচ্য।

সজ্জন-সমাজের বিরোধী চেষ্টাসমূহের বিবরণ

প্রতীপ-দল হরি-বিরোধ, হরিজন-বিরোধ ও হরিসেবা-বিরোধোদ্দেশ্যে প্রবলা চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের তাদৃশ ঘৃণিত চেষ্টা ন্যূনাধিক প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। শুদ্ধ বৈষ্ণবের মহিমা খর্ব্ব করিবার মানসে গতবর্ষে তাঁহাদের অনেকগুলি চেষ্টা আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। তাঁহারা বলেন,—শুদ্ধভক্ত কর্ম্মফলদীন, প্রতিষ্ঠাতা-পরায়ণ, যোষিৎ-সঙ্গজ শৌক্র-বর্ণান্তর্গত; প্রসাদে অপ্রাকৃত অকর্ত্তব্য, বৈষ্ণবের শৌক্র পরিচয়, উপাধি-নামাদি পরিহার করিয়া অপ্রাকৃত

পরিচয় অনাবশ্যক, বদ্ধজীব বৈষ্ণবানুগত্যের অযোগ্য, গুরুদেবের অর্চ্চা পূজা অকর্ত্তব্য, বৈষ্ণবের পরীক্ষা নিষিদ্ধ, বৈষ্ণবের জন্ম-মহোৎসব অবৈধ, শুদ্ধভক্তি প্রচার অন্যায়, ভাড়াটিয়া ভূতকগণের ধর্ম্মপ্রচার বৈধ, বর্ণাশ্রম-অধিকারীর কৃত্রিম পারমহংস্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, থিয়সফি মতবাদিগণই প্রকৃত বৈষ্ণব, মায়াবাদই বৈষ্ণবধর্ম্ম, জড়বিচার-দ্বারা কৃষ্ণভজন প্রভৃতি অসংখ্য অবৈধ কুশিক্ষা প্রচারিত হউক।

সদুদ্দেশ্যের নামে অসৎ কর্ম্মের তালিকা

তাহাদের বর্ণসাঙ্কর্য্যাভিপ্রায় ভিন্ন ভিন্ন শৌক্রবর্ণ মধ্যে বিবাহ-বিধি প্রবর্ত্তনের অবৈধ চেষ্টা, বৈষ্ণবের পূর্ব্বাশ্রম উল্লেখে জাতি-সামান্য-জ্ঞান, শৌক্র-বর্ণগত বৈষম্য প্রবল করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মের ছলনা, বংশ-পরম্পরা ক্রমে গুরুগিরি-ব্যবসা প্রবর্ত্তনই সদাচার বলিয়া কাপট্য প্রচার, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ সংগ্রহ, মন্ত্র দিয়া অর্থ গ্রহণ, সভার সদনুষ্ঠানের নামে নিজ-ভোগতাৎপর্য্যময় অর্থসংগ্রহ, কন্যা-পুত্রাদির বিবাহোপলক্ষে শিষ্য-নামধারীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ, দেবালয়ে স্থাপন করিয়া নিজের ও অসতের উদরোপস্থ-বেগের সহায়তা, শ্রীধাম নির্দ্দেশের নামে জড়ীয় অর্থপ্রসূ অনুষ্ঠান প্রভৃতি ভজন বলিয়া প্রচলন করিবার বেগ আমরা লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত। কৃষ্ণভজনই একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার ছলনায় অবান্তর ফলকামনা কখনই সজ্জনের ধর্ম্ম নহে। গৌণ-ভাবে তাদৃশ কপটতার উৎসাহ প্রদান কোন সজ্জনই আদর করেন না। শ্রীপত্রিকা উপরিলিখিত অবৈধ অত্যাচার দমন ও প্রশমনের জন্য নানা হিতজনক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা

শ্রীপত্রিকায় আমরা এ বর্ষে দিন দিনই নানা শুদ্ধভক্তি-সমৃদ্ধির সন্দেশ জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইব, আশা করিতেছি। শ্রীগৌরসুন্দর এবং তদীয় নিজজন শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল-মহাপুরুষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমাদের সেবা গ্রহণ করুন্।

— জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

উৎসাহ

উৎসাহ-সম্বন্ধে আলোচনার বিষয়

শ্রীরূপগোস্বামী স্বীয় **'উপদেশামৃতে'** অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছয়টিকে ভক্তিবাধক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সে-ছয়টির বিষয় পৃথক্ পৃথক্ বিচার লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি তৃতীয় শ্লোকে তিনি ভক্তিসাধক ছয়টি বিষয় বলিতেছেন।

"**উৎসাহা**ন্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গ-ত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিদ্ধ্যতি॥"

—এই ছয়টি বিষয় এখন পৃথক্ পৃথক্ করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক। অতএব প্রথমেই 'উৎসাহ'-সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত আছে তাহা বলিতেছি।—

'উৎসাহ' কাহাকে বলে

উৎসাহ না থাকিলে ভজনে শৈথিল্য জন্মে। জাড্য, ঔদাসীন্য বা নির্ব্বেদ হইতে শৈথিল্য উৎপন্ন হয়। আলস্য ও জড়তাকেই জাড্য বলে। উৎসাহ জন্মিলে আলস্য ও জড়তা থাকে না। কার্য্যে অস্পৃহাই জড়তা। এই জড়তা চিদ্ধর্ম্মের বিপরীত। জড়তাকে দেহে বা হৃদয়ে স্থান দিলে কিরূপে ভজন হইবে? ঔদাসীন্য-ধর্ম্ম অযত্ন হইতে হয়।

অনির্ব্বিণ্ণ না হইলে ভক্তিযোগ সাধিত হয় না

অনির্ব্বিণ্ণ চিত্তের সহিত ভক্তি-যোগ করিতে হয়, ইহা গীতায় আজ্ঞা করিয়াছেন; যথা:—

তং বিদ্যাদ্ দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগ-সঞ্জিতং।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণ-চেতসা॥ (৬।২৩)

এই শ্লোকের ভাষ্যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন,—"আত্মন্য-যোগ্যত্ব-মননং নির্ব্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা।" যে কার্য্যে আপনাকে অযোগ্য-মনন করা যায়, সেই কার্য্যে নির্ব্বেদ হয়। সেরূপ নির্ব্বেদ-শূন্য-চিত্তের সহিত ভক্তিযোগ করিতে হয়। ভক্তিযোগ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণ-চিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

(ভাঃ ১১।২০।৭-৮)

[অর্থাৎ, যোগত্রয়ের মধ্যে কর্ম্মফলে বিরক্ত কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং দুঃখ-বুদ্ধিশূন্য তৎফলে বিরাগশূন্য ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্ম্মযোগই সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে। যে-ব্যক্তি কোন ভাগ্যক্রমে আমার কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন এবং যাহার বিষয়ে বৈরাগ্য বা অত্যাসক্তি নাই, তাহার পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিদায়ক হইয়া থাকে।]

পরমার্থ সাধন তিন প্রকার—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ

পরমার্থ-সাধক চিত্ত অবস্থাক্রমে তিনপ্রকার অর্থাৎ নির্ব্বিণ্ণ-চিত্ত, অনির্ব্বিণ্ণ-চিত্ত এবং নির্ব্বেদ ও আসক্তিরহিত-চিত্ত। যোগও তিন প্রকার —জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। নির্ব্বিণ্ণ-চিত্ত কর্ম্মন্যাসী পুরুষদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ শ্রেয়ঃ। কামী অনির্ব্বিণ্ণ-চিত্ত পুরুষদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগ। অনির্ব্বিণ্ণ অনাসক্ত পুরুষদিগের যখন সৌভাগ্যক্রমে আমার কথায় শ্রদ্ধা জন্মে, (তখন) তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিযোগই শ্রেয়স্কর।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিযোগের লক্ষণ

তাৎপর্য্য এই,—যাঁহারা কেবল জড়ীয় কর্ম্মে নির্ব্বেদ লাভ করিয়াছেন, অথচ জড়াতীত অপ্রাকৃত ক্রিয়া অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের চিত্তে নির্ব্বেদ বই আর কি থাকিতে পারে? তাঁহাদের পক্ষে নির্ভেদ **ব্রহ্মজ্ঞানই** চরম লাভ।

যাঁহাদের জাতীয় কর্ম্মে নির্ব্বেদ জন্মে নাই, যেহেতু তাঁহাদের চিৎক্রিয়ার অনুভূতি হয় নাই, তাঁহাদের হৃদ্বিশুদ্ধি-কারক **কর্ম্মযোগ**-বই আর গতি নাই।

যাঁহারা জাতীয় কর্ম্মকে তুচ্ছ বলিয়াছেন এবং চিৎক্রিয়ার অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত জড়কর্ম্মে নির্ব্বেদ লাভ করিয়া চিদুদয়ের সহায়রূপে কিয়ৎপরিমাণে জড়-কর্ম্ম স্বীকার করেন, কিন্তু সেই সেই কর্ম্মে

তাঁহাদের আসক্তি থাকে না। ভক্তিতে যত পরিমাণে চিদালোচনা হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাঁহাদের জড়-সম্বন্ধ-মুক্তি সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর ফলরূপে উদয় হইতে থাকে। **ভক্তিযোগী**দিগের লক্ষণ এই,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্ব-কর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)

কাম হইতে কর্ম্মের উদয়, নির্ব্বেদ জ্ঞানের উদয় এবং ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধা হইতে ভক্তির উদয় হয়।

ভক্তিযোগীর আচরণ

জাতশ্রদ্ধ পুরুষ স্বভাবতঃ সকল জড়কর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ; কেবল সেই সেই কর্ম্ম যতটুকু ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধার অনুকূল হয়, ততটুকুই অনাসক্ত ভাবে স্বীকার করেন। শরীর না থাকিলে ভক্তি সাধন হয় না। যে-সকল কর্ম্ম শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়, সে সমুদায় দুঃখাত্মক কাম-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কার্য্য পাওয়া যায় না। অতএব, সাধারণের পক্ষে দুঃখ-ফলজনক সেই সেই কামফলকে তুচ্ছ বুদ্ধিতে নিন্দা করিতে করিতে ভোগ করেন, এবং তত্তৎকামভোগদ্বারা জীবনের আবশ্যক নির্ব্বাহ করত ভক্তিযোগ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আমাকে ভজন করিতে থাকেন। জড়কর্ম্ম-প্রাপ্ত কামফলকে বহু আদরের সহিত যাহারা ভোগ করে, তাহারা কর্ম্মাসক্ত। তাহাতে অনাদর করিয়া তাহাতে যে ভগবদ্ভক্তি সাধক বৃত্তি আছে, তাহাকে আদর করত যাঁহারা কর্ম্মাদি স্বীকার করেন, তাঁহারা অনাসক্ত। কর্ম্মে অনাসক্ত বটে, কিন্তু ভক্তিতে পরমোৎসাহের সহিত কার্য্য করেন।

ভক্তি-সাধকের ক্রমোন্নতি

ভগবদ্ভক্তি-সাধকদিগের উন্নতি-প্রক্রিয়া লিখিতেছেন; যথা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে—

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য-কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥
নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ॥

(ভাঃ ১১।২০।২৯-৩০, ৩৫)

যে মুনি পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগের সহিত আমাকে নিরন্তর ভজনা করেন, তাঁহার হৃদয়ে আমি অনুক্ষণ থাকিয়া হৃদয়জাত কাম সমস্তই নাশ করি। আমার পবিত্র অনুস্মরণ হইতে হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। তদ্দ্বারা অবিদ্যা-গ্রন্থি দূর হয়। সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়। অখিলাত্মা-স্বরূপ আমাকে দর্শন করিলে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়। ইহাই জীবের পক্ষে পরম নৈরপেক্ষ্য-রূপ অতিবড় শ্রেয়ঃকল্প।

তাৎপর্য্য এই যে, হৃদ্গত কাম-নাশের জন্য চেষ্টা করা এবং অবিদ্যা-নাশের জন্য অন্যপ্রকার যত্ন করা নিরর্থক। কিন্তু ভগবদনুশীলন-রূপ ভক্তিযোগ করিতে করিতে অবিদ্যা, কাল, কর্ম্ম, জীবের সমস্ত সংশয় ও কর্ম্মবন্ধ ভগবৎ-কৃপা-বলে দূরীভূত হয়। জ্ঞানী ও কর্ম্মীদিগের চেষ্টার সেরূপ ফল হয় না। সুতরাং অন্য বাঞ্ছা, অন্য আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইলে আমাতে শুদ্ধা ভক্তি হয়।

অনিষ্ঠিত ও নিষ্ঠিতাভেদে ভজন-ক্রিয়া দুই প্রকার

কর্ম্মনাশ করিতে আমাদের শক্তি নাই বলিয়া নিরুৎসাহ হওয়া অনুচিত, ভক্তির প্রারম্ভেই সাধকের উৎসাহময়ী শ্রদ্ধা হওয়া আবশ্যক। কোন বিশুদ্ধ ভক্তাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, ভজনক্রিয়া দ্বিবিধা অর্থাৎ **অনিষ্ঠিতা ও নিষ্ঠিতা**। শ্রদ্ধার দ্বারা সাধু-কৃপায় ভজন-শিক্ষা করত নিষ্ঠা জন্মিলে **'নিষ্ঠিতা' ভজনক্রিয়া হয়**। যতদিন নিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া হয় না, ততদিন **'অনিষ্ঠিতা' ভজনক্রিয়া** কাজেকাজেই হইয়া থাকে। তাহাতে ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী, ঘন-তরলা, ব্যূঢ়-বিকল্পা বিষয়-সঙ্গরা, নিয়মাক্ষ ও তরঙ্গ-রঙ্গিণী—এই প্রকার ছয় লক্ষণে লক্ষিতা।

অনবধান-রূপ অপরাধ তিন প্রকার

'শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে' শ্রীহরিনামাপরাধ মধ্যে প্রমাদকে একটি অপরাধ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। 'প্রমাদ' শব্দে সেই গ্রন্থে অনবধান অর্থ

করিয়াছেন। 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি'-গ্রন্থে উক্ত অনবধানকে তিন প্রকার বলিয়া উক্তি করেন। **ঔদাসিন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ**—এই তিনপ্রকার অনবধান। এই তিনপ্রকার অনবধান হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে কোন ক্রমেই ভজন হয় না। অন্য সমস্ত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিলেও, অনবধান থাকিতে কখনই নামে রতি হয় না। যদি ভজন-প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ শীতল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনই-নাম ভজনে ঔদাসীনতা, আলস্য বা বিক্ষেপ আসিয়া উদয় হইতে পারে না। সুতরাং উৎসাহই সকল ভজনের সহায়।

উৎসাহময়ী ভজনক্রিয়াই ক্রমে নিষ্ঠার উদয় করায়

ভজন-ক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্পদিনে অনিষ্ঠিতা-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়া নিষ্ঠা-অবস্থাকে লাভ করে। অতএব, শ্রীরূপ বলিয়াছেন যে—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন-ক্রিয়া।
ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥

অর্থাৎ, শ্রদ্ধার উদয় হইলে ভজনাধিকার জন্মে। ভজনাধিকার উদয় হইলে সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ হইলে ভজন-ক্রিয়া হয়। প্রথমে সেই ভজনে নিষ্ঠা থাকে না; কেননা, তখন অন্য প্রকার অনর্থ-সকল হৃদয়কে পেষণ করিতে থাকে। উৎসাহের সহিত ভজন করিতে করিতে সকল অনর্থ দূর হয়। অনর্থ যত দূর হয়, ততই নিষ্ঠার উদয় হয়।

উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন

'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস বটে, কিন্তু **উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন**। উৎসাহ-হীন শ্রদ্ধার কোনপ্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার কার্য্য পান না। সুতরাং তাঁহাদের সাধু-সঙ্গাভাবে ভজন হয় না।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———

কলির চেলা

কোন সময়ে পরীক্ষিৎ মহারাজ 'কলিকে' নিগ্রহ করিলে 'কলি' তাঁহার নিকট বাঁচিয়া থাকার মত একটি স্থান প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন,—ওরে অধর্ম্মোবন্ধো! তুমি মদীয় শাসনের মধ্যে চারিটি অধর্ম্মের স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থান পাইবে না, যথা,—

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥ (ভাঃ ১।১৭।৩৯)

অর্থাৎ কলির প্রার্থনানুসারে রাজা তাহাকে দ্যূতক্রীড়া, মদ্যাদি পান, স্ত্রীসঙ্গ ও প্রাণিবধ—এই চারটি স্থান দান করিলেন।

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥
(ভাঃ ১।১৭।৩৯)

অর্থাৎ কলির পক্ষে স্থান অকুলান হওয়ায় পুনরায় তাহাকে সুবর্ণ অর্থাৎ অর্থের স্থান দিলেন, যাহা হইতে আরও পাঁচটি স্থান উৎপন্ন হইল, যথা—(১) মিথ্যাকথা, (২) মদ অর্থাৎ স্ত্রী-রূপ বিভূতি, উত্তমকুলে জন্মাভিমান, জড়ীয় বিদ্যা, সন্ন্যাস, রূপ ও বল—এই ছয়প্রকার মদ হইতে ভয়ঙ্কর বৈষ্ণবাপরাধ হয়, (৩) কাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সেবার কাম, (৪) রজঃ - রজোগুণ হইতে অর্থলোভ হয়, (৫) বৈর অর্থাৎ শত্রুতা। কাহারও প্রতি বৈরসাধন কলির কার্য্য।

এক্ষণে প্রথমোক্ত কলির রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে—

(১) দ্যূতক্রীড়া

অপ্রাণী বস্তুদ্বারা ক্রীড়া যেখানে হয়, তাহাই দ্যূতক্রীড়ার স্থান, যথা—তাস, পাশা, সতরঞ্চ, দশপঁচিশ, বাঘবন্দী ও লটারী প্রভৃতি। এই সব ক্রীড়ায় যাহারা মত্ত থাকে, তাহারা অলস ও কলহপ্রিয় হয়। তাহাদের দ্বারা কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্ভব হয় না। অতএব ইহা যে কলির রাজত্ব, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাজ্য শাসন করিতে হইলে যেমন মন্ত্রীর প্রয়োজন হয়, সেরূপ কলি রাজার মন্ত্রীবর্গ এই ক্রীড়ামোদীরা অর্থাৎ ইহারাই প্রথম শ্রেণীর চেলা।

(২) পান

আসব-মাত্রই পান, যথা—পর্ণ (তাম্বুল), গুবাক (সুপারী), তামাক, গাঁজা, মদিরা ও সুরা প্রভৃতি। এইসব আসব ব্রতনাশকারী। তাম্বুল (পান) সেবা করিলে বিলাসের ইচ্ছা প্রবল হয়। গুবাক (সুপারী) দ্বারা চিত্তে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তাম্রকূটের (তামাকের) দ্বারা মতিভ্রংশ, জড়তা ও ভগবদ্বিমুখতা হয়। গাঁজার ধূমপানে বুদ্ধি নষ্ট হয়। অহিফেন (আফিং), ধূম্রপানের ও অষ্টপ্রকার মদিরা অল্পকালের মধ্যে পশুত্বে পরিণত করিয়া ফেলে। জগজ্জীবের ভক্তি নষ্ট করিবার জন্য কলি এই মদিরাদি পানকারী ব্যক্তিগণকে নিজের মন্ত্রী করিয়াছে। ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্ত্রী বা চেলা।

(৩) স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী)

ধর্ম্মপত্নীর সহিত বর্ত্তমান থাকিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও পঞ্চম পুরুষার্থরূপ ভক্তিকে সেবা করিবেন—ইহাই গৃহস্থ পুরুষের নিত্য বিধি। বিবাহিত পত্নীর সহযোগে বৈধ জীবন নির্ব্বাহ করিলে কলিদোষদুষ্ট হয় না। যেস্থলে পুরুষ স্ত্রৈণরূপে স্ত্রীর বশীভূত হইয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়, সেখানেই বিবাহিত পত্নীতে কলির অবস্থান। ধর্ম্মপত্নীর আদর সর্ব্বশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কিন্তু অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী সমাজে ও শাস্ত্রে নিন্দনীয় এবং দোষাবহ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই,—

"অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

অধর্ম্মাশ্রিত-স্ত্রীগণ সর্ব্বদাই কলির অধিষ্ঠান, সুতরাং সজ্জন অবশ্যই তাহাদিগের নিকট হইতে বহুদূরে থাকিবে। এই সকল স্ত্রীসঙ্গী তৃতীয় শ্রেণীর চেলা।

(৪) সূনা (জীবহিংসা)

সূনা অর্থে প্রাণীবধ। ইচ্ছাপূর্ব্বক যেখানে প্রাণীবধ হয়, সেস্থান কলির বিশেষ প্রিয়। তাই নারদঋষি বলিয়াছেন,—

ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যান বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রীদ্যূতমাসবঃ॥

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরমমৃত্যু নশ্বরম্॥ (ভাঃ ১০।১০।৮-৮)

অর্থাৎ শ্রীনারদ বলিলেন,—প্রিয় উপভোগ্য বিষয়সকলের সেবায় আসক্ত পুরুষের ধনগর্ব্ব যেরূপ বুদ্ধি নাশ করিয়া থাকে, সৎকুল কিম্বা বিদ্যা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন গর্ব্ব তাদৃশ বুদ্ধি নাশ করে না। যেহেতু ঐ ধনগর্ব্ব জন্মিলে স্ত্রীসম্ভোগ, অক্ষক্রীড়াদি এবং মদ্যপান অবিরত চলিতে থাকে। ঐ ধনগর্ব্ব উৎপন্ন হইলে অজিতেন্দ্রিয় নির্দ্দয় পুরুষগণ এই নশ্বর দেহকে জরামৃত্যুরহিত মনে করিয়া উপভোগ বা চিত্তবিনোদনের জন্য পশুগণকে হত্যা করিয়া থাকে। ইহাই চতুর্থ শ্রেণীর চেলা।

সাম্যবাদ

আর এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, তাহারা জগতে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া সহরে প্রচার করেন,—মহাশয়! সব সমান। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সব ধর্ম্মই সমান। সমন্বয়বাদিগণের পরম প্রমাণ এবং ঐ মতবাদ প্রচারের সমর্থকরূপে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইতেছে, যথা,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
(গীতা ৪।১১)

অর্থাৎ যাহারা যেভাবে আমার প্রতি শরণাগত হন, তাহাদিগের প্রতি আমি সেইরূপই ফল প্রদান করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! মানবগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ করিয়া থাকে।

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচিনাং বৈচিত্র্যাদৃজু-কুটিল-নানাপথজুষাং
নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥ (পুষ্পদন্তমহিম্নস্তোত্র)

অর্থাৎ বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বৈষ্ণব—নানাবিধ পথ আছে। কেহ একটি পথকে শ্রেষ্ঠ, কেহ অপরটিকে সুগম মনে করে। মানুষের রুচি বিচিত্র; কেহ বা সরলপথে চলে, কেহ বা কুটিল অর্থাৎ বক্রপথে চলে, কিন্তু সকলেরই গম্য তুমিই,—যেমন সকল নদীর গম্য সমুদ্র।

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধং বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।

অর্হন্নিত্যম্ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ ॥

অর্থাৎ যাঁহাকে শৈবগণ শিব বলিয়া উপাসনা করেন, বৈদান্তিকগণ 'ব্রহ্ম' বলেন, বৌদ্ধগণ 'বুদ্ধ' বলেন, প্রমাণনিপুণ নৈয়ায়িকগণ 'কর্ত্তা' বলেন, জৈনধর্ম্মাবলম্বিগণ 'অর্হৎ' বলেন, মীমাংসকগণ 'কর্ম্ম' বলেন, সেই ত্রৈলোক্যনাথ হরি তোমাদিগকে বাঞ্ছিতফল প্রদান করুন।

উপরিউক্ত তিনটি শ্লোকের মধ্যে প্রথমটি পরম প্রামাণিক গীতা-গ্রন্থের শ্লোক। দ্বিতীয় শ্লোকটি কোন ব্যক্তিবিশেষ রচিত হইয়া সাম্যবাদি-সম্প্রদায়ে আদৃত হইতেছে। যাহা হউক উক্ত শ্লোকগুলির মধ্যে এমন কোন কথাই নাই বিশেষতঃ প্রথম দুইটি শ্লোকে এমন কোন ইঙ্গিতও নাই, যাহা বিকৃত তাৎপর্য্যরূপে পরিণত না করা পর্য্যন্ত আধুনিক একাকারের ধর্ম্ম সমর্থিত হইতে পারে।

গীতার শ্লোকটি অতি সুকৌশলে তথাকথিত সমন্বয়বাদেরই প্রতিবাদ করিয়াছে। উক্ত শ্লোকে ভগবান্ ইহাই বলিয়াছেন যে, যিনি যেরূপভাবে শরণাগত হন, তিনি সেরূপই ফল লাভ করেন। সুবিচারক বা নিয়ামক সাধু ও চোর উভয়কেই সমান ফল দান করেন, ইহাই কি তাৎপর্য্য? যিনি ষোল আনা শরণাগত হন, যিনি এক আনা, যিনি কপট-শরণাগতি প্রদর্শন করেন, ভগবান্ তাহাদের শরণাগতির পরিমাণানুযায়ী কাহাকে ষোল আনা কাহাকে এক আনা, কাহাকেও কপট অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা বলেন নাই যে, ষোল আনা, এক আনা ও কপট শরণাগতির মূল্য এক এবং সকলেরই প্রাপ্য ফল এক।

সকলেই কৃষ্ণের পথ অনুশরণ করে বটে, কিন্তু কেহ সমগ্রভাবে তাঁহার পথে চলে, কেহ বা আংশিকভাবে চলে, আবার কেহ বা বিভ্রান্ত হইয়া বিপথকে 'পথ' মনে করিয়া চলে। "ঐসকল পথিককে ভগবান্ একই পুরস্কার দিবেন, সকল পথিকই কি ঠিক, তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য নাই, কম-বেশী নাই"—এরূপ বিচার কি ঐ শ্লোকের উদ্দেশ্য? না তাহা নহে। "যত মত, তত পথ"—এই শ্রেণীভুক্ত। এই মতবাদ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার চরম ও আত্মধর্ম্মের সম্বন্ধহীন নির্ব্বিশেষ-চিন্তাপর মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায়ের লোকবঞ্চন ও মনোরঞ্জনকারিণী কথা। ইহারা পঞ্চম শ্রেণীর চেলা।

আবার আর এক শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়, যাঁহারা যেই কালী, সেই কৃষ্ণ, সেই শিব, সেই দুর্গা বলেন। তাঁহারা যদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের পঞ্চবিংশ শ্লোকটির তাৎপর্য্য বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে জানতে পারবেন যে, সকল দেবতা সমান নহেন। এস্থলে দৃষ্টান্তরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতা।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥

অর্থাৎ অন্যান্য দেবতাকে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করেন, তাহারা অনিত্য বস্তু বা বস্তুধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই উপাস্য দেবতার অনিত্যকে লাভ করে; যথা—যাহারা শিবকে উপাসনা করেন, তাহারা পরিণামে শিবলোক কৈলাশধাম প্রাপ্ত হন। তাহারা কখনও স্বয়ং ভগবানের গোলোকধাম-প্রাপ্তির যোগ্য নহেন। যাহারা পিতৃলোকের তাহারা পিতৃলোক, যাহারা ভূতলোকের উপাসক, তাহারা ভূতলোক লাভ করে, কিন্তু যাঁহারা নিত্য চিৎ-তত্ত্বস্বরূপ আমার উপাসনা করেন, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। অতএব ইহারা ষষ্ঠশ্রেণীর চেলা।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা বলে—'জীবে দয়া' কথাটি দাম্ভিকতা-ব্যঞ্জক, 'জীবসেবা' বা 'জীব-প্রেম' কথাটিই ঠিক। ইহা নিছক ভ্রান্তিপূর্ণ। বদ্ধজীবের প্রতি কৃপা বা দয়া; আর মুক্ত পুরুষের প্রতি সেবা ও পরমেশ্বরে প্রেম-শব্দ প্রযোজ্য। অতএব 'জীব-সেবা' ও 'জীব-প্রেম' কথাটি স্বকপোল-কল্পিত নাস্তিকতাগর্ভ অর্থাৎ অধোক্ষজ ভগবৎসেবা হইতে জীবকে বঞ্চিত করিবার জন্য মায়ার কুমন্ত্রণা। ইহারা সপ্তম শ্রেণীভুক্ত।

দরিদ্র, দুঃস্থ প্রভৃতি নারায়ণমূর্ত্তিতে আমাদের সেবা গ্রহণে সমাগত—এই কথা যাঁহারা বলেন, তাহারা অষ্টম শ্রেণীর চেলা, কারণ ইহা অশাস্ত্রীয় ও অপসিদ্ধান্তপূর্ণ। সর্ব্বসদ্গুণ-কল্যাণ-বারিধি, চিদৈশ্বর্য্যপতি ও লক্ষ্মীপতি নারায়ণ কখনই দরিদ্র বা দুঃস্থ হইতে পারেন না। দারিদ্রতা প্রভৃতি নারায়ণ-বিমুখের কর্ম্মফলভোগ। কর্ম্মফলভোগীর সেবা করিলে প্রকৃত পক্ষে মঙ্গল হইতে পারে না। তাহাতে বদ্ধদশা উপস্থিত হয়। জড়ভরত উহার দৃষ্টান্ত। জড়ভরত কোনদিনই হরিণত্ব প্রাপ্ত হন নাই, তিনি নিত্যমুক্ত, তবে বদ্ধজীব বিষয়াসক্তবশতঃ ঐরূপ অবস্থা লাভ করে। ইহা দেখাইবার জন্য তাঁহার হরিণদেহধারণ।

মায়াবাদিগণ যে 'জীব'কে ভ্রান্ত ব্রহ্ম বা উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, তাহাই 'মায়াবাদ'। 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বৃহদ্বস্তু মায়ার অতীত বস্তু, মায়াধীশ তত্ত্ব মায়ার কবলে পতিত হন, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদিগণকে মায়াবাদী বলা হয়। "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে" প্রভৃতি উক্তি ঐরূপ মায়াবাদের বিচার হইতেই উদিত হইয়াছে। এই কল্পিত নারায়ণের সৃষ্টিকর্ত্তারাই নবম শ্রেণীর চেলা।

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখি-ভেকি, স্মার্ত্ত জাতগোঁসাই॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ নাগরী।
তোতা কহে এই তের'র সঙ্গ নাহি করি॥"

এই তের সম্প্রদায় কলির দশম শ্রেণীর চেলা।

'কলি'রাজার এতদূর বিস্তৃত রাজ্য থাকিলেও বর্ত্তমানে ধর্ম্মক্ষেত্র বা পারমার্থিক ক্ষেত্রকে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে। মঠ-মন্দিরে, আশ্রমে মহান্তের পদ-সংক্রান্ত ব্যাপারে মারামারি-হানাহানি চলিতেছে; হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতির চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। অতএব, হে সজ্জনবৃন্দ! ইহা দর্শন করিয়া ভীত-সন্ত্রস্ত হইবেন না। ধৈর্য্যধারণ করিয়া ইহার প্রতিকারে বদ্ধমূল হইলে কৃষ্ণের সংসারে শান্তির উদ্ভব হইবে। আর উল্লিখিত কলির চেলার সংশ্রব হইতে দূরতঃ দণ্ডবৎ করিয়া হরিভজনে মনোনিবেশ করিবেন—ইহাই এ অধমের একমাত্র সকাতর প্রার্থনা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে ?

কোনও মানবকে ব্রাহ্মণ বলার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, তাহা বিচার করা আমাদের কর্ত্তব্য। লক্ষণ বিচার না করিলে জন্মের বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়। লক্ষণ-বিহীন ব্রাহ্মণ—নামধারী ব্রাহ্মণ মাত্র; কাম-ধারী নয়। নাম-ধারীর নিকট 'কাম' আশা করিতে পারা যায় না।

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্ম-সূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

যে-সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হইয়া কেবল ব্রহ্মসূত্রের বলে অহঙ্কার প্রকাশ করেন, অত্রিসংহিতায় তাহারা পশু-বিপ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ-বৃত্তি লাভ করিতে না পারিলে কেহ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

পরতত্ত্ব 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছেন। কেবল সম্বিৎ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানিগণ 'ব্রহ্ম', সম্বিৎ ও সন্ধিনী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যোগিগণ 'পরমাত্মা' এবং সম্বিৎ, সন্ধিনী ও আনন্দ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভক্তগণ 'ভগবান্' প্রতীতি লাভ করেন। পরতত্ত্বের ভগবৎ-প্রতীতিতেই পূর্ণ অভিব্যক্তি ও পূর্ণ-প্রতীতি।

শাস্ত্র বলেন,—'ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ', এবং 'বিষ্ণুং জানাতীতি বৈষ্ণবঃ'। ব্রাহ্মণ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানময়, বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ-জ্ঞানময়। যোগী জড়-সিদ্ধি-কামনাময়, জ্ঞানী জড়কাম-ত্যাগী এবং ভক্ত হরিসেবায় শ্রদ্ধাবান্। হরিভক্তি হইতে চ্যুত হইলেই মানব জ্ঞানী বা যোগী হয়। জ্ঞানী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ এবং যোগী হইতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ। যোগী উচ্চ অধিকার লাভ করিলে ভক্ত হন এবং নিম্ন অধিকারে নামিয়া আসিলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন।

শৌক্র-পন্থায় পবিত্রতার দাবী করা নিতান্ত অসঙ্গত এবং পরমার্থ-বিরুদ্ধ। বর্ত্তমানে শৌক্র-ব্রাহ্মণ-সমাজ যোনি-নির্দ্দিষ্ট পবিত্রতার দাবী করায় হিন্দু-সমাজকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াছেন। 'ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণো বেতি'। আমরা বলিতে পারি না—আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ। শ্রীমহাভারতের টীকাকার শ্রীনীলকণ্ঠই এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া, সত্যপ্রিয় ঋষিগণের চিত্তে এই সম্বন্ধে যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছেন। মহাভারতের বনপর্ব্বের ১৮০ অধ্যায়ে সর্প-যোনিপ্রাপ্ত নহুষের সঙ্গে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
শঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥

বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ সমস্ত বর্ণতেই একই প্রকার ; এবং সমস্ত বর্ণের মানব সমস্ত বর্ণের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন। কোন্ ব্যক্তি ব্রাহ্মণের ঔরসজাত, ইহা নিরূপণ করা একেবারেই অসম্ভব। কলিকালে এইরূপ শৌক্রধারা প্রায় সর্ব্বত্রই বিপর্য্যস্ত দেখা যায়। সুতরাং জন্মদ্বারা জাতি-বিচারে বিশুদ্ধতার দাবী অত্যন্ত অসঙ্গত।

গোস্বামী-বৈষ্ণবই হউন বা অন্য কেহই হউন, ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম না লইলে কাহারও পবিত্রতা স্বীকার করা হইবে না—এরূপ উক্তিতে দাম্ভিকতার পরিচয় আছে—কিন্তু বিচার-বুদ্ধির পরিচয় নাই। প্রারব্ধ কর্ম্ম-বশতঃ পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম পাইয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান ব্যভিচার-পরায়ণ বা পতিত হয় কেন ? —অবশ্য আরব্ধ কর্ম্মেরও প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে। এই কর্ম্ম-শক্তির প্রভাবে ব্যক্তিগত পতন ও উত্থান অনিবার্য্য। **আরব্ধ কর্ম্মবশতঃ ব্রাহ্মণ-সন্তানের যেভাবে পতন হয়, শূদ্র-সন্তানেরও সেই ভাবে উত্থান হইতে পারে।** সুতরাং জাতিগত হিসাবে কাহারও পবিত্রতা বিচার না করিয়া ব্যক্তিগত হিসাবে পবিত্রতা বিচার করা উচিত। 'জাতি' লক্ষণ-দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত।

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥　(ভাঃ ৬।১১।৩৫)

অর্থাৎ, মানবের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে-সব লক্ষণের কথা বলা হইল, সে-সমস্ত লক্ষণ যাহার ভিতরেই দেখা যাইবে, তাহাকেই সেই সেই বর্ণে নিরূপিত করিতে হইবে। শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার ভাবার্থ-দীপিকায় এই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ ; **ন জাতিমাত্রাৎ**। যদ্‌যদি **অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত**, তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, **নতু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ**।"

শমাদি লক্ষণের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্থির করা উচিত। জাতির দ্বারা বর্ণ নির্দ্দেশ করার প্রথা দোষাবহ।

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৮৯।৮)

অর্থাৎ,—শূদ্রে যদি লক্ষণ দেখা যায়, এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্রের লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে সেই শূদ্রও শূদ্র নয় এবং ঐ ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নয়।

মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে ১৬৩ অধ্যায়ে শ্রীমহেশ্বর শ্রীউমাদেবীকে বৃত্তির দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

ন যোনির্ন'পি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতি-কুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপি আগম-সম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ফবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাদ্ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুয়াৎ॥

হে দেবি! জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যায়ন ও সন্ততি—দ্বিজত্বের কারণ হইতে পারে না। বৃত্তিই দ্বিজত্বের একমাত্র কারণ। স্বভাবের দ্বারা পৃথিবীতে ব্রাহ্মণত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শূদ্র ও ব্রাহ্মণ্য-বৃত্তিতে অবস্থিত হইলে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিগণিত হইবেন। নিম্নকুলোদ্ভূত শূদ্রও ব্রহ্ম-কর্ম্মের ফল-স্বরূপে আগম সম্পন্ন হইয়া দ্বিজ-সংস্কার লাভ করেন। যে-ভাবে শূদ্র ব্রাহ্মণ হন এবং ব্রাহ্মণও ধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্র হন, সেই গোপনীয় কথা তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম।

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন টীকাকার শ্রীনীলকণ্ঠ মহভারত, বনপর্ব্বে ১৮০ অধ্যায়ের ২৩-২৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,—এবঞ্চ সত্যাদিকং যদি শূদ্রেঽপাস্তি তর্হি সোঽপি ব্রাহ্মণ এব স্যাৎ.....শূদ্রলক্ষ্ম-কামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি নাপি ব্রাহ্মণ-লক্ষ্ম-শমাদিকং ন শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোঽপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।—সত্যাদি লক্ষণযুক্ত শূদ্রকেও ব্রাহ্মণ এবং কামাদি লক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণকেও শূদ্র বলিয়া অবধারিত করিতে হইবে।

কতিপয় বৈদিক আখ্যায়িকা হইতেও লক্ষণ অনুযায়ী বর্ণজ্ঞানের অভিব্যক্তির কথা প্রমাণ করিতে পারা যায়। এখানে দুই-চারিটির কথা উল্লেখ করিলাম।

(১) জাবাল-নন্দন সত্যকাম শৌক্র-বিপ্র না হইয়াও নিজ জননী জাবালার ব্যভিচার সম্বন্ধে সত্য-কথা বলার জন্য, গৌতম ঋষির দ্বারা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া, ব্রাহ্মণ-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছিলেন।

(২) কান্যকুব্জাধিপতি গাধির তনয় বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও, তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

(৩) ক্ষত্রিয়-কুলজাত মহারাজ বীতহব্য ভৃগুর কৃপায় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে প্রসিদ্ধ গৃৎসমদ বংশের উৎপত্তি। বীতহব্যের পুত্র গৃৎসমদ, গৃৎসমদের পুত্র সুচেতা, সুচেতার পুত্র বর্চ্চাঃ, বর্চ্চার পুত্র বিহব্য, বিহব্যের পুত্র বিতত্য, বিততোর পুত্র সত্য, সত্যের পুত্র সন্ত, সন্তের পুত্র ঋষিশ্রবা, ঋষিশ্রবার পুত্র তম, তমের পুত্র প্রকাশ, প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র, বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমিতি, প্রমিতির পুত্র রুরু, রুরুর পুত্র শুনক. শুনকের পুত্র ভাগবত-প্রসিদ্ধ শৌনক।

(৪) মনুর তনয় করুষ, করুষ হইতে কারুষ এবং ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্ট নামে দুই ক্ষত্রিয় জাতির উদ্ভব হয়। পরে ধার্ষ্টগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (ভাগবত ৯।২।১৬-১৭)

(৫) মনুর তনয় নরিষ্যন্ত। তাহার দশম অধস্তন দেবদত্ত। দেবদত্ত ক্ষত্রিয়। তাঁহার পুত্র অগ্নিবেশ্যায়ণ ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ কুলের সৃষ্টি করেন। (ভাঃ ৯।২।১৯-২২)

(৬) চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর বংশে কণ্বঋষি আবির্ভূত হন। তাঁহার পুত্র মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণ বংশের উদ্ভব হয়। (ভাঃ ৯।২০।৭)

(৭) পুরুর ত্রয়োদশ অধস্তন অন্তিনাব, অন্তিনাবের পুত্র সুমতি, সুমতির পুত্র দুষ্মন্ত, দুষ্মন্তের পুত্র ভরত, ভরতের দত্তপুত্র বিতন্ব, বিতন্বের পুত্র মন্যু, মন্যুর পুত্র গর্গ, গর্গের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছিলেন।

(৮) মহাবীর্য্যের পুত্র দুরিতক্ষয়, তাঁহার পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন!

(৯) বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী, তাঁহার পুত্র অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ়। অজমীঢ়ের প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণের অভ্যুদয় হয়।

(১০) প্রিয়ব্রতের পুত্র নাভিরাজ, নাভিরাজের পুত্র ঋষভ। ঋষভদেবের একশত পুত্র। ভরতাদি নয়জন ক্ষত্রিয় হন, কবি-হবি প্রভৃতি নয়জন নবযোগেন্দ্র হইয়া বৈষ্ণবত্ব লাভ করেন। অবশিষ্ট পুত্রগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

বৈষ্ণবই প্রকৃত ব্রাহ্মণ

"বৃত্তমেব তু কারণম্"—বৃত্তিই দ্বিজত্বের একমাত্র কারণ। হরিভজনই আত্মার বৃত্তি বা স্বভাব। আত্মার স্বভাবে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তিনিই ব্রাহ্মণ। এখানে কোন জাতি-বিশেষের পারমার্থিক অধিকার স্বীকার করা যায় না। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের ভিতরে কোন পার্থক্য থাকে না।—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ।" (পদ্মপুরাণ)

পূজ্য বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে নরবুদ্ধি, এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করা নারকীর স্বভাব।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥ (পদ্মপুরাণ)

ভগবানের ভক্ত শূদ্রকুলে জন্মিলেও শূদ্র নন। তিনি যে-কোন বর্ণে জন্মগ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া থাকেন।

বিষ্ণোরয়ং যতো হ্যাসীত্তস্মাদ্বৈষ্ণব উচ্যতে।
সর্ব্বেষাং চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥ (পদ্মপুরাণ)

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরও প্রণম্য। "বৈষ্ণবো বর্ণ-বাহ্যেঽপি পুনাতি ভুবন-ত্রয়ং।" (নারদপুঃ)—বর্ণের বিচারে অতিহীন হইলেও বৈষ্ণব ত্রিভুবন পবিত্রকারী। সুতরাং প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবই পারমার্থিক গুরু।

জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্।
সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা॥ (আদিপুরাণ)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে,—আমি ভক্তের গুরু এবং ভক্ত জগতের গুরু। "বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্য-দেবতান্।" (আদিপুরাণ)।—হে কৌন্তেয়! তুমি বৈষ্ণবেরই ভজনা কর। অন্য দেবতার ভজন করিও না। কারণ বৈষ্ণবগণ দেবতাগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যে-ব্যক্তি এই শুদ্ধ

বৈষ্ণবের সেবা ও পূজা পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন-বিহীন শৌক্র-ব্রাহ্মণের সেবা ও পূজা করেন, তিনি কখনই ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন না। তাই বৈষ্ণব-কবি তুলসীদাসও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"কলিকা ব্রাহ্মণো মসকরা, তাহি ন দীজে দান।
কুটুম্ব সহিত নরকে চলা, সাথ নিয়ে যজমান॥

অর্থাৎ—কলির ব্রাহ্মণ অতি পাপী, দানের পাত্র নন। তিনি কুটুম্ব ও যজমানের সহিত নরকে গমন করেন।

তাই বলি—সাধু সাবধান! সাধু সাবধান!! হরিভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণ হইতে যাহাতে দূরে অবস্থান করিতে পারেন, সেইজন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিবেন।

শ্রীহরিই সার

উশীনর রাজ　　'সুযজ্ঞ' তার নাম　　সদাচার-পরায়ণ।
প্রজারে দেখিত　　আপনার সম　　সদাই প্রফুল্ল মন॥
শত্রুর হাতে　　মরিল সে নৃপ　　রেখে গেল স্মৃতিখানি।
আত্মীয়-স্বজন　　করিছে রোদন　　ভিজাইয়ে বক্ষখানি॥
রাণীগণ কহে　　"ওহে প্রাণধন　　তুমি এবে গেলে কোথা।
তোমার বিহনে　　বিহঙ্গীসম　　আমরা রয়েছি হেথা॥"
দাহের সময়　　অতীত হইল　　দিনমণি অস্তাচলে।
তবু মৃতপতি　　দাহ না করিল　　ধরিয়া রাখিল কোলে॥
বালকের বেশে　　যমরাজ তবে　　উপনীত হন তথা।
উপদেশ-ছলে　　নানাকথা বলে　　ভুলাতে তাদের ব্যথা॥
যমরাজ এবে　　রাণীগণে কহে,　　"ওহে অবলারগণ॥
অনিত্য এ-সব　　মায়ার সংসারে　　কেন শোক অকারণ।
জনম-মরণ-　　মালা পরে সবে　　ভুলি তারা ভগবান্।
মায়ার লাথি　　খায় অবিরত　　নাহি হয় তত্ত্ব-জ্ঞান॥
তিনি না রাখিলে　　কেহ না রহিবে　　যাইবে যমের ঘরে।
দীন-হীন-জনে　　সদা রক্ষা করে　　করুণা বিতরি তারে॥

মায়ের গর্ভেতে পরম যতনে রক্ষক রূপেতে তিনি।
সৃষ্টি-স্থিতি-কার্য্য তাহার ইচ্ছায় হয় সদা ইহা জানি ॥
কর্ম্মফলে জীব ভ্রমে হেথা এসে চৌরাশীলক্ষ জন্ম ধরে।
একবার তবু ভগবানে না ডাকে অনিত্য সুখের তরে ॥
মৃত্যু যে নাই দেহীর ওহে দেহ হতে ইহা ভিন্ন।
দেহের পতনে দেহী যে তখন আশ্রয় করেন অন্য ॥
যাহার তরেতে করিতেছ শোক ঐ তো শায়িত রাজা।
তবে কেন শোক কর এবে মিছে দেহ নিয়ে কর মজা ॥
বুঝে দেখ এবে দেহ কিছু নয় শ্রীহরিই শুধু সার
শ্রীহরির সেবা করে যেই জন জীবন সার্থক তার" ॥
এই বলে যম বুঝাতে লাগিল এক রূপকের ছলে।
ব্যাধরূপী কাল বাণ মেরে সবে ফেলায় মরণ-কবলে ॥
"কুড়ঙ্গী নামে পক্ষী দম্পতি থাকিত গভীর বনে।
হাসিয়া খেলিয়া জীবন কাটাত পক্ষী-শাবকের সনে ॥
একদিন ব্যাধ ফাঁদ পাতি গেল রেখে গিয়া প্রলোভন।
পক্ষিণী তখন ফাঁদেতে প্রবেশে লোভে হয় আনমন ॥
দুঃখে পক্ষী উড়িয়া বেড়ায় ঘিরিয়া ফাঁদের ধারে।
'হা হা প্রিয়তমে কোথা গেলে তুমি বলিয়া রোদন করে ॥
ব্যাধের তখন হইল সুযোগ পক্ষিণীকে মারিবারে।
শরবিদ্ধ পাখী লোটায় ধূলাতে রক্তাপ্লুত কলেবরে ॥
কুড়ঙ্গীদ্বয় প্রাণপাখী ছাড়ে মায়ার ভজন করি।
মায়া দূরে ত্যজি সংসারের মাঝে মুখে বল হরি হরি ॥
যমরাজ-বাণী শুনিয়া তখনি থামিল ক্রন্দন-রব।
শোক ভুলিয়া পরম আনন্দে শান্ত হইল সব ॥
'হরি হরি' বলি রাজার দেহ দাহ যে করিল সবে।
'হরি-নাম' লইলে তবে ওরে ভাই (আর) জনম হবে না ভবে ॥

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব

(পদ্মপুরাণাবলম্বনে লিখিত)

অম্বরীষ মহারাজ একদা বিষ্ণুধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া বদরিকাশ্রমে গমন করত তথায় হৃষ্টচিত্তে জিতেন্দ্রিয় ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"হে প্রভো! আপনি আমাকে অপার সংসার হইতে পরিত্রাণ করুন। যিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, পরব্রহ্ম এবং মুনিগণ যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন, সেই চিন্ময়তত্ত্বে আমার মন কিরূপে নিযুক্ত হইতে পারে, তাহা বলুন।"

বেদব্যাস বলিলেন,—"হে হরিপ্রিয় মহারাজ অম্বরীষ! তুমি যে অতি নিগূঢ় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা আমি পূর্ব্বে কাহাকেও বলি নাই। তোমাকে বলিতেছি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থায় অবিনাশী অবিকৃত হইয়া অবস্থিত ছিল, ভগবদিচ্ছায় প্রকটিত সেই বিশ্বের কথা সর্ব্বাগ্রে বর্ণনা করিতেছি।—

"আমি পূর্ব্বে ফল-মূল, জল ও বায়ুমাত্র আহার করত বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া শ্রীহরির দর্শনলাভ করিয়াছিলাম। জগদীশ্বর আমাকে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন দেখিলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে মহামতে! তুমি কি অভিপ্রায়ে এইরূপ করিতেছ, তত্ত্বজ্ঞানের কামনায় কি? তাহা বল, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। আমার নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। তোমায় সত্য সত্য বলিতেছি, আমার দর্শন পাইলে জীবের আর সংসার ক্লেশ ঘটে না।'

'তখন আমি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে বলিলাম,—'মধুসূদন! যিনি সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম এবং যিনি জগৎপতি ও জগতের প্রকাশ-স্বরূপ, সেই আপনাকে আমি সাক্ষাৎ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি।"

"তখন **শ্রীভগবান্** কহিলেন,—'পূর্ব্বে আমি ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত ও প্রার্থিত হইয়া তাহাকে যেরূপ বলিয়াছি, এক্ষণে তোমাকেও তাহাই বলিতেছি।—কতকলোকে আমাকে প্রকৃতি বলিয়া স্বীকার করে, কেহ বা পরমপুরুষ 'ঈশ্বর' বলিয়া থাকে, কেহ বা আমাকে 'ধর্ম্ম' কহে; কেহ বা ধনকেই ঈশ্বর বলে, কাহারও মতে মুক্তিই ঈশ্বর; কতকলোক শূন্যকে, কেহ সত্তাকে এবং কেহ বা মঙ্গলময় সদাশিবকে 'পরমেশ্বর' বলেন। আবার

অন্যলোকে বেদের শীর্ষদেশে অবস্থিত একমাত্র 'সনাতন পুরুষ' বলিয়া আমায় নির্দ্দেশ করেন। হে মহাভাগ! আজি আমি তোমাকে সেই নির্ব্বিকার বেদগোপ্য চিদানন্দময় সৎস্বরূপ অপরূপ-রূপ প্রদর্শন করিতেছি।"

মহর্ষি বেদব্যাস বলিলেন,—"হে বৈষ্ণবচূড়ামণি মহারাজ! ভগবানের এইপ্রকার বাক্যাবসানে আমি দেখিলাম.—সেই আমার নবজলদ-কান্তি প্রভু গোপ-বালকবেশে পীতবসন পরিধান করত **গোপ-কন্যাগণে পরিবৃত** হইয়া কদম্ব-তরুমূলে বসিয়া গোপ-শিশুদিগের সহিত বাল-সুলভ হাস্য করিতেছেন। আরও দেখিলাম,—সম্মুখে সেই নবপল্লব-শোভিত, ভ্রমর-কোকিল-রবে গুঞ্জিত কাম-মনোমোহন বৃন্দাবন; তথায় মেঘের ন্যায় শ্যামলা যমুনা প্রবাহিতা হইতেছে এবং দেবরাজের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ-হস্তোদ্ধৃত সেই গোপ ও গোবৃন্দের সুসম্পদ গোবর্দ্ধন-গিরিরাজকেও দেখিলাম। আমি সর্ব্বভূষণের ভূষণভূত সেই বেণুবাদনকারী, গোয়ালাবেশী ভগবানকে দেখিয়া সমধিক আনন্দিত হইলাম।

"বৃন্দাবনবিহারী ভগবান্ আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'বৎস! তুমি যে আমার এই শান্ত সচ্চিদানন্দময় পদ্মপলাশলোচন **দ্বিভুজ-মুরলীধর শ্যামসুন্দর সনাতন দিব্যরূপ** দেখিতেছ, **ইহার পর আর অবশিষ্ট কিছুই নাই।** বেদ-চতুষ্টয় এই সর্ব্বকারণ-কারণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাই সত্য পরমানন্দ-স্বরূপ, চিদ্‌ঘন ও নিত্য মঙ্গলময়। হে বৎস! এই মথুরাপুরী, যমুনা-নদী, গোপ-রমণীগণ ও গোপ-বালকগণ—এ সমুদয় আমার নিত্য-সহচর-সহচরী জানিও এবং অবতারী হইয়াও 'শ্রীকৃষ্ণ' রূপে আমার লীলা ও 'পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ' রূপও নিত্য—ইহাতে সংশয় করিও না। রাধিকা আমার সর্ব্বদা প্রিয়তমা এবং আমাকে সর্ব্বজ্ঞ, পরাৎপর, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সর্ব্বানন্দময়, সর্ব্বকামস্বরূপ মদনমোহন বলিয়া জানিও; এই বিশ্ব-সংসার আমারই মায়াবশে প্রকাশমান হইলেও আমাতেই অবস্থিত আছে জানিবে।'

"অনন্তর লীলাময় পুরুষোত্তম ভগবানকে আমি বলিলাম,—হে জগতের কারণেরও কারণস্বরূপ প্রভো! এই গোপকন্যারা এবং গোপবালকেরা কে? এই কদম্বতরুই বা কে? বনই বা কি? কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গমেরাই বা কে? আর যমুনা ও গিরিরাজ-গোবর্দ্ধনই বা কে? আর ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলী-ধ্বনিই বা কি?—তাহা আমাকে বলুন।'

"ভগবান্ প্রীত হইয়া প্রসন্নবদনে আমাকে বলিলেন,—বৎস! গোপিকারা শ্রুতি ভিন্ন কিছুই নহে, আর শ্রুতি-মন্ত্রসমূহই গোপকন্যকা এবং তপস্যানিরত বৈকুণ্ঠবাসী মুক্ত মুনিগণই গোপ-বালক, কল্পবৃক্ষই পরমানন্দাস্পদ কদম্ব-বৃক্ষ হইয়াছে ও আমার গোলোকের নিত্য-বিহারস্থলীকেই বৃন্দাবনরূপে দেখিতেছ; সিদ্ধ, সাধ্য ও গন্ধর্ব্বগণই কোকিলাদির মূর্ত্তি স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। নিখিলশাস্ত্র এই যমুনাকে আনন্দময়েরই মূর্ত্যান্তর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং শান্তহৃদয় তপস্বী সত্যনিষ্ঠ 'দেবব্রত' নামে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণই বেণুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে মহাভাগ বেদব্যাস! ইহাতে কিছু সংশয় করিও না। আমি তোমার নিকট যাহা প্রকাশ করিলাম, ইহা সমস্ত বেদেরও অতি নিগূঢ়-রহস্য বলিয়া জানিবে।"

উক্ত উপাখ্যানের শিক্ষা

অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপই যে সর্ব্বোত্তম এবং ব্রজদেবীগণ যে মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছেন, তাহাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহা পূর্ব্বোল্লিখিত আখ্যায়িকা হইতে প্রতিপাদিত ও প্রমাণিত হইবে। সর্ব্ব-বেদান্তসার পরমহংস-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত "অনুগ্রহায় ভক্তানাম্", "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" প্রভৃতি শ্লোকদৃষ্টে অনেকে মনে করিতে পারেন—ভগবান্‌কে যে গোলোকগত অপ্রাকৃত রাসাদিক নিগূঢ় লীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই বোধহয় অধিকার-নির্ব্বিচারে সকলেরই আলোচ্য ও শ্রবণ-কীর্ত্তনীয়। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ পরদুঃখদুঃখী মঙ্গলময় শ্রীবেদব্যাস পূর্ব্বেই ইহার আশঙ্কা করিয়া রাস-পঞ্চাধ্যায়-শেষে "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু" শ্লোকের দ্বারা অনধিকারীর পক্ষে শ্রীভগবানের মধুর-রসাত্মক লীলাদি আচরণ করা দূরের কথা, মনে মনেও চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। টীকাকারগণ ও বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গ সকলেই উক্ত বাক্যের সমর্থন করিয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এঁচড়ে-পাকা প্রাকৃত-সহজিয়াশ্রেণী হাটে-ঘাটে-মাঠে উন্নতোজ্জ্বল-রসতত্ত্ব আলোচনা-মুখে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি-দ্বারা অনধিকারী নিজদিগকে ও জনসাধারণকে অধঃ-পাতিত করিয়া নিরয়গামী হইতেছেন। ভগবান্ তাহাদিগকে সদ্বুদ্ধি প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা করি।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা

রাধিকার ভাব-কান্তি, করি অঙ্গীকার।
কলিহত জীবে যিনি করিতে উদ্ধার॥
আপনি আচরি ধর্ম্ম করিলা প্রচার।
তাঁহার চরণে মোর কোটী নমস্কার॥

জগাই মাধাই অতি পাপী দুরাচার।
হরিনাম দিয়া যিনি করিলা উদ্ধার॥
নয়নে বহিত যাঁর শত প্রেমধার।
তাঁহার চরণে মোর কোটী নমস্কার॥

পতিত দেখিয়া প্রাণ কাঁদিল যাঁহার।
নামৈব কেবল ধর্ম্ম উপদেশ যাঁর॥
রাধা-প্রেম বিলাইতে যাঁর অবতার।
তাঁহার চরণে মোর কোটী নমস্কার॥

কনক চম্পক জিনি. বরণ যাঁহার।
শরতের চন্দ্রসম মুখ-শোভা যাঁর॥
নীলোৎপল নিন্দি যাঁর, আঁখি চমৎকার।
তাঁহার চরণে মোর কোটী নমস্কার॥

তিল-ফুল জিনি যাঁর, নাসা চমৎকার।
বিম্ব-বিড়ম্বিত ওষ্ঠ সুধার আধার॥
চপলা চমকে হেরি হাস্য-সুধা যাঁর।
এমন গৌরাঙ্গ-পদে করি নমস্কার॥

পরিসর বক্ষঃস্থল অতি চমৎকার।
তাহাতে শোভিত যাঁর বৈজয়ন্ত হার॥
নিন্দিয়া করভ-কর ভুজযুগ যাঁর।
এমন গৌরাঙ্গ-পদে করি নমস্কার॥

কেশরী জিনিয়া কটি ক্ষীণ অতি যাঁর।
রামরম্ভা তরু জিনি উরু চমৎকার॥
স্থলজ কমল জিনি চরণ যাঁহার।
সে-চরণে করি আমি কোটী নমস্কার॥

গৌড়ীয়ের চতুস্ত্রিংশ-বর্ষ

ধর্ম্ম নীতি ও রাজনীতির পার্থক্য

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা চতুস্ত্রিংশ-বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। সুদীর্ঘ এক বর্ষকালের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইলেও, শ্রীপত্রিকা নব-নবায়মানরূপে তাঁহার নিজস্বরূপ প্রকাশপূর্ব্বক জীব-কল্যাণের নিমিত্ত বরাভয়প্রদ হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। রাজনীতি-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ জগতে বাস্তব শান্তি বা স্বস্তির লেশমাত্র নাই। কৌটিল্য-চাণক্য-নীতি ধর্ম্ম-নীতির স্কন্ধে যাবতীয় দোষ আরোপ করিয়া নিজের ভালমানুষী দেখাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। তাহার কপট-কুটীল প্রবঞ্চনারূপ নগ্ন-স্বরূপ বিশ্ব-সভায় হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িলে তখন সে সমাজ-নীতি ও অর্থনীতির সহযোগিতা কামনা করে। তাহাদের সাহায্য-সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইলে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ন্যায়-নীতি-আদর্শের বিরোধিতা করাই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। রাজনীতিরূপ কূটনীতি কোনদিনই বিশ্বের সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রীরূপ কল্যাণ আনয়নে সমর্থ নহে, তথাপি তাহার অপপ্রয়াসের অন্ত নাই।

রাজনীতি—কূটনীতি, ধর্ম্মনীতি—বিশ্বকল্যাণাত্মক

অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন ও (তপশীলভুক্ত) হরিজন-নিপীড়ন-আন্দোলন আজ বিশ্বের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। জাতীয়তাবাদী (উঁচুজাতের) মানুষের অবজ্ঞা ও বঞ্চনায় হরিজন-আদিবাসীরা নির্য্যাতিত ও নিপীড়িত। সাংবিধানিক রক্ষা-কবচ তাহাদিগকে আর রক্ষা করিতে অসমর্থ ও অপারগ। সময়ের বিবর্ত্তনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বারে বারে ইহাদের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়াছেন।—ইহাদের সমাজে উচ্চাধিকার প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়া অনেকেই স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছেন। সনাতন হিন্দুসমাজ আর্য্য-সংস্কৃতির আদর্শেই অনুপ্রাণিত। অনার্য্যগণকে তাঁহারা সমাজে গ্রহণ করেন নাই বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় মাত্র। শ্রীগীতার "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য···তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥", ভাগবতের "কিরাত-হূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশাঃ···শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥" শ্লোক ও বিচার উদারনৈতিক মনোভাব ও মহানুভবতারই পরিচায়ক। আসুরিক বর্ণাশ্রম ও দৈব-বর্ণাশ্রম

ব্যবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। সনাতন আর্য-ঋষিগণের সুসূক্ষ্ম সিদ্ধান্তসম্মত সুবৈজ্ঞানিক বিচারপ্রণালী সাধারণের বোধগম্য না হওয়ায় বহুক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝি হইয়াছে। সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিও সমাজকে বিপথে পরিচালিত করিয়াছেন ও সামাজিক মৌলিক অধিকার হইতে অনেকেই বঞ্চিত হইয়াছেন। 'জন্ম অনুযায়ী কর্ম্ম', 'কর্ম্ম অনুযায়ী পরজন্ম' বা 'পুনর্জ্জন্মবাদ' সুবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"—বর্ণাভিব্যঞ্জক লক্ষণ যাহার মধ্যে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণেই তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে, কেবল বর্ণের দ্বারা জন্ম নিরূপিত হইবে না, ইহাই বিশেষ তাৎপর্য্য। এস্থলে ঋষিগণ-কর্ত্তৃক প্রকৃত গুণ ও গুণীরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মই বিশ্বজনীন আত্মধর্ম্ম

জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আপামর জনগণকে শ্রীনাম-প্রেম-বিতরণের জন্যই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই প্রেমঘনমূর্ত্তি শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি দীনজনের নিকট দীনভাবে আকুতি-মিনতি করিয়া, আবার পণ্ডিত জনের নিকট অপার পাণ্ডিত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। বিষয়ী ব্যক্তিকে অনাসক্ত-ভাবে বিষয়-গ্রহণের, আবার বিষয়-বিরাগীকে দুঃসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণ-ভজনের—আত্মকল্যাণের উপদেশ দিয়াছেন। ভবরোগের মহৌষধিস্বরূপ শ্রীনামামৃত প্রদানপূর্ব্বক দুর্গত বিশ্বজনের দুঃখ-দুর্দ্দশা বিদূরিত করিয়াছেন। "হরিনাম দিয়া হৃদয় শোধিল, যাচি গিয়া ঘরে ঘরে", "চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ"—বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সাম্য বা মৈত্রীভাব-আনয়নকারী সেই প্রেমাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জয়যুক্ত হউন্।

চৌত্রিশবর্ষে চৌত্রিশ-পদাবলীর তাৎপর্য্য

বর্ত্তমান চৌত্রিশ-বর্ষীয় (৩৪) শ্রীপত্রিকা সর্ব্বাবতারী নাম-প্রেম-প্রদাতা শ্রীশচীনন্দন গৌরহরিকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পদকর্ত্তা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বর্ণিত "চৌত্রিশ-পদাবলী" বা বর্ণমালায় শ্রীগৌর-মহিমার বিষয় স্মরণ করাইয়া দেয়। "নারায়ণাদুদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ"

সূত্রানুসারে শ্রীনারায়ণ ভগবান হইতেই বর্ণাদির উৎপত্তি হইয়াছে জানা যায়। "অক্ষরাণামকারোঽস্মি" গীতার বাক্যে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও "স্ফোট আশ্রয়ঃ, নাদো বর্ণস্ত্বমোঙ্কার আকৃতীনাং পৃথক্কৃতিঃ" শ্লোকেও শ্রীভগবানই শব্দতন্মাত্র, নাদ, ওঁকার, বর্ণ এবং পদার্থসমূহের পৃথক্ পৃথক্ নামনির্দ্দেশক পদসমূহ অর্থাৎ বর্ণ-পদাদিরূপা বৈখরীরূপে শ্রীবসুদেব-মহারাজ-কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছেন। ব্যঞ্জনবর্ণমালায় "কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার। খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল-করতাল॥ গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সঙ্কীর্ত্তনে। ঘরে ঘরে হরিনাম দেন সর্ব্বজনে॥ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে প্রভু জীবের লাগিয়া। চেতন করান জীবে কৃষ্ণনাম দিয়া॥.....বসুদেব-সুত সেই শ্রীনন্দনন্দন। শচীর নন্দন এবে বলে সর্ব্বজন॥ ষড়্ভুজ রূপ হৈলা অত্যাশ্চর্য্যময়। সবাকার প্রাণধন গোরা রসময়॥ হরি হরি বল ভাই কর মহাযজ্ঞ। ক্ষিতিতলে জন্মি কেহ না হৈয় অবিজ্ঞ॥ "এ চৌত্রিশ পদাবলী" যে করে কীর্ত্তন। দাস নরোত্তম মাগে তাঁহার চরণ॥"—শ্রীগৌরহরির মহিমা এইরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্বর-বর্ণমালায়ও তিনি কবি প্রেমদাস কর্ত্তৃক "অশেষ গুণের নিধি গৌরাঙ্গসুন্দর। আনন্দে বিভোর সদা প্রেমের সাগর॥.....ওড্র দেশে যাইয়া প্রভু বহু লীলা কৈল। ঔদার্য্য-গুণেতে সার্ব্বভৌমাদি নিস্তারিল॥ চতুর্দ্দশ স্বরাবলী যে করে কীর্ত্তন। অচিরে লভয়ে সেই গৌরাঙ্গ-চরণ॥" প্রভৃতি পদাবলীতে বন্দিত ও আরাধিত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রুতিশাস্ত্র বেদমাতা গায়ত্রীরূপে প্রতিটী অক্ষর বা বর্ণ এবং পদের বিদ্বৎরূঢ়ী বা অবিধা-বৃত্তিতে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ অখিলরসামৃতসিন্ধু পরমোপাস্য শ্রীভগবানেরই মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।

সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ সেবানুকূল্য নহে

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ও নিত্যপূজিত শ্রীবিগ্রহরূপে শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউকেই লক্ষ্য করা যায়। তাহাতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি অতিশ্রদ্ধালু (?) কোন কোন ভক্তকে বলিতে শুনা যায়, —"গৌড়ীয় মঠ শ্রীনিত্যানন্দ-বিরোধী, ইঁহারা নিতাইকে মানেন না।" এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য,—"শ্রীগৌর কি নিতাই ছাড়া, বা শ্রীনিত্যানন্দ কি গৌরাঙ্গকে বাদ দিয়া থাকিতে পারেন? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরনিষ্ঠা এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন—"সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥" "আমার প্রভুর প্রভু

শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।" শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত একই সিংহাসনে শ্রীরাধাগোবিন্দ অবস্থান করিলে তাহাতে রসাভাস-দোষ আসে না; কারণ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ একই তত্ত্ব; কিন্তু একই সিংহাসনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ অবস্থান করিতে পারেন না; ইহা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট। সুতরাং শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়-সমাজে যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহা মহাজনানুমোদিত ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তসম্মত। পৃথক্ সিংহাসনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ অবশ্যই পূজিত হইতে পারেন, তাহাতে তত্ত্বতঃ কোনরূপ বাধা-নিষেধ নাই। শ্রীরূপানুগ সারস্বত-সমাজে এইরূপভাবে বহু মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ সম্পূজিত ও পরিসেবিত হইতেছেন।

শিক্ষিত যুব-সমাজের ধর্ম্মের প্রতি অনীহার কারণ

আজকাল শাস্ত্রীয় যুক্তি ও তত্ত্বসিদ্ধান্তালোচনায় জনসাধারণের অনীহা লক্ষ্য করা যায়। ফলে নীতি-আদর্শ হইতেও দেশবাসী ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইতেছেন। শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ভগবদ্বিদ্বেষ ও ভক্ত-বিদ্বেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ধার্ম্মিক তথা ভক্তসমাজ তাহাদের নিকট হাস্যাস্পদ ও সমালোনার পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন। সনাতন আর্য্যঋষি অধ্যুষিত এই ভারত-ভূমির অধিবাসিগণ স্বভাবতঃই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতগণের ধার্ম্মিক বা জনসাধারণের প্রতি কোনরূপ সেবাবৃত্তির মনোভাবও দেখা যায় না। বর্ত্তমান নিরীশ্বর শিক্ষাই ইহার জন্য দায়ী। নীতি-আদর্শ-পূর্ণ ধর্ম্মশিক্ষা আজকাল ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্কুল-কলেজে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তজ্জন্যই সমাজ-জীবনে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাবে যুবকগণের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংযমের অভাব সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে। আইন-শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতাই বাস্তব মনুষ্যত্ব দান করে, অন্যথায় বিপজ্জনক রাজনীতির আশ্রয়ে জীবন দুর্ব্বিসহ করিয়া তোলে। তাই বিশ্বের চিন্তাশীল মনীষী ও বিদ্বজ্জনগণ আজ সমাজে ধর্ম্মশিক্ষার একান্ত আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে দেশ নিশ্চয়ই অধঃপাতে যাইবে।

জীবের স্বরূপধর্ম্ম-গ্রহণেই আত্মকল্যাণ ও উদারতা

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম—ইহাই সনাতন ধর্ম্মশিক্ষার মূলসূত্র। আমাদের তথাকথিত খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিঁদু হইয়া লাভ নাই। বৃক্ষ-তৃণ-গুল্ম-

লতা, পশু-পক্ষী, দেবতা-দৈত্য দানব হইয়া কাজ নাই, স্বরূপের নিত্যধর্ম্ম গ্রহণ করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। শ্রীগৌরসুন্দর দক্ষিণদেশে ভ্রমণকালে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের দ্বারা ঝাড়িখণ্ডের পথে বৃক্ষ-পশু-পক্ষী সকলকেই আত্মভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। শৈব-শাক্ত, বৌদ্ধ-জৈন, যোগী-তপস্বী ভোগী ত্যাগী, নির্ব্বিশেষবাদী, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ অস্ত্রে সার্ব্বজনীন বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সকলের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ ছিল, —"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥" শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার ভক্তগণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ পরোপকারী হন নাই আর হইবেনও না। দেশের-দশের তাৎকালিক উপকার, ক্ষণিক উপকার—অপকারেরই নামান্তর মাত্র। যেস্থলে একের উপকার অপরের ক্ষতির কারণ হয়, তাহা কখনও 'উপকার' পদবাচ্য হইতে পারে না। শ্রীগৌরহরি ও তদ্ভক্তগণ কখনও ঐপ্রকার লোক-প্রবঞ্চনামূলক উপকার বা অপকার করেন নাই। তাঁহাদের উপকার—তাঁহাদের দান সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় আত্যন্তিক কল্যাণবিধান করিয়া থাকে। ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করিলে তাঁহার অসমোর্দ্ধ করুণার কথা উপলব্ধির বিষয় হয়,—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

অন্তে আশ্রয়-বিগ্রহের কৃপা-প্রার্থনা

বিগত বর্ষে শ্রীপত্রিকায় বিভিন্ন স্তব-স্তুতি, জগদ্গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত দার্শনিক, বৈষ্ণব-স্মৃতি-বিষয়ক, সৎসমালোচনামূলক, অতিমর্ত্ত্য জীবনী-শিক্ষা-সম্বলিত, শ্রীনাম-মহিমা-সমন্বিত প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়ায় সর্ব্বস্তরের পাঠকবর্গের তত্ত্ব-সিদ্ধান্তানুশীলনে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অপরাপর পদ্য-গদ্য রচনাগুলিও সুধী সজ্জন-সমাজের তুলনামূলক আলোচনার সুযোগ প্রদান করিয়াছে।

পরিশেষে শ্রীপত্রিকার গ্রাহকবর্গ, সেবানুকূল্য-বিধানকারী ও উপদেষ্টৃ-গণকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদনসহ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীউ, শ্রীলক্ষ্মী-বরাহ-নৃসিংহদের, শ্রীরাধা-গিরিধারীজীউর অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনামুখে বক্তব্য সমাপন করিলাম।

———

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

"SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month ie. once in a month
3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari, Bhakti-Bandhav.

   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.

   Address—Shri Devananda Goudiya Math. Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
4. Publisher's Name— Do

   Nationality— Do

   Address— Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.

   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.

   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital.— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharya. on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./-Nabajogendra Brahmachari,

Dated—3. 3. 82. *Signature of Publisher.*

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৪শ বর্ষ | ৬ মধুসূদন অনিরুদ্ধ, ৪৯৬ গৌরাব্দ
৩১ চৈত্র, বুধবার, ১৩৮৮ ; ইং ১৪।৪।১৯৮২ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্

[শ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর বিরচিতম্]

গাঙ্গেয়-চাম্পেয়-তড়িদ্বিনিন্দি-রোচিঃ-প্রবাহ-স্নপিতাত্মবৃন্দে !
বন্ধূক-রন্ধু-দ্যুতি-দিব্যবাসো বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥১॥

হে অতুজ্জ্বল-রক্তবর্ণ-বসন-ধারিণি বৃন্দে ! তুমি স্বীয় পরম সুন্দর অঙ্গ-কান্তি-দ্বারা স্বর্ণ, চম্পকপুষ্প ও সৌদামিনীকেও তিরস্কার করিতেছ এবং তদ্দ্বারা স্বজনগণ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তগণকে অভিষিক্ত করিতেছ ; তোমার শ্রীচরণারবিন্দে নমস্কার করি ॥১॥

বিম্বাধরোদিত্বর-মন্দহাস্য-নাসাগ্র-মুক্তাদ্যুতি-তীপিতাস্যে !
বিচিত্র রত্নাভরণাশ্রিয়াঢ্যে ! বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥২॥

হে বৃন্দে ! তোমার বিম্ব-সদৃশ রক্তবর্ণ অধরোদগত মৃদু-মধুর হাস্য ও নাসিকাগ্রবর্ত্তী মুক্তা-কান্তিদ্বারা ত্বদীয় বদনমণ্ডল পরিশোভিত হইয়াছে এবং তুমি বিচিত্র রত্নাভরণে সৌন্দর্য্যান্বিতা হইয়াছ ; তোমার শ্রীচরণ-পদ্মে নমস্কার করি ॥২॥

সমস্ত-বৈকুণ্ঠ-শিরোমণৌ শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবন-ধন্য-ধাম্নি ।
দত্তাধিকারে বৃষভানু-পুত্র্যা বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥৩॥

হে বৃন্দে ! বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীরাধিকা নিখিল-বৈকুণ্ঠ-সমূহের শিরোমণি ও অশেষ-গুণ-সমন্বিত পরম পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ-ধাম শ্রীবৃন্দাবনে তোমাকে অধিকার প্রদান করিয়াছেন ; তোমার শ্রীপাদসরোজে নমস্কার করি ॥৩॥

ত্বয়াজ্ঞয়া পল্লব-পুষ্প-ভৃঙ্গ-মৃগাদিভির্মাধব-কেলিকুঞ্জাঃ ।
মধ্বাদিভির্ভান্তি বিভূষ্যমাণা বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥৪॥

হে বৃন্দে ! তোমারই আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে পত্র, পুষ্প, ভ্রমর, মৃগ, ময়ূর, শুক-সারী প্রভৃতি পশু-পক্ষীগণে ও চির-বসন্তে শ্রীকৃষ্ণের কেলিকুঞ্জ-সমূহ বিভূষিত হইয়া পরম শোভা পাইতেছে ; তোমার পদারবিন্দে প্রণাম করি ॥৪॥

ত্বদীয়-দূত্যেন নিকুঞ্জ-যূনো-রত্যুৎকয়োঃ কেলি-বিলাস-সিদ্ধিঃ ।
ত্বৎ-সৌভগং কেন নিরুচ্যতাং তদ্ বৃন্দে নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥৫॥

হে বৃন্দে ! তোমার দূতীত্বের চাতুর্য্য-প্রভাবেই বিলাস-বাসনাময়ী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কেলি-বিলাস সম্পন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ তুমিই দূতীরূপে শ্রীরাধা-গোবিন্দের সুদুর্ঘট মিলন সম্পাদন করাইয়া, তাঁহাদিগের লীলা-বিলাসের সহায়তা করিয়া থাক ; অতএব এ সংসারে তোমার সৌভাগ্যের সীমা বর্ণনা করিতে কে সক্ষম হইবে ? তোমার শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার করি ॥৫॥

রাসাভিলাষো বসতিশ্চ বৃন্দাবনে ত্বদীশাঙ্ঘ্রি-সরোজ-সেবা ।
লভ্যা চ পুংসাং কৃপয়া তবৈব বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥৬॥

হে বৃন্দে ! কৃষ্ণভক্তগণ তোমারই কৃপায় শ্রীরাসলীলা-দর্শনাভিলাষ, শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও ত্বদীয় প্রাণবল্লভ শ্রীরাধা-মাধবের চরণ-সেবা লাভ করিয়া থাকেন ; তোমার শ্রীপদ-কমলে নমস্কার করি ॥৬॥

ত্বং কীর্ত্ত্যসে সাত্বত-তন্ত্রবিদ্ভি-লীলাভিধানা কিল কৃষ্ণ-শক্তিঃ।
তবৈব মূর্ত্তিস্তুলসী নৃলোকে বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥৭॥

হে বৃন্দে ! শ্রীনারদাদি ভক্তগণ-বিরচিত তন্ত্রসমূহে সুনিপুণ পণ্ডিতগণ তোমার শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই নরলোকে সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ-রূপিণী শ্রীতুলসীদেবী হইতেছেন তোমারই মূর্ত্তি ; তোমার শ্রীচরণ-পঙ্কজে অভিবাদন করি ॥৭॥

ভক্ত্যা বিহীনা ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি-তরঙ্গ-মধ্যে।
কৃপাময়ি ! ত্বাং শরণং প্রপন্না বৃন্দে ! নুমস্তে চরণারবিন্দম্ ॥৮॥

হে কৃপাময়ী দেবি ! আমরা ভক্তিহীন বলিয়া শত শত অপরাধ-প্রযুক্ত ভব-সমুদ্রের কাম-ক্রোধাদি-রূপ ভীষণ তরঙ্গ-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি ; অতএব তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই সুদুস্তর ভব-জলধি হইতে উদ্ধার কর ; তোমার শ্রীচরণ-সরোজে নমস্কার করি ॥৮॥

বৃন্দাষ্টকং যঃ শৃণুয়াৎ পঠেদ্ বা বৃন্দাবনাধীশ-পদাব্জ-ভৃঙ্গঃ।
স প্রাপ্য বৃন্দাবন-নিত্যবাসং তৎ-প্রেমসেবাং লভতে কৃতার্থঃ ॥৯॥

যে-ব্যক্তি বৃন্দাবনাধিপতি শ্রীরাধা-গোবিন্দের চরণ-কমলের ভৃঙ্গ-স্বরূপ হইয়া শ্রীবৃন্দাদেবীর এই অষ্টক পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য-বাস প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করত কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥৯॥

ঐকান্তিক ও ব্যভিচারী

ঐকান্তিকতা কাহাকে বলে ?

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥" একটী মাত্র অন্ত যাহার, তিনি ঐকান্তিক বা ভক্ত-ভৃত্য। একটী বলিতে—সংখ্যাগত যাবতীয় নানাত্বের বিপরীত-ভাব প্রকাশ করে।

শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিরেকেহ কুরু-নন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ (গীঃ ২।৪১)

হে অর্জ্জুন! এক মাত্র ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি করিবে; অব্যবসায়ীগণ নানা প্রকার বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া অসংখ্য বিষয় সৃষ্টি করে। লক্ষ্য-বস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে, দুই নৌকায় পা দিলে অকল্যাণ প্রসব করে।

ব্যভিচারের লক্ষণ

ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হন। ব্যভিচার আচারের অপব্যবহার; লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের তাহাই উপাস্য। অসংযত ব্যক্তিগণ বহুলক্ষ্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কোন বস্তুই লাভ করিতে পারেন না। সেখানে স্বজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত না হন, সেইখানেই বিষম জাতীয় সংহতিতেই ব্যভিচার। অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু, কিন্তু ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অভাবে ব্যভিচারক্রমে সেই বস্তু বিভিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হয়। ঐকান্তিকতার অভাবই এই ব্যভিচার আনয়ন করে।

পঞ্চোপাসনা—ঐকান্তিকতা ও অদ্বয়জ্ঞানের ব্যভিচার

আবার এই প্রকার ব্যভিচার পোষণ করিয়াও কাল্পনিক পঞ্চদেবতার উপাসকবৃন্দ বিবর্ত্তবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কল্পনা করেন। বহ্বীশ্বর বাদের ব্যভিচার হইতে রক্ষা পাইতে গেলে একমাত্র নির্ব্বিশেষ কল্পনাই ঐকান্তিকতা পোষণ করে। ঐকান্তিকতার অভাবে এক জ্ঞানের পরিবর্ত্তে পাঁচ প্রকার কৃষ্ণেতর বাহ্যলক্ষণে লক্ষীভূত বস্তুকে ঈশ্বর স্বীকার ও তাহাদের ঈশ্বরত্বের বিলোপ সাধন করিয়া বস্তুস্তরকে অদ্বয়-জ্ঞানে পর্য্যবসিত করিলে ঈশ্বরগুলির বিশেষত্ব ধ্বংস হয়; সেইকালে কৃষ্ণেতর বাহ্যদর্শন-জন্য পঞ্চোপাসনাগত ব্যভিচার আর থাকিতে পারে না।

বহু ঈশ্বরবাদিগণ অসৎ সাম্প্রদায়িক

একজন সেবক যেরূপ বহু প্রভুর সেবা করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ ঐকান্তিক বহ্বীশ্বর-বাদের প্রশ্রয় দেন না। ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিলে উদারতা হয়—যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কখনই অসাম্প্রদায়িক হইতে পারেন না। উপাস্যবস্তু কখনই বহু হইতে পারেন না। অনুরাগের অভাব হইতে ও বিরোধের স্বভাব হইতে বহ্বীশ্বরের প্রবর্ত্তন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ'।

(ভাঃ ১১।২।৩৭)

উপাস্য বস্তুকে বহুজ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি হয়

অদ্বয়-কৃষ্ণ-জ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই মানব দ্বিতীয়-বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হন। এই অভিনিবেশই তাঁহাকে অভয়পদ ঐকান্তিকতা বিস্মরণ করাইয়া ভয়রূপ ব্যভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করেন। ঐকান্তিকগণের উপাস্য বস্তুকে বহুজ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি। বিষয়ের বহুত্ব-জ্ঞানই ভয়ের কারণ। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমেশ্বর কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়।

বহু ঈশ্বরবাদীই ব্যভিচারী

যাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্যভিচার-ক্রমে কামনানুসারে নিজ নিজ কাম-পুষ্টি-জন্য সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও রুদ্র উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন তাঁহারাই বহুঈশ্বর বাদী ও ব্যভিচারী। ভগবৎ-তত্ত্ব হইতেই বিমুখতাক্রমে বাহ্যবিচার ও বাহ্য-দর্শনদ্বারা পঞ্চদেবতার কল্পনা হয়।

কৃষ্ণোপাসক ও পঞ্চোপাসকের পার্থক্য

বহু কামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে জীব কৃষ্ণকাম বা অদ্বয়-জ্ঞান লাভ করেন। সেকালে তাঁহার বাসনাবশে বিভিন্ন উপাসনা থাকে না। ব্যভিচারি-সম্প্রদায় এই মুক্তাবস্থাকেও গর্হণ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। ব্যভিচারীর দল বলেন, কৃষ্ণভক্তগণ স্বার্থপর ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিজড়িত, তাঁহারা ভগবানকে ব্যক্তিগত (personal) করিতে ব্যগ্র। সুতরাং ঐকান্তিক ভক্তের সহিত গণেশ-পূজকের মতভেদ আছে। গণেশপূজা করিলে অর্থ-সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কৃষ্ণপূজা করিলে পার্থিব অর্থকে অনর্থ-জ্ঞান হইয়া যায়। তাহা হইলে আর জড়ের ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বার্থপরের চমৎকারিতা পোষণ করে না। জড়ার্থকামী ব্যভিচারিদল পঞ্চোপাসনার প্রতি আদর করিয়া ঐকান্তিকতা বিনাশ করে এবং ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তকে তাহারই ন্যায় ব্যক্তিগত জড়স্বার্থের দাস বলিয়া মনে করে।

কৃষ্ণভক্তের স্বার্থপরতাই ঐকান্তিকতা, কিন্তু পঞ্চোপাসকী ব্যভিচারী

এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে,—কৃষ্ণ বস্তুটী জড়ের অন্যতম নহে। কৃষ্ণ-দাস্যে যে ঐকান্তিকতা ও স্বার্থপরতা ব্যভিচারিদল দেখিতে পান, উহা তাহাদিগের ন্যায় হেয়-পূর্ণ স্বার্থপরতা নহে। গণেশ-পূজকের স্বার্থ অর্থা-লিপ্তি। তাদৃশ অর্থের দ্বারা কৃষ্ণৈক-শরণের স্বার্থ বিলোপ সাধন ও নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণাদি ঘটে। অনন্য-কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণপূজা, অনন্য-কৃষ্ণভক্তের ইন্দ্রিয়-তর্পণও ব্যক্তিগত ঘৃণিত স্বার্থ নহে।

উপাস্যের বহুত্বে ভোটাধিক্য হইলে ঐকান্তিকতার অভাব হয়

গণেশ পূজক তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন যে, জগৎ 'পঞ্চাইতী শাসনে' প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উচিত। ভক্তগণের ঐকান্তিকতা ঘুচাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজনে ভোট দিয়া ব্যভিচার আনয়ন করিব। জড়জগতে পাঁচের অধিকার থাকুক; কিন্তু ঐকান্তিকতা ও অনুরাগের স্বরূপ যাঁহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারা নানাত্ব, বহুত্ব ও সাধারণী ভাবের আদর না করিয়া ভগবান্ আমরাই স্বায়ত্তীকৃত বস্তু—ইহাতে ব্যভিচারীর, সাধারণের বা অন্যের স্বরূপতঃ কোন অংশ নাই জানেন। ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের কোন অংশ থাকিতে পারে না।

ঐকান্তিক ভক্তের স্বভাব বা লক্ষণ

ঐকান্তিক ভক্ত একল সেবা-পরায়ণ, আবার তাঁহার স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ উদ্দেশ্যের অনুকূল সহচরগণকে নিজ হইতে অপৃথক্ বুদ্ধি করেন। সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়' প্রভৃতি ভক্তির পরমোচ্চস্তরের ভজন-প্রভাবের কিছু কিছু উপলব্ধি যাঁহার হইয়াছে, তিনিই ঐকান্তিকের নিষ্ঠা বুঝিতে সমর্থ। তৎপূর্ব্বে নানা অর্থ ও জঞ্জাল আসিয়া তাঁহার অন্বয়-স্বরূপ-জ্ঞানে বিপৎপাত ঘটাইবে। কৃষ্ণভক্তই ঐকান্তিক ও শান্ত; ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত।

পাঁচ মিশালী মত পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক হইবার উপদেশ

যেখানে কৃষ্ণেতর অন্য বস্তুতে জীবের অনুরাগ ও সহানুভূতি দেখা যায় সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। কৃষ্ণভক্ত কখনই সাধারণী বহ্বীশ্বর-সেবীর সঙ্গ করেন না তাঁহাদিগকে সৎপথে আনয়নের জন্য, তাঁহাদের বিষয় উন্মুক্ত করিবার জন্য যত্ন করেন, কিন্তু তাদৃশ সাধারণী কৃষ্ণেতর দেবোপাসকের বিমুখ চেষ্টার আদর করেন না। **শুদ্ধবৈষ্ণবকে স্বার্থপর মনে করিয়া তাহাকে পাঁচমিশালী মতবাদী করিয়া তুলিবার চেষ্টা ব্যভিচারি-দলে আদর পাইতে পারে; কিন্তু তাদৃশ দল যখন নিজ নিজ অসৎ-চেষ্টা ছাড়িয়া দেন তৎকালে তিনিও ঐকান্তিক হইতে পারেন।** ঐকান্তিকতা বিনাশ-প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তাহার কোন মঙ্গল হয় না।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

নিশ্চয়

নিশ্চয়াত্মা ও সংশাত্মা

"শ্রীউপদেশামৃতে' গোস্বামী-মহোদয় ভজন-প্রয়াসীর পক্ষে 'নিশ্চয়' হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যে-পর্য্যন্ত নিশ্চয়তা না হয়, সে-পর্য্যন্ত লোকে সংশয়াত্মা থাকে। সংশয়াত্মা পুরুষদিগের কখনই মঙ্গল হয় না। সংশয়াক্রান্ত চিত্তে অনন্য-ভক্তিতে শ্রদ্ধাই বা কিরূপে হইবে? গীতায় বলিয়াছিলেন,—

অজ্ঞাশ্চশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ (৪।৪০)

'সম্বন্ধ'-জ্ঞানহীন শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সন্দিগ্ধচিত্ত লোকের ইহলোক বা পরলোকে কোন সুবিধা নাই, এবং তাহাদের কোন সুখ হয় না। যাহার 'শ্রদ্ধা' হইয়াছে, তিনি প্রথমেই নিঃসংশয় হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কেননা 'শ্রদ্ধা'-শব্দের অর্থই দৃঢ় বিশ্বাস। যতক্ষণ 'সংশয়' আছে, ততক্ষণ চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস কখনই হইতে পারে না। সুতরাং শ্রদ্ধাবান্ জীব সর্ব্বদাই 'সংশয়'-হীন।

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক দশমূলতত্ত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণব মাত্রকেই 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন',—এই তত্ত্বত্রয় প্রথমেই জানিতে আজ্ঞা করিয়াছেন। এই তত্ত্বত্রয়ে দশটি মূল বিষয় আছে। যথা—**প্রথম মূল** এই,—বেদশাস্ত্রই একমাত্র **প্রমাণ**। প্রমেয় নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমেই প্রমাণকে জানা আবশ্যক। **প্রমেয় নয়টি**, ও সেই প্রমেয়গুলিকে বিচার-বিষয়ীভূত করিতে হইলে, অগ্রে প্রমাণের আবশ্যক। নানাশাস্ত্রে নানাপ্রকার 'প্রমাণ' নির্ণয় করিয়াছেন। কেহ বলেন প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, প্রভৃতি প্রমাণ; কেহ অন্যান্য বিষয়কেও প্রমাণ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত বৈষ্ণব শাস্ত্রে অন্য সকল প্রমাণকে 'গৌণ-প্রমাণ' বলিয়াছেন; অতএব আম্নায়প্রাপ্ত স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণই একমাত্র মুখ্য প্রমাণ ও গ্রাহ্য।

অচিন্ত্যভাব ও চিন্ত্যভাব

জগতে যত যত ভাব আছে, সেগুলিকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। কতকগুলি ভাব 'অচিন্ত্য' এবং কতকগুলি ভাব 'চিন্ত্য'। প্রাকৃত ভাবসমূহ—

চিন্তা অর্থাৎ মানবের চিন্তামার্গে স্বয়ং উদয় হয়। অপ্রাকৃত ভাব—অচিন্ত্য; তাহা মানবের সামান্য জ্ঞানশক্তির গম্য নহে। আত্ম-সমাধি ব্যতীত অচিন্ত্য-ভাবসকল জানা যায় না সুতরাং অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কান্তর্গত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের শক্তি নাই। এইজন্য (মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বে) বলিয়াছেন—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥ (ভঃ রঃ সিঃ ধৃত)

অচিন্ত্য-ভাব লাভের উপায়—বেদশাস্ত্র

প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত যাহা, তাহা অচিন্ত্য-ভাবময়। তাহাতে 'প্রত্যক্ষ'-'অনুমানের' প্রবেশ নাই। সেই সকল অচিন্ত্য-ভাব জানিবার জন্য আত্ম-সমাধি একমাত্র উপায়। আত্ম-সমাধিও সাধারণ লোকের অসাধ্য-প্রায়। পরম করুণাময় পরমেশ্বর জীবের পক্ষে এই বিষয়-প্রমাদ দেখিয়া বেদশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২, ১২৪-১২৫)

অচিন্ত্য-ভাব লাভের উপায়—আম্নায় বা গুরুপরম্পরা-বাক্য

অচিন্ত্য ভাব সকল জানিতে হইলে একমাত্র বেদ-প্রমাণই গ্রাহ্য। ইহাতে আর একটি বিচার আছে। 'আম্নায়'-শব্দে গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত বেদকে বুঝায়। বেদে বহুবিধ বিষয় আছে, অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপদেশ আছে। সকল অধিকার অপেক্ষা 'ভক্তি'-অধিকারই শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্ব মহাজনবর্গ স্বজনবলে আত্ম-সমাধি উদয় করিয়া, বেদের ভক্তি-অধিকারের শিক্ষা-সমুদয় পৃথক করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। অতএব পূর্ব্ব মহাজনগণ যে-সমস্ত বেদ-বাক্য ভক্তির অধিকার বিষয়ক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করা প্রয়োজন। শ্রীগুরুদেবের কৃপা এইস্থানে সম্পূর্ণরূপে না পাইলে, অচিন্ত্য ভাবসকলে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ এই (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৭-১৩৬)—

ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥"
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে' উপদেশ 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ॥
বাপের ধন আছে, জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥
'এইস্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
'পশ্চিমে' খুদিবে তাহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
'পূর্ব্বদিকে' তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি'॥

আম্নায়-ধারাই—পরমার্থের উপায়

পরমার্থ-লিপ্সু পুরুষ ব্যাকুল হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট যখন আত্মার সিদ্ধান্ত সকল শ্রবণ করেন, তখন তাহাঁর চিত্ত নির্ম্মল হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে গমন করিতে থাকে। **আম্নায়ই** পরমার্থ বিষয়ে একমাত্র উপায়। এই 'প্রমাণ' অবলম্বনপূর্ব্বক নয়টী প্রমেয় বিচার করা যায়। এই বিচার আম্নায়-বলে শুদ্ধচিত্তে উদয় হয়। ইহারই নাম আত্মসমাধি। ইহাই পরমার্থের মূল।

আম্নায়ের প্রথম প্রমেয়—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানই শ্রীকৃষ্ণ

ইহাতে প্রথমেই জানা যায়,—পরব্রহ্ম হরি একমাত্র উপাস্য। তৎসম্বন্ধে নির্ব্বিশেষ-চিন্তা 'ব্রহ্মরূপে' তাহার প্রভা বিস্তার করে। সেই হরি

একাংশে **পরমাত্মা** বা ঈশ্বর হইয়া জগদ্বিধাতা, জগৎ পালয়িতা ও জগৎ-সংহর্ত্তা রূপে উদিত হন। হরিই স্বয়ং **কৃষ্ণ**, পরমাত্মাই **বিষ্ণু**, তাঁহার প্রভাই **ব্রহ্ম**। এইস্থলে সর্ব্বশক্তিমান হরির তত্ত্ব বিচার করিয়া পরব্রহ্ম সম্বন্ধে সংশয় দূর হয়। যে পর্য্যন্ত এই সংশয় থাকে সে-পর্য্যন্ত প্রাকৃত জ্ঞানের বিপরীত ভাব লইয়া ব্রহ্ম আলোচনা হয়। আবার অংশরূপ পরমাত্ম-পুরুষের অনুসন্ধানে অষ্টাঙ্গাদি যোগের কল্পনা হয়। নিঃসংশয় হইলে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি উদয় হয়।

দ্বিতীয় প্রমেয়—শ্রীহরি অচিন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-শক্তি সমন্বিত

আম্নায়-জ্ঞানে দ্বিতীয় প্রমেয়ে বিচারিত হইয়া পড়ে—সেই পরব্রহ্ম হরি, স্বাভাবিক অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট। একটি শক্তি চালনায়, তিনি অস্ফুট-জ্ঞানে ব্রহ্ম রূপে প্রতিভাত হন। ইহারই নাম তাঁহার **নির্ব্বিশেষ-শক্তি**। আবার অনন্ত-শক্তির চালনায় তিনি ব্রহ্ম ও পরাত্মাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নিজ ভগবৎসত্ত্বা প্রকাশ করেন। ইহার নাম **সবিশেষ-শক্তি**। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ' শক্তিদ্বয় তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান থাকিলেও সবিশেষ-শক্তির বলাধিক্য দেখা যায়। যথা (শ্রীশ্বেঃ উঃ ৬।৮)—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।

সেই পরাশক্তির সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—বিক্রমত্রয় অপ্রাকৃত ভক্তের জ্ঞান-সুলভ হন।

তৃতীয় প্রমেয়—শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ; ব্রহ্ম-পমাত্মা রস-স্বরূপ নহেন

আম্নায় বলেন,—সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পরম অপ্রাকৃত রস। যে-রসের বিক্রমে চিদচিৎ উভয় জগৎ উন্মত্ত হইয়া পড়ে, তাহাই কৃষ্ণের স্বরূপ। অতএব, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা'। সেই পরম-রসের বলে চিৎ ও জড়-জগতে অনন্ত বৈচিত্র্য। চিজ্জগতে যে-রস, তাহাই শুদ্ধ; জড় জগতের রস তাহার ছায়া। চিজ্জগতের অনন্ত রস আবার অচিন্ত্য-রস-ক্রমে শ্রীব্রজ-লীলার প্রপঞ্চে উদয় হইয়াছেন। জীব রসের অধিকারী। জীবের ঐ পরম-রস প্রাপ্য ধর্ম্ম। ভজন-বলে জীব তাহাই লাভ করেন। ব্রহ্ম-প্রাপ্তি অত্যন্ত নীরস, তাহা কখনও ভজনীয় নহে। পরমাত্ম-প্রাপ্তিতে রসের উদয় নাই। কেবল কৃষ্ণ ভজনই রসময়।

চতুর্থ প্রমেয়—জীব-তত্ত্ব, তাহার স্বতন্ত্রতা ও স্বরূপ

আম্নায় বলেন,—জীব কৃষ্ণরূপ চিৎ-সূর্য্যের অণুনিচয়,—সংখ্যায় অনন্ত। কৃষ্ণের চিৎশক্তিতে যদ্রূপ চিজ্জগৎ, অথবা মায়া-শক্তিতে (যেরূপ) জড়জগৎ, তদ্রূপ পরা খণ্ড-চিৎ-শক্তিতে জৈব-জগৎ। কৃষ্ণের চিদ্ধর্ম্মে যে-সকল পরিপূর্ণ গুণ আছে, তাহা বিন্দু বিন্দু মাত্র অণুরূপ জীবে স্বভাবতঃ বর্ত্তমান। **কৃষ্ণের স্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম আছে, তাহারও এক কণ জীবে লক্ষিত হয়। সেই ধর্ম্মের দ্বারা স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ আছে।** তত্ত্বশতঃ জীবসকল প্রবৃত্তি-ভেদ লাভ করিয়াছে। একটী প্রবৃত্তিক্রমে তাঁরা স্বীয়-সুখ অন্বেষণ করেন, অন্য প্রবৃত্তিক্রমে কৃষ্ণ-সুখ অন্বেষণ করেন। স্বীয়-সুখান্বেষী ও কৃষ্ণ-সুখান্বেষী হইয়া জীবসমূহের বর্গ-দ্বয় সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ-সুখান্বেষীগণ নিত্য মুক্ত; স্ব-সুখান্বেষীগণ নিত্যসিদ্ধ।

চিৎ-জগতে নিত্য বর্ত্তমান ও মায়ার জগতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালের স্থিতি

এ-সম্বন্ধে অচিন্ত্য-ভাবসকল চিৎ-কালের অনুগত। চিচ্ছক্তিগত-কালে নিত্য-বর্ত্তমানরূপ ধর্ম্ম আছে। অপরা জড়া বা মায়া-শক্তিগত-কালে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানরূপ ত্রিবিধ ধর্ম্ম। সুতরাং এ সম্বন্ধে যে-সকল বিচার উদয় হয়, তাহা চিৎকালগত করিলে সংশয় থাকে না; জড়কালগত করিলে অনেক সংশয় উদয় হয়। জীব শুদ্ধ চিৎকণ হইয়া কেন নিজ সুখান্বেষী হইলেন, এরূপ বিতর্ক তুলিলে, জড়কালগত সংশয় উপস্থিত হয়। সেই সংশয় পরিত্যাগ করিলে ভজন হইতে পারে, নতুবা কেবল বিতর্ক উপস্থিত হয়। অচিন্ত্য-ভাবে তর্ক সংযোগ করিলেই অনর্থ হইয়া পড়ে।

পঞ্চম প্রমেয়—দুই প্রকার জীব, যথা—বদ্ধ ও মুক্ত

আম্নায় শিক্ষা এই,—নিজ-সুখান্বেষী জীবসমূহ নিকটস্থিত মায়াকে বরণ করিয়া মায়াকালগত সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন। কর্ম্ম আর কিছুই নহে, মায়াকৃত একটি অন্ধ-চক্র (ছাড়া)। যাহারা মায়াতে প্রবেশ করেন নাই, তাহাদের কর্ম্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। মায়া-চক্র হইতেই নিজ সুখান্বেষী জীবগণের ভোগায়তনরূপে স্থূল ও লিঙ্গদেহ। এই অন্ধ-চক্র অনন্তরূপে পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু, জীবের পক্ষে তাহাতে প্রবেশ-কালে যেমন সহজ হইয়াছিল, মুক্তিকালেও তাহা সহজে দূরীভূত হয়।

ষষ্ঠ প্রমেয়—নিত্যবদ্ধ জীব সাধুসঙ্গে মুক্তি পায়

মায়ার অন্ধচক্রগত জীবসকলকে **'নিত্যবদ্ধ'** বলা যায়। 'নিত্য' শব্দ মায়াকাল সম্বন্ধে প্রযুক্ত। চিদ্বস্তুর স্পর্শে চিৎকালের উদয় হইলে, তাহার অনিত্যতা দেখা যায়। সাধু-মহাজনের কৃপা এবং কৃষ্ণ-কৃপা জনিত জন্ম-জন্মান্তর ভক্ত্যন্মুখী সুকৃতি লাভের দ্বারা বদ্ধজীবের মঙ্গল উদয় হয়। যথা—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধু সঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৫)

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎ-সমাগমঃ।
সৎ-সঙ্গমো যর্হি তদেব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥
(ভাঃ ১০।৫১।৩৪)

সাধুসঙ্গে সংসার-দুঃখের ক্ষয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় সুদৃঢ় বিশ্বাস হয়। তখন ভজন-বলে জীব কৃষ্ণকৃপায় মায়াবন্ধন ছেদন করত কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। যাঁহারা আদৌ কৃষ্ণ-সুখান্বেষী হইয়া মায়াতে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহাদের সহিত বদ্ধমুক্ত জীবসকল অনায়াসে কৃষ্ণ-কৃপায় সালোক্য লাভ করেন।

সপ্তম প্রমেয়—কৃষ্ণ ও তদিতরবস্তুতে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ

আম্নায় সিদ্ধান্ত এই যে,—কৃষ্ণ ও তদিতর সকল বস্তুই **অচিন্ত্য ভেদাভেদ** সম্বন্ধে আবদ্ধ। এইজন্য বেদে বহুতর স্থানে অভেদ এবং বহুতর স্থানে ভেদসূচক বাক্য দৃষ্ট হয়। অতাত্ত্বিকতা-সিদ্ধান্তে বেদের একদেশ-মাত্র অবলম্বিত হয়। তাত্ত্বিক-সিদ্ধান্তে বেদের সর্ব্বদেশের তাৎপর্য্য গ্রহণ হয়। ভজন-পিপাসুদিগের আম্নায় শিক্ষায় এইমাত্র জ্ঞান হয় যে,—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বময় এক অদ্বয়তত্ত্ব। কৃষ্ণই এক বস্তু। সেই বস্তু সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। শক্তিদ্বারা জীব ও জড়জগৎ বর্ত্তমান হইলেও, বস্তু বাস্তবিক এক বই দুই নয়। বস্তু-জ্ঞানে অভেদ-তত্ত্ব এবং শক্তিজ্ঞানে শক্তি-পরিণামফলে কৃষ্ণ ব্যতীত আর যাহা দেখা যাইতেছে সকলই তাহা হইতে নিত্য ভিন্ন। এই নিত্য ভেদাভেদ স্বভাবতঃ অচিন্ত্য; কেন-না, জীবের মায়িক বুদ্ধিতে (তাহা) অস্পৃষ্ট। জীবের যখন অপ্রাকৃত-বুদ্ধি উদয় হয়, তখন অচিন্ত্য-ভেদাভেদময় শুদ্ধ-জ্ঞান উদয় হইতে পারে। আম্নায়-বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব ভক্তজন কৃষ্ণ-কৃপায় অল্পকালের মধ্যেই স্পষ্ট দেখিতে পান। ইহাতে মায়িক বিচার চালাইতে গেলে মতবাদ হইয়া পড়ে।

উক্ত প্রমেয় সপ্তকের জ্ঞানই 'সম্বন্ধ

এই সাতটি মূলের আত্মসমাধি-লব্ধ-জ্ঞান যখন আম্নায়-বলে উদিত হয়, তখনই 'সম্বন্ধ'-জ্ঞান হইল বলিতে পারা যায়। শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রশ্ন-মতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সম্বন্ধ জ্ঞানতত্ত্ব বিশদরূপে বলিয়াছেন। যথা চরিতামৃতে,—

কে আমি, কেনে আমার জারে তাপত্র।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়॥ (মঃ ২৯।১০২)

যে-সকল পুরুষের ভক্তিলাভরূপ পরম হিত পাইবার আবশ্যক আছে, তাহারা সকলে শ্রীগুরুচরণে এই প্রশ্নটি করিবেন। শ্রীগুরু-মুখে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইলে সংশয় দূরে গিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হইবে। বৃথা বিচার বলিয়া পরিত্যাগ করা উচিত নহে। যথা, চরিতামৃতে,—

'সিদ্ধান্ত' বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥ (আঃ ২।১১৭)

এই প্রবন্ধের সার কথা,—প্রমাণ ১টী ও প্রেমেয় ৭টী সর্ব্বসমেত আটটী তত্ত্বের সার

এখন দেখুন দশটি মূলের মধ্যে প্রথম অষ্টমূলে—'প্রমাণ' ও 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত আছে। প্রভু (গৌরসুন্দর) সনাতন গোস্বামীকে যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাতেই পাইবেন,—

(ক) প্রমাণ ঃ—

(১) 'প্রমাণ'-মূলটি সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্য, যথা,—

"বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।"

(খ) প্রমেয় ঃ—

(১) দ্বিতীয় মূলটি সম্বন্ধে প্রভুবাক্য,—

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' 'পর' নাম।
সচ্চিদৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম॥
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে॥

(২) কৃষ্ণশক্তি সম্বন্ধে প্রভুবাক্য যথা,—

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥

(৩) কৃষ্ণ রসময়, যথা প্রভুবাক্য,—

সর্ব্ব আদি, সর্ব্ব অংশী কিশোরশেখর।
চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥

(৪) জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"
"সূর্য্যাংশু কিরণ যেন অগ্নি জ্বালাচয়।"

(৫) বদ্ধজীব সম্বন্ধে প্রভুবাক্য—

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত, এক নিত্য সংসার ॥
কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

(৬) মুক্ত জীবের বিষয়ে প্রভুবাক্য,—

নিত্যমুক্ত নিত্যকৃষ্ণ চরণে উন্মুখ।
কৃষ্ণ পারিষদ নামে ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥

(৭) ভেদাভেদ প্রকাশ যথা,—

"কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

অষ্টম প্রমেয়—সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয় হইলেই অভিধেয় আরম্ভ হয়; কৃষ্ণ-ভক্তিই অভিধেয় তাহার ৬৪ প্রকার অঙ্গ

আম্নায় প্রসঙ্গে এইরূপ 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' উদয় হইলে জীবের 'অভিধেয়' পরিজ্ঞাত হয়। কৃষ্ণভক্তিই সেই 'অভিধেয়'। তাৎপর্য্য এই—জীবের চরম কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা শাস্ত্রে অভিধান হইয়াছে, তাহার নাম 'অভিধেয়'। এতৎ সম্বন্ধে প্রভুবাক্য চরিতামৃত (মঃ ২২।১৭-১৮)—

কৃষ্ণভক্তি হয় 'অভিধেয়'-প্রধান।
ভক্তি-মুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥

সাধন-ভক্তিকেই 'অভিধেয়' বলিয়াছেন। তাহা 'বৈধী' ও 'রাগানুগা' ভেদে দ্বিবিধ। সাধন-ভক্তি বৈধী-অঙ্গে বহুবিধ। তাহা চতুঃষষ্টি অঙ্গে এবং কোন স্থলে নববিধ অঙ্গে সমষ্টি করা হইয়াছে। নবধা ভক্তির প্রচার যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্॥

কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য

বদ্ধজীব কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণচরণে যে মনোনিবেশ করেন, তাহারই নাম ভক্তি। কর্ম্ম-জ্ঞান হইতে ভক্তির পার্থক্য অতি সূক্ষ্ম। অনেক স্থলে ভক্তির অঙ্গ ও কর্ম্মের অঙ্গ একই প্রকার। সেইসকল অঙ্গ যখন অন্যাভিলাষ-মুক্ত হয়, তখনই কর্ম্মাঙ্গ হয়। যখন শুষ্ক-ব্রহ্ম-চিন্তাযুক্ত, তখনই জ্ঞানাঙ্গ বলা যায়। কতকগুলি অঙ্গে জ্ঞান, কর্ম্ম কিছুই নাই। যে-কর্ম্মের ফল কেবল কৃষ্ণানুগত্য, তাহা ভক্তির অঙ্গ। যে-কর্ম্মের ফল স্বীয় সুখভোগ, তাহাই কর্ম্ম। আর যে-কর্ম্ম সাজুয্য-মুক্তির উদ্দেশক, তাহাই ব্রহ্ম-জ্ঞান। অতএব শ্রীরূপ ভক্তির লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।১।৯)

বৈধ সাধনভক্তি ও রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ

যাহা-বাধ্য হইয়া ভক্তির যে-সকল অঙ্গ অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই **'বৈধ সাধন-ভক্তি'**। কৃষ্ণানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া সেবাকার্য্য করা যায়, তাহাই **'রাগ-ভক্তি'**। ব্রজবাসীগণের যে ভক্তি তাহাই রাগাত্মিকা ভক্তিতত্ত্ব; যে-ভক্তিকার্য্যে তাঁহাদিগের অনুকরণ, তাহাই 'রাগানুগা' ভক্তি। শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ হইয়া রতি পর্য্যন্ত বৈধীভক্তি যাইতে পারিলে, তথায় রাগানুগা ভক্তির সহিত এক হইয়া পড়ে। রাগানুগা-ভক্তি সর্ব্বদাই বলবতী। **ইহাই নবম মূল** (বা অষ্টম প্রমেয়)।

নবম প্রমেয় বা দশম-মূল—শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমই 'প্রয়োজন'

আম্নায়-বাক্যমতে প্রেমই 'প্রয়োজন'-তত্ত্ব। সাধন-ভক্তি হইতে প্রেম-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত, এইরূপ ক্রম দৃষ্ট হয়, যথা,— শ্রীমন্মহাপ্রভুবাক্য, চরিতামৃতে (মঃ ২৩।৯-১৩)

কোন ভাগ্যে কোন জীবে 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধু-সঙ্গ' করয়॥

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধন-ভজ্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি-'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি-ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে 'প্রীত্যঙ্কুর'॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই দশমূল শিক্ষায় যাহাদের সংশয় থাকে, তাহারা ভজন উপযোগী নন। সংশয় উদয় হইয়া ভজন বিকৃত করে। আশাকে দূষিত করিয়া দুষ্ট ফল প্রদান করত সর্ব্বনাশ করে। অতএব যাহাদের বিশুদ্ধ ভজন-স্পৃহা আছে, তাহারা সুদৃঢ় নিশ্চয় হইয়া ভজন করুন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

সংক্ষিপ্ত জীবনী

যাঁহাদের মতে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত জীবাদি দ্বিতীয় বস্তুর স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই, সেই নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদিগণ বস্তু মাত্রকেই 'ব্রহ্ম' বলিয়া ধারণা করেন। ইঁহাদের মতে গুরু-ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ইঁহারা উপাস্য, উপাসক, উপাসনার নিত্যত্ব বা পৃথক্ সত্তা অস্বীকার করেন। মায়াবাদী জ্ঞানিগণ তত্ত্ববস্তুকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া জানেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তত্ত্বকে সবিশেষ ও অচিন্ত্যভেদাভেদ অর্থাৎ যাবতীয় বস্তু যুগপৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও ব্রহ্মেই অবস্থিত, কিন্তু শক্তিগত পার্থক্যে একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন শক্তি-পরিচয়ে পৃথক্ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইলে শ্রীগুরুতত্ত্বও ভগবান্। শুদ্ধভক্ত-গণের দৃষ্টিতে শ্রীগুরুদেব ভগবৎ প্রকাশ-বিগ্রহ হইলেও তিনি তাঁহার প্রিয়তম দাস। তিনি মর্ত্ত্য বা অনিত্য নহেন; তিনি ভগবদ্দাসরূপে ভিন্ন হইয়াও

কৃষ্ণাভিন্ন মুকুন্দপ্রেষ্ঠ; তজ্জন্য তিনি ভগবান্ হইতেও পরতর। শাস্ত্রে কোন কোনস্থলে গুরুদেব ভগবানের প্রিয়সখারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ, তিনিই সদ্‌গুরু—জগদ্‌গুরুরূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত।

শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দাভিন্ন গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী করুণায় তদাশ্রিত ভক্তের ভগবৎ-ভাগবত-সেবাধিকাররূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়। তিনি জগজ্জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া ভক্তি ও ভগবত্তত্ত্ব বিস্তার করেন বলিয়া ব্যাসাভিন্ন-বিগ্রহরূপে অনন্ত বিশ্বে সম্পূজিত। ভগবানের প্রিয়-স্বরূপ গুরুদেব জগতে প্রকট থাকিয়া অনাদিবহির্ম্মুখ জীবগণকে উদ্ধার-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে সেবাধিকার প্রদান করেন বলিয়া তিনি ভবপারের তরণী ও কর্ণধারস্বরূপ। তাঁহার কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণপর বৃত্তির দ্বারা তিনি ভগবানকে জগজ্জীবের নিকট প্রকাশ করেন, আবার শ্রীহরিও তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ গুরুদেবকে জীবকল্যাণের নিমিত্ত দান করেন। বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের সহিত পরস্পর মধুর ও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বর্ত্তমান; এইজন্য "মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ"-বাক্যের অবতারণা ও বিষয়-আশ্রয়-তত্ত্বের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন।



অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ১২ই মাঘ, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ (ইং ২৪।১।১৮৯৮),

সোমবার কৃষ্ণ তৃতীয়া-তিথিকে ধন্য করিয়া এ জগতে আবির্ভূত হন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল-জেলার অন্তর্গত বানারীপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী পরমভাগবত শ্রীযুত শরৎচন্দ্র গুহঠাকুরতা এবং শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবীকে জনক-জননীরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। বাল্যকালে ইঁহার নাম ছিল—শ্রীবিনোদবিহারী। চারি ভ্রাতার মধ্যে ইনি দ্বিতীয় ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীপ্রমোদবিহারীর (যিনি পরবর্ত্তী-কালে রেজিষ্টার্ড গৌড়ীয় মিশনের প্রেসিডেন্ট-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজ) সহিত শৈশবকালে বিভিন্ন খেলাধূলার মধ্যেও ইঁহাদের ভাবী সামাজিক কর্ত্তব্যবোধ ও ধর্ম্মীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইতে থাকে।

শ্রীবিনোদবিহারী পাঠশালা ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর উত্তরপাড়া কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজে অধ্যয়নকালে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার কুলগুরু শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অষ্টাঙ্গ যোগপুষ্ট নবীন-ব্রাহ্ম-মতাবলম্বী-নির্ব্বিশেষ বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুরে সদ্-গুরুর পদাশ্রয় করেন। ঐ সময় তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ মনযোগ-সহকারে আলোচনা করিতেন। তিনি তাঁহার কলেজের অধ্যাপকগণকেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন এবং বিভিন্ন তত্ত্বসিদ্ধান্ত লইয়াও তাঁহাদের সহিত রীতিমত বাদ-প্রতিবাদ ও বিচার হইত। তখন তাঁহাকে তাঁহাদের জমিদারীও দেখাশুনা করিতে হইত। পরে ১৯১৯ খৃঃ হইতে তিনি জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের নিকট সম্পূর্ণ আনুগত্য-বুদ্ধিতে দীক্ষিত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠ ব্রজপত্তনে স্থায়ি-ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। মায়াপুর চৈতন্যমঠে অবস্থানকালে তাঁহার গুরুপাদপদ্মের ইচ্ছানু-সারে তিনি উক্ত মঠের পরিচালক সেবকগণের মধ্যে প্রধান সেবকসূত্রে (Manager-এর) গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার গুরু-প্রদত্ত ব্রহ্মচারী নাম—উপদেশক পণ্ডিত শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন।

শ্রীবিনোদবিহারীকে চৈতন্যমঠ তথা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় শাখামঠসমূহের ভূসম্পত্তি সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন, কারণ পূর্ব্বে প্রজাগণের নিকট হইতে মহাপ্রভুর সেবার নিমিত্ত মঠ-মিশনের প্রাপ্য অর্থাদি আদায় করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। গুরুসেবৈকনিষ্ঠ কৃতিরত্ন প্রভুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়

খাজনাদি আদায় হইবার পর সুষ্ঠুভাবে সেবাদি চলিতে থাকে। মঠবাস-জীবনে প্রথমদিকে এমনই অভাব ছিল যে, অন্নের পরিমাণ কমাইয়া সব্জিনাশাক দ্বারা কোনরূপে উদরপূর্ত্তি করিয়াও তাঁহারা গুরুসেবা-নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠ ও পরবর্ত্তীকালে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও শ্রীপরমানন্দ বিদ্যারত্নপ্রভু প্রভৃতি মুষ্টিমেয় যে কয়েকজনকে শ্রীল প্রভুপাদ 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, শ্রীবিনোদবিহারী তাঁহাদের অন্যতম। ইহা নিঃসন্দেহে তাঁহার প্রতি গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত স্নেহবৈশিষ্ট্যের নিদর্শন।

বিভিন্ন দায়িত্ব ও সেবায় নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও শ্রীল কৃত্তিরত্ন প্রভু বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রানুশীলনে বিশেষ তৎপর ছিলেন। তাঁহার বেদান্তালোচনায় প্রবল আগ্রহ ও বৈদান্তিক বিচার-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে ঐ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি তাঁহার গুরুপাদপদ্মের সহিত বিভিন্ন স্থানে প্রচারে থাকাকালে, বিভিন্ন মঠে, সভা সমিতিতে যে-সকল গভীর দার্শনিক তত্ত্ববিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা তৎকালীন দৈনিক, সাপ্তাহিক, সাময়িক-সংখ্যা পার-মার্থিক শ্রীপত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কটক সচ্চিদানন্দ মঠে, দার্জ্জিলিং গৌড়ীয় মঠে অবস্থানকালে র‍্যাভেন্‌সা কলেজ, বারলাইব্রেরী প্রভৃতিতে প্রদত্ত মায়াবাদ-নিরসন বক্তৃতা আজও তাঁহার মহিমা বিস্তার করিতেছে।

এ সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখিয়াছেন, তাঁহার ভাষায় এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে,—"শ্রীচৈতন্যমঠে (মায়াপুর) কাঁঠালতলার অফিসে বসিয়া আছি, এমন সময়ে (অনুমান ১৯৩৪/৩৫ সাল) 'বিদ্যাভূষণ' ও 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিধারী দুই ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া নিবেদন করেন যে, 'আপনি ত বেদান্তের পণ্ডিত, আমরা গৌড়ীয় মিশনের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়-পত্রে একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিব; আপনি তাহাতে 'মায়াবাদ' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ দিবেন।" * * যাহা হউক, ইঁহাদের প্রার্থনায় "মায়াবাদের জীবনী" রচনা করিয়াছিলাম। শ্রীবিদ্যাবিনোদ কয়েকমাস পরে আসিয়া আমার নিকট হইতে প্রবন্ধটী লইয়া গেলেন। * * আমি বলিলাম,—"শ্রীল প্রভুপাদ কি এই প্রবন্ধ দেখিয়াছেন?" শ্রীবিদ্যাবিনোদ তদুত্তরে বলেন,—"আমি নিজেই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া প্রভুপাদকে শুনাইয়াছি; তিনি উহা শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।"

"যতদিন পৃথিবীতে শঙ্কর দর্শন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন শুদ্ধভক্তির ব্যাঘাত জন্মিবে"—শ্রীল প্রভুপাদের এই উক্তি বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ বা নিরাকারবাদ, শূন্যবাদ, মায়াবাদ জগৎ হইতে সমূলে উৎপাটনের নিমিত্তই শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারীজী মায়াবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বেদান্ত-দর্শনের ১০/১২ খানি ভাষ্য সংগ্রহপূর্ব্বক তুলনামূলক আলোচনা করেন। আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রের মৌলিক সিদ্ধান্ত বেদান্ত-দর্শনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ; 'ব্রহ্ম' বলিতে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণস্বরূপ ব্রহ্ম নহেন; যেহেতু উক্ত শব্দত্রয় ব্রহ্মসূত্রের কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই; নির্গুণ ব্রহ্মে দয়া-গুণের প্রকাশ অসম্ভব; ব্রহ্মের সগুণতা অস্বীকার করাই নাস্তিকতা বা আসুরিক চিন্তা; সুতরাং অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম শূন্যের ন্যায় মিথ্যা কল্পনাবিশেষ বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন; তিনি মহাপ্রভুর নাম-ভজনের শিক্ষা অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্রের বিচার ও ব্যাখ্যা প্রদর্শনের প্রয়াস পাইয়াছেন। 'ব্রহ্ম' বলিতে শব্দব্রহ্ম বা 'শ্রীনামব্রহ্ম'কে লক্ষ্য করে। 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম-প্রেমধর্ম্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়'—ইহাই তাঁহার বিশেষ প্রচার্য্য বিষয় ছিল।

১৯৩৭ সালের ১লা জানুয়ারী শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলা-আবিষ্কারের পর গৌড়ীয় মঠ-মিশনে নানাপ্রকার গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম এই বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চৈতন্য মঠ হইতে কলিকাতায় শুভবিজয় করেন। ১৯৪০ সালে বাগবাজারের অন্তর্গত ৩৩।২, বোসপাড়া লেনস্থ ভাড়া বাড়ীতে বৈশাখী অক্ষয়-তৃতীয়া-দিবসে "শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি" স্থাপন করেন। ১৯৪১ সালের ভাদ্র-মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে গৌরসুন্দরের সন্ন্যাসক্ষেত্র কাটোয়া-নগরীতে শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত ত্রিদণ্ডি-যতি পরমপূজনীয় শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ** নামে পরিচিত হন।

সন্ন্যাসের পর শ্রীল কেশব গোস্বামী ভাড়াগৃহে অবস্থিত নবদ্বীপস্থ নিজমঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে (পরবর্ত্তিকালে নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী মঠ) প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা বিতরণ করিতে থাকেন। ১৯৪৩ সালে চুঁচুড়া-সহরে তৎকর্ত্তৃক "শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ" স্থাপিত হয়। এইরূপে

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্রমে ক্রমে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ (মথুরা), শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ (বর্দ্ধমান), শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ (ধুবড়ী), শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ (মেদিনীপুর), শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র (বালেশ্বর), শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ (গোয়ালপাড়া) প্রভৃতি স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর সেবা প্রকাশ করেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অনুষ্ঠিত ৮৪ ক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বহুকাল পরে তিনিই প্রথম ১৯৪৪ সাল হইতে বিরাট্ আকারে শ্রীব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, বারাণসী, বৈদ্যনাথ, দ্বারকা, অযোধ্যা-নৈমিষারণ্য, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, কন্যাকুমারী, ত্রিবান্দ্রম্, শ্রীরঙ্গম্, চিদাম্বরম্, শিবকাঞ্চী-বিষ্ণুকাঞ্চী, মহাবলী-পুরম্, পক্ষীতীর্থ, অবন্তিকা-নাসিক, কেদার-বদ্রীনাথ প্রভৃতি ভারতীয় তীর্থ-স্থানাদি দর্শন ও পরিক্রমামুখে তথায় উর্জ্জব্রতাদি পালন করিয়াছেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত নবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসবাদি বন্ধ হইবার পর অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মই তাহা পুনরায় বিরাটভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যাহা আজও একই ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল গুরুপাদপদ্ম গৌর-পদাঙ্কপূত কয়েকটী স্থানে শ্রীচৈতন্য-পাদপীঠ স্থাপনপূর্ব্বক তথায় সেবাপূজা সংরক্ষণ করিয়াছেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ষড়্‌গোস্বামী ও তদনুগত রূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী, সর্ব্বোপরি তৎসম্পাদিত গভীর দার্শনিক বিচার-সম্বলিত ও তুলনামূলক আলোচনাপূর্ণ "নায়াদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়" প্রকাশ করিয়া নির্ব্বিশেষবাদ নিরাসপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীগৌর-বাণী-বিনোদ-ধারায় অবস্থিত হইয়া শ্রীগুরুবর্গের নির্দ্দেশ ও মনোঽভিষ্ট—(১) মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, (২) গ্রন্থভক্তি প্রচার, (৩) শ্রীবিগ্রহ-সেবাপ্রকাশ, (৪) শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরি-ক্রমানুষ্ঠান, (৬) লুপ্ততীর্থাদি উদ্ধার প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে পালন ও সংরক্ষণ করিয়াছেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদ অস্মদীয় শ্রীল শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অলৌকিক ভগবদ্ভাব ও গুরুনিষ্ঠা এবং শ্রীগৌড় ব্রজ-ক্ষেত্রমণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীধাম ও ধামেশ্বর সেবাপ্রচার, এক-কথায় শ্রীগৌর-ধাম, শ্রীগৌর-নাম ও গৌর-কামই তাঁহার ব্রত ও জীবন-স্বরূপ ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের মঠাদি সংরক্ষণ ও প্রচারের আদিকাল হইতে

তাঁহার যে-সকল প্রিয়জন বিশেষ সহায়ক ছিলেন, তন্মধ্যে আমাদের শ্রীগুরুদেব অন্যতম। শ্রীগুরুবর্গের সেবা ও ভগবৎসেবা তদীয় অন্তরঙ্গ সেবকদের আনুগত্যেই লাভ হয়, ইহা সাধু-শাস্ত্র-সম্মত বাক্য। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আচার-প্রচার, তাঁহার মনোঽভীষ্ট তদনুকম্পিত বিশ্রম্ভ সেবকের আনুগত্য ব্যতীত কখনই অনুধাবনের বিষয় হয় না। আমরা শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমেই শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা-মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারি। তাঁহার পরমপ্রিয় সেবকের মঠ-মন্দির সংরক্ষণে, বিশেষতঃ জমি জমা সুরক্ষা-ব্যাপারে অপ্রাণ প্রচেষ্টা ও কঠোর দায়িত্ব-পালনই শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল।

শ্রীগুরুদেবের প্রকটকালে বহুবার সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য আদিষ্ট হইয়াও মিশনের সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহার সতীর্থগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, যাঁহার সূক্ষ্ম-শুভ্রবসন-পরিহিত সৌম্য-শান্ত-স্নিগ্ধ-সহাস্যবদন শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে গৌড়ীয় মঠ মিশনের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাচীন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দ করজোড়ে উপদেশ-নির্দ্দেশ-অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিতেন, যিনি সমগ্র মিশনে 'বিনোদ দা'-নামে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ প্রত্যেকেরই গৌরবের পাত্ররূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম—গৌড়ীয় মঠের স্বনামধন্য উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন প্রভু। যিনি, গুরু শ্রীরামানুজাচার্য্যকে বাঁচাইতে গিয়া শিষ্য কুরেশের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক কুলিয়া নবদ্বীপ-পরিক্রমাকালে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদের সন্ন্যাস-বেষ গ্রহণ ও বদল করিয়া পাষণ্ডীগণের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে নিভৃত নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিয়াছেন এবং শ্রীল প্রভুপাদও যাঁহার ঐকান্তিক সেবানিষ্ঠার আদর্শ লক্ষ্য করিয়া আবেগভরে যাঁহার সহিত মিলন ও মিশন পরিচালনা সম্পর্কে গোপন আলোচনার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, যিনি তাঁহার গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের নামোচ্চারণ করিতে গিয়া 'প্রভু' বলিতেই কাঁদিয়া ব্যাকুল হইতেন, তিনিই অস্মদীয় পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ।

বিগত ১৯শে আশ্বিন, ১৩৭৫, রবিবার (ইং ৬।১০।৬৮)—শ্রীকৃষ্ণের রাস-পূর্ণিমা তিথিতে গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস-চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ

প্রিয়পার্ষদ আচার্য্য-কেশরী ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ স্বীয় চরণাশ্রিত সেবকবৃন্দ, সতীর্থ, সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারি-গৃহস্থ-ভক্ত ও গুণমুগ্ধ সজ্জনগণকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া নিজাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর সায়ংকালীন নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন।

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও প্রচারাদি-বৈশিষ্ট্যের সামান্য দিক্‌দর্শন করা হইল মাত্র। আমাদের ন্যায় পতিত জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত যিনি প্রাণপাত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সেই পরদুঃখী শ্রীগুরু-দেবের স্নেহ-শাসনপূর্ণ বাণী যাহাতে আমাদের পাষাণতুল্য হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করে তাঁহার অপ্রকট লীলাবিষ্কারের পর পরমার্থিক দুনিয়ায় যে হরিকথায় দুর্ভিক্ষ ও বহুমুখী নাস্তিকতারূপ ধর্ম্মসঙ্কট দেখা গিয়াছে তাহা হইতে তিনি আমাদের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন এবং তাঁহার অনুগতাভিমানিগণের প্রতি অপ্রাকৃত স্নেহদৃষ্টিপাত ও কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। আমরা যেন তাঁহার বাণীর যথার্থ অনুসরণ ও তাৎপর্য্য উপলব্ধিপূর্ব্বক নিজদের জীবন ধন্য করিতে পারি, ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা। *

* জনৈক সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার সময়ে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সংক্ষেপে বর্ণিত পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের দিব্য জীবন-চরিত।　　—প্রকাশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮-শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-তিথিবাসরে

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

(১)

গুরুদেব ! তুমি নিত্যভাগবত-ভানু ।
তুমি কৃষ্ণলীলা-কাম, তুমি কৃষ্ণপ্রেম-ধাম,
অভিন্ন সে নিত্যানন্দ-তনু ॥

(২)

ওহে দেব ! অন্তর্মাঝে জাগিছে পিপাসা ।
তব পদে রহু মতি, যা'তে মিলে ব্রজপতি,
যে-প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা ॥

(৩)

ধরাতলে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর ।
বিলা'ল যে প্রেমধন, লভে' যেন (এ) অকিঞ্চন,
সিদ্ধদেহ ধরি নিরন্তর ॥

(৪)

গুরুদেব ! বন্দি পুনঃ চরণ তোমার ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-নন্দী, তাই তোমা সদা বন্দি,
বন্দীজনার নাই কিছু আর ॥

(৫)

তব সম মহাজন কে আছে এমন ?
দিয়ে সুসিদ্ধান্ত-অসি, কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত নাশি,
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা কৈলা স্থাপন ॥

(৬)

প্রভুপাদ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণে—
সঙ্কীর্ত্তনে নিত্যদাস, নিত্য তব শ্রেষ্ঠকাম,
মত্ত সদা নাম-সুধাপানে ॥

(৭)

জয় জয় গুরুদেব পতিতপাবন ।
দুর্জ্জন পতিতাধমে, পাঠাইলা ব্রজধামে,
ঘোষিল যশঃ চৌদ্দভুবন ॥

(৮)

তোমার চরণে মোর এই নিবেদন।
ক্ষমি মম অপরাধ, ভজনের হত, বাধ—
দূর করি' দেহ শিক্ষা 'ভজন' ॥

(৯)

তোমাতে সম্ভব দিব্যলীলা-অনুভব।
ব্রজসখি-রূপ ধরি', আসিয়া এ মর্ত্ত্যোপরি,
প্রকাশিলা বিচিত্র-বৈভব ॥

(১০)

গুরো তোমা লভি' দাস বড় ভাগ্যবান্।
কুরেশসদৃশ তুমি, শ্রদ্ধায় তোমায় নমি,
গুরুসেবাদর্শ মূর্ত্তিমান ॥

(১১)

তুহুঁ বিনোদমঞ্জরী, রূপে-গুণে সর্ব্বোপরি,
মধুর-মধুর গুণধাম।
ব্রজ-নব-যুবদ্বন্দ্ব, প্রেমসেবা পরবন্ধ,
উজলিত তনু মনোরম ॥

(১২)

কি কহিব তুয়া যশঃ, তুহুঁ সে তুয়ারি বশ,
হৃদয় নিশ্চয় করি মানে।
আপনা অনুগা করি, করুণা-কটাক্ষে হেরি,
প্রদানহ মোরে সেবাধনে ॥

(১৩)

আজি আবির্ভাব-দিনে, প্রেমরস-আস্বাদনে,
মত্ত রাখ সদা অকিঞ্চনে।
অধমের আঁখিজল, শুধুই আছে সম্বল,
দিনু তব রাতুল চরণে ॥

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু প্রার্থী—

(ত্রিদণ্ডিভিক্ষু) **ভক্তিবেদান্ত উদ্ধমন্থী** (মহারাজ)

উদ্বোধন পথ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪১৮ পৃষ্ঠার পর)

যজুর্ব্বেদে দেখা যায়,—

"ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়তঃ প্রজাঃ সৃজেয়েতি প্রজাঃ সৃজেয়ম্। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদ্-দ্বাদশাদিত্যাঃ, রুদ্রা, সর্ব্বা দেবতাঃ, সর্ব্বে ঋষয়ঃ, সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণা-দেব সমুৎপদ্যন্তে।" অর্থাৎ—"নারায়ণ ইচ্ছা করিলেন,—প্রজা সৃষ্টি করিব, তাহাতে প্রজাসমূহ সৃষ্টি হ'ল। নারায়ণ হ'তে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করলেন। নারায়ণ হ'তে ইন্দ্র, সূর্য্য, শিবজী, সকল দেবতা, সকল প্রাণী উদ্ভূত হইল।

শাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা মূল নারায়ণ বা মূল ভগবান্ (Unrestricted God) বলে অঙ্গীকার করেছেন; যথা,—

"নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিল লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়নাৎ-
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥" (ভাঃ ১০।১৪।১৪)

অর্থাৎ—"(ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করলে পর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব অবগত হয়ে যে-স্তুতি করেন, তাহা এই প্রকার)—হে অধীশ, তুমি অখিল লোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয়বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ? নর-জাত জল-শব্দে 'নার' তাহাতে যাঁহার 'অয়ন' তিনিই নারায়ণ। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশস্বরূপ কারণোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী কেহ-ই মায়ার অধীন ন'ন, তাঁহারা মায়াধীশ-মায়াতীত পরম সত্য।"

কৃষ্ণ হ'তেই রাম, নৃসিংহ, নারায়ণ প্রভৃতি সকলেই প্রকাশিত। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার প্রপূজ্যপাদ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন,— "কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা—ইহা হৈল সাধ্য।

স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধা॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূত্রের বচন॥
নারায়ণ-অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐছে করি তা' ব্যাখ্যান॥" (চৈ : চঃ আদি)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী,—

"বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য-সম্বন্ধ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়া-বন্ধ॥
মুখ্য গৌণ বৃত্তি কিম্বা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য)

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ, যথা,—

"মমাহমেবাভিরূপঃ কৈবলাং।"—(ভাঃ ৫।৩।১৬)

অর্থাৎ—"আমি অদ্বিতীয় পুরুষ। আমার তুলনা আমিই। অন্য কেহ আমার অভিরূপ হ'তে পারে না।

যাঁকে ভগবান্ কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করি তাঁকে অনেকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকেন। ভগবানের সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণাত্মক নামগুলি যেমন সৃষ্টিকর্ত্তা, জগদীশ্বর প্রভৃতি গৌণ নাম। ঐ গৌণ নামগুলি বিশেষ গুণ বা ভাব মাত্র প্রকাশ করায় ঐ শব্দগুলিতে ভগবানের নামের পূর্ণ চমৎকারিতা নেই। ভগবানের ঐ নামগুলি বিশেষণ পদ হওয়ায় গৌণনাম। এমন কি ব্রহ্মা প্রভৃতি নাম নায়িক গুণের অতীত হ'লেও তা'তে পরিপূর্ণ তত্ত্ব অপ্রকাশিত থাকায় তাহাও গৌণনাম। কিন্তু ভগবানের কৃষ্ণ, রাম, জনার্দ্দন, বাসুদেব প্রভৃতি নাম বিশেষ্যপদ এবং এবম্বিধ নামসমূহ মুখ্যনাম।

"চিন্নাম আশ্রয় করি' যত কৃষ্ণ নাম।
সেই সেই মুখ্যনাম সর্ব্বগুণধাম॥" (ভ. চিন্তামণি)

আবার তাঁর মুখ্যনামসমূহের মধ্যে 'কৃষ্ণ' নাম মুখ্যতম। শ্রীভগবান্ নিজমুখে পার্থকে বলেছিলেন,—"নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ। (প্রভাসখণ্ড) অর্থাৎ—"আমার অনন্ত নামের মধ্যে কৃষ্ণ নামই মুখ্যতম।" শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে,—

"কৃষ্ণ নামে যে আনন্দ সিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥"

একমাত্র কৃষ্ণ নামই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের নামের অংশী। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় সকলশাস্ত্র বিচার করে 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে লিখেছেন,—"কৃষ্ণনামাপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নাম নাই।" শব্দব্রহ্ম প্রণব বা ওঁকার অপেক্ষাও 'কৃষ্ণ' নাম শ্রেষ্ঠ। প্রণব অস্ফুট, আর কৃষ্ণ-নাম স্ফুট। কৃষ্ণ-নাম —কৃষ্ণের মতই রূপবান্, গুণবান্, লীলাবান্ ও প্রেমময়;—কিন্তু প্রণব তা'

নয়। কৃষ্ণ নাম প্রণবের মত মন্ত্র মাত্র নয়,—ইহা বেদের পরিপক্ক চিন্ময় ফল। জগৎগুরু পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন,—"নামের প্রথম অবস্থা 'প্রণব' অর্থাৎ 'ওঁ'; আর সম্প্রকাশিত অবস্থায়—'কৃষ্ণ'।"

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বশক্তিমত্তা, যশঃ পূর্ণতা, সৌন্দর্য্য পূর্ণতা, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয় চমৎকারিতা ভগবানের মধ্যে পূর্ণভাবে বিদ্যমান এবং 'কৃষ্ণ' নামটিই ভগবানের নিজস্ব নাম। ভগবানের স্বরূপ-অভিধায়ক এই কৃষ্ণনাম জড়জগতের মনোগ্রাহ্য ন'ন,—এই নিত্যনাম কৃষ্ণের নিজধাম গোলোকধাম থেকে অবতীর্ণ হওয়ায় অপ্রাকৃত শব্দ-প্রমাণ গ্রাহ্য। শাস্ত্র দৃষ্টে আমরা জান্‌তে পারি যে, কৃষ্ণই অনাদি,—ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর—পরমেশ্বর, অংশী ভগবান্। কৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলেছেন,—

"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব-আদি সর্ব্ব-অংশী, কিশোরশেখর।
চিদানন্দ দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ অপর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম॥
* * * *
স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা-পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁতে বড় তাঁর সম কেহ নাহি আন॥"—(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণের স্বয়ংরূপ ভগবত্তা সম্পর্কে 'শ্রীমদ্ভাগবত' বলেন,—

"এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥" (ভাঃ ১।৩।২৮)

অর্থাৎ—"পূর্ব্বে যে-সকল অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হয়েছে তা'দের মধ্যে কেহ বা পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা আবেশাবতার। এই সকল অবতার দৈত্য নিপীড়িত জগৎকে রক্ষা কর্‌বার নিমিত্ত প্রতি যুগে অবতীর্ণ হ'ন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অবতারগণের মূল পুরুষ, আদ্য-পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরও আদি।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

বিশিষ্ট দানবীর ও সমাজসেবী

ষষ্ঠীনারায়ণ-স্মরণে

আসানসোল-সহরের শিল্পাঞ্চলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী, দানবীর ও সমাজ-সেবী ষষ্ঠীনারায়ণ গড়াই মহাশয় বিগত ২৪শে মাঘ বুধবার, ১৩৮৭ (ইং ৪।২।১৯৮১) রাত্র ১১-৪০ মিনিটে তাঁহার শশীভূষণ গড়াই রোডস্থ বাসভবন "গড়াই ম্যানসনে" ভগবন্নাম স্মরণ করিতে করিতে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করেন। পরদিবস অপরাহ্নে হুগলীর ত্রিবেণীতে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসী বিশিষ্ট সজ্জনগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের পর তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁহার ভক্তিমতী সহ-ধর্ম্মিনীসহ পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত-পরিবারকে সাধ্যানুসারে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিয়াছি।



বৎসরান্তে পুনরায় মাননীয় ষষ্ঠীনারায়ণের স্মৃতিচারণ দিবস সমাগত। তাঁহার গুণমুগ্ধ শোকাহত দেশবাসীগণ ও বিভিন্ন দৈনিক পত্র-পত্রিকা গত বৎসর তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর আলোচনার দ্বারা তাঁহাদের গভীর দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মাননীয় ষষ্ঠীবাবু আসানসোলে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও আপনভোলা উদারপ্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন।

এক ঠিকাদারী সংস্থার কর্ম্মী হিসাবে তাঁহার প্রথম জীবন সুরু হয়; পরে নিজের বুদ্ধি ও অধ্যাবসায়ের দ্বারা এক বিশাল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন।

সমাজসেবী হিসাবেও তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। আসানসোলে প্রায় অধিকাংশ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানেই তাঁহার মুক্তহস্তে দান—তাঁহাকে 'দানবীর' বলিয়াই ঘোষণা করে। এস্, বি, গড়াই রোড্, মিউনিসিপ্যালিটীর রাস্তায় টিউবলাইট, কোর্টের বিশ্রামাগার, স্থানীয় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েসন ভবন তাঁহার অর্থানুকূল্যেই নির্ম্মিত ও স্থাপিত হইয়াছিল। বিধান কলেজ, তুলসীরাণী গার্লস স্কুল, উপেন্দ্রনাথ হাইস্কুল, গৌড়ীয় মঠ ও মিশন, ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানেও মুক্তহস্তে দান আজও তাঁহার সহৃদয়তা ও বদান্যতার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। তিনি সহরের বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদও সমালঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে বিজনেস্ কন্‌ফারেন্সে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে বহির্গত হন।

তিনি ১৯৫৯ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুকে বন্যাত্রাণ তহবিলে ১ লক্ষ টাকা এবং চৈনিক আক্রমণের সময়ে ১৯৬২ সালে প্রতিরক্ষা তহবিলে রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডুর হাতে ৫০ হাজার টাকা অর্পণ করেন। উড়িষ্যা-বিহারাদি-প্রদেশে তিনি তাঁহার সাধ্যমত সাহায্য লইয়া নিজেই বন্যাপীড়িত স্থানে ছুটিয়া যাইতেন। স্থানীয় বিধানচন্দ্র কলেজে তিনি ১ লক্ষ টাকা দান করেন। কত বিদ্যালয়-গৃহ, কত রাস্তা, কত কূপ-তড়াগাদি জনসাধারণের জন্য তিনি নির্ম্মাণ-খনন করিয়াছেন, তাহার হিসাব সম্ভবতঃ তিনি নিজেও রাখিতেন না। তাঁহার এই স্বেচ্ছাদানের পিছনে কোনরূপ যশ-প্রতিষ্ঠার বাসনা তাঁহাকে কোনদিনই পীড়াদান করে নাই। নীরবে নিভৃতে তিনি তাঁহার সেবাধর্ম্মী মনোভাব লইয়া আর্ত্ত-পীড়িতের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেন। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীর, দানবীর ও সমাজসেবী সত্যই বর্ত্তমানকালে দুর্লভ। দেশবাসী এইরূপ মানবদরদী মহৎ-প্রাণের মহাপ্রয়াণে তাঁহাদের একজন আত্মীয়, স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও মিত্রকে হারাইয়া অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকারপূর্ব্বক শোকে মুহ্যমান।

মাননীয় গড়াই মহাশয়ের ন্যায় অক্লান্ত ও নিরলস কর্ম্মী খুবই দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি যে তাঁহার কর্ম্মজীবনে

উন্নতির শিখরে উঠিয়াছিলেন, তাঁহার সততার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ধনবল-জনবল অনেকেরই থাকিতে পারে, কিন্তু কে বা কতজন বৃহত্তর স্বার্থে তাহা নিয়োজিত করিয়া নিজকে বিলাইতে পারেন? কতজন ধনী-ব্যক্তি সেবাদর্শে ও সুশিক্ষা-বিস্তারের মহান্ প্রচেষ্টায় ষষ্ঠীবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন? তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ধন-সম্পদের দ্বারা বাড়ী-গাড়ী-ভোগ্যবস্তু-বিলাস-ব্যসন সংগ্রহই বড় কথা নয়, তাহার বাস্তব সদ্ব্যবহার প্রয়োজন। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিনীকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি,—"ভগবৎসেবার জন্যই শ্রীভগবান্ আদর্শ গৃহস্থগণকে ধন-জনাদি দান করেন।" তাঁহাদের ক্ষেত্রে এ বিচার সত্যই বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছে। শাস্ত্রও বলেন,—"দেহধারী মানবগণ ইহজন্মে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা ভগবৎ-ভাগবতসেবারূপে আত্মকল্যাণ চিন্তা করিবেন, ইহাই তাঁহাদের জীবন ধারণের স্বার্থকতা।

প্রাকৃত জগতে কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, যোগবীরের অভাব নাই; তাঁহাদের কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সম্বন্ধে সুষ্ঠু ও বাস্তব ধারণাও নাই। ভক্তিহীন কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-প্রচেষ্টা নিষ্ফল। 'সেবা'-শব্দের প্রকৃত অর্থ—শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি; শ্রীভগবানই সেবার আস্পদ বা আধার; সুতরাং ভগবৎ-ভাগবত-সেবাই সাত্বত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, তাহা বাদ দিলে 'সেবা' অনাশ্রিত হইয়া নির্ব্বিশেষ নাস্তিকতারই আবাহন করে।

আমাদের ষষ্ঠীবাবু শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংস্পর্শে আসিয়া ঐরূপ সেবায়ই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাই তিনি আদর্শ গৃহস্থ জীবন যাপনপূর্ব্বক জ্ঞানময় সংসারে থাকিয়াও পরম বিরাগী ছিলেন। ইহাকেই যথাযোগ্য ভোগ ও অনাসক্ত ভাব' বলে। মাননীয় ষষ্ঠীবাবু তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজের বিশেষ সেবাপূজার পর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-রাধাবল্লভজীউর স্মরণ করিতে করিতে স্বীয় অভীষ্টধামে গমন করেন। তাঁহার পুত্র-কন্যাগণ তাঁহাদের ভক্তিমতী মাতৃদেবীর পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক ক্রমশঃ সাধন-ভজন-পথে অগ্রসর হইবেন, ইহাই মঙ্গলময় শ্রীগুরু-ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীগুরুপূজা বা ব্যাসপূজা

শ্রীগুরুপূজার আর এক নাম ব্যাসপূজা। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথিপূজাতেই ইহার উদ্‌যাপন বিধান। অথবা উত্তোক্তার নিজের জন্ম-তিথিতেও ইহা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। অবশ্যে আষাঢ়ী পূর্ণিমা-তিথিতেও সাধারণভাবে এই পূজার অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। মূলতঃ সাধক-জীবনের বার্ষিক হিসাব-নিকাশের একটি বিশেষ দিন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শ্রীব্যাসদেব জগতে প্রকৃতপক্ষে সত্য প্রদর্শন করাইয়াছেন। তিনি কর্ম্ম-জ্ঞানেরও সন্ধান দিয়াছেন; জড়বাদীগণের প্রাপ্যবস্তু যে ধ্বংসশীল ও হেয়তাপূর্ণ এবং নিছক তাৎকালিক—ইহাও তিনি প্রদর্শন করাইয়াছেন। বিবর্ত্তবাদী বিশ্বে তাঁহার অসীম প্রতিভার বহু দিক্ প্রতিভাত হইলেও সূক্ষ্ম বিচারে এক যে অনাবিল ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা অবশ্যই অর্থবহ। কিন্তু কলির পদলেহী আধুনিক বিশ্ব ভয়াবহ সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে উপনীত হইয়াও তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না—ইহাও এক তাৎপর্য্যময়। তজ্জন্যই শ্রীব্যাসের অবদান-বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যতদিন পর্য্যন্ত উহার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা হইবে না এবং কার্য্যতঃ রূপায়ীত হইবে না ততদিন পর্য্যন্ত তথাকথিত সভ্যতার সমাপ্তিও ঘটিবে না বা ঘটিতে পারে না। বর্ত্তমান আধুনিক বিশ্বে নগ্ন সভ্যতার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে শ্রীব্যাসদেবের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা অবশ্যই সমীচীন। কালের অতীত যে-বস্তু বিশ্ববাসীর নিকট উহার সন্ধান যিনি প্রদান করিয়াছেন তিনিই ব্যাস। ত্রিকাল সত্যদ্রষ্টা ঋষি ব্যাসদেবের সুচিন্তিত ধারায় নিষ্ণাত শ্রীগুরুপাদপদ্মই অভিন্ন ব্যাসস্বরূপ।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাদ্বারা শ্রীব্যাসদেবের পূজা গণা হইয়া থাকে। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীব্যাসদেবের স্মরণ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান বৎসরেও বিগত ৩ গোবিন্দ, ২৮ মাঘ (ইং ১১।৩।৮২) বৃহস্পতি-বার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য পরমহংস-কুলচূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** আবির্ভাব তিথি হইতে ৫ গোবিন্দ, ১লা ফাল্গুন (ইং ১৩।২।৮২) শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা চিদ্বিলাস ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ মঠসমূহে শ্রীব্যাস-

পূজা-মহোৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের উপস্থিতিতে এবং উপসভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের পরিচালনায় উক্ত মঠের উৎসব বিশেষ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার অধিবাস-তিথিতেই মঠ-প্রাঙ্গণ ও তোরণদ্বার নানা পত্র-পুষ্পে সুসজ্জিত করা হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় আলোক-চিত্রের সাহায্যে ভারতের বহু তীর্থের দৃশ্যাবলীও প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীব্যাসপূজা-দিবসের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তে শ্রীশ্রীগুরু-চরিতাবলী পাঠ ও কীর্ত্তন হইলে শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি হইতে সংগৃহীত শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, শ্রীব্যাস-পঞ্চক, শ্রীবৈয়াসকি-পঞ্চক, শ্রীসনকাদি-পঞ্চক ও শ্রীগুরু-আচার্য্যপঞ্চক প্রভৃতির পূজা সম্পন্ন হয়। তদনন্তর শ্রীল আচার্য্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলে উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দও অঞ্জলি প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে ভোগারতি সমাপ্ত হইলে নিমন্ত্রিত বৈষ্ণববৃন্দ, সজ্জন সুধীবৃন্দ তথা আগত সকলকেই মহাপ্রসাদ-দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। রাত্রে এক মহতী সভায় শ্রীগুরু-তত্ত্ব ও ব্যাসতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণ দান করেন।

২৯শে মাঘ, প্রাতে মঙ্গলারতি অন্তে মহাজন গীতি-কীর্ত্তন হইলে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকৃত শ্রীব্যাস-পূজার প্রচলন সম্পর্কে পাঠমুখে বিষদভাবে বর্ণন করেন। এই দিন সন্ধ্যার অধিবেশনে যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে লেখনি-মাধ্যমে অঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন তাহা আবৃত্তি করা হয়।

সমাপ্তি দিবসের প্রাতে মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা তথা প্রার্থনা-গীতি কীর্ত্তন হইলে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা, তাঁহার পত্রাবলী হইতে বিভিন্ন শিক্ষা-বিষয়ে আলোচিত হয় এবং শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হইলে মধ্যাহ্নারতি অন্তে নিমন্ত্রিত বৈষ্ণব-সজ্জনবৃন্দ তথা আগত সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই দিন সন্ধ্যার সভায় শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রাবলী, তাঁহার অভূতপূর্ব্ব আচার্য্যত্বের প্রচার-বৈশিষ্ট্য এবং অবদান সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তব্য রাখেন।　　—প্রকাশক

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত সমিতির সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর অপার করুণায় আচার্য্যকেশরী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের পুনঃ প্রবর্ত্তিত শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও বিশেষ সাড়ম্বরের সহিত উদ্যাপিত হইয়াছে।

উক্ত আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীগৌর-ধাম পরিক্রমা করিয়া থাকেন। এতদুপলক্ষে বিগত ২৪ গোবিন্দ, ২০ ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ১লা বিষ্ণু, ২৬ ফাল্গুন, ১৯শে মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী শ্রীধাম-পরিক্রমা, পাঠ, কীর্ত্তন, মহোৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়। বিভিন্ন দিনের পরিক্রমায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে বিজয়-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে শিবিকায় স্থাপনপূর্ব্বক পরিক্রমার অগ্রভাগে রেখে কীর্ত্তন সহযোগে বহির্গত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন দিবসে নবদ্বীপাত্মক যথা—কীর্ত্তনাখ্য **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ**, স্মরণাখ্য **শ্রীমধ্যদ্বীপ**, পাদসেবনাখ্য **শ্রীকোলদ্বীপ**, অর্চ্চনাখ্য **শ্রীঋতুদ্বীপ**, বন্দনাখ্য **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** দাস্যাখ্য **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ**, সখ্যাখ্য **শ্রীরুদ্রদ্বীপ**, শ্রবণাখ্য **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** ও আত্মনিবেদনাখ্য **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ**প্রভৃতি নববিধা ভক্তিযাজন-পীঠসমূহ শ্রীবৈষ্ণবগণের আনুগত্যে পরিক্রমণ, দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য শ্রবণ করার সুযোগ হইয়াছিল।

শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন, শ্রীগৌরের পদাঙ্কপূত লীলাস্থলী দর্শন, শ্রীধাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ, ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দরের তথা তদীয় পরিকরগণের মহিমা বর্ণন এবং "গৌর-ব্রজজনে ভেদ না দেখিব"—মহাজনবাণী হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক শ্রীধাম ও বৈষ্ণব-কৃপা লাভাকাঙ্ক্ষা এই ভক্তিযাজনের উদ্দেশ্য। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুসৃতধারায় শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ যেরূপে তাঁহার পশ্চাৎগামী হইয়া ১৬ ক্রোশ শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা করিয়াছেন সেই ভাবনা হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক এই পরিক্রমা উদ্যাপিত হইয়া থাকে।

"অদ্যাপীহ সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥" "গৌর আমার যে-সব স্থানে করল ভ্রমণ-রঙ্গে। সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ী ভকত-সঙ্গে॥"—প্রভৃতি ভাবনা হৃদয় ধারণ করিয়া আর্ত্তিভরে শ্রীধাম দর্শন ও পরিক্রমণ করিতে পারিলে তবেই অনর্থ-নিপীড়িত জীবকুলের নিত্য কল্যাণ সাধিত হয়। তজ্জন্যই বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তারস্বরে জানাইয়াছেন, —কর্ণের দ্বারা শ্রীভগবান্ ও তদীয় অপ্রাকৃত ধাম বা তাঁহার লীলাভূমি দর্শন সম্ভব। মায়া-দুর্গে পতিত জীবকুল বার বার জন্ম-মৃত্যুর নাগর-দোলায় নিক্ষিপ্ত হইয়া ভোগপর-কামনায় জর্জ্জরীত হইয়া অশেষ দুঃখ-কষ্টে নিপীড়িত হইতে থাকে। কিন্তু মোহময়ী মায়ার অমোঘ ক্ষমতায় তথাকথিত শান্তির ছলনারূপী বেড়াজালে বেষ্টিত হইয়া অশেষ দুঃখের নীড় রচনায় ব্যস্ত। ইহা মায়ার অপরূপ ছলনার পরিণতি। বদ্ধজীবের নিকট শ্রীধামের অপ্রাকৃত স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয় না আর গোচরীভূতও সম্ভব নহে। মায়াবিশ্বে বা দেবীধামে চুরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে বদ্ধজীবকুল কেহবা গৃহান্ধকূপে পতিত, কেহবা লুপ্তচেতন প্রায় হইয়া অনাদি অনন্তকাল এই আত্মবিস্মৃতির পথে নিমজ্জিত। এই যে বিভ্রান্তি, তাহার অপনোদনের জন্যই এই পরিক্রমা ও হরিকথা আসরের ব্যবস্থা। মরণের জগতে অমৃতের বাণী শুনাইয়া সুপ্ত আপামর জীবকে জাগাইয়া তোলার জন্যই—ভক্তগণের প্রচেষ্টা। তাঁহাদের অমন্দোদয়-দয়া নিখিল জীবকুল হৃদয়ঙ্গম করিতে কষ্টবোধ করেন। কিন্তু তবুও ভক্তগণের উদারতার অন্ত নাই।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপে এই পরিক্রমার যে-ব্যবস্থা লওয়া হয় এবং সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ এই উৎসবমুখর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া অনাবিল আনন্দ লাভ করার সুযোগ লাভ করেন —ইহা পারমার্থিক বা আত্যন্তিক মঙ্গলের সোপানরূপ। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, জ্ঞাত-অজ্ঞাতে যে-সুকৃতিমূলা সঞ্চয় করার সৌভাগ্য হয় তাহা অনুভূতি সাপেক্ষত।

জগতে শুধু খাওয়া-শোয়া, রঙ্গ-রস করাই যে মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নহে, তাহা বার বার সতর্কিকরণ করা হয়। Back to God & back to home,"—this is the massage of Goudiya Mission." নিত্য ঘরে ফেরার অগ্র সঙ্কেত এবং যাহাতে উহা মানব-জীবনে পর্য্যবসিত হয় তজ্জন্যই এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, জনগণকে মিলিত করাইয়া খাওয়া-দাওয়া বা প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত নহেন—তাঁহারা তদুপরি আরও এমন এক বস্তু দিতে চাহেন যাহা উপলব্ধি সাপেক্ষ। খাওয়া দাওয়ার তো শেষ নেই, জন্ম-মৃত্যুরও অবসাদ নাই—সুতরাং এইগুলির পরিণতির অন্তরালে যে সুপ্ত চেতনের প্রকাশ ঘটে নাই, তাহার যাহাতে পূর্ণ বিকাশ ঘটিতে পারে তজ্জন্যই সমাজ জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য।

বহুলোকের একস্থলে সমাবেশ বহু কারণেই হইয়া থাকে, তাহা আমাদের অজানা নাই; কিন্তু এই যে ভক্তজন-মিলন-সূচনা ইহার ভাব বৈশিষ্ট্যপ্রদ। এই মিলনে জড়ীয় লাভাকাঙ্ক্ষার অবকাশ না রাখিয়া স্বর্গীয় আনন্দ বা অপ্রাকৃত অবিচ্ছিন্ন অনাবিল আনন্দ উৎসধারার ইঙ্গিত পরিবহন করে। অশান্ত বিশ্বে, হরি কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ পৃথিবীর বুকে ভোগপর মানবকুল যাহাতে স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মরণের যুগে অমৃতের বাণী পান করিয়া নিত্য আলোর দিকে ধাবমান হইতে পারেন—তজ্জন্যই এই মিলন সঙ্কেত।

এই উৎসবে প্রত্যহ সহস্র সহস্র ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন-রোলে মত্ত, প্রসাদ গ্রহণ ও তমঘ্নবিনাশে শ্রীহরিকথা-রূপ মহৌষধ পান করিবার সুযোগ লাভ করেন। মানুষের যতদিন স্বরূপ উপলব্ধি হইবে না—তত দিন পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষণা, দেশ-কাল-পাত্রের বিভেদ, গণ্ডিবদ্ধ প্রাদেশিকতা, জড়-ভাষাবাদী সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি কোনটাই স্তিমিত হইবে না। সুতরাং নিত্য শাশ্বত চিরন্তন আত্মার উপলব্ধি লাভ করিয়া আমরা যে 'সকলেই অমৃতের সন্তান'—ইহা যাহাতে উপলব্ধি করত প্রীতি-পুণ্যের বাধনে একগোত্র ভুক্ত হইয়া ভগবৎ-সেবানন্দ লাভ করিতে পারি তজ্জন্যই এই মিলন-মহোৎসব।

উক্ত সপ্তাহব্যাপী উৎসবকালে প্রায় লক্ষাধিক আগন্তুক জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আকরস্থল নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রতি বৎসরেই শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া এই অনুষ্ঠান উদযাপীত হয়। ঐ সময় প্রায় পঞ্চ-সহস্রাধিক লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা তথা প্রয়োজনবোধে চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও থাকে।

—শ্রীবিশ্বনাথ রায়,
দেয়ারাপাড়া (নবদ্বীপ)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে সেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৪শ বর্ষ | ৭ ত্রিবিক্রম, ক্ষীরোদশায়ী, ৪৯৬ গৌরাব্দ
৩১ বৈশাখ, শনিবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৫।৫।১৯৮২ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীশচীসূনুষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

হরির্দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুর গতমাত্মানমতুলং
স্বমাধুর্য্যং রাধাপ্রিয়তরসখীবাপ্তুমভিতঃ।
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈক-তনুভাক্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥১॥

যে হরি (শ্রীকৃষ্ণ) দর্পণগত আপনার নিরুপম শ্রীঅঙ্গ দর্শন করিয়া প্রেয়সী সখী শ্রীমতী রাধিকার ন্যায় আত্ম-মাধুর্য্যকে সর্ব্বতোভাবে আপনাতে অনুভব করিবার নিমিত্ত গৌড়দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অহো! (কি আশ্চর্য্য!) যে প্রভু শ্রীমতী রাধিকার গৌরকান্তি দ্বারা স্বয়ং স্বীয় শরীরের সুন্দর গৌর-বর্ণত্ব স্বীকার করিয়াছেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ॥১॥

পুরীদেবস্যান্তঃ প্রণয়মধুনা স্নানমধুরো
মুহুর্গোবিন্দোত্তদ্বিশদ-পরিচর্য্যাচ্চিতপদঃ
স্বরূপস্য প্রাণর্বুদ-কমল-নীরাজিতমুখঃ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥২॥

যিনি পুরীদেব অর্থাৎ শ্রীল ঈশ্বরপুরী গোস্বামীর অন্তঃকরণস্থিত প্রেম-মধুতে স্নাত হইয়া তৎপ্রতি স্নেহবিশিষ্ট এবং গোবিন্দ নামক কোন ভক্ত-কর্ত্তৃক মুহুর্মুহুঃ প্রকাশমানা নির্ম্মলা পরিচর্য্যা দ্বারা যাঁহার শ্রীচরণদ্বয় নিরন্তর সেবিত এবং শ্রীস্বরূপগোস্বামীর অসংখ্য প্রাণপদ্ম দ্বারা যাঁহার শ্রীমুখ নীরাজিত হইয়াছিল, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ প্রাপ্ত হইবেন ॥২॥

দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বলির্বস্ত্রমরুণং
প্রকাণ্ডো হেমাদ্রি-দ্যুতিফিরভিতঃ সেবিততনুঃ ।
মুদা গায়ন্নুচ্চৈর্নিজমধুর-নামাবলিমসৌ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৩॥

যিনি পরমেশ্বর হইয়াও ভক্তশিক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং কৌপীন এবং তদুপরি অরুণবর্ণ বহির্বাস ধারণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার আকৃতি অতিউচ্চ এবং সুমেরুপর্ব্বতের কান্তি-কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত অর্থাৎ (যাঁহার গলিত সুবর্ণ-সদৃশ শরীরের শোভা দর্শন করিয়া সুমেরু আপন শরীরে সৌন্দর্য্যাভি-মান পরিত্যাগ করিয়া আপন কান্তি দ্বারা যাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তিকে সেবা করিয়াছে) এবং যিনি এইরূপ বেশ ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় মধুর নাম-সমূহ অতি আহ্লাদে গান করিয়া ভক্তের ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই শচী-নন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ॥৩॥

অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তি-নিপুণৈঃ
শ্রুতের্গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরস-ফলাং ভক্তিলতিকাম্ ।
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতিকৃপাভিং প্রকটয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৪॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনিগণ ভক্তি নিপুণতায়ও যাঁহার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই এবং শ্রুতিগণ যাঁহাকে অমূল্যরত্নের ন্যায় গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং উজ্জ্বল প্রেমরস যাঁহার ফল—এমন ভক্তিলতা যিনি গৌড়-দেশে অতি কৃপায় বিস্তার করিয়া পরম কৃপালু হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ॥৪॥

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চং গণন-বিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৫॥

হে মন! যিনি আমার স্মরণ-পথে সর্ব্বদা বিদ্যমান গৌড়ীয়-জনগণকে সংসারের মধ্যে আত্মীয়রূপে স্বীকার করিয়া গণন-বিধি দ্বারা অর্থাৎ সংখ্যা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা "হরে কৃষ্ণ" এই প্রকার হরিনাম-কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন এবং যিনি গৌড়দেশীয় জনসমূহকে পিতার ন্যায় এইরূপ প্রিয়শিক্ষা উপদেশ দিয়াছিলেন; সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ॥৫॥

পুরঃ পশ্যন্ নীলাচলপতিমুরুপ্রেম-নিবহৈঃ
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত-নিজদীর্ঘোজ্জ্বল-তনুঃ।
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভ-চরমে
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৬॥

যিনি প্রণয়িগরুড়-স্তম্ভের চরমদেশে অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশে সর্ব্বদা অবস্থান করত সম্মুখবর্ত্তী নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমসমূহ দ্বারা ক্ষরিত নয়ন-নীর-নিকরে স্বকীয় দীর্ঘোজ্জ্বল তনু স্নপিত করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ॥৬॥

মুদা দন্তৈর্দষ্টা দ্যুতিবিজিত-বন্ধূকমধরং
করং কৃত্বা বামং কটি-নিহিতমন্যং পরিলসন্।
সমুত্থাপ্য প্রেম্না গণিত-পুলকো নৃত্যকুতুকী
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৭॥

যে অধরের কান্তিদ্বারা বন্ধূক (রক্তবর্ণ পুষ্প-বিশেষ) পরাজয় প্রাপ্ত হয়, সেই স্বীয় অধরকে দন্তসমূহ দ্বারা আবরণকরত স্বীয় বামহস্ত কটিতটে অর্পণ করিয়া যিনি অপর দক্ষিণহস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক ভঙ্গি দ্বারা চালন করত হর্ষ-সহকারে নর্ত্তন-কৌতুকবিশিষ্ট হইয়াছিলেন এবং মাথুরবিরহিণী শ্রীরাধার ভাব হেতু যিনি অসংখ্য রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন? ॥৭॥

সকীর্ত্তীরারামে বিরহ-বিধুরো গোকুলবিধো
র্নদীনষ্ঠাং কুর্ব্বন্নয়ন-জলধারাবিততিভিঃ।

মুহুর্মুচ্ছাং গচ্ছন্নতকমিব বিশ্বং বিরচয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৮॥

যিনি নদীর তীরস্থ উপবনে গোকুলচন্দ্রের (কৃষ্ণচন্দ্রের) বিরহে-ব্যাকুল হইয়া নয়ন জলধারা-সমূহে অন্য একটী নদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং যিনি বারম্বার মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া তত্রস্থ জনসমূহকে মৃতকের ন্যায় অচেতন করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনর্ব্বার আমার নয়ন-পথ-প্রাপ্ত হইবেন ?৮॥

শচীসূনোরস্যাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ
সদা দৈন্যোদ্রেকাদতিবিশদ-বুদ্ধিঃ পঠতি যঃ।
প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতিকৃপাবেশবিবশঃ
পৃথু প্রেমাম্ভোধৌ প্রথিতরসদে মজ্জয়তি তম্ ॥৯॥

যে-ব্যক্তি বিশুদ্ধ-বুদ্ধি হইয়া দৈন্যাতিশয়-সহকারে স্বীয় অভীষ্টপ্রদ শ্রীশচীনন্দনের এই অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রসের আস্বাদন-স্বরূপ বিস্তীর্ণ প্রেম-সমুদ্রে নিমগ্ন করেন ॥৯॥

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত দুই শ্রেণীর—ভক্ত ও ভগবান্

'শ্রীমদ্ভাগবত' শব্দদ্বারা দুইটী শ্রেণীকে লক্ষ্য করা হয়,—একটী বিষ্ণু ও অপরটী বৈষ্ণব। ভাগবত বলিলে শব্দ-ব্রহ্ম-মূর্ত্তি ; শব্দ-ব্রহ্ম মূর্ত্তিমান্ ভাগবত বিষ্ণুকেই বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্রহ্ম ও পরমাত্মার বিষয় বর্ণিত আছে ; সুতরাং ব্রহ্ম ও পরমাত্মাও ভাগবত। ভগবদুপাসকগণ ব্রাহ্মণ ও যোগিগণের বিচারে বিষ্ণু বস্তু নহেন। বিষ্ণুভক্তি-রহিত ব্রাহ্মণাভিমান এবং বিষ্ণুভক্তি-রহিত আত্ম-বস্তুর ধারণা নির্ব্বিশেষপর ; সুতরাং তাদৃশ অভিমানিগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ও যোগী বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করিতে গিয়া ভগবান্ হইতে চাহেন—ভাগবত হইতে চাহেন না। ভগবান্ ভাগবতের বিশেষত্ব ক্ষীণ হইলেই খর্ব্ব-দৃষ্টিক্রমে একই বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু, তাহা বাস্তব সত্য নহে। গ্রন্থ-ভাগবত ভগবদ্বস্তু, ভক্ত-ভাগবত শ্রীভাগবতের পাঠক বা কৃষ্ণানুশীলনকারী।

গ্রন্থ-ভাগবতের পরিচয়

গ্রন্থ-ভাগবত কৃষ্ণের স্বরূপ ও বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহাতে যাবতীয় বস্তুর সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে ; এবং সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাহারা সকলেই কৃষ্ণানুশীলন-ধর্ম্ম নিরত। শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকথায় পূর্ণ, বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তম নিত্যবিলাসময় কৃষ্ণলীলান্বিত ; তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট, কৃষ্ণেতর প্রতীতি-সম্পরের ভজনীয় বিষয় এবং ভজনীয় কৃষ্ণের ভজনকারী আশ্রয়-সেবকস্বরূপ।

ভক্ত-ভাগবতের পরিচয় ও বদ্ধ-দশার অবস্থা

ভাগবতগণই শ্রীমদ্ভাগবতের ভজন করিতে পারেন। **মনুষ্যমাত্রেই ভাগবত**। কিন্তু, সম্প্রতি বদ্ধ জীবকুল ভগবদ্বিমুখ হওয়ায় সকলের সেই বৃত্তিরই পরিস্ফুরণ নাই। ভাগবত যে-কালে ভগবৎ-সেবা বা ভাগবত-পাঠ, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে বিরত হন, সেইকালেই তিনি আপনাকে ভাগবত বলিয়া বুঝিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই শ্রীভাগবত নিজের ও শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ জানিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিচারপর ধারণাদ্বারা সংসাধিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই মানবের নিজ-বুদ্ধি ভক্তি সমুদিত হন। ভক্তির উদয়ে অভক্তি অর্থাৎ ভগবৎসেবা-বিমুখতা-রূপ বদ্ধভাব বিদূরিত হয়। তখন সুনির্ম্মল ভগবৎপ্রেমাই শ্রীমদ্ভাগবতকে ভাগবতের প্রাপ্য বিষয়বোধে শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিচারকারীর অনুশীলন করায়। 'আশ্রয়'-ব্যতীত 'বিষয়ের' অবস্থান এবং 'বিষয়'-ব্যতীত 'আশ্রয়ে'র অবস্থান সম্ভবপর নহে। 'বিষয়াশ্রয়'-ভেদে বিশিষ্ট-অদ্বয়-জ্ঞান অবস্থিত। উহা হেয় বা মায়িক বিচিত্রতার ন্যায় দুষ্ট নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্ধর্ম্মের সুষ্ঠুতা বর্ণিত আছে, উহাই শুদ্ধজীবের একমাত্র ধর্ম্ম।

বদ্ধ-জীব স্বরূপ উপলব্ধিক্রমে ভাগবত হন

যেদিন বদ্ধজীব আপনাকে ভাগবত জানিবেন, সেইদিনই ভগবৎ-সেবা-বিমুখ অনাত্মানুভূতি শিথিল হইয়া যাইবে। শুদ্ধ চিৎপ্রবৃত্তি অবিমিশ্রভাবে ভগবানের সেবায় ন্যস্ত হইবে। সেইকালে জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় কৃষ্ণেতর প্রতীতিময় রাজ্যে বিচরণ করিয়া বিবর্ত্ত আবাহন করিবে না। বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তিবাদ হইতে জীবন্মুক্তগণই স্ব-স্বরূপে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন এবং গ্রন্থরূপী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণকারী, পঠনকারী ও বিচারণকারী হইয়া নিত্য ভক্তিধর্ম্মে অবস্থিত হন। ভগবানের সহিত আমাদের নিত্যকাল অদ্বয়-

জ্ঞান সম্বন্ধ এবং ভগবদিতর নানাত্ব প্রতীতির সহিত নশ্বর সম্বন্ধ—একথা শ্রীমদ্ভাগবত মুক্ত জীবের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজ সেবন প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া দেন। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তপুরুষগণই শ্রীমদ্ভাগবতকে পরমহংস-সংহিতা জানিয়া সকল সময় শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করেন। এবং তাহার অনুশীলন-ক্রমে ভগবদ্ভক্তি জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করে।

ভগবদ্ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায় এবং গ্রন্থ ভাগবতই ভক্তিলাভের আকরস্বরূপ

এই ভবসংসার হইতে অনন্তকালের জন্য মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া একমাত্র আবশ্যক। ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হইবার আকর স্থানই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত নির্ম্মৎসর পরমহংস বৈষ্ণবগণের প্রিয় বস্তু। কামক্রোধাদির হস্ত হইতে মুক্তপুরুষগণ একমাত্র শ্রীভাগবতেরই অনুশীলন করেন। যাঁহারা লৌকিক বদ্ধবিচারে আবদ্ধ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত অপর শাস্ত্রের সমজ্ঞান করেন, তাঁহারা তাদৃশ ধারণা-ফলে 'নিত্যবদ্ধ'-সংজ্ঞা লাভ করত কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহাদিগের রুচি নাই, তাঁহারাই কৃষ্ণবিমুখ ও জড়-জ্ঞানের ক্রীড়াপুত্তলী।

শ্রীমদ্ভাগবতই বেদ, বেদান্ত, নিগমাদির বিশুদ্ধ ভাষ্য ও সার

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। ইহাই নিগম কল্পতরুর সুপক্ক ফল। বেদের মূল সত্য বস্তু আচ্ছন্ন হইয়া তাহার চিহ্নমাত্র না থাকা কালে শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত নিত্য-সত্য কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বিচারে অনাদৃত হইলেও, বেদগম্য হরিকথা-রূপ প্রপক্কফল-স্বরূপ গ্রন্থ-ভাগবত বৈয়াসিক-সম্প্রদায়ের একমাত্র উপজীব্য হইয়াছে। ইহাতে (কাহারও মতে) বিবর্ত্তবাদের বিচার বহুস্থলে দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বৈয়াসিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় নহে,—এরূপ সমীচীন সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কলিযুগপাবনাবতারী এই অমল গ্রন্থকেই হেয়াংশবর্জ্জিত নিগম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

ভাগবত-গ্রন্থ সর্ব্বজনপূজ্য এবং অসীম ও বৈকুণ্ঠ

শ্রীমদ্ভাগবত পৃথিবীর উপরিভাগে বিদ্বৎসমাজে যে সর্ব্বাপেক্ষা সমাদর লাভ করিবে, এ'বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎসদৃশ কোনও গ্রন্থ

আর নাই, এবং ভবিষ্যতে এই পুরাণরাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজ্য ও আদরণীয় হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত আকাশের চন্দ্র, জীবকুল শমনের ন্যায় তাহা স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইলেও, সেই চন্দ্রিকালোকে সুশীতল হইতে পারে। জীবের পার্থিব জ্ঞান-রূপ প্রসারিত হস্ত কখনই শ্রীমদ্ভাগবত স্বায়ত্তীকৃত করিতে পারে না; উহা বৈকুণ্ঠ জ্ঞানময়।

শ্রীমদ্ভাগবত সকলের নিকট আদৃত না হইবার কারণ

এতাদৃদ গ্রন্থ মানবজাতীয় সভ্যতার বিকাশমূলে সর্ব্বতোভাবে আদৃত হয় নাই কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জড়বদ্ধ-জীব ভবার্ণবে মগ্ন হইয়া জড়েন্দ্রিয় পরায়ণতা-ক্রমে কৃষ্ণ-বিমুখতা-জলে ডুবিয়া যাইতেছে। মৎসরতা-ধর্ম্মে অবস্থিত হওয়ায় তাহার প্রাণবায়ু গতপ্রায় হইতেছে। আবার সে শ্বাস-প্রশ্বাসটুকু এখনও দেখা যায়, তাহাও মৎসর ভাগবত-পাঠকাখ্য জীবের ভোগময় ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে শ্রীচৈতন্য-দেব শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জগতে জীবকে জানাইয়াছেন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনও ভাগবত-ব্যবসায়ীর জীবিকা-পন্যরূপে পরিণত হইয়াছেন। তদ্দ্বারা জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তি প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, বিপরীত ফল ফলিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে ও শ্রবণে অনর্থের বিচার উপস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু তাহা না হইয়া, ব্যবসায়ীর পণ্যদ্রব্য ভোগপিপাসা বৃদ্ধি করিতেছে। যাঁহারা ভাগবতকে নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণের বস্তু জ্ঞান করেন, তাঁহারা কখনই তাঁহাদের সম্বন্ধ কৃষ্ণ,—ইহা জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা কোন কালেই তাদৃশ বৃত্তি পোষণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও পঠন প্রভৃতি সেবায় সমর্থ হইবেন না।

অযোগ্য ও ব্যবসায়ী পাঠকের গতি

তাঁহাদের ত্রিবর্গ সঙ্গ কখনই ঘুচিবে না। নামাপরাধবশে উত্তরোত্তর অধম যোনিলাভই ঘটিবে। ভগবৎসম্বন্ধ প্রবল না হইলে বদ্ধ-জীব কখনও আপনাকে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন না। জীব নিজের বাহ্য আবরণ ও আভ্যন্তরীণ আবরণে আবৃত হইয়া জড়েন্দ্রিয়-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট হন। সেকালে তাঁহাকে ভাগবত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে গেলে রাসভের গলদেশে তুলসী মালিকা ও ললাট দেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করার ন্যায় অশোভনীয়। শ্রীমদ্ভাগবত কখনও তাদৃশ ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান করেন না। অনধিকারী জানিয়া তাহাকে কেবল 'প্রাকৃত'-সংজ্ঞা প্রদান করেন।

কনিষ্ঠাধিকারী ক্রমোন্নতিক্রমে ভাগবত ও তদধিকারী হন

পরে যখন তিনি অর্চ্চায় অপ্রাকৃত বিশ্বাস সহকারে হরিপূজার চেষ্টা প্রদর্শন করেন, এবং ভক্ত ও অভক্ত নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হন, তখন তাঁহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলা হয়। ক্রমোন্নতিবলে ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা আরম্ভ করিয়া ভগবৎ-প্রেমপর হইয়া যোগ্য জীবে দয়া করিতে করিতে অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করেন অর্থাৎ হরিবিমুখ প্রতীতি হইতে অবসর লাভ করেন, সেইকালে ভাগবত মধ্যমাধিকার লাভ করেন। আর অনুক্ষণ ভজন-প্রভাবে সর্ব্বজীবে কাষ্ণ-প্রতীতি, গুণময়-প্রতীতির পরিবর্ত্তে সেবোপকরণ-প্রতীতি ও নিরন্তর সেবা-সেবক-প্রতীতি প্রবলা হইলেই তাঁহার মহাভাগবত সংজ্ঞা হয়।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

ধৈর্য্য

ভজনে ধৈর্য্যের আবশ্যকতা

ভজনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ধৈর্য্যের নিতান্ত প্রয়োজনতা। ধৈর্য্যগুণ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা ধীর। ধৈর্য্যগুণ-অভাবে মানব চঞ্চল হইয়া উঠে। যাঁহারা অধৈর্য্যশালী, তাঁহারা কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। ধৈর্য্য-গুণের দ্বারা সাধক আপনাকে আপনি বশ করিয়া অবশেষে জগৎকে বশ করেন।

ছয় প্রকার বেগ-ধারণই ধৈর্য্য

'উপদেশামৃতে'র প্রথম শ্লোকে এই ধৈর্য্যগুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যথা— বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধ-বেগং, জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগং।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

বেগ ছয় প্রকার; অর্থাৎ বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ এবং উপস্থের বেগ।

বাক্যবেগ ও তাহার দমনোপায়; মৌন কাহাকে বলে

অনেক কথা কহিবার ইচ্ছায় মানব বাচাল হইয়া পড়ে। বাক্য-সমুদায় নিয়মিত করিতে না পারিলে পরচর্চ্চা-দ্বারা অনেকের সহিত শত্রুতার উদয় হয়। অনাবশ্যক বাক্য বলা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য; কিন্তু সংসারী

মানব সর্ব্বদাই বাক্য ব্যয় করিবার অভিপ্রায়ে অনাবশ্যক বাক্য প্রয়োগ করিয়া কার্য্য নষ্ট করেন, এবং বহুতর দুঃখ পাইয়া থাকেন। ধার্ম্মিক লোকেরা এই উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য **মৌনব্রত অবলম্বন** করিয়া থাকেন। সকল ভাল ভাল ব্রতের সঙ্গে সঙ্গে মৌনব্রতকে ঋষিগণ স্থির করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ভজন-পিপাসু ব্যক্তিগণ অনাবশ্যক কথা বলিবেন না। যদি অনাবশ্যক কথা বলিতে হয়, তবে অবশ্য অবশ্য মৌন-ব্রত অবলম্বন করিবেন। হরি-কথা ব্যতীত সকল কথাই অনাবশ্যক। তবে হরি-ভক্তি-বিষয়ের আনুকূল্য রূপে যে বিষয় কথা হয়, তাহাও অনাবশ্যক নয়। অতএব ভক্তগণ হরি-কথা ও হরি-কথার অনুকূল যাহা কিছু কথা থাকে, তাহাই বলিবেন। অন্য সকল কথাই বাক্যের বেগের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এই বাক্যের বেগ যিনি সহিতে পারেন, তিনিই ধীর পুরুষ।

মনোবেগ ও তাহা দমনের উপায়

মনের বেগ সহন করাও ধীর ব্যক্তির ধর্ম্ম। যতক্ষণ মনের বেগ ধারণ করিতে অভ্যাস না হয়, ততক্ষণ মন-সংযোগপূর্ব্বক কিরূপে ভজন হইবে? সংসারী লোকের মনে সর্ব্বদা আশারূপ বেগ উদয় হয়। নিদ্রাকাল ব্যতীত সংসারী ব্যক্তি নানা মনোরথে আরূঢ় হইয়া নানা চিন্তা-বেগ হইতে কখনই নিষ্কৃতি লাভ করেন না। নিদ্রাকালেও আবার দুঃস্বপ্ন, সুস্বপ্নরূপ চিন্তা আসিয়া উদয় হয়। ঋষিগণ মনের বেগকে নিয়মিত করিবার জন্যই অষ্টাঙ্গ যোগ ও রাজ যোগের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম এই যে—মনকে একটু উচ্চ রস দিয়া ভুলাইয়া ক্ষুদ্র প্রাকৃত রস হইতে তাহাকে নিয়মিত করিতে হয়। ভক্তিপথে যাঁহাদের মতি আছে, মনকে অতি সহজে তাঁহারা নিয়মিত করিতে পারেন। মন বেগ ব্যতীত থাকিতে চাহে না। তাহাকে অপ্রাকৃত বিষয়ে বেগবান করিলে তাহাতেই তাহার কার্য্য হইতে থাকিবে, সে আর তুচ্ছ বিষয়ে বেগবান হইবে না।

যোগ অপেক্ষা শুদ্ধভক্তিই মনঃসংযমের সর্ব্বোত্তম উপায়

অনেকে মনে করেন যে, অষ্টাঙ্গ যোগ ব্যতীত মনকে নিয়মিত করিবার আর উপায় নাই। কিন্তু পতঞ্জলি মুনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অষ্টাঙ্গ যোগ

যেরূপ মনকে নিয়মিত করে, তদ্রূপ ঈশ্বর প্রণিধান বা ভক্তিযোগ মনকে নিয়মিত করিতে পারে। পতঞ্জলির ঈশ্বর প্রণিধান শুদ্ধা ভক্তি নয়, কাম্য ভক্তি মাত্র। যে ভক্তির প্রধান উদ্দেশ্য মনকে নিয়মিত করা, তাহা কখনই অন্যাভিলাষিতা-শূন্য ভক্তি হইতে পারে না। আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধা ভক্তির একমাত্র তাৎপর্য্য। অতএব যখন শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠান করা যায়, তখন চিত্তের প্রসন্নতা অবান্তর ফলের মধ্যে স্বয়ং উদয় হয়। 'যেন কেন প্রকারেণ মনঃ কৃষ্ণে নিয়োজয়েৎ' (ভাঃ ৭।১।৩২) —এই উপদেশ পালন করিলে, এবং কৃষ্ণপাদপদ্মে মন নিযুক্ত হইলে সহজে আর অন্য বিষয়ে মন ধাবিত হয় না। সাধকের শুদ্ধ কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা মনের বেগ নিয়মিত হইয়া পড়ে। এই বিষয়টী জানা করিয়া প্রণিধান করিলে যোগ ও ভক্তির স্বাভাবিক ভেদ জানা যাইবে।

কাম হইতে ক্রোধ—পরে বিনাশ হয় এবং ক্রোধ দমনের উপায়

ভক্তিপিপাসুদিগের ক্রোধ-বেগ ধারণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। মানবের কাম ভঙ্গ হইলেই ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ হইলে ক্রমশঃ বিনাশ পর্য্যন্ত ফলোদয় হয়। চরিতামৃত (মধ্য ১৯।১৭৯) বলিয়াছেন —কৃষ্ণভক্তি নিষ্কাম অতএব শান্ত।" যিনি শুদ্ধা ভক্তিকে আস্বাদন করেন, তাঁহার চিত্তে কোন প্রকার তুচ্ছ কাম থাকে না। অতএব, তাঁহার মনে ক্রোধ উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহাদের কাম্য-ভক্তি আছে, তাঁহারা ক্রোধকে জয় করিতে পারে না। কেবল বিবেকদ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। বিষয়-রাগ বিবেককে অতি অল্পকালেই নিস্তব্ধ করিয়া স্বীয় রাজ্যে ক্রোধকে স্থান দিয়া থাকে।

ক্রোধ-দমনে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর আদর্শ

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ২৩শ অধ্যায়ে ভিক্ষুগীতে দেখা যায় যে, তিনি অতি অল্পকালের মধ্যে ক্রোধ সহনে সক্ষম হইয়াছিলেন। যথা—

তং বৈ প্রবয়সং ভিক্ষুমবধূমসজ্জনাঃ।
দৃষ্ট্বা পর্য্যভবন্ ভদ্র বহ্বীভিঃ পরিভূতিভিঃ ॥৩৩॥
কেচিৎ ত্রিবেণুং জগৃহুরেকে পাত্রং কমণ্ডলুং।
পীঠঞ্চৈকেঽক্ষসূত্রঞ্চ কন্থাং চীরানি কেচন।
প্রদায় চ পুনস্তানি দর্শিতান্যদহুর্মুনেঃ ॥৩৪॥

অন্নঞ্চ ভৈক্ষ্য সম্পন্নং ভুঞ্জানস্য সরিস্তটে।
মূত্রয়ন্তি চ পাপিষ্ঠাঃ ষ্ঠীবন্তস্য চ মূর্দ্ধনি ॥৩৫॥
ক্ষিপন্ত্যেকেঽবজানন্ত এষ ধর্ম্মধ্বজঃ শঠঃ ॥৩৭॥
এবং স ভৌতিকং দুঃখং দৈবিকং দৈহিকঞ্চ যৎ।
ভোক্তব্যমাত্মনো দিষ্টং প্রাপ্তং প্রাপ্তমবুধ্যত ॥৪০॥

শ্লোকগুলির অর্থ এই—অবন্তীবাসী বিপ্র হৃদয়-গ্রন্থী-মোচনদ্বারা শান্ত-ভিক্ষুপদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই বৃদ্ধ মলিন ব্রাহ্মণকে অসৎ ব্যক্তিগণ এই বলিয়া অপমান করিতে লাগিল—"ওহে ভদ্র! এ কি রকম?" কেহ তাঁহার ত্রিদণ্ড, আবার কেহ কমণ্ডলু প্রভৃতি লইয়া, আবার 'ওহে! লও' বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। নদীতীরে তিনি অন্ন পাক করিলে, কেহ তাহাতে প্রস্রাব করিলেন, কেহ বা তাঁহার মস্তকে থুৎকার করিলেন। কেহ বা এই লোকটা ধর্ম্মধ্বজী ও শঠ বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। এই প্রকার অপমানিত হইয়াও তিনি এই স্থির করিলেন যে,—"কর্ম্মফলরূপ আমার ভৌতিক দুঃখ অর্থাৎ দুর্জ্জন-কৃত দুঃখ, দৈহিক দুঃখ অর্থাৎ জ্বরাদি-জনিত দুঃখ এবং দৈবিক দুঃখ অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি-জনিত দুঃখ—দৈবপ্রাপ্ত। এইসকল অবশ্য ভোক্তব্য।

গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলের পক্ষেই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর শিক্ষা গ্রহণীয়

সেই ভিক্ষু তখন এইরূপ কথা বলিলেন (শ্রীভাঃ ১১।২৩।৫৭)—

এতাং স আস্থায় পরাত্ম-নিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্ত-পারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব ॥

আমি আত্মা ক্ষুদ্র জীব। কৃষ্ণ পরাত্মা। বহির্ম্মুখ জীব সংসার-নিষ্ঠ হইয়া ভৌতিক, দৈহিক ও দৈবিক কষ্ট পাইতেছে। কৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। এ জগতে আমি সংসার-নিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পরমাত্ম-নিষ্ঠা-রূপ কৃষ্ণ ভজন করিব। বাক্য, মন ও ক্রোধাদিকে বশীভূত করিয়া ভক্তির অনুকূল জীবনের সহিত পরাত্ম-নিষ্ঠা অবলম্বন করিব। পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ এই পরাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া সংসার-সমুদ্র পার হইয়াছেন। পরাত্ম-নিষ্ঠা কোনস্থলে গৃহস্থ-ধর্ম্মে জনকাদির ন্যায় লক্ষিত হয়, কোনস্থলে ভিক্ষু-ধর্ম্মে সনক-সনাতনাদির ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ দুই অবস্থাতেই পরাত্মনিষ্ঠা একই বস্তু।

পরাত্ম-নিষ্ঠা ব্যতীত এই দুরন্ত-পার তমোময় সংসার-সাগরকে পার হওয়া যায় না। মুকুন্দ-সেবাই আমার একমাত্র আশ্রয়। তদবলম্বনে আমি উদ্ধার হইব।—এই ভিক্ষু-গীতে আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, যোগাদি-চেষ্টা-দ্বারা সংসার পার হওয়া দুর্ঘট। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি-নিষ্ঠাতেই সকল লাভ হয়। যিনি ভক্তি অবলম্বনে বাক্য, মন ও ক্রোধ-বেগকে দমন করিতে পারেন, তিনিই ধীর।

জিহ্বার বেগ ও তাহার দমনোপায়

জিহ্বার বেগকে দমন করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য। চর্ব্ব্য, চোষ্য-আদি ষড়্-বিধ রসের প্রয়াসে সংসারী লোক সর্ব্বদা ব্যস্ত। "আজ পলান্ন ভোজন করিব, আজ খেচরান্ন পাইবার জন্য বহু আয়াস করিব, আজ উত্তম পেয় দ্রব্য পান করিব"—এইরূপ লালসায় বিষয়ী-লোক ভ্রমণ করিতেছেন। জিহ্বা যতই ভোজন করেন, তাঁহার লালসা ততই বৃদ্ধি হয়। জিহ্বার লালসায় যাঁহারা ভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বড়ই দুর্ঘট। শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য,—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৭, ২২৪-২২৬)

যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতেই উদর ভরণ করা উচিত। সাত্ত্বিক দ্রব্য কৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ সেবন করিলে জিহ্বার পরি-তোষের সহিত কৃষ্ণালোচনা হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রসাদে সুখাদ্য যদি অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহাতে আর জিহ্বার লালসা হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে ক্রমে জিহ্বার বেগ দমিত হয়।

উদর-বেগ ও তাহার দমনোপায়

উদর-বেগ একটি উৎপাত। যাহা আহার করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং জীবন রক্ষা হয়, তাহাই উদরের প্রয়োজন। ভক্তি-পিপাসু ব্যক্তি যুক্তাহার-

দ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। তাহা না করিয়া যাঁহারা অধিক ভোজনের প্রয়াস করেন, তাঁহারা নিতান্ত উদর-পরায়ণ। 'মিতভুক্' বলিয়া ভক্তগণের একটী লক্ষণ করা হয়। লঘুহারী হইলে শরীর ভাল থাকে এবং ভজনে ব্যাঘাত হয় না। উদরের বেগ সহন করিতে যাহাদের শক্তি নাই, তাঁহারা সর্ব্বদাই আহারলোলুপ। ভগবৎ-প্রসাদ না হইলে কোন দ্রব্যই আহার করা যাইবে না,—এরূপ যাঁহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাঁহারা উদরের বেগ সহনে বিশেষ সক্ষম হন। ব্রতাদিতে যে উপবাসাদি করা, তাহাও উদরের বেগ দমনের শিক্ষা-স্থল।

উপস্থ-বেগ ও তাহার দমন

উপস্থ-বেগই বড় ভয়ানক। "লোকে ব্যবয়ামিষ-মদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা"—এই ভাগবত (১১।৫।১১) বাক্যের তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। রক্ত-মাংস-গঠিত-শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের স্ত্রী-সঙ্গ এক প্রকার নিসর্গ-জনিত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কোচিত করিবার জন্য বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশুবৎ-ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। তবে যাঁহারা সৎসঙ্গ-জনিত ভজন-বলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ। যাঁহারা বিষয়-রোগে পূর্ণ তাঁহারা কখনই উপস্থ-বেগ সহিতে পারেন না—অনেক অবৈধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'ন। ভজন-পিপাসুগণ এই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকার জানিবেন। সাধুসঙ্গ-বলে যাঁহাদের রতি শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা একেবারে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে থাকেন। ইঁহারা গৃহত্যাগী বৈষ্ণব। যাঁহাদের স্ত্রীসঙ্গ-প্রবৃত্তি দূরীকৃত হয় নাই, তাঁহারা বিবাহ-বিধি-ক্রমে গৃহস্থ থাকিয়া ভগবদ্ ভজন করেন। **বৈধ-স্ত্রীসঙ্গকেই উপস্থ-বেগ ধারণ বলে।**

ষড়বেগ দমনের সর্ব্বোত্তম উপায়

পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার বেগ যথা-বিধি সহন করিতে পারিলে ভজনের আনুকূল্য হয়। ঐ সকল বেগ প্রবল থাকিলে ভজনের প্রতিকূল হইয়া পড়ে। **উক্ত ছয় প্রকার বেগ দমন করার নাম ধৈর্য্য। শরীর থাকিতে ঐ সকল প্রবৃত্তি একেবারে নির্ম্মূল হয় না, কিন্তু যথাযোগ্য বিষয়ে**

তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিলে তাহারা আর দোষ-জনক হয় না। অতএব শ্রীনরোত্তম ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ-মাৎসর্য্য, দম্ভ-সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
'কাম' কৃষ্ণ-সেবার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্ত-দ্বেষী জনে,
'লোভ' সাধু-সঙ্গে হরি-কথা।
'মোহ' ইষ্ট-লাভ বিনে, 'মদ' কৃষ্ণ-গুণ-গানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥ (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

এই পদ্যটীর নিগূঢ় তাৎপর্য্য,—বেগসকলকে তত্তদ্‌বিষয় হইতে ফিরাইয়া ভক্তির অনুকূল করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। তাহা কেবল ধৈর্য্য-দ্বারাই হইতে পারে।

সাধকমাত্রেরই ধৈর্য্য-গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক

'ধৈর্য্য'-শব্দ-প্রয়োগের আর একটী তাৎপর্য্য আছে। যাঁহারা সাধন-কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহারা ফল-লাভের বাসনা করিয়া থাকেন। কর্ম্মীগণ কর্ম্মকাণ্ডে স্বর্গ-সুখ-ফল আশা করেন। জ্ঞানীগণ জ্ঞান-কাণ্ডে মোক্ষলাভের আশা করেন। ভক্তগণ ভক্তিসাধনে কৃষ্ণ-প্রসন্নতা লাভ করিবার আশা করেন। সাধন-সময়ে যে কাল-বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন-কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। অতএব, ফল আশা করিয়াও যে ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারই ফল-প্রাপ্তি হয়। **কৃষ্ণ আমাকে অদ্য, বা একশত বৎসরে, বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন, আমি তাঁহার চরণ আশ্রয় দৃঢ়পূর্ব্বক করিব—কখনই ছাড়িব না—এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।**

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদ্‌গুরু ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

৮৪তম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

শ্রীব্যাসাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের আজি আবির্ভাব-তিথি,
এ' শুভ-বাসরে তাঁহার চরণে জানাই প্রাণের নতি।

আজি কুঞ্জ-কাননে ফুটেছে কুসুম, বাতাস বহিছে ধীরে,
পিককুল আজি কুহু-কুহু তানে দিক্ মুখরিত করে।

চন্দ্রিমা-শোভায় ধরিত্রীদেবী এবে অভিনব বেশে সেজে,
'জয়গুরুদেব' ধ্বনি ওঠে সদা নদীয়া নগর মাঝে।

এ' পূত-লগনে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত চারিধারে,
শ্রীমূর্ত্তি-সমীপে সঙ্কীর্ত্তন-রোল উঠিতেছে অনিবার।

গন্ধ-পুষ্প-মালা-ধূপ-দীপে তাঁরে পুজে ভাগবতগণ,
শ্রীগুরুদেবের সেবা লাগি' আজি ব্যস্ত সবে অনুক্ষণ।

একদা হেন ক্ষণে শ্রীল গুরুদেব স্বেচ্ছায় এ ভবে আসি',
নানা বৈভব দেখা'য়ে মোদেরে টানি নিলা ভালবাসি'।

শ্রীগৌর-কৃষ্ণের সেবামৃতরূপা কৃপা-বারি বিতরিয়া,
শোধিলা অনেক অনর্থগ্রস্থ ও পতিত জীবের হিয়া।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শুদ্ধভক্তি প্রচার-আন্দোলনে,
শ্রীরূপানুগ-ভজন-পদ্ধতি উদ্‌ঘাটিলা সন্তর্পণে।

অনাদিকাল থেকে গুরু-পরম্পরায় যে-তত্ত্ব প্রচারিত,
ধর্ম্মীয় সঙ্কটে সে তত্ত্ব তিনি পুনঃ করিলা রূপায়িত।

অন্যাভিলাষ ও প্রভুত্ব-কামনা গুরু-সেবায় নাহি থাকে,—
হেন শিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাই তাঁর জীবনীতে।

গুরুসেবা তাঁর জীবনের ব্রত—তিনি গুরু-অনুগত,
গুরুর লাগিয়া নিজের জীবন করিলা তুচ্ছীকৃত।

অন্তরে বাহিরে ইষ্টরূপে তিনি দেখেছিলা প্রভুপাদে,
সুকঠিন কাজও করিলা অক্লেশে মাতি' গুরু-সেবাব্রতে।

শ্রীপ্রভুপাদের পাদপদ্মধূলি ভজন-সর্ব্বস্ব জানি',
সে' ধূলিতে স্নাত হইবার তরে শিক্ষা দানিলা তিনি।

তাঁর অবদান ভু-ভারতব্যাপী' তুলিয়াছে আলোড়ন,
তাঁর গুণ-লীলা স্মরিতে আজি এ' উৎসবের আয়োজন।

তাঁর উপদেশ আজিকে মোদের প্রাণে জাগায় উৎসাহ,
তাঁর কৃপা হ'লে ভক্তির উদয়ে টুটে মোদের মায়া মোহ।

অপ্রাকৃত-রসতত্ত্ব শ্রবণে মূঢ়রা অনধিকারী ভাবি',
শ্রীহরিকথার দার্শনিক-ব্যাখ্যায় শোধিলা তা'দের হৃদ।

ব্রজলীলা যবে শুনাইত তিনি মরমী ভকতগণে,
সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইত তাঁর দেহে সেই ক্ষণে।

গ্রন্থ লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়া বুঝাইলা আমাদেরে,—
শ্রীগৌড়ীয়ের গৌরব-মহিমা আছে যুগ যুগ ধরে।

জানাইলা তিনি 'কৃষ্ণ-দাস্য'ই জীবের স্পষ্ট পরিচয়,
কৃষ্ণ ভুলি' মোদের স্বরূপ-জ্ঞানের ঘটেছে বিপর্য্যয়।

মোদের কৃষ্ণ-বিমুখতা হেতু মায়া করে প্রতারণা,
সদা সংসারের দিকে প্রলুব্ধ করি' দেয় জ্বালা-যন্ত্রণা।

রজস্তমোগুণের প্রাধান্য হায় যতদিন হৃদে রবে,
শ্রীকৃষ্ণভক্তির উদয় কভুও ততদিন নাহি হবে।

দেহ সম্বন্ধে আপন জনেরা প্রকৃত আপন নয়,
মৃত্যুর 'পরে তাদের সাথে কভু র'বে না'ক পরিচয়।
পুত্র-পরিজন-ধন-অট্টালিকায় শান্তি নাহি কোনমতে,
কালের কবলে এ সবই একদা লোপ পা'বে ধরা হ'তে।
'অমৃতস্য পুত্রাঃ' হয়েও আমরা প্রকৃত পিতারে ভুলি',
বৃথাই অন্যেরে পিতা মনে করি' সংসার-তাপে জ্বলি।
নিত্যশান্তির পথ নিশ্চয়ই কাছে—নহে তাহা বহু দূরে,
শ্রীহরির সুখ-বিধানেই শান্তি মিলে সবার অন্তরে।
নামরূপে হরি স্বয়ং এ জগতে প্রকট নিত্যকাল,
শ্রীনাম-ভজনে মিলে হরি-পদ, ঘুচে মায়ার জঞ্জাল।
হেন বহু শিক্ষা দানিয়াছেন তিনি জীবের দুঃখ হেরি',
সার্থক তাঁর 'শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান' নাম—জীবের অজ্ঞান দূরি'।
যেটুকু তাঁহারে দেখেছি এ চোখে, যা' শুনেছি তাঁর কাছে,
তাতেই জেনেছি তাঁর গুরুত্ব সর্ব্বাধিক এ ধরা-মাঝে।
তিনি গৌলোকের সুমহান্ দূত, ভকতের প্রাণধন,
তাঁহার চরণ আশ্রয় করি' ধন্য মোদের এ জীবন।
নিত্য যদিও পূজেছি তাঁহারে, তবু আজ এ' তিথি-যোগে,
শ্রীব্যাসপূজার অনুবর্ত্তনে পূজি তাঁরে বিধিমতে।
আজি পাদ্য, অর্ঘ্য, ভক্তি-উপহারে দিয়া তাঁরে পুষ্পাঞ্জলি,
প্রার্থনা জানাই জন্মে জন্মে যেন পাই তাঁর পদধূলি।

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর
৩ গোবিন্দ, ৪৯৫ গৌরাব্দ
(ইং ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ খ্রীঃ)

শ্রীগুরু-সেবাভিলাষী—
শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ
সাং—বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)।

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪২৩ পৃষ্ঠার পর)

মনুর এই বাক্যে 'প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েৎ' এই যে বিধিলিঙ্ বিভক্তি তাহা **'অপূর্ব্ব'**-বিধির জ্ঞাপক নহে—**'পরিসংখ্যা'**-বিধি। অর্থাৎ মাংস ভক্ষণ যদি একান্তই করণীয় বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র প্রোক্ষিত পশুর মাংস ভিন্ন অন্য মাংস কখনও ভক্ষণ করিবে না। কারণ কাহারও মতে যজ্ঞার্থে পশুবধ—অবধ, যজ্ঞার্থে হিংসা—অহিংসা। সুতরাং কেবল উদর-পূর্ত্তির জন্য বা অন্য যেকোনও কারণে 'বধ' মহাপাপ ও নরকাদি দুঃখজনক। —ইত্যাদি অনেক বলার পর উপসংহারে মনু নিজেই বলিলেন,—"নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" (৫।৫৬)। প্রাণীমাত্রেরই মাংসে, মদ্যে ও মৈথুনে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে; তজ্জন্য বিধির কোনও প্রয়োজন নাই। তথাপি পরিসংখ্যারূপ বিধিদানের তাৎপর্য্য, বৈধ আচরণের দ্বারা ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তিমার্গে অধিকার জন্মায়। নিবৃত্তিমার্গই মুক্তির একমাত্র সোপান। মুক্তিকামীর পক্ষে কখনই ঐ প্রকার প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণেও নিমি মহারাজ নবযোগেন্দ্রকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে ভগবদ্ভজনবিমুখ অজিতেন্দ্রিয় কামনাপরবশ মানবগণের কিরূপ গতি হইয়া থাকে—আপনারা তাহা বর্ণন করুন। তদুত্তরে চমস মুনি বলিলেন,—ভগবান্ হইতেই চারিটী আশ্রমসহ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। *যাহারা অজ্ঞানবশতঃ নিজের উৎপত্তির কারণস্বরূপ ভগবানের আরাধনা করে* না, অথবা জানিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম চ্যুত হইয়া নরকাদিতে পতিত হয়। তাহার কারণ ব্রাহ্মণাদি জাতি উপনয়নের দ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন করত শ্রীহরিপাদপদ্ম-লাভের যোগ্যতা সত্ত্বেও বেদের অর্থবাদে মোহিত হইয়া স্বর্গাদি কামনায় কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত হইয়া থাকে এবং যথার্থ কর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ, অবিনীত, মূর্খ অথচ পণ্ডিতাভিমানী মূঢ়গণ শ্রুতিমধুর বেদবাক্যে মোহিত হইয়া তুচ্ছ কর্ম্মফলপ্রদ নানা দেবতা-গণেরই প্রশংসা করিয়া থাকে।

এই সকল অবোধগণ নিজ নিজ মনোরত-জাত গ্রাম্য বিষয়সুখ-ভোগাদি-রত হইয়া 'প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং', 'সৌত্রামণ্যাং সুরাগ্রহান গৃহ্ণাতি' 'ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ' ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য অবগত না হইয়া মাংস-ভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনাদি বিষয়ে বেদোক্ত বিধি রহিয়াছে—এরূপ মনে

করেন এবং ইহাতে কোনও দোষ নাই—এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাহারা যথেচ্ছভাবে ঐসব আচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ঐ সকল কার্য্য যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতারই পরিচায়ক। ঐ সকল কার্য্য বেদোক্ত 'অপূর্ব্ব' বিধি নহে। যথা,—

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাহি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।।

ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥ (ভাঃ ১১।৫।১১)

অর্থাৎ চমস ঋষি বলিলেন,—জগতে স্ত্রী-সঙ্গ, আমিষ-ভক্ষণ এবং মদ্যপান প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। অতএব ঐ সকল বিষয়ে শাস্ত্র-বিধির আবশ্যক নাই। তবে ঐ সকল কার্য্যে যথেচ্ছাচার উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতি অনিষ্টকর বলিয়া তাহা নিবারণের জন্য নিয়ম বা ব্যবস্থার প্রয়োজন-বিধায় (এই সকল বিষয়লিপ্সুগণের নিমিত্ত) বিবাহদ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ, যজ্ঞে পশু-হত্যাদ্বারা আমিষ-ভক্ষণ সৌত্রামণী নামক যজ্ঞের দ্বারা মদ্যপানের প্রবৃত্তি প্রশমিত করিবার জন্য নিয়ম বিহিত হইয়াছে মাত্র। এই সকল নিয়ম বিধির আচরণে অভ্যনুজ্ঞা (সামান্য আদেশ) দ্বারা তাহা হইতে সকলকে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তির দিকে লওয়াই বেদের উদ্দেশ্য জানিবে।

স্মার্ত্তগণ বেদের এই মহদুদ্দেশ্য পরিজ্ঞাত না হইয়া জিহ্বার লোলুপতা বশতঃ দেবতোদ্দেশে পশুহত্যাকে 'বধ-বলি' আখ্যা দিয়া বৈধ হিংসার দোষ নাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু বিধি কাহাকে বলে? তাহা কত প্রকার? কোন্ বিধির কি বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়ে অনেকেরই ভ্রান্তি রহিয়াছে। তজ্জন্য ঐ বিষয়টী বিশেষভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

অপূর্ব্ব ত্রিবিধ বিধির বিচার

যে শাস্ত্রবাক্যদৃষ্টে কোন একটী কার্য্যের প্রেরণা বা নিবৃত্তি জন্মে তাহাকে বিধি কহে। ঐ বিধি ত্রিবিধ প্রকার। যথা,—

বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ **নিয়মঃ** পাক্ষিকে সতি।

তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ **পরিসংখ্যা** বিধীয়তে॥ (ধর্ম্মদীপিকা)

(১) অন্য শাস্ত্রবাক্যদ্বারা বা রাগতঃ (স্বাভাবিক ইচ্ছাবশতঃ) কোন প্রকারেই যে কার্য্যের প্রাপ্তি নাই তদর্থ আদেশকে **অপূর্ব্ব বিধি** কহে। (২) শাস্ত্রের দ্বারা অপ্রাপ্তি ও রাগবশতঃ বিকল্পে প্রাপ্তিস্থলে **নিয়ম বিধি** হইয়া থাকে। (৩) নিয়ম বিধির দ্বারা প্রাপ্ত এবং রাগতঃ তদতিরিক্ত বিষয়েও প্রাপ্তিস্থলে তাহার সঙ্কোচার্থ যে বিধি করা হয় তাহাকে **পরিসংখ্যা বিধি** কহে।

১। **অপূর্ব্ববিধি**—যে বিষয়ে লোকের একেবারেই প্রবৃত্তি নাই এরূপ-স্থলে একমাত্র শাস্ত্রাদেশদৃষ্টে এবং ঐ শাস্ত্রাদেশের অনাচরণে পাপভয়ে প্রবৃত্তি জন্মে তাহাকে অপূর্ব্ববিধি বা ফলজনক বিধি কহে। যথা—'অহরহঃ সন্ধ্যা-মুপাসীত', 'মাঘস্নানং প্রকুর্ব্বীত', 'চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহে স্নায়াৎ' ইত্যাদি বিধিবাক্য-দ্বারা প্রাপ্তকার্য্যসকল অন্য প্রকারে বা রাগাদি জন্য প্রাপ্ত নহে বলিয়া ঐ সকলই 'বিধি' শব্দবাচ্য অর্থাৎ বৈধ। এই বিধির অনাচরণে নিন্দা ও পাপাদির ফলভোগ সম্বন্ধে শ্রুত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণও রহিয়াছে। যথা,—

(ক) এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতম্।
যস্য নাস্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥
(একাদশীতত্ত্বে-ধৃত ছান্দোগ-পরিশিষ্ট-বাক্য)

(খ) সর্ব্বাবস্থোঽপি যো বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনতৎপরঃ।
ব্রাহ্মণ্যাচ্চ ন হীয়তে অন্ত্যজন্মগতোঽপি সন্ ॥
(আহ্নিকতত্ত্বে যাজ্ঞবল্ক্য-বচন)

(গ) সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং শংসিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥ (আহ্নিকতত্ত্বে যম-বচন)

(ঘ) তুলামকরমেষেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ॥ (তিথিতত্ত্বে পদ্মপুরাণ)

(ঙ) মকরস্থে রবৌ যো হি ন স্নাতানুদিতে রবৌ।
কথং পাপৈঃ প্রমুচ্যেত কথং স ত্রিদিবং ব্রজেৎ ॥(তিথিতত্ত্বে পদ্ম পুঃ)

(চ) সংক্রমে গ্রহণে চৈব ন স্নায়াদ্ যস্তু মানবঃ।
সপ্তজন্মসু কুষ্ঠী স্যাৎ দুঃখভাগী চ সর্ব্বদা ॥
(তিথিতত্ত্বে বৃহদ্বশিষ্ঠ-বচন)

অর্থাৎ, (ক) এই যে ত্রৈকালিক সন্ধ্যার কথা বর্ণন করিলাম উহাকে আশ্রয় করিয়াই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব জানিবে। যাহার ঐ সন্ধ্যাত্রয়ে আদর নাই, তিনি ব্রাহ্মণ শব্দবাচ্য নহেন। (খ) যথাবিধি শৌচাদির অসামর্থ্যেও যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যাতৎপর তিনি নিন্দিত কার্য্য জন্য নিন্দিত ব্রাহ্মণমধ্যে পরি-গণিত হইলেও তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয় না। (গ) যাঁহারা নিত্য দৃঢ়তার সহিত ত্রিসন্ধ্যায় সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নির্ম্মল (দুঃখাদি-রহিত) ব্রহ্মলোকে গমন করেন। (ঘ) কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ মাসে নিত্য প্রাতঃস্নান করিবে। এবং ঐ সকল মাসে হবিষ্য-

ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবে। তাহাতে ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক পর্য্যন্ত নাশ প্রাপ্ত হয়। (ঙ) সৌর মাঘ মাসে যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাতঃস্নান না করে সে মানব কিরূপে পাপমুক্ত হইবে এবং কিরূপেই বা স্বর্গে গমন করিবে? (চ) সংক্রান্তিতে ও চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে যে মানব স্নান না করে সে সাত জন্মব্যাপী কুষ্ঠরোগী ও সর্ব্বদা দুঃখভাগী হইয়া থাকে।

২। **নিয়ম-বিধি—অপূর্ব্ববিধির দ্বারা প্রাপ্ত নহে অথচ রাগতঃ** (স্বাভাবিক ইচ্ছাবশে) যে কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, রাগাভাবে আবার না জন্মিতেও পারে—এইরূপ স্থলে স্বেচ্ছাচার নিবারণ জন্য যে বিধি বা নিয়ম করা হয়, তাহাকেই নিয়মবিধি কহে। যথা,—

'পশ্চাৎ স্বয়ঞ্চ পত্নী চ শ্রাদ্ধশেষমুদাহরেৎ'। (তিথিতত্ত্বশেষে দেবল-বচন)

অর্থাৎ—শ্রাদ্ধানন্তর জ্ঞাতিভোজন ও ভৃত্যগণের ভোজন সমাপ্ত হইলে স্বয়ং শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও তদীয় পত্নী শ্রাদ্ধশেষ অন্নাদি ভোজন করিবে। তদন্যথায় নিন্দাশ্রুতিই রহিয়াছে। যথা,—

শ্রাদ্ধং কৃত্বা তু যঃ শেষং নান্নমশ্নাতি মন্দধীঃ।
লোভান্মোহাদ্ ভয়াদ্ বাপি তস্য তদ্বিফলং ভবেৎ॥

(তিথিতত্ত্বশেষে শিব-রহস্য)

শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপনানন্তর অজ্ঞান যে ব্যক্তি রসনা তৃপ্তিকর অন্য কোনও খাদ্য লোভে মোহবশতঃ অথবা স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতি ভয়ে সেই শ্রাদ্ধশেষান্ন ভোজন না করে, তাহার কৃত সেই শ্রাদ্ধই বিফল হইয়া থাকে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও এই সব রাগপ্রাপ্তস্থলে নিয়মবিধিই স্বীকার করিয়াছেন—যথা—'**এষ চ রাগপ্রাপ্তত্বাৎ ন বিধিঃ কিন্তু শ্রাদ্ধাঙ্গত্বেন নিয়মবিধিঃ।** ইতি— অর্থাৎ 'শ্রাদ্ধশেষমুদাহরেৎ'—শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে, এই যে শেষ ভোজন-বিধি, উহা রাগপ্রাপ্তহেতু অপূর্ব্ব-বিধি নহে; কিন্তু শ্রাদ্ধাঙ্গ বলিয়া নিয়মবিধি। পূর্ব্বোক্ত নিন্দাশ্রুতিদ্বারা এই নিয়মবিধিও অপূর্ব্ব-বিধির ন্যায় অবশ্য পালনীয়রূপে গণিত হইয়াছে।

নিয়মবিধি দুই প্রকার—ক) স্বাযোগব্যবচ্ছেদমাত্রফলকঃ, (খ) অন্যযোগব্যবচ্ছেদফলকঃ। **প্রথম বিধিনিয়ম** নিজের অযোগমাত্রের জ্ঞাপক। তাহার আকার 'শ্রাদ্ধশেষং ভুঞ্জীতৈব'। অর্থাৎ শ্রাদ্ধাবশিষ্ট অন্নাদির কিঞ্চিৎমাত্রও ভোজন করিতেই হইবে। তৎপর অন্য বস্তুও ভোজন করা যাইতে পারে। ইহাই উক্ত নিয়মবিধির বৈশিষ্ট্য। তবে পূর্ব্বোক্ত নিন্দাশ্রুতিদ্বারা

এই নিয়মবিধি অপূর্ব্ববিধির ন্যায় অবশ্য করণীয়রূপে বর্ণিত হইয়াছে। **দ্বিতীয় নিয়মবিধি** তদতিরিক্ত অন্য বস্তু মাত্রেরই নিষেধক। তাহার আকার 'মাংস-ভোজনেচ্ছায়াং সত্যাং প্রোক্ষিতং মাংসমেব ভক্ষয়েৎ নান্যৎ।' অর্থাৎ মাংস ভোজন করিতে ইচ্ছা হইলে দেবতোদ্দেশে সংস্কৃত পশুর মাংসই ভোজন করিবে। অন্য মাংস কখনও ভোজন করিবে না।

৩। **পরিসংখ্যাবিধি**—পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় নিয়মবিধিকেই পরিসংখ্যা বিধি কহে। যথা—অন্যার্থশ্রূয়মানা চ যান্যার্থপ্রতিষেধিকা।

পরিসংখ্যা তু সা জ্ঞেয়া যথা প্রোক্ষিতভোজনম্॥

(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ভট্টপাদোক্তি)

যে বিধিবাক্য কোন কার্য্যের প্রযোজক হইয়া তৎসঙ্গে অন্য কার্য্যান্তরের নিষেধক হয়, তাহাকেই পরিসংখ্যা বিধি কহে। যথা—'প্রোক্ষিতং মাংসমেব ভোক্ষয়েন্নান্যৎ', 'সৌত্রামণ্যামেব সুরাগ্রহান্ গৃহ্লাতি নান্যত্র', 'ঋতৌ ভার্য্যা-মেবাভিগচ্ছেন্ন পরকীয়াম্', 'ঋতাবেব ভার্য্যাং গচ্ছেন্নান্যত্র', 'ঋতৌ সকৃদেব ভার্য্যাং গচ্ছেন্নান্যত্র' ইত্যাদি সমস্ত পরিসংখ্যা বিধিদ্বারা এই সকল বিষয়-ভোগ-বর্জ্জনে অসমর্থকে অনুজ্ঞা (সামান্য আদেশ) মাত্র দান করা হইয়াছে। **অবশ্য কর্ত্তব্যত্বরূপে বলা হয় নাই। অতএব ইহার তাৎপর্য্য—সর্ব্বদা এই সব ভোগকরা নহে।** ভোগেচ্ছুগণও আয়াস-সাধ্য বলিয়া সর্ব্বমাংস ভক্ষণ, সর্ব্বপ্রকার মদ্যপান ও স্ত্রীমাত্রের অভিগমন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য হইতে ক্রমে ক্রমে বিরত হইবে—ইহাই প্রকৃত শাস্ত্র-তাৎপর্য্য। ভাগবত-বাক্যেও 'আসুনিবৃত্তিরিষ্টা' বলাতে উহার স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে।

স্মার্ত্তের বৈধ-হিংসার সমালোচনা

স্মার্ত্তগণ বলিদানকে যে বৈধহিংসা বলেন, তাহা কোন্ বিধির অন্তর্গত দেখা যাউক। বলিদান ও মাংস ভোজনাদি রাগপ্রাপ্ত কার্য্য, তাহাতে অপূর্ব্ববিধির প্রাপ্তি নাই। স্বাযোগব্যবচ্ছেদমাত্র-ফলক নিয়মবিধি বলিলেও সকলকেই নিত্য বলিদান ও মাংস-ভোজনাদি ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অবশ্যই করিতে হইবে। তাহাতে যুক্তিকল্পতরু ও পদ্মপুরাণাদিতে যে বলির ভূয়োভূয়ো দোষকীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার অপ্রামাণ্য হয়। বেদে, তারাপ্রদীপে ও কালিকা পুরাণে যে অনুকল্পবিধি রহিয়াছে তাহারও নিরর্থকতা হইয়া পড়ে। সেইরূপ মদ্যপান এবং মৈথুন বিষয়েও উক্ত নিয়ম-বিধি বলিলে মদ্যপানে

অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও ঐ বিধির দ্বারা বাধ্য হইয়া মদ্যপান করিতে হয়। এবং মৈথুনে অনাসক্ত অথবা পিতৃঋণমুক্ত ব্যক্তিকেও প্রতি ঋতুতে অভিগমন করিতে বাধ্য হইতে হয়।

সুতরাং বলিদানাদি রাগপ্রাপ্ত কার্য্যমাত্রই **ত্রিদোষদুষ্ট** পরিসংখ্যা-বিধি স্বীকার করিতে হইবে।

পরিসংখ্যাবিধির ত্রিদোষ যথা,—

শ্রুতার্থস্য পরিত্যাগাদশ্রুতার্থস্যকল্পনাৎ।
প্রাপ্তস্য বাধাদিত্যেবং পরিসংখ্যা ত্রিদোষিকা॥

শ্রুতার্থের পরিত্যাগ (স্বার্থহানি), অশ্রুতার্থের কল্পনা (অর্থান্তরকল্পন), এবং রাগপ্রাপ্তের নিষেধরূপ তিনটি দোষই পরিসংখ্যাবিধিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচারাদির সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করাই এই বিধির তাৎপর্য্য, আবশ্যকত্ব জ্ঞাপন নহে। সুতরাং যদি কেহ প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া ঐ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে কেবলমাত্র শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কার্য্যটুকুই আচরণ করিবে, তদতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিবে না। এবং অনিচ্ছায় অনাচরণে কোনও প্রত্যবায় হইবে না। বরং এই সকলের পরিত্যাগে বিশেষ ফললাভই হইয়া থাকে। যেহেতু **পরিসংখ্যা-বিধিপ্রাপ্ত কার্য্যের কোথাও অবশ্যকর্ত্তব্যতারূপে উক্তি নাই।** প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের ভোজন পরিসংখ্যা কথনে **রঘুনন্দনও** তাহা স্পষ্ট বর্ণন করিয়াছেন।

মহাভারতেও পশুবলির অবৈধত্ব

সর্ব্বপুরাণসার পঞ্চমবেদস্থানীয় মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে ১১৫ অধ্যায়ে মহামতি ভীষ্মদেব যজ্ঞাদিতে পশুবলি ও সর্ব্বপ্রকার মৎস্যভক্ষণ-বর্জ্জন সম্বন্ধে ভূয়োভূয়োঃ প্রশংসা ও ফলশ্রুতি সমগ্র অধ্যায়ব্যাপী বর্ণন করিয়াছেন। আমি তাহা হইতে মাত্র দুইটী শ্লোক উদ্ধার করিলাম। যথা,—

(১) সর্ব্বে বেদা ন তৎ কুর্য্যুঃ সর্ব্বে যজ্ঞাশ্চ ভারত।
যো ভক্ষয়িত্বা মাংসানি পশ্চাদপি নিবর্ত্ততে॥ (মহাঃ অনুঃ ১১৫।১৮)

হে যুধিষ্ঠির! কোনও মানব প্রথমে অজ্ঞতাবশে মাংস-ভক্ষণ করিয়াও যদি পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করে, তবে তাহার যেরূপ ধর্ম্মলাভ হয়, সমগ্র বেদাধ্যয়ন ও সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও তাহার সেরূপ ধর্ম্মলাভ হয় না।

উক্ত বাক্যের টীকায় শ্রীমন্নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন,—"ন হি কৃৎস্নোবেদস্তথা তদ্বোদিতা যজ্ঞাশ্চ পুরুষং হিংসায়াং প্রবর্ত্তয়ন্তি, কিন্তু পরিসংখ্যাবিধয়া নিবৃত্তিমেব বোধয়ন্তীত্যর্থঃ"।

অর্থাৎ সমস্ত বেদ এবং বেদবিহিত যজ্ঞসকল মানুষকে কখনও হিংসাকার্য্যে (বলিদান বিষয়ে) প্রেরণা দান করেন না। কিন্তু পরিসংখ্যা বিধিদ্বারা নিবৃত্তিরই উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

(২) ইজ্যাযজ্ঞশ্রুতিকৃতৈর্যোমার্গৈরবুধোঽধমঃ।
হন্যাজ্জন্তূন্মাংসগৃধ্নুঃ স বৈ নরকভাঙ্নরঃ॥

(মহাঃ অনুঃ ১১৫।৪৭)

শ্রীমন্নীলকণ্ঠটীকা—"ইজ্যা দেবপূজা, যজ্ঞোঽশ্বমেধাদিস্তদর্থং শ্রুতিকৃতৈর্মার্গৈরুপায়ৈরবুধো যজ্ঞোপনিষদমজানন্মাংসগৃধ্নুঃ কেবলং যজ্ঞব্যাজেন মাংসং ভোক্তুকামঃ" ইতি।

অর্থাৎ, বেদোক্তবিধির মতে দেবপূজা ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াও যে অজ্ঞানান্ধ মানব দেবপূজা ও যজ্ঞ সম্বন্ধে বেদের যথার্থ অভিমত সর্ব্বতোভাবে না জানিয়া কেবল দেবপূজা বা যজ্ঞের অজুহাতে মাংস-ভোজনেচ্ছু হইয়া পশুহত্যা করিয়া থাকে সে ব্যক্তি এই পশুহত্যারূপ পাপে নরক-ভাগীই হইয়া থাকে।

এই সমস্ত বচন ও প্রবন্ধসকলে প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ পর্য্যালোচনাদ্বারা তটস্থ, সারগ্রাহী ও সহৃদয় জনগণ আশা করি এখন হইতে এই বলিদানকে আর বৈষ্ণবলি আখ্যা দিবেন না। (ক্রমশঃ)

শব্দ ও শব্দব্রহ্ম

সর্ব্বাগ্রে মদীশ্বর শ্রীরূপানুগাচার্য্যবর ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** কোটীচন্দ্র সুশীতল শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

পরিদৃশ্যমান বিশ্বের চতুর্বিংশতিতত্ত্বের অন্তর্গত পঞ্চ তন্মাত্রের অন্যতম তত্ত্বের নাম "শব্দ", এবং "শব্দব্রহ্ম" বলিতে মুখ্যতঃ শ্রীভগবন্নামকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এক্ষণে আমরা অন্ততঃ "জড় শব্দের" বিষয়ই আলোচনা করিব।

শব্দই জগতকে পরিচালন করিতেছে। শব্দই জীবকে নাচায়, হাসায় ও কাঁদায়। সাধারণ উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে, কোন ব্যক্তিকে যদি উৎসাহ-ব্যাঞ্জক শব্দ প্রয়োগ করি তাহা হইলে সে একা দশজনের কাজ করিতে পারে। আর যদি তাহাকে কটুবাক্য প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে সে মরমে মরিয়া যায়, হতোৎসাহ হইয়া পড়ে। এক-জনের কাজও তাহার পক্ষে করা সম্ভব হয় না। ফুটবল খেলায় খেলোয়াড়-গণ খেলা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও তাহাদিগকে উৎসাহ দিলে তাহারা পুনরায় নবোদ্যমে ক্লান্তি ভুলিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে খেলায় মাতিয়া উঠে। নৃত্যকলার শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে দৃমিকি দৃমিকি শব্দ উচ্চারণ করিলেই তাহারা তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দেয়। বিদ্যালয়ে ছুটির ঘণ্টার শব্দ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রগণ পরম উল্লসিত হইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। শব্দই জীবকে শক্তি যোগায় ও আনন্দের অধিকারী করিয়া থাকে। সচরাচর শ্রমিক মহলে দেখা যায় কোন ভারী-বস্তু উত্তোলনের সময় তাহাদের মধ্যে একজন যখন "হেঁইয়ারে মার টান" এই শব্দ বলেন সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকগণ শরীরে শক্তি লাভ করিয়া সকলে একত্রে টান মারিয়া থাকে। এইভাবে তাহারা কার্য্যসিদ্ধি করিয়া থাকে। শব্দই জীবকে আনন্দ দেয়। শব্দহীন অবস্থান জীবের পক্ষে সুখদায়ক নহে। তাহারও একটী উদাহরণ পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি,—

একসময় জনৈক ব্যক্তি তাহার নিকটতম কোন কুটুম্ব-বাড়ী গিয়াছিলেন। কুটুম্বগণ তাহার যত্নের কোন প্রকার ত্রুটী-বিচ্যুতি করেন নাই। আদর-আপ্যায়নও প্রভূত পরিমাণে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা উক্ত ব্যক্তির সহিত কোন প্রকার বাক্যালাপ করেন নাই। এই কারণে আগন্তুক ব্যক্তিটী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, আদর যত্নের ত্রুটী নাই বটে কিন্তু কেহই কোন প্রকার আলাপ তাহার সহিত করিতেছে না। সুতরাং তিনি এত আদর-যত্ন পাইয়াও শব্দের অভাবে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কোনপ্রকারে রাত্র যাপনপূর্ব্বক বিষন্ন বদনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সুতরাং পরিলক্ষিত হইতেছে যে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে থাকিলেও শব্দাভাবে জীব আনন্দ বা শান্তি লাভ করিতে পারে না। এই শব্দের অদ্ভুত বিচিত্র ক্ষমতা! জীবন্ত মানুষকেও ভূত বানাইতে পারে। ইহার একটী চমৎকার উদাহরণ পণ্ডিতগণ দিয়া থাকেন।

কোন দেশের এক রাজার ভগবান নামে এক প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রাজা সকল মন্ত্রী অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভালবাসিতেন। ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া অন্যান্য মন্ত্রিগণ পরস্পর পরামর্শ করিলেন যে, ভগবান্ রাজার খুব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সে জীবিত থাকিতে আমরা কেহই প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইব না। সুতরাং ছলে বলে কৌশলে উহাকে সরাইতে হইবে। একসময় উক্ত ভগবান কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিলেন। কার্য্যগতিকে তাহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হয়। পরে তিনি রাজধানীতে ফিরিলে অন্যান্য মন্ত্রীগণ ছল-চাতুরী কলা-কৌশল করিয়া তাঁহাকে রাজ-দরবারে আসিতে দেয় নাই। রাজা ভগবানের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য মন্ত্রীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন যে, ভগবান এখনও ফিরে নাই কেন? তখন অন্যান্য মন্ত্রীগণ বলিতে লাগিলেন,—কেন মহারাজ! আপনি শোনেন নাই! তিনি তো বিদেশে গিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র রাজা শোকে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। এদিকে ভগবানও মন্ত্রীদের চাতুরীর ফলে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছে না। দরবারে ভগবানের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া রাজারও প্রধান মন্ত্রী মৃত বলিয়া সত্যধারণা হইল। তখন ভগবান চিন্তা করিল, যেকোন প্রকারেই হউক রাজার সহিত দেখা করিতেই হইবে। এই চিন্তা করিয়া রাজা সচরাচর পারিষদ্‌বর্গ লইয়া যে রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করেন সেই রাস্তার ধারে একটী বটগাছের উপর বসিয়া রহিলেন। মহারাজ যখন মন্ত্রী পরিষদ্‌বর্গসহ ভ্রমণ করিতে করিতে উক্ত গাছের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সেই সময় ভগবান চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! এই যে আমি ভগবান, এই যে আমি ভগবান।" তখন মন্ত্রীবর্গ একস্বরে বলিয়া উঠিল হুজুর! ভগবান তো মরে গাছে ভূত হয়ে আছে। চলুন! চলুন! তাড়াতাড়ি আমরা চলে যাই নইলে ভূত আমাদের ঘাড়ে চড়বে।" রাজাও ভয় পাইয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন। সুতরাং দেখুন শব্দের দ্বারা ভগবান-মন্ত্রীও ভূত হইয়া গেল।

এতক্ষণ ধরিয়া আমরা যে "শব্দের" আলোচনা করিলাম, দার্শনিক পণ্ডিতগণ ইহাকে "জড়-শব্দ" বা "শব্দ-সামান্য" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এই শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত যে সুখ-শান্তির ও আনন্দের কথা বলা হইল তাহা জড়ানন্দ মাত্র। ইহার দ্বারা জীবের নিত্যশান্তি বা নিত্যানন্দ

লাভ হইতে পারে না। এই জড়-শব্দের ক্রিয়া কেবল দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু এই দেহ ও মন নিতান্ত অনিত্য ও প্রকৃতির নিয়মে পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং অনিত্য দেহ ও মনের দ্বারা নিত্য-সুখ-শান্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? তাছাড়া এই জড়জগতে জীবসকল সর্ব্বক্ষণ ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধীভূত তদুপরি নানা অভাব অনটনে প্রপীড়িত। জীব বলিতে শাস্ত্রে জীবাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ "আমি" শব্দবাচ্য। আমরা সাধারণতঃ "আমার" দেহ ভাল নয়, "আমার" মন ভাল নয় বলিয়া থাকি। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে "আমার" দেহ "আমার" মন বস্তুতঃ "আমি" দেহ বা মন নহি। "আমি" বলিতে শুদ্ধ আত্মা। ইহা দেহ ও মন হইতে পৃথক্। এই আত্মার সুখ বিধান করিতে হইলে জড়শব্দ অর্থাৎ শব্দ-সামান্যের আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া শব্দব্রহ্মের অনুক্ষণ অনুশীলন করিতে হইবে।

বেদ-বেদান্ত, শ্রুতি-স্মৃতি, উপনিষদ-পুরাণাদি শাস্ত্রসমূহ "শব্দ-ব্রহ্ম" বলিতে পরব্রহ্মকেই বিশেষতঃ শ্রীভগন্নাম ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শব্দ-সামান্যের দোষ এই যে, শব্দ ও শব্দী এক বস্তু নহে। কিন্তু চিন্ময়-জগতে গোলোক বৃন্দাবনে যে-শব্দের আলোচনা হয় তাহা চিন্ময়, তাহা ভগবৎ সম্বন্ধীয় শব্দ, সেই শব্দ এবং শব্দী একই বস্তু, যেমন উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারা যায়—জড়-জগতে "আম" শব্দে আম আসিয়া উপস্থিত হয় না "আলোক" শব্দ অন্ধকার দূরীভূত হয় না। জলশব্দে পিপাসা মিটে না। কিন্তু চিন্ময় জগতে "কৃষ্ণ" শব্দে ভক্ত কৃষ্ণকে পাইয়া থাকেন। সেখানে শব্দ ও শব্দী একটিই বস্তু। সেইজন্য শাস্ত্রে উক্ত আছে,—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লহরী ১০৮)

'কৃষ্ণনাম' চিন্তামণি স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেননা, নাম ও নামীতে ভেদ নাই। সুতরাং এই শাস্ত্রবাণীতে আমরা জ্ঞাত হইতেছি যে, কৃষ্ণনাম ও নামী কৃষ্ণ-স্বরূপ অভিন্ন; কোন প্রকার ভেদ নাই। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন,—

নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—এই তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥ (চৈঃ চঃ)

শব্দ ব্রহ্মের অনুশীলন অর্থাৎ ভগবন্নামানুশীলন দ্বারাই জীব ভগবদ্ধামে চলিয়া যাইতে পারে এবং শান্তি ভগবত-সেবা লাভ করিয়া পরাশান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ (গীঃ ১৮।৬৫)

শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুনের মাধ্যমে জগজ্জীবকে উপদেশ করিতেছেন যে,—তোমরা আমাতে মনোনিবেশ কর, আমার নাম ভজন করিয়া ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার কর। মদুদ্দেশে যাজন কর, আমাকেই প্রণাম কর। তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি তোমরা আমায় পাইবে। আরও বলিয়াছেন,—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ (গীঃ ১৮।৬২)

অর্থাৎ হে ভারত, তুমি সর্ব্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও; তাঁহার প্রসাদে পরা-শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। শ্রীভগবদ্ধাম লাভ করিলে জীবের এই জন্ম-মরণ, জরা-ব্যাধিসঙ্কুল জড়-জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। সেইজন্য শ্রীভগবান্ পুনঃ (গীতা) বলিয়াছেন,—

"মাং প্রাপ্যৈব তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" এবং "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" শ্রীভগবানকে লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না এবং ভগবদ্ধাম লাভ করিলেও পুনর্জন্ম হয় না। শ্রীভগবান্ জীবকে তারস্বরে অভয়দান করিয়াছেন। তাঁহার ভক্ত অভয়বাণী স্মরণ করত তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া নিরন্তর তাঁহার নাম ভজন করিলেই আমাদের পরমকল্যাণ সাধিত হইবে।

এই প্রবন্ধে "শব্দব্রহ্মের" কথা বলা হইয়াছে তাহা মুখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ-নামরূপা চিন্ময় শব্দকেই বিশেষভাবে বুঝাইয়াছে। স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে,—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্॥
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা।
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

"এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-স্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ! শ্রদ্ধায় হউক বা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকেই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।"

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক বহুল প্রচারিত—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥—এই শব্দব্রহ্মের নিরন্তর অনুশীলনের উপদেশ সকল শাস্ত্রই দিয়াছেন। "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" বেদান্ত সূত্রের (৪।৪।২২) এই বাক্যের দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে অনুক্ষণ শব্দ ব্রহ্মের অনুশীলনের দ্বারা সংসারমুক্ত হইয়া জীব শ্রীভগবানকে ও ভগবদ্ধাম শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন লাভ করিতে পারে। তখন আর তাহাকে এই জগতে পুনরাবৃত্তি হইতে হয় না। সেইজন্য অন্য সূত্রে বলিয়াছেন,— "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ"

অর্থাৎ শ্রীভগবন্নামরূপা শব্দব্রহ্ম পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি কর। তদ্দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হইবে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিততনু শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

নিরন্তর নাম কর, তুলসীসেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থসার॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥

শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইতে পারিলে জীবের আর কোন দুঃখই থাকিবে না। ভগবান্ ও ভগবদ্ধাম উভয়ই আনন্দস্বরূপ। সেখানে জড়-জগতের কোন দুঃখ-দুর্দ্দশা, অভাব-অনটন, হিংসা-দ্বেষ নাই। জীব সেখানে চিন্ময় দেহে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ প্রেমময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়া পরা-শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥

শ্রীশব্দব্রহ্মরূপী নামব্রহ্মের অনুশীলনের উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতও করিয়াছেন। যথা,— কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, আর দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাদ্বারা যাহা লাভ হয় কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনদ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে। আরও উক্ত আছে—কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ। অর্থাৎ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনদ্বারাই বন্ধনমুক্ত হইয়া জীব ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে আরও বহু কথা বলিবার আছে কিন্তু পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার ভয়ে অধিক বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না। তবে শ্রীনাম করিতে হইলে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশমত করা কর্ত্তব্য।

তিনি আমাদিগকে তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং অমানি-মানদ হইয়া সদা সর্ব্বদা এই কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের অনুশীলন করিতে বিশেষ-ভাবে উপদেশ করিয়াছেন। অতএব এই কৃষ্ণনামই আমাদের একমাত্র জীবাতু হউক।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী *

পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯৯ পৃষ্ঠার পর)।

[চতুর্থ-অধ্যায়]

(শ্লোক সংখ্যা : ১-৩)

পার্থকে ভাবিয়া ভক্ত
ভাবি নিজ সখা।
বলিলেন যোগ-তত্ত্ব
তত্ত্বপূর্ণ কথা ॥১॥
অক্ষয় অব্যয়ইহা
উত্তম রহস্য ।
জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মযোগ
ত্রিযোগ একত্র ॥২॥
সাধারণে নাহি জানে
এই কর্ম্মযোগ।
জানিতেন রাজর্ষিরা
ইহার প্রয়োগ ॥৩॥
নূতন নহেক ইহা
পূর্ব্বে বিরাজিত।
আগে ইহা বলেছিনু
সূর্য্যের নিমিত্ত ॥৪॥
সূর্য্য বলে মনু দেবে,
মনু ইক্ষ্বাকুকে।
কালক্রমে না রহিল
ধরণীর বুকে ॥৫॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৪-৬)

কৃষ্ণ করিলেন ব্যক্ত
জন্ম তাৎপর্য্য।
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম আগে
তারপরে সূর্য্য ॥৬॥
সাধারণে নাহি জানে
জন্মের কাহিনী
অন্তর্য্যামী জানয়েন
সব বিবরণী ॥৭॥
নিজ মায়ার প্রভাবে
ধরি নানা কায়া।
আসয়েন ধরণীতে
ধরি আত্মমায়া ॥৮॥

---

* 'শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী' ৩৩শ বর্ষের ৯ম সংখ্যা হইতে প্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু সময়মত উহার পাণ্ডুলিপি হস্তগত না হওয়ায় বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে পুনঃ বাকী অংশ প্রকাশিত হইতেছে।

—প্রকাশক

জন্ম রহিত অব্যয়
জীবের ঈশ্বর।
প্রয়োজনে আসয়েন
এই চরাচর ॥৯॥

(শ্লোক সংখ্যা : ৭-৯)

কহিলেন জনার্দ্দন
ধীমান অর্জ্জুনে।
কি উপায়ে বাঁচায়েন
সন্ত সাধুজনে ॥১০॥
অধর্ম্মের অত্যাচারে
টলিলে আসন।
ধরাধামে আসয়েন
ধর্ম্মের কারণ ॥১১॥
ভক্তগণে বাঁচাইতে
দস্যুকে নাশিতে।
আসয়েন হেথা তিনি
এই ধরণীতে ॥১২॥

(শ্লোক সংখ্যা : ১০-১১)

ঈশ্বরের জন্ম কর্ম্ম
জানে জ্ঞানীজন।
দিব্য তাহা অলৌকিক
সেই বিবরণ ॥১৩॥

যেইজন জানে মনে
দিব্য বিবরণী।
মোক্ষ লাভে হয় যোগ্য
সেই মহাজ্ঞানী ॥১৪॥

জ্ঞানীজনে রহে যুক্ত
নাহি ভয় ক্লেশ।
ভয় ক্লেশ শূন্য চিত্তে
লভে পরমেশ ॥১৫॥

যে-ভক্ত যেরূপে ডাকে
সেইমত পায়।
নানাজনে নানাভাবে
পূঁজয়ে তাঁহায় ॥১৬॥
কেহ বলে দীনবন্ধু
কেহ জপে নাম।
কেহবা ঈশ্বর বলে
কেহ ঘনশ্যাম ॥১৭॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১২-১৫)

কামনা তাড়িত প্রাণী
চাহে শীঘ্রফল।
দেবতার কাছে চাহে
ধন-জন-বল ॥১৮॥

শীঘ্র ফললাভ হেতু
পূজিলে দেবতা।
দেবতা পূরণ করে
ভক্ত-মনোবাঞ্ছা ॥১৯॥

অচিন্ত্য করেন কর্ম্ম
রহেন নির্লিপ্ত।
কর্ম্মফলে নাহি আশা
আসক্তি বর্জ্জিত ॥২০॥

যে-জনেতে জানে ইহা
প্রভুর বিষয়।
কর্ম্মের বন্ধনে মুক্ত
হয়েক নিশ্চয় ॥২১॥

কর্ম্মের স্বরূপ জানি
জনকাদি ঋষি।
করিতেন সর্ব্বকর্ম্ম
ফলে অপ্রয়াসী ॥২২॥

গুণ কর্ম্ম অনুসারে
আছে চারি বর্ণ।
গুণের আদর তথা
নহে জাতি ধর্ম্ম ॥২৩॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৬-১৮)

গহণ অরণ্য যথা
বড়ই দুর্গম।
নির্দ্ধারিতে কর্ম্মগতি
জ্ঞানীও অক্ষম ॥২৪॥

অকর্ম্ম বিকর্ম্ম তথা
কর্ম্মের প্রকৃতি।
যে জন জানিতে পারে
জ্ঞানবান্ অতি ॥২৫॥

যবে চলে হস্ত-পদ
লোকে বলে কর্ম্ম।
না চলিলে কর্ম্মেন্দ্রিয়
বলে কর্ম্মশূন্য ॥২৬॥

জ্ঞানযোগে কহিলেন
কৃষ্ণ ভগবান্।
কর্ম্ম চলে অবিরাম
নাহিরে বিশ্রাম ॥২৭॥

অকর্ম্মেতে দেখে কর্ম্ম
সদা চলমান
সেই কর্ম্মী বুদ্ধিমান।
জ্ঞানী ও মহান্ ॥২৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৯-২৩)

নিত্য তৃপ্ত নিরাশ্রয়
নাহি অভিমান।
অল্পেতে সন্তুষ্ট রহে
শত্রু ম্রিয়মান ॥২৯॥

পরাশ্রয়ী নাহি হয়
তৃপ্ত আপনায়।
কার্য্যে সিদ্ধি অসিদ্ধিতে
সমান দেখায় ॥৩০॥

বিষয়ের প্রলোভনে
নহেক প্রলুব্ধ।
নাহি লোভ ভোগ্যদ্রব্যে
চিত্ত সদা শুদ্ধ ॥৩১॥

দেহ-মন ইন্দ্রিয়কে
করি বশীভূত।
যোগী করে নিজ কর্ম্ম
কর্ম্ম উপযুক্ত ॥৩২॥

জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা
সর্ব্ব কর্ম্ম দগ্ধ।
জ্ঞানীজন করে কর্ম্ম
নাহি হয় বদ্ধ ॥৩৩॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৪-২৫)

ঘৃত ব্রহ্ম অগ্নি ব্রহ্ম
ব্রহ্মও অর্পণ।
হোমকর্ত্তা নিজে ব্রহ্ম
ব্রহ্ম জগজন ॥৩৪॥

যবে আসে অনুভূতি
সর্ব্ব ব্রহ্মময়।
তবে হয় ব্রহ্মপ্রাপ্তি
তাহে স্থিত হয় ॥৩৫॥

কেহবা আহুতি দেয়
দেবের উদ্দেশে।
ইষ্ট বস্তু করে প্রাপ্ত
করে অবশেষে ॥৩৬॥

যজ্ঞাহুতি দেয় কেহ
ব্রহ্ম সনাতনে।
করে যজ্ঞ শুদ্ধচিত্তে
শুদ্ধপ্রাণ মনে ॥৩৭॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৬-২৮)

নানাবিধ আছে যজ্ঞ
আছে শাস্ত্রে লেখা।
কেহ করে যোগ যজ্ঞ
কেহবা তপস্যা ॥৩৮॥

কেহ করে দ্রব্য যজ্ঞ
কেহ বেদ ভক্ত।
প্রাণে মনে চাহে যাহা
করে সেই মত ॥৩৯॥

চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়াদি
শব্দ সমন্বয়।
আহুতি প্রদান করে
যজ্ঞের সময় ॥৪০॥

ধ্যানযোগী করে হোম
যোগের অগ্নিতে।
প্রাণকর্ম্ম রাখে বশে
ইন্দ্রিয় দমিতে ॥৪১॥

রহে আত্মা জাগরিত
তাহে সমাধিস্থ।
প্রাণক্রিয়া ইন্দ্রিয়াদি
রহয়ে স্তিমিত ॥৩১॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৯-৩৩)

অপানেতে প্রাণবায়ু
প্রাণেতে অপান।
কেহ করে গতিরোধ
অপান ও প্রাণ ॥৪৩॥

আহুতিয়া প্রাণবায়ু
খাদ্য নিয়মন।
নানাবিধ প্রাণায়াম
করে যোগীগণ ॥৪৪॥

যজ্ঞশেষে অবশিষ্ট
করিয়া গ্রহণ।
অমৃতের সাথে পায়
ব্রহ্ম সনাতন ॥৪৫॥

দ্রব্যসাধ্য দেবযজ্ঞ
কামনা মিশ্রিত।
সর্ব্ববিধ যজ্ঞমধ্যে
জ্ঞানই বিশিষ্ট ॥৪৬॥

বিধিবদ্ধ আছে যজ্ঞ
আছে বিধানেতে।
তাহাদের উৎপত্তি
জানিবে কর্ম্মেতে ॥৪৭॥

যে-জনেতে নাহি করে
যজ্ঞ সম্পাদন।
নাহি পায় মনে শান্তি
ভ্রান্তির কারণ ॥৪৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৪-৩৮)

প্রদানিতে ব্রহ্মজ্ঞান
আচার্য্য সক্ষম।
প্রণমিয়া ঐ গুরুকে
করিবে বন্দন ॥৪৯॥

প্রস্ফুটিলে জ্ঞানচক্ষু
প্রভুর কৃপায়।
রহেনাকো পাপ-তাপ
সবি চলি যায় ॥৫০॥

নাহি হয় বলবান
পূর্ব্ব কর্ম্মফল।
জ্ঞানবহ্নি প্রজ্জ্বলিলে
জীবন উজ্জ্বল ॥৫১॥

ভস্মীভূত হয় কাষ্ঠ্য
অগ্নির দহনে।
কর্ম্মফল লুপ্ত হয়
জ্ঞান পরশনে ॥৫২॥

ধরাধামে নাহি কিছু
জ্ঞানের সমান।
নিষ্কামেতে কর্ম্মযোগী
লভে শুদ্ধজ্ঞান ॥৫৩॥

এই জ্ঞান হয় যবে
মোহ অবসান।
তখন আপন হয়
সকলি সমান ॥৫৪॥

(শ্লোক-সখ্যা : ৩৯-৪২)

না থাকিলে শুদ্ধা ভক্তি
বিফল জনম।
ইহকাল পরকাল
একই রকম ॥৫৫॥

শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান
সন্দেহ নাশিয়া।
প্রশান্ত হৃদয়ে রহে
ধরা আলোকিয়া ॥৫৬॥

মুক্ত যেবা সংশয়ে
জ্ঞানের প্রকাশে।
করে কর্ম্ম সমর্পণ
প্রভুর সকাশে।৫৭॥

কর্ম্মরাশি না আবদ্ধে
সে হেন জ্ঞানীকে।
জ্ঞানের সমান কিছু
নাহি ধরণীতে।৫৮॥

জ্ঞান-খড়্গ লহ পার্থ
সন্দেহ নাশিতে।
উঠিয়া দাঁড়াও তুমি
সকর্ম্ম সাধিতে ॥৫৯॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল
কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত বিভাগের পদস্থ অফিসার
নিউ দিল্লী।

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৪শ বর্ষ | ৯ বামন, প্রদ্যুম্ন, ৪৯৬ গৌরাব্দ | ৩১ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৫।৬।১৯৮২ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

শ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ

নীলস্তম্ভোজ্জ্বল-রুচিভির্ম্মণ্ডিতে বাহুদণ্ডে—
চ্ছত্রচ্ছায়াং দধদঘরিপোর্লব্ধ-সপ্তাহবাসঃ ।
ধারাপাত-গ্লপিতমনসাং রক্ষিতা গোকুলানাং
কৃষ্ণপ্রেয়ান্ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ১ ॥

নীল স্তম্ভের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি-মণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডে যিনি ছত্র-শোভা ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ঐ অঘাসুর-হন্তার হস্তে যিনি সপ্তাহকাল

বাস করিয়াছিলেন, মেঘবৃন্দের অবিরল বারিবর্ষণে ব্যাকুলিত গোকুল ও গোপকুলের রক্ষক সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সর্ব্বদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥১॥

ভীতো যস্মাদপরিগণয়ন্ বান্ধব-স্নেহবন্ধান্
সিন্ধাবদ্রিস্ত্বরিতমবিশৎ পার্ব্বতী-পূর্ব্বজোঽপি।
যস্তং জম্ভদ্বিষমকুরুত স্তম্ভ-সংভেদশূন্যং
স প্রৌঢ়াত্মা প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥২॥

পার্ব্বতীপূর্ব্বজ মৈনাক-পর্ব্বতও যে ইন্দ্র হইতে অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বীয় বান্ধবগণের স্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক শীঘ্র সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই জম্ভশত্রু ইন্দ্রেরও যিনি গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, সেই প্রগল্‌ভচেতা গোবর্দ্ধন আমাদিগের কুশল বিস্তার করুন ॥২॥

আবিষ্কৃত্য প্রকট-মুকুটাটোপমঙ্গঃ স্ববীয়ঃ
শৈলোঽস্মীতি স্ফুটমভিদধত্তুষ্টি-বিস্ফারদৃষ্টিঃ।
যস্মৈ কৃষ্ণঃ স্বয়মরসয়দ্বল্লবৈর্দত্তমন্নং
ধন্যঃ সোঽয়ং প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥৩॥

অহঙ্কারযুক্ত অতি স্থূলতর কায় বিস্তার করিয়া "আমি শৈলরাজ গোবর্দ্ধন"—ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পর্ব্বতরাজের প্রতি গোপ-গোপীগণ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন, সেই ধন্যতম গিরিবর গোবর্দ্ধন সদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৩॥

অদ্যাপ্যূর্জ্জ-প্রতিপদি মহান্ ভ্রাজতে যস্য যজ্ঞঃ
কৃষ্ণোপজ্ঞং জগতি সুরভি-সৈরিভী-ক্রীড়য়াঢ্যঃ।
শস্পালম্বোত্তম-তটতয়া যঃ কুটুম্বং পশূনাং
সোঽয়ং ভূয়ঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥৪॥

অদ্যাবধি কার্ত্তিকমাসের প্রতিপৎ-তিথিতে যাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-প্রকটিত অন্ন-যজ্ঞ হইয়া থাকে এবং গৃহপালিত গো-মহিষাদি যাঁহাতে ক্রীড়া করে, বহু নির্ঝরবারি-সিঞ্চনোৎপন্ন অভিনব তৃণ ধারণবশতঃ যিনি পশুগণের কুটুম্ব-স্বরূপ হইয়াছেন, সেই গোবর্দ্ধনগিরি আমাদের মঙ্গল আবিষ্কার করুন ॥৪॥

শ্রীগান্ধর্ব্বা-দয়িতসরসী-পদ্মসৌরভ্য-রত্নং
হৃত্বা শঙ্কোৎকরপরবশৈরস্বনং সঞ্চরদ্ভিঃ।
অন্তঃক্ষোদ-প্রহরিককুলেনাকুলেনানুযাতৈ-
র্বাতৈর্জুষ্টঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥৫॥

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ডের পদ্মসৌরভরূপ রত্ন অপহরণের নিমিত্ত যিনি অত্যন্ত শঙ্কাকুল, অতএব নিঃশব্দ এবং বারিবিন্দু-স্বরূপ প্রহরিগণ-কর্ত্তৃক অনুধাবিত অর্থাৎ স্নিগ্ধ সুশীতল পবন-পরিসেবিত, সেই গোবর্দ্ধন সর্ব্বদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৫॥

কংসারাতেস্তরিবিলসিতৈরাতরানঙ্গ-রঙ্গৈ-
রাভীরীণাং প্রণয়মভিতঃ পাত্রমুন্মীলয়ন্ত্যাঃ।
ধৌত-গ্রাবাবলিরমলিনৈর্মানসামর্ত্ত্যসিন্ধো-
র্বীচিত্রাতৈঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥৬॥

যাঁহার তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট নাবিক হইয়া নৌকা-পণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-সমর্পিতাত্মা আভীরীদিগের প্রণয়বর্দ্ধনকারিণী সেই মানসীগঙ্গার তরঙ্গমালায় যাঁহার শীলাসমূহ ক্ষালিত হইতেছে সেই গিরিরাজ আমাদের কল্যাণ বিস্তার করুন।

যস্যাধ্যক্ষঃ সকল-হঠিনাঃ নাদদে চক্রবর্ত্তী
শুল্কং নাম্নদ্ব্রজমৃগদৃশামর্পণাদ্বিগ্রহস্য।
ঘট্টস্যোচ্চৈর্মধুকররুচস্তস্য ধাম-প্রপঞ্চৈঃ
শ্যামপ্রস্থঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥ ॥

মরকত শিলা-নির্ম্মিত ঘট্টপ্রদেশের কান্তিতে যাঁহার সানুদেশ শ্যামবর্ণ হইয়াছে এবং সকল ঘট্টস্থিত জনগণের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার ঘট্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়ক হইয়া গোপীগণের দেহার্পণ ভিন্ন অন্য কোন পণ গ্রহণ করেন নাই, সেই গোবর্দ্ধনগিরি সদা আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ।৭॥

গান্ধর্ব্বায়াঃ সুরত-কলহোদ্দামতা বাদদূকৈঃ
ক্লান্ত-শ্রোত্রোৎপল-বলয়িভিঃ ক্ষিপ্ত পিঞ্ছাবতংসৈঃ।
কুঞ্জৈস্তল্পোপরি পরিলুঠদ্বৈজয়ন্তী-পরীতৈঃ
পুণ্যাঙ্গশ্রীঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥৮॥

যে কুঞ্জে কর্ণোৎপল ম্লান হইয়া পতিত রহিয়াছে এবং মৃণাল-বলয়, ময়ূর-পুচ্ছ-নির্ম্মিত কর্ণভূষণ যে-স্থানে পতিত এবং শয্যোপরি বৈজয়ন্তী-মালাও বিলুণ্ঠিত, শ্রীরাধার প্রণয়-মাধুর্য্য প্রকাশকারী সেই কুঞ্জসমূহে যাঁহার মনোহর শোভা হইয়াছে, সেই গিরিবর গোবর্দ্ধন আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥৮॥

যস্তুষ্টাত্মা স্ফুটমনুপঠেচ্ছ্রদ্ধয়া শুদ্ধয়ান্ত-
র্মেধ্যঃ পদ্যাষ্টকমচটুলঃ সুষ্ঠু গোবর্দ্ধনস্য।
সান্দ্রং গোবর্দ্ধনধর-পদদ্বন্দ্বশোনারবিন্দে
বিন্দন্ প্রেমোৎকরমিহ করোত্যদ্রিরাজে স বাসম্ ॥৯॥

যিনি শুদ্ধান্তঃকরণ ও সুদৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রীগোবর্দ্ধনের এই মনোহর পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মযুগলে গাঢ়তর প্রেমভক্তি লাভ করিয়া গোবর্দ্ধন-গিরিতে বাস করেন ॥৯॥

শক্তি-পরিণত জগৎ

মায়াবাদীর জগৎসম্বন্ধে-মিথ্যা বিচার

"অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৪)

এই কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীবাসীগণকে বলিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ সেই কালে নির্ব্বিশেষ মতে বিবর্ত্তবাদ বিশ্বাস করিতেন। রজ্জুতে সর্প প্রতীতি যে রূপ রজ্জুর বস্তুত্ব বিচারে সত্য নহে কিন্তু অনুভবকারীর তাৎকালিক সত্য প্রতীতিবিশেষ সেইরূপ এই বিচিত্র বিশ্বের অবস্থান জীবের নিকট ভ্রমময় প্রতীতি মাত্র বস্তুতঃ বিশ্বের বস্তুত্ব বিচারে ইহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। যাঁহারা এই রজ্জুসর্পবাদকে জগদধিষ্ঠানের উদাহরণ বলিয়া গ্রহণ করেন তাঁহারা বিবর্ত্তবাদী বা মায়াবাদী বা জগৎ মিথ্যা ভ্রম-জাত বলেন।

চিন্ময় জগৎ ও জড়জগৎ—
উভয়ই শক্তিপরিণাম

পক্ষান্তরে জগৎকে যাঁহারা নিত্যানন্ত অবিকারী শক্তিমান্ ভগবানের বহিরঙ্গা নাম্নী শক্তির বিকার বলেন, তাঁহারা শক্তি পরিণামবাদী। অবিকারী

শক্তিমান্ ভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তি পরিণত হইয়া বৈকুণ্ঠ গোলোকাদি নিত্য বিরাজমান। বদ্ধজীব-ভোগ্য জড় জগৎ নশ্বর, হরি-ভোগ্য জড়েতর চিজ্জগৎ নিত্য। জড়জগতে দ্বৈত ও ভেদ-জ্ঞানে বস্তুর জড়ত্ব-জন্য অনেকত্ব। চিজ্জগৎ পরিণতিতে অদ্বয়-জ্ঞানে বস্তুর একত্ব হইলেও শক্তিগত নিত্য অনন্ত বৈচিত্র তথায় বিরাজমান।

ভগবানের ত্রিবিধশক্তির ত্রিবিধ জগৎ

ভগবানের তিন প্রকার শক্তির কথা উল্লিখিত আছে। **প্রথম প্রকার** অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে অপ্রাকৃত বিচিত্রতাময় নিত্য **চিজ্জগৎ**; **দ্বিতীয় প্রকার** বহিরঙ্গা শক্তি হইতে প্রাকৃত বিচিত্রতাময় নশ্বর অচিৎ **জড়জগৎ**; **তৃতীয় প্রকার** তটস্থা শক্তি হইতে অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত উভয় জগদ্-দ্বয়াত্মক ভেদাভেদ **জীব-জগৎ**। শক্তি পরিণত হইয়া এই তিন প্রকার জগৎ প্রকট করেন।

নির্ব্বিশেষবাদীর শক্তি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

নির্ব্বিশেষ মত-মূলে বিবর্ত্তবাদীগণ ব্রহ্মশক্তিকে অজ্ঞান, ভ্রম-মূলা এবং নিঃশক্তিকত্বই ব্রহ্মের পরিচয় বলিয়া জানেন। তাঁহাদের মতে যেখানে শক্তিমানের শক্তির কথা উল্লিখিত হয় উহা খণ্ডজ্ঞানানুভূতি বলিয়া আংশিক জ্ঞান বা পূর্ণজ্ঞানাভাবে ভ্রমময় প্রতীতি বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। তাদৃশ বিচার প্রাকৃত নশ্বর জড় জগতের অভিজ্ঞতাশ্রয়ে উদ্ভূত এবং নিত্য সবিশেষত্বের অনভিজ্ঞতাব্যঞ্জক।

অদ্বৈতবাদীর পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইলেও ভগবান্ নিঃশক্তিক নহেন

কেবলাদ্বৈতবাদী ভগবত্তা বুঝিতে পারেন না বলিয়া, অথবা তাঁহার বিচারে ভগবান্ অনন্ত শক্তিমান্ হইতে পারেন না—এরূপ নয়। অজ্ঞানময় প্রাকৃত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট জীবের বিচার সঙ্কীর্ণ বলিয়া ব্রহ্ম বৃহৎ নয়, পরমাত্ম ব্যাপক নহেন, বা ভগবান্ অসংখ্য পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির যুগপৎ আশ্রয় স্থল নন—এরূপ নয়। নির্ব্বিশেষবাদী বুঝিতে পারেন না বলিয়া 'অচিন্ত্য শক্তিমান্ ভগবত্তা' থাকিবার আবশ্যক নাই,—পেচক সূর্য্যকিরণ দেখিতে সমর্থ নয় বলিয়া ভাস্করের অস্তিত্ব নাই, বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যুবার বীর্য্য উপলব্ধি

করিতে অসমর্থ বলিয়া মানব-জীবনে যৌবন নাই—এরূপ বিচার করা উচিত নহে। মায়াবাদ স্থাপন করিতে হইলে শক্তিমাত্রই জড়, হেয় ও চিদ্ধর্ম্ম বর্জ্জিত জানিয়া নিঃশক্তিক ব্রহ্ম ধারণা প্রবল করিতে হয়, তদনুকূলে অসংখ্য যুক্তি-তর্ক, উদাহরণ প্রভৃতি আসিয়া সত্য-জ্ঞানকে আচ্ছাদন করে, খণ্ডজ্ঞান দ্বারা অখণ্ড অদ্বয় বস্তুর পরিমাণ করিবার ধৃষ্টতা উপস্থিত হয় এবং ভগবত্তাকে বা নিত্যা শক্তিসমূহে সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া নানা প্রলপিত বিজ্ঞতা আসিয়া জীবকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক করিয়া ফেলে।

মায়াবাদীর বস্তু-জ্ঞানে মিথ্যা বিবর্ত্তের আশ্রয়; কিন্তু শক্তি-পরিণামবাদের সত্য-বিবর্ত্তের বিচার

বিবর্ত্তবাদী বস্তু-সত্তাকে ব্রহ্ম বলেন এবং বস্তু-ধর্ম্মের আংশিক প্রতীতি-জন্য (তাহাকে) খণ্ডজ্ঞান, ত্রিগুণজাত, অপূর্ণ বা মিথ্যা বলেন। খণ্ডজ্ঞান সাহায্যে অখণ্ডজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে পারে না—বলিয়া, জড় জগতের সহিত ব্রহ্মের কোন প্রকার অন্বয়তা নাই, কেবল ব্যতিরেকতা আছে—এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। জীবের বিচার খণ্ডজ্ঞান সম্ভূত; সুতরাং জীবের এবং জড় জগতের স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া 'অদ্বয়-ব্রহ্ম' বলিয়া ধরিয়া লইলে, বিবর্ত্তবাদের সাহায্য প্রয়োজন হয়।

এই মতের প্রতিকূলে শক্তিপরিণাম উচ্চৈস্বরে বলেন—বদ্ধজীবের বদ্ধত্ব এবং তদ্বিপরীত মুক্তত্ব অবস্থাদ্বয় অন্যায়পূর্ব্বক এক করিয়া লইবার ভিক্ষা বিবর্ত্তবাদীকে দিতে তিনি প্রস্তুত নন। "দেহে আত্ম বুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান" অর্থাৎ অচিৎ বস্তু দেহের সহিত চিদ্বস্তুর দেহীর সমতা জ্ঞানই বিবর্ত্তের উদাহরণ অথবা চিদচিৎ শক্তিদ্বয়কে ঐক্য বুদ্ধি। দেহকে বা জড়কে ব্রহ্ম বা আত্মা বলিয়া ধারণা করাই ভ্রান্তিময় প্রতীতি; আত্মাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহে, ভক্তের অপ্রাকৃত দেহকে প্রাকৃত কলেবর মনে করাই বিবর্ত্তের উদাহরণ। পরন্তু বস্তু মানিয়া তদ্ধর্ম্ম বা শক্তি রহিত করিবার চেষ্টাই বিবর্ত্তবাদ উদাহরণের স্থল।

তটস্থা-শক্তিপরিণত জীবের স্বভাব

বস্তু হইতে এক প্রকার শক্তিবলে মায়িক কালাভ্যন্তরে নশ্বর প্রাকৃত জগৎ পরিণত হইল,—বস্তুকে বিকৃত করিল না। অন্য প্রকার শক্তিবলে কালাতীত রাজ্যে অপ্রাকৃত জগৎ নিত্যকাল উদিত রহিল,—বিচিত্র হইয়াও

নশ্বর জড়ের ন্যায় হেয় হইল না, আবার বস্তুর তৃতীয় প্রকার তটস্থা-শক্তি কখনও প্রথম প্রকার বহিরঙ্গা-শক্তির সহ আপনাকে অভিন্ন বুঝেন, কখনও বা ভিন্ন বুঝেন এবং কখনও বা যুগপৎ ভিন্নাভিন্ন বুঝেন। শক্তিমান্ শক্তি-পরিণতি জন্য জড়ের ধর্ম্মের ন্যায় বিকার-বিশিষ্ট হেয় হইলেন না—ইহাই তাঁহার অবিচিন্ত্য মহাশক্তি, যে-শক্তি কেবলাদ্বৈতবাদী মায়িক ধারণায় উপলব্ধি করিতে পারেন না।

বৈজ্ঞানিক মতে—শক্তি ব্যতীত বস্তুর সত্তা নাই

আজকালকার জড়বিজ্ঞানবিদ্গণের মতে পরমাণু কোন বস্তুত্বে স্থান পায় না। তাঁহারা তড়িৎশক্তির সুক্ষ্ম উন্নত আলোচনা করিয়া জানিয়াছেন যে, পরমাণুর কেন্দ্রে কেবল মাত্র 'ধনতড়িৎ-কণ' ও তৎ পরিধিতে 'ঋণতড়িৎ-কণ' শক্তি-মাত্র বিরাজ করে। এতদুভয়ের সামঞ্জস্যই পরমাণুর অধিষ্ঠান। শক্তি হইতে দ্রব্যের অস্তিত্ব। শক্তি-বিচ্ছিন্ন বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা জড়ের পরিচয়ে ঐহিক জ্ঞানের গম্য নহে। পরমাণু দ্বারা জগৎ গঠিত এবং সেই পরমাণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়—এইরূপ ধারণা বৈজ্ঞানিকগণ পোষণ করিতেন।

ইলেক্ট্রণ-থিওরী অনুসারে বস্তু নিঃশক্তিক নহে

এক্ষণে ইলেক্ট্রণ-থিওরি বা 'বিদ্যুৎকণ' ধারণার অভ্যুদয়ে ধন-ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণ সমীকরণেই পরমাণুর উদ্ভব-ধারণা প্রবল হইতেছে। প্রাকৃত জগতে বস্তু দেখিতে গিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মণু-সন্ধানে পরমাণু-সত্তা শক্তিতে পর্য্যবসিত। স্থূলভাবে বস্তু-দর্শন ঘটিল না। শক্তি অবশ্যই আধার অপেক্ষা করে। কাহারও বিবেচনায় শক্তির অচঞ্চলা-অবস্থাই বস্তু বলিয়া পরিজ্ঞাত। যেখানে শক্তি অপ্রকাশিত, সেখানে বস্তু জড় বলিয়া বিদিত। শক্তি ও শক্তিমান্ অবিচ্ছিন্ন তত্ত্ব। কিন্তু বস্তুর পরিচয় পাইতে হইলে, তাহার শক্তি বা কার্য্যের অনুপলব্ধিতে স্বতন্ত্রভাবে বস্তুর অধিষ্ঠান জ্ঞাতার জাড্যই প্রতিপন্ন করে।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ মতে বস্তু অবিকৃত থাকিয়াও বিচিত্রতাপূর্ণ

জড় জগতে নিহিত শক্তি-সমূহ-দ্বারা জড়ে অভিনিবিষ্ট বদ্ধজীব, বিশ্বের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বস্তুকে জড় এবং শক্তিকে তদ্বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট মনে

করিয়া বস্তুর দ্বৈত-ধারণায় প্রবৃত্ত হন। আবার শক্তির তারতম্য বিচার আসিয়া মানব-ধারণা জড়কে স্বল্প শক্তির অবস্থা-বিশেষ বলিয়া অদ্বয়-ধারণা স্থির করে।

বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে জড়-নিঃশক্তিকত্ব, খণ্ডজ্ঞানের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন—মনে করেন। প্রভাকর, ভাস্করাদি বিকারবাদী বিশ্বকে বস্তুর বিকার স্থির করিয়া বিবর্ত্তবাদীগণের প্রতিপক্ষতা আচরণ করেন। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য চিন্ত্য জড়ধারণায় সম্ভবপর নহে—একথা অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রকাশকগণ প্রাকৃত বিচারকদিগকে ভূয়োভূয়ঃ বলিয়া থাকেন এবং তাহাদের নিকট শক্তি শক্তিমান্ অভিন্ন হইলেও বস্তুর অধিকারিণী-শক্তি প্রভাবে বিচিত্রতার নিত্যতা এবং বিকারিণী-শক্তি প্রভাবে বিচিত্রতার অনিত্যতা প্রতিপাদক জড় জগৎ উভয়ই উদিত—একথা বলিয়া থাকেন।

মায়াবাদীর জগৎ সম্বন্ধে বিবর্ত্তবাদ মিথ্যা

প্রাকৃত বিচারকগণ যুগপৎ দ্বৈতাদ্বৈত ধারণা করিতে অক্ষম; কেননা, অচিন্ত্য-শক্তিমত্তা ভগবানেই সম্ভব—তাঁহারা এরূপ কোন উদাহরণ জড়ে না দেখিয়া জড়াতীত রাজ্যে তাহার অস্তিত্বে সন্দেহপর হন। অবতারী ভগবানের বাস্তিগত অধিষ্ঠানকেও অজ্ঞান-সমষ্টি প্রভৃতি আখ্যা দিয়া জড়-নির্ব্বিশেষকেই চিন্মাত্র বলিয়া স্থাপন করেন। জড় প্রত্যক্ষবাদীগণ জড় নির্ব্বিশেষ সত্তাকে পরমতত্ত্ব বলিয়া জানেন, আবার কেহ বা কেবল, নির্গুণ, চেনা, সাক্ষী এই বিশেষ চতুষ্টয়কে অজ্ঞাতভাবে স্বীকার করিয়া অবতারী তত্ত্বকে দয়া করিতেও অগ্রসর হন। জড় জগৎ নশ্বর হইলেও জীব-প্রতীতিতে মিথ্যা নহে। বিবর্ত্তবাদাশ্রয়ে খণ্ডজ্ঞানময় জীব-প্রতীতির উপযোগিতা থাকিলেও জগতের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে উহার প্রয়োগ সিদ্ধ হইলে তাদৃশ প্রতীতিও বিবর্ত্তবাদমূলক জীবজ্ঞান-প্রসূত বলিয়া বিবর্ত্ত বা মিথ্যা মাত্র। এক জ্ঞানার বিবর্ত্ত প্রতীতি সত্ত্বেও জগতের অধিষ্ঠান অপর সকলের নিকট মিথ্যা নহে। বিবর্ত্তবাদের চিন্তাও বিবর্ত্তেরই প্রকার-ভেদ, সুতরাং তাহাও বিবর্ত্ত।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন

প্রেমভক্তি লাভের ক্রিয়াই তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন এবং উহা কি কি প্রকার ?

(শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু) ভজন-প্রয়াসী জনগণের পক্ষে তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে যে-কর্ম্মে শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন হয়, সেই-সেই কর্ম্মকেই 'তত্তৎকর্ম্ম' বলিয়া উপদেশামৃতে লিখিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধামৃত-কথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকাম-বিবর্জ্জনম্॥
মদর্থেঽর্থ-পরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্ম্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্ম নিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥

(ভাঃ ১১।১৯।২০-২৪)

হে উদ্ধব! আমার প্রতি প্রেমভক্তি উদয়ের পরম কারণ বলিতেছি, শুন। আদৌ সাধন-ভক্তি। তাহার অনুষ্ঠানে প্রেম-ভক্তি হয়। সাধন-ভক্তি শুন—আমার অমৃতময় লীলা-কথায় শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার অনুকীর্ত্তন, আমার পূজায় পরিনিষ্ঠা, আমাকে স্তুতি করা, আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা আমার অভিবন্দন, মদ্ভক্ত পূজা, সর্ব্বভূতে আমার সম্বন্ধ বুদ্ধি, আমার নিমিত্ত সমস্ত লৌকিকী চেষ্টা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণ কীর্ত্তন, আমাতে মনকে অর্পণ করা, সর্ব্বকাম-ত্যাগ, আমার ভজনের জন্য সমস্ত অর্থ-ভোগ ও সুখ-পরিত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপ—এ সকলই আমার ভক্তির কারণরূপে ব্যবহার। এইরূপ ধর্ম্মাঙ্গ-সাধনদ্বারা আত্ম-নিবেদক পুরুষের আমাতে প্রেমভক্তি হয়। এইপ্রকার সাধকের আর অন্যার্থ অর্থাৎ অন্য তাৎপর্য্য কি বাকি থাকে ?

চৌষট্টীপ্রকার ভক্তির অঙ্গই তত্তৎকর্ম্ম

ভগবানের এই উপদেশ অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীরূপ গোস্বামী স্বীয়-কৃত 'ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে ঐ সকল কর্ম্মকে চতুঃষষ্টিপ্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। শ্রীচরিতামৃতে কবিরাজ-গোস্বামী ঐ সকল কর্ম্মকে এইরূপে লিখিয়াছেন,—

গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষা-পৃচ্ছা, সাধু-মার্গানুগমন॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ-নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বত্থ গো-বিপ্র বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন॥
অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ, বহুশিষ্য না করিব।
বহু-গ্রন্থ-কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিব॥
হানি-লাভে সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্য-বার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণী-মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য আত্ম-নিবেদন॥
অগ্রে নৃত্যগীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবন্নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থ-গৃহে গতি॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ-মাল্য-গন্ধ, মহাপ্রসাদ-ভোজন॥
আরাত্রিক, মহোৎসব, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন।
নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন॥
তদীয়- তুলসী বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত—
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্ম-দিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি ব্রত।
'চতুঃষষ্টি অঙ্গ' এই পরম মহত্ত্ব॥

সাধুসঙ্গ' নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥

শ্রীগুরু-পদাশ্রয় করা প্রথম কর্ত্তব্য

ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তিকে আদৌ গুরুপদাশ্রয় করিতে হয়। গুরুপদাশ্রয় ব্যতীত মঙ্গল হয় না। মনুষ্য দুই প্রকার অর্থাৎ অপ্রাপ্ত-বিবেক ও প্রাপ্ত-বিবেক। যাহারা অপ্রাপ্ত-বিবেক, তাহারা সংসার-সুখে মত্ত। কোন ঘটনা-ক্রমে কোন মহৎ-লোকের সঙ্গ হইলে চিত্তে বিবেক উদয় হয়। তখন মনে হয়, আমি কি হতভাগ্য, আমি সর্ব্বক্ষণ ইন্দ্রিয়-সুখে মগ্ন, বিষয়-পিপাসায় আমার দিন-যাপন হইতেছে। এই প্রথম মহৎ-সঙ্গকে কেহ কেহ শ্রবণ-গুরুর সঙ্গ বলেন। এই সময়ে ভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধা হইলে ভজন-প্রয়াস হয়। তখন গুরুপদাশ্রয়ের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব অপ্রাপ্ত বিবেক ব্যক্তিগণ ভাগ্যক্রমে প্রাপ্তবিবেক হইয়া শ্রীচরণ আশ্রয় করেন।

শ্রীগুরুদেবের লক্ষণ অর্থাৎ গুরু কে?

কি প্রকার-গুরুকে আশ্রয় করিবে, তাহা বিচারিত হইয়াছে। কামাদি ছয় রিপুকে যিনি জয় করিয়াছেন, যিনি নির্ম্মলাঙ্গ, রাগমার্গে যিনি কৃষ্ণভজন করেন, যিনি বিপ্রবর্ণ, যিনি বেদ-শাস্ত্রাগমের বিমল পথ অবগত আছেন, সাধুগণ যাঁহাকে 'গুরু' বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয়-দমনে যিনি পারক, যিনি সর্ব্বভূতে দয়াবান, যিনি অশুদ্ধত-মতি, যিনি নিষ্কপট ও সত্যবাদী—এরূপ গৃহস্থ ব্যক্তি গুরু হইবার যোগ্য। এই সকল গুণগণ দুই প্রকারে বিবেচ্য। ইতররাগ-তিরস্কারী কৃষ্ণানুরাগই গুরুদেবের স্বরূপ গুণ। অন্য সকল গুণ তটস্থ। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিয়াছেন,—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

যাঁহার এই স্বরূপ লক্ষণ আছে, তাঁহার দুই একটা তটস্থ লক্ষণ না থাকিলেও তিনি গুরু হইবার যোগ্য। **ব্রাহ্মণত্ব ও গৃহস্থত্ব এই দুইটিই তটস্থ লক্ষণ মধ্যে গণ্য**। স্বরূপ-যোগ্যতা-বিশিষ্ট ব্যক্তিতে এই দুইটী তটস্থ

লক্ষণও থাকিলে ভাল হয়। কিন্তু স্বরূপ লক্ষণে যাঁহাদের দোষ থাকে, তাঁহাদের ঐ দুই লক্ষণের দ্বারা গুরু-যোগ্যত্ব হয় না। যথা পাদ্মে ;—

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥
মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্ব-যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র-শাখাধ্যায়ী চ ন গুরু স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

শ্রীগুরুসেবা ও দীক্ষাগ্রহণে অবশ্য কর্ত্তব্য

উপযুক্ত গুরু প্রাপ্ত হইলেই শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য নিষ্কপটে পরম বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা করিবেন। গুরুদেবকে প্রসন্ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা দীক্ষার প্রতিপক্ষ হইয়া কেবল কপট-কীর্ত্তনাদি 'রঙ্গ' দেখাইয়া আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত আত্ম-বঞ্চক। জড়ভরতাদি কতিপয় লোকের দীক্ষা-প্রসঙ্গ নাই বলিয়া, দীক্ষা ত্যাগ করা বিষয়ী লোকের পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। দীক্ষা জীবের পক্ষে প্রত্যেক জন্মেই নিত্য বিধি। **কোন সিদ্ধ ব্যক্তির জীবনে যদি দীক্ষা দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহাকে উদাহরণস্থল করা উচিত নয়।** কোন বিশেষ-অবস্থায় যাঁহার পক্ষে যাহা ঘটনীয় হয়, তাহা-দ্বারা সাধারণ-বিধির হানি হয় না। **ধ্রুব মহাশয় এই পার্থিব শরীরেই ধ্রুবলোকে গমন করেন ; তাহা দেখিয়া সকলেই কি সেই পন্থার আশায় কালক্ষেপ করিবেন ? জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিদ্দেহে জীব বৈকুণ্ঠে গমন করেন,—ইহাই সাধারণ বিধি।** সাধারণ বিধিই সাধারণের অবলম্বনীয়। অচিন্ত্য-শক্তি-বিশিষ্ট ভগবান্ যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখন তাহাই হয়। তাই বলিয়া আমাদের সাধারণবিধি লঙ্ঘন করা কখনই উচিত হয় না। শ্রীগুরুদেবের অকপট সেবার সহিত তাঁহাকে প্রসন্ন করত শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রাদি দীক্ষা ও তত্ত্ব-শিক্ষা করিবে।

সাধু-মার্গানুগমন বা পূর্ব্ব বৈষ্ণবের অনুগমন

দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করত সৌভাগ্যবান্ শিষ্য পূর্ব্ব-সাধুদিগের পন্থার অনুগমন করিবেন। দাম্ভিক লোকেরাই পূর্ব্ব মহাজনদিগকে অমান্য করিয়া নূতন পন্থা সৃজন করেন। ফল এই হয় যে, তাঁহারা অচিরকালের মধ্যে কুপথে গমন করত আপনাপন সর্ব্বনাশ সাধন করেন। স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন,—

স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপ-বর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্ত-শ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে ॥

সাধুসকল পূর্ব্বকালে বিনা শ্রমে যে পথে গমন করিয়াছেন, তাহাই সন্তাপ-বর্জ্জিত-পন্থা এবং সকল মঙ্গলের হেতু। যিনি মঙ্গল প্রার্থনা করেন, সেই পথের অনুসন্ধান করুন। পূর্ব্ব সাধুদিগের পথ আলোচনা করিতে করিতে দৃঢ়তা, সাহস ও সন্তোষ উদয় হয়। আমরা যখন শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীদাস-গোস্বামী ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজন-পথ আলোচনা করি, তখন আমাদের মনে যে কত আনন্দ হয়, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। হরিদাসকে যখন দুষ্ট যবনগণ পীড়ন করে, তখন হরিদাস বলিলেন,—

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥
এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ ॥

পূর্ব্ব-মহাজন-পথ পরিত্যাগে ভক্তি হয় না

এইরূপ দৃঢ়তার সহিত সর্ব্বভূতে দয়া করত নিরন্তর হরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব্ব মহাজনদিগের ভজন-পন্থা। পন্থা নূতন হয় না। যে পন্থা আছে, তাহাই সকল সাধুগণ অবলম্বন করেন। যাঁহারা দাম্ভিক এবং যশঃলিপ্সু, তাঁহারা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। যাঁহাদের পূর্ব্ব ভাগ্য থাকে, তাঁহারা দাম্ভিকতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পূর্ব্ব পন্থার আদর করেন। যাঁহাদের ভাগ্য মন্দ, তাঁহারা নবীন পন্থায় আপনাদিগকে নাচাইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতে থাকেন। ইহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥
ভক্তিরৈকান্তিকীত্যেষমবিচারাৎ প্রতীয়তে।
বস্তুতস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে। (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৪৬-৪৭)

নবীন পথ ও নবীন আচার্য্যের বিলোপ

তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তি-পথ 'বৈধী' ও 'রাগানুগা' ভেদে দ্বিবিধ হইলেও তাহা পূর্ব্ব মহাজনগণ সুষ্ঠুরূপে অধিকার ভেদে অনুষ্ঠান করিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে তাহা বিচারিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সেই প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক 'বুদ্ধ', 'দত্তাত্রেয়াদি' যে-সকল নবীন পথ

আবিষ্কার করেন, সে-সমস্ত অবশেষে উৎপাত-জনক হইয়া পড়িয়াছে। অবিচারক্রমে তাঁহারা ঐ সকল নবীন পথকে ঐকান্তিকী হরিভক্তি বলিলেও বস্তুতঃ তাহারা তাহা নহে। যাহা সত্য পথ, তাহা বেদাদি শাস্ত্রে প্রদর্শিত আছে। আজকাল এইরূপ নবীন পন্থা অনেক আবিষ্কৃত হয় এবং অবশেষে তাহাদের আচার্য্যের সহিত লোপ প্রাপ্ত হয়।

সদ্ধর্ম্ম-পৃচ্ছা বা নিত্যধর্ম্মের জিজ্ঞাসা

সাধু-শিষ্যের সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা একটী ভক্তিজনক কর্ম্ম। অতএব নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে ;—

অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধতোষামভীপ্সিতঃ।
সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ॥

সৌভাগ্যবান্ পুরুষগণ যেরূপ সাধুদিগের ভজন-চরিত্রের অনুকরণ করিতে ইচ্ছুক হন, সেইরূপ তাঁহাদের ধর্ম্ম জানিতেও বাসনা করেন। দুর্ভাগা দাম্ভিক-গণ ইহার বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত। সাধুদিগের পথ হইতে পৃথক্ পথ যেরূপ তাহারা অন্বেষণ করে, সেইরূপ সাধুদিগের মীমাংসিত সিদ্ধান্তে অনাদর করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে আদর করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগজ্জনকে কি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া প্রচার করিতে তাহারা যত্ন করে না। বরং তদ্বিরুদ্ধ-মতকে তাঁহার মত বলিয়া সকল লোককে শিক্ষা দেয়। ইহাতে যে কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা তাঁহারা মনে করে না। যাঁহারা সরল তাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুর শিক্ষা যাহাতে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন, তাহাতে যত্ন করেন। প্রভুর শিক্ষাই আমাদের জীবন। কেবল তাহাতেই সদ্ধর্ম্ম আছে। সৎ শিষ্য সদ্ধর্ম্ম জানিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, যদি স্বয়ং বুঝিতে না পারেন, শিক্ষা-গুরু-চরণে নিবেদনপূর্ব্বক তাহা বুঝিয়া লন। এইরূপ যাঁহাদের সদ্ধর্ম্ম জানিবার জন্য দৃঢ় মন, তাঁহাদের অভিপ্সিত সর্ব্বার্থ অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়।

সদ্ধর্ম্ম কাহাকে বলে

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

এই শুদ্ধভক্তি-লক্ষণ-রূপ সদ্ধর্ম্ম যতদিন জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে স্পষ্ট উদয় না হ'ন, ততদিন জিজ্ঞাসুর হৃদয় অন্ধকারাবৃত থাকে। তিনি শুদ্ধভক্তি কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারেন না। নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিলে

অমিশ্র শুদ্ধভক্তি তাহার হৃদয়ে কখনই উদয় হইবে না। অনেক পণ্ডিতাভিমানী লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, বুদ্ধিবলে এবং বিদ্যাবলে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। বস্তুতঃ কেহ-বা জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিকে, কেহ বা কর্ম্ম-মিশ্রা ভক্তিকে, ভক্তি বলিয়া মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের দম্ভ এত দূর যে, যদি চরিতামৃতের অর্থ শুনেন তবে বলেন যে—সকলেই আপন আপন মতে ভাল অর্থ করিতে পারেন, চরিতামৃতের অর্থ লইবার প্রয়োজন কি? এই সকল লোকের সদ্ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা না থাকায়, সদ্ধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ হয় না। ফল এই যে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় কৃত নবীন প্রণালী-মতে ভজন করিতে গিয়া কখনই শুদ্ধভক্তির আস্বাদন করিতে পারেন না।

কৃষ্ণ উদ্দেশ্যে ভোগ-ত্যাগ, কৃষ্ণ-তীর্থে বাস, একাদশী-ব্রত ও বৈষ্ণব-তুলস্যাদি পূজা

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ভোগাদি ত্যাগ করা সাধকের কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়-তর্পণের নাম 'ভোগ'। স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণকে কৃষ্ণ-সেবার কামনায় পর্য্যবসান করাই ভোগ-ত্যাগ। নিজের ভোগময় সংসারকে কৃষ্ণভক্তির অনুকূল করিয়া সেই সেই বিষয়ে নিজের ইন্দ্রিয়-সুখ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-প্রসাদ গ্রহণ করিলে ভোগ ত্যাগ হয়।

কৃষ্ণ-তীর্থে নিবাস করা একটি সাধনাঙ্গ। দ্বারকা, মথুরা, গঙ্গাতীরে ও প্রভুর লীলাস্থানে বাস করিলে সর্ব্বদা কৃষ্ণকে মনে পড়ে। ইহা অপেক্ষা আর অধিক লাভ কি আছে?

জীবনের সমস্ত ব্যবহারে ভক্তি-সাধনের প্রয়োজন মত অর্থ স্বীকার করিবে। অধিক আশা করিলে ভক্তি লোপ হইবে। আবশ্যক মত স্বীকার না করিলে ভক্তি-সাধনে ন্যূনতা হইবে।

হরি-বাসরের সম্মান বিশেষ যত্ন সহকারে করিবে। হরি-বাসরের সম্মানে সমস্ত ভক্তি-পোষক অভ্যাস সাধিত হয়। সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এক পক্ষের মধ্যে একদিন ভজন অভ্যাস করিতে করিতে নিরন্তর ভজন অভ্যাস হইয়া পড়ে।

ধাত্রী, অশ্বত্থ, তুলসী, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ইহারা পূজিত ও ধ্যাত হইলে মনুষ্যের সমস্ত পাপ নাশ করেন। জগদুন্নতি-সাধক বলিয়া ঐ সকল কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সংগ্রহ করা যায়।

উক্ত দশটী ভক্ত্যঙ্গ প্রথমেই অবশ্য স্বীকার্য্য

এই দশটী ভক্ত্যঙ্গ হরিভজনের প্রারম্ভ রূপ কার্য্য। যাঁহারা এই দশটি অঙ্গকে অবহেলা করেন, তাঁহাদের ভজন ও ভগবৎপ্রাপ্তি হওয়া কঠিন।

অতএব ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি আদৌ গুরুপদাশ্রয় করিয়া দীক্ষা, শিক্ষা ও গুরু সেবা করিবেন। সাধুদিগের চরিত্রের অনুকরণ ও সাধুদিগের সিদ্ধান্ত শিক্ষা করিবেন। নিজ জীবনকে কৃষ্ণময় করিবার জন্য কৃষ্ণতীর্থ-স্থলে বসিয়া কৃষ্ণ-উদ্দেশে নিজের সুখ-ভোগ ত্যাগ করিবেন। ব্যবহারিক কার্য্যদ্বারা ভক্ত্যানুকূল ভগবৎ-সংসার যাহাতে নির্ব্বাহ হয়, সেইরূপ অর্থ স্বীকার করিবেন। ভক্তি অভ্যাসের জন্য 'হরিবাসর' ও 'জয়ন্তী' প্রভৃতি কৃষ্ণব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। ভগবদ্বিভূতিময় সংসার গৌরবের স্থিতির জন্য অশ্বত্থাদির সম্মান করিবেন। এই দশটী অন্বয়-বিধি অবশ্য পালনীয়। ইহার সহিত নিম্নলিখিত দশটী ব্যতিরেক-বিধি পালন না করিলে কখনই ভক্তি সাধন স্থির থাকিবে না।

মায়াবাদী ও নাস্তিকগণের সঙ্গ ত্যাজ্য

ভগবদ্বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করিবেন না। ব্যবহারিক কার্য্যে তাঁহাদের সহিত সম্মিলন অবশ্য হইবে। সেই সেই কার্য্য পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। কার্য্য সমাপ্ত হইলে আর তাঁহাদের সহিত ব্যবহার রাখিবেন না। কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ যাঁহাদের চিত্তে উদয় হয় নাই, তাঁহারা জ্ঞান-কর্ম্মের আশ্রয়ে সর্ব্বদা দম্ভবিশিষ্ট থাকেন অতএব তাঁহারাই ভগবদ্বহির্ম্মুখ! বহুদেব-সেবী ধর্ম্মী নির্ভেদ-জ্ঞান-পিপাসু মায়াবাদী ও বেদশাস্ত্র বিরোধী নাস্তিক প্রভৃতি বহির্ম্মুখ।

বহু শিষ্য ও বহু শাস্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য নহে

শুদ্ধভক্তিতে যাঁহাদের শ্রদ্ধা উদয় হয় নাই সেরূপ লোককে শিষ্য করিবেন না। করিলে ভক্তি-সম্প্রদায় কাযে কাযে দূষিত হইয়া পড়ে। মহারম্ভাদি-ক্রিয়ার উদ্যমে ভক্তি হ্রাস হয় বলিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিবে।

ভক্তি-বহির্ম্মুখ গ্রন্থ-সমূহের কোন অংশ অভ্যাস ও ব্যাখ্যা-বাদ করিবে না। শুদ্ধ ভক্তি যে-সকল গ্রন্থে উপদিষ্ট ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও মহাজনগণের মীমাংসা-গ্রন্থ পাঠ করিবেন। অন্য মতের গ্রন্থে কেবল বৃথা তর্ক শিক্ষা হয়। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গর্ব্বের পরিণাম

ধনীটি কহিল গর্ব্বে এক দীনজনে
শুন মোর কথা, তুমি নিন্দ ভগবানে॥
নিষ্ঠুর তিনি অতি,
নাহি দয়া তব প্রতি,
তেঁই দরিদ্র করি' সৃজিলা তোমারে॥
ক্ষুধার জ্বালায় হায়!
তুমি কাতর তায়
শক্তির অভাবে তুমি পড়েছ নেতিয়া॥

ভগবান্ সদৃশ আমি
প্রচুর ধনের স্বামী,
পৃথিবীতে উচ্চশির সর্ব্বত্র ব্যপিয়া।
ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ জ্বালা জনম-মরণ
আমায় স্পর্শে কি কভু এই কয়জন?
পৃথিবীর লোকজনে
পালন করি একমনে
মম দাস বলি' তাদের হয় অভিমান।
শুন অজ্ঞ, মোর কার্য্য পৃথিবী পালন,
ত্রাণকর্ত্তা বলি' সবে করয়ে সম্মান॥

কেহ অন্ন ভিক্ষা চায়
কেহ দোষ করি হায়
পড়ে মোর চরণকমলে,
দাস-দাসী মোর ঘরে
সদা আসি' সেবা করে,
মোর ঘরে থাকে হেথা আপনি কমলা।

বিশ্বজয়ী নাম মোর বিখ্যাত ভুবনে,
তুমি দরিদ্র হ'লে বিধির কারণে।

দেখ মোর ধনরাশি,
কত যে বিলাই খুশী,
তবু ধন শেষ নাহি হয়,
ধন্য আমি জগৎ মাঝারে।

তব দুঃখ দেখে মোর বুক ফেটে যায়,
নিন্দ তুমি, নিন্দ আজি সেই বিধাতায়॥"

কিছুদিন পরে, আইলা ভুবনে
মন্বন্তর মহামারীরূপে ছিয়াত্তর সনে।

খাবারের প্রয়োজন
কি করিবে ধন,
ধন তথা খোলামখুচির ন্যায়।

ক্ষুধার জ্বালায় হায়।
ধনী হইল মৃতপ্রায়,
হায়! শেষকালে
হারাইল ধনসহ জ্ঞান নিশাকালে।

কৃষ্ণদাস করে যদি প্রভু অভিমান।
অবশেষে হয় তার অবশ্য পতন॥
নিত্যদাসত্ব কৃষ্ণের যে করে স্বীকার।
কৃষ্ণধাম গোলোকেতে স্থিতি হয় তার॥

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০০ পৃষ্ঠার পর)

'তন্ত্রমত' নামে—আর একটী মতের প্রচলন দেখা যায়। তাঁহাদিগকে তান্ত্রিক মত বলা হয়। তান্ত্রিক বলিলে সাধারণতঃ তামসিক তন্ত্রেরই অনুগত সাধকগণকে বুঝায়। সেই মতাবলম্বীগণ বলেন—"কলাবাগম্-সম্মতম্"। অর্থাৎ কলিকালে আগমোক্ত মতে (তন্ত্রমতে) সমস্ত পূজাদি না করিলে তাহার সম্যক্ ফল লাভ হয় না। সেই তন্ত্রমতের বীরাচার পদ্ধতিক্রমে পূজায় পঞ্চ 'ম'-কারের উল্লেখ আছে। অতএব শক্তিপূজায় মদ্য ও মাংসাদির প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য্য?" বহুস্থানে ঐ তন্ত্রমতে কালিকাদেবীর পূজাদিও হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্গাদেবীর পূজা বৈদিক বিধানে ও বৈদিক মন্ত্রাদি দ্বারাই সর্ব্বত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার পূজায় তন্ত্রোক্ত কোনও বিশেষ বিধি পরিদৃষ্ট হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রে তিন প্রকার ভাবে সাধনার (পূজার) বিধি দেখা যায়। যথা—(১) দিব্যভাব, (২) বীরভাব ও (৩) পশুভাব। ব্রহ্মজ্ঞানে সাধনাকারীর সাধনাকে **দিব্যভাব** কহে। মদ্য-মাংসাদিদ্বারা সাধনকারীর সাধনাকে **বীরভাব** (ইহাকে বামাচারী বা কৌলও) কহে। এবং বেদমতে মদ্যমাংসাদি-বর্জ্জনপূর্ব্বক সাধনাকারীর সাধনাকে **পশুভাব** অর্থাৎ বৈদিক ভাব কহে। কখন কোন্ ভাবে পূজাদি করিতে হয় তৎসম্বন্ধে কালীবিলাস-তন্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

সত্য-ত্রেতার্দ্ধ-পর্য্যন্তং দিব্যভাব-বিনির্ণয়ঃ।
ত্রেতা-দ্বাপর-পর্য্যন্তং বীরভাব ইতীরিতম্।
দিব্য-বীর-মতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে॥

অর্থাৎ—সত্যযুগ হইতে ত্রেতাযুগের পূর্ব্বার্দ্ধ পর্য্যন্ত দিব্যভাবে, ত্রেতার শেষার্দ্ধ হইতে দ্বাপরযুগ পর্য্যন্ত বীরভাবে এবং কলিকালে দিব্য ও বীরমতে সাধনা নাই। অতএব হে সুলোচনে পার্ব্বতি! এই কলিকালে শুধু পশুভাবেই সাধনা করিতে হয়। রুদ্রযামলেও দেখা যায়,—

দিব্য-বীরময়ো-ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।
কেবলং **পশুভাবেন** * মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্॥ (রুদ্র যাঃ ২৬ পটল)

দিব্য ও বীরভাব কলিকালে কখনও আচরণীয় নহে। কলিযুগে মানবের কেবল পশুভাবেই * মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

---

* **'পশুভাব'** অর্থাৎ **বৈদিক ভাব** বা **দেব-ভাব**। যথা—'পশুপতি'

তন্ত্রের এই সকল প্রমাণদ্বারা স্পষ্টই বোধগম্য হইতেছে যে কলিযুগের দুর্ব্বল মানবগণের পক্ষে দিব্যাচার বা বীরাচার-মতে সাধনা অসম্ভব। এই বীরাচার বা কুলাচারের সাধন অতীব কঠিন। মহাজিতেন্দ্রিয় পুরুষ ভিন্ন অন্যের এই বীরাচারে অধিকার নাই। নিরুত্তর তন্ত্রের ১০ম পটলে দেখা যায়—

'সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্বীরো ন বীরো মদ্য-পানতঃ।'

অর্থাৎ যিনি মন্ত্র সিদ্ধি করিতে পারেন, তাহাকেই বীর (বীরাচারী) বলা যায়। শুধু মদ্যপান করিয়াই বীর হওয়া যায় না। বীরভাবে সাধকের (কৌলের) লক্ষণ নির্ণয়-বিষয়ে শ্রীশিবের এইরূপ উক্তি আছে,—

ত্বং সমা চ ভবেন্নারী মৎসমঃ পুরুষো যদি।
শুদ্ধচিত্তস্তদাহসৌ তু সমর্থঃ কুলসাধনে॥

হে পার্ব্বতি! তোমার ন্যায় শুদ্ধচিত্তা নারী এবং আমার ন্যায় শুদ্ধচিত্ত পুরুষ হইলে সেই নারী ও সেই পুরুষ কুলসাধনে (কৌলাচারের সাধনায়) সমর্থ হয়। কুলার্ণব তন্ত্রের দ্বিতীয়োল্লাসে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে,—

কৃপাণ-ধারা-গমনাদ্ ব্যাঘ্র-কর্ণাবলম্বনাৎ।
ভুজঙ্গ-ধারণান্নূনমশক্যং কুল-সেবনম্॥

অর্থাৎ তীক্ষ্ণ অসীধারার উপর দিয়া গমন, ব্যাঘ্রের কর্ণমর্দ্দন ও হস্তদ্বারা বিষধর সর্পধারণ যেরূপ দুষ্কর, প্রকৃত কুলধর্ম্মাচরণ (কৌলাচার) তদপেক্ষাও অধিকতর দুষ্কর কার্য্য জানিবে। নির্ব্বাণ তন্ত্রেও দেখা যায়,—

শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদো যস্য চার্ব্বঙ্গি স কৌলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

হে দেবি! হে সুন্দরি! শ্মশানে ও গৃহে, সুবর্ণে ও তৃণে যাহার ভেদ-জ্ঞান নাই তাহাকেই প্রকৃত কৌল বলিয়া জানিবে।

উক্ত সমস্ত বচন-তাৎপর্য্যেই কলিহত দুর্ব্বল জীবগণের পক্ষে কুলাচার নিষিদ্ধ হইয়া পশ্বাচারের পূজার ব্যবস্থা তত্তৎ অধিকারীপক্ষে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,— 'পশুভাব-স্থিতোমর্ত্তো মহাসিদ্ধিং লভেদ্ ধ্রুবম্।'

(রুদ্রযামলে উত্তরতন্ত্র ২য় পটল)

মানবগণ পশুভাবে অর্থাৎ পশ্বাচারে (মদ্য-মাংস ব্যতীত স্বাত্ত্বিকী) সাধনা অর্থে 'দেবেশ' বা 'জীবেশ' শ্রীশিবকেই বুঝায়। পশ্বাচার বলিলে বৈদিক আচারকেই লক্ষ্য করে।

(পূজাদি) করিলেই মহাসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। কলিকালে অন্যভাবে তাহা কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পশ্বাচার যথা,—

বেদোক্তেন যজেদ্দেবীং কাম-সংকল্প-পূর্ব্বকম্।
স এব **বৈদিকাচারঃ পশ্বাচারঃ স** উচ্যতে ॥

(শব্দকল্পদ্রুমধৃত—আচারভেদতন্ত্র)

অর্থাৎ—নিজের অভীষ্টানুরূপ সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক **বেদোক্ত বিধানে দেবী ভগবতীর অর্চ্চনাকেই বৈদিকাচার কহে এবং ঐ বৈদিকাচারই পশ্বাচার নামে কথিত হয়।**

সুতরাং তন্ত্রমতের অজুহাতেও বলিদান বা মাংসাদি ভোজন অবাধগতিতে চলিতে পারে না। তন্ত্রমতের যাহা—পশ্বাচার, বেদাচারও যখন—তাহাই নিশ্চিত হইল, তখন বেদে রাগপ্রাপ্ত বলিদান ও মাংস ভোজনাদির সাক্ষাৎ কোনও বিধি না থাকায় মদ্য-মাংস-ব্যবহার বিষয়ে তন্ত্রমতেও বৈধ বলা চলে না। রাগপ্রাপ্ত কার্য্যে বিধি না থাকিলেও ইন্দ্রিয়াসক্ত জনগণ যথেচ্ছভাবে তাহা সম্পন্ন করিতে পারে বলিয়া, তাহাদের সেই উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার জন্যই 'পরিসংখ্যা' বিধি বা ব্যবস্থা করা হইয়াছে মাত্র। ইহা পূর্ব্বে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কাশীধাম শাক্ত ও শৈবগণের সর্ব্বোত্তম স্থান বলিয়া মান্য করা হয়। এবং পণ্ডিতপ্রধান বলিয়াও সুপরিচিত। বিশ্বনাথের এই পুণ্যপুরী কাশীধামে অন্নপূর্ণা পূজায় পশুঘাতের নিয়ম না থাকায়, তাঁহার কোনও পূজাতেই ছাগাদি পশু-বলি দেওয়া হয় না। বঙ্গের বহু রাজা মহারাজা কাশীতে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার বিশেষভাবে পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবং প্রতি বৎসর শত শত শ্রীদুর্গাপূজা ও কালীপূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; কিন্তু বাংলাদেশে ন্যায় পশুবলির প্রথা কোথাও দেখা যায় না;—সর্ব্বত্রই নিরামিষ ভোগ হইয়া থাকে। কাশীস্থ পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীবিশালাক্ষী দেবীর নিকটও নিরামিষ ভোগই হইয়া থাকে। **পণ্ডিতপ্রধান কাশীধামের এই সমস্ত শক্তিপূজা অঙ্গহীন বা অশাস্ত্রীয় হয় বলিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই।** এতদ্ব্যতীত ভারতের বহু বহু বিশিষ্ট শক্তি-মন্দিরেই সাত্ত্বিকভাবে বিনা বলিতে পূজার প্রচলন রহিয়াছে। তাহার দুই-চারিটি স্থানের বিবরণ সবিশেষভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া সকলের সন্দেহ-নিরসনার্থ এইস্থলে প্রদত্ত হইল।—

১। কলিকাতার সন্নিকটস্থ **শ্রীশ্রীদক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে** পূর্ব্বে বলিবিধান ছিল। স্বর্গীয়া রাণী রাসমণির দৌহিত্র কলিকাতা ইটালির জমিদার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বলরাম দাস মহাশয় ঐ মন্দিরের সেবাভার প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বলিবিধান জন্য অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি কাশীধাম, নবদ্বীপ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, ভট্টপল্লী ও হরিদ্বার প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান স্থানের স্বনামখ্যাত বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীর শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্মী নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট শক্তিপূজায় বলিদান একান্ত কর্ত্তব্য কি না, এবং ঐ বলিদান বন্ধ করিলেই বা শাস্ত্রীয় দোষ কি? তাহার ব্যবস্থাপত্র জন্য প্রার্থনা জানান। তদুত্তরে ঐ সকল পণ্ডিতগণের অনেকেই একত্রে মিলিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে একখানা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া তাহারা সকলেই স্বাক্ষরিত করেন, এবং পরে অনুপস্থিত পণ্ডিতগণেরও স্বাক্ষর করান হয়। ব্যবস্থাপত্রে তাঁহারাও প্রবন্ধেদর্শিত পদ্মপুরাণাদির বচন উল্লেখ করিয়া "বিষ্ণু-মন্ত্রোপাসক ও শক্তিমন্ত্রোপাসক সাত্ত্বিকাধিকারী সকলেরই পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত বলিদান সহ কালিকাপূজা বলিদান ব্যতীত করিলে কোনই পাপ হয় না, বরং সাত্ত্বিকবিধানে পূজা করাই প্রকৃত শাস্ত্রাভিমত"—এই মর্ম্মে বিধান প্রকাশ করে। এইরূপ ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হইয়া উক্ত মহাত্মা তদবধি ঐ মন্দিরে বলিদান বন্ধ করেন। সকলের কুসংস্কার দূর করার জন্য উক্ত ব্যবস্থাপত্র ও স্বাক্ষরকারী পণ্ডিতগণের নাম ১৩২০ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসী-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে নবদ্বীপের মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় অজিত নাথ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি সতেরজন, ভট্টপল্লীর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্ব-ভৌম, শ্রীবীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি দশজন, কাশীধামের মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন, ভাগবতাচার্য্য স্বামী প্রভৃতি নয়জন, হরিদ্বারের শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্রশাস্ত্রী শ্রীগোবিন্দ শাস্ত্রী ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ তীর্থস্বামী প্রভৃতি নয়জন, মোট পঁয়তাল্লিশ জন পণ্ডিত ঐ ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

২। বীরভূম জেলার **সিউড়ী সদরে** স্বনাম প্রসিদ্ধ মৃত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকালিকামন্দিরে দেবীর নিকট ছাগ বলি বা মৎস্য-মাংসাদি ভোগের ব্যবস্থা নাই। ঐ মহাত্মা দেবীর প্রতিষ্ঠাকালেই ভারতের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে এবং শ্রীযুত কৃষ্ণানন্দতীর্থ স্বামী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সমবেত সকলের বিচার এবং ব্যবস্থাক্রমে

সাত্ত্বিকভাবে পূজার অনুষ্ঠান করাই স্থিরীকৃত হয়। তদবধি প্রত্যহ দেবীর নিরামিষ ভোগই হইয়া থাকে। পশুবলি সর্ব্বতোভাবে নিবারিত আছে। পীঠস্থান বহুল বীরভূম জেলার সদরে শ্রীশ্রীকালীমাতার এইরূপ সাত্ত্বিকী পূজা পুণ্যাত্মার স্মৃতিকে গৌরবান্বিত করিতেছে।

৩। **নাটোরের** প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানীর সুযোগ্য বংশধর মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর বার্ষিক শ্রীদুর্গাপূজাকালে পূর্ব্বপুরুষ প্রচলিত পশু বলিদান বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই সাধু কার্য্যে অনেকেরই ভ্রান্তি বিদূরিত হইবে।

৪। **কলিকাতা বাঁধা বটতলার** স্বধর্ম্মপরায়ণ জয়নারায়ণ মিত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ীতে বহুকাল যাবৎ শ্যামাপূজা উপলক্ষে ১০৮টি বলিদান হইত। তন্মধ্যে ছয়টি মহিষ, দুইটি মেষ, আটান্নব্বইটি ছাগ, একটি কুষ্মাণ্ড ও একটি ইক্ষুদণ্ড এই সমস্তে মোট একশত আটটি বলিদানের প্রথা ছিল। কিন্তু তাঁহার সুযোগ্য পৌত্রগণ এই বলিদান রহিত করিয়াছেন। তৎপরিবর্ত্তে শাস্ত্রীয় বিধানমতে বলি প্রতিনিধিরূপে ক্ষীরের পুতুল উৎসর্গ করিবার নিয়ম করিয়াছেন। এই মিত্র মহাশয়ের শ্রীশ্রীকাশীধামে প্রতিষ্ঠিত যে কালীমূর্ত্তি আছেন, সেখানেও কোন বলির ব্যবস্থা নাই, নিত্য নিরামিষ ভোগ সহ পূজা ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৮ পৃষ্ঠার পর)

'ব্রহ্মসংহিতায়' উক্ত হয়েছে,—

"ঈশ্বরঃ পরম কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্॥ (ব্রঃ সং ৫।১)

অর্থাৎ—"সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ংরূপ, অনাদি এবং সর্ব্ব বিষ্ণু ও বৈষ্ণব তত্ত্বের আদি এবং সর্ব্ব কারণের কারণ।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আছে,—

"ত্বমীশ্বরাণা পরমং মহেশ্বরং ত্বং
দৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥"

অর্থাৎ—"তুমি ব্রহ্মরুদ্রাদি ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর। তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দেবতা। তুমি প্রজাপতিগণেরও পতি বা পালক। তুমি পরতত্ত্বেরও শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। তোমাকে আমরা জগদ্বন্দ্য লীলাপরায়ণ পরমেশ্বর বলে জানি।" স্কন্দ পুরাণে শিবজী পার্ব্বতীদেবীকে বলেছেন,—

"তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।
কারণং সর্ব্বভূতানাং স একঃ পরমেশ্বরঃ॥"

অর্থাৎ—"হে মহেশ্বরি! আমরা সেই নিমিত্ত-পুরুষ হতেই জাত হয়েছি। তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর এবং সর্ব্বভূতের কারণ।"

ঋগ্বেদ-বাক্যে কৃষ্ণের নিত্যলীলা অভিধাবৃত্তি ক্রমে বর্ণিত হয়েছে,—

"অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচির্বসান আবরীবর্ত্তিভুবনেষ্বন্তঃ॥
(ঋগ্বেদ ১।২২।১৬৪ সূক্ত, ৩১ ঋক্)

অর্থাৎ—"দেখিলাম এক গোপাল, তাঁহার কখন পতন নাই; কখন নিকটে, কখন দূরে—নানাপথে ভ্রমণ করছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্ব-সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকটাপ্রকট-লীলা বিস্তার করছেন।

কৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব ও পরতমত্ব সম্বন্ধে 'অথর্ব্ববেদ' বলেন,—

"মুনয়ো বৈ ব্রাহ্মণমুচুঃ—ক পরমো দেবঃ? কুতো মৃত্যুর্বিভেতি? কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি? তদুহোবাচ ব্রাহ্মণঃ—কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং। গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি। গোপীজন বল্লভ জ্ঞানেন এতদ্ বিজ্ঞাতং ভবতি। কৃষ্ণ এব পরমো দেবস্তং ধ্যায়েৎ, তং যজেৎ তং রসেৎ, তং ভজেৎ।"

অর্থাৎ—"মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—প্রভো! পরমেশ্বর কে? মৃত্যু কাহাকে ভয় করে? কি জ্ঞান লাভ করলে সমস্ত জানা যায়। তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন,—কৃষ্ণই পরমেশ্বর। মৃত্যু সেই গোবিন্দকে ভয় করে। এই গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ হ'লে সমস্তই অবগত হওয়া যায়। অতএব এই পরমেশ্বর কৃষ্ণকেই চিন্তা কর, তাঁর পূজা কর, তা'র নাম কীর্ত্তন কর, তা'র ভজনা কর।" 'পদ্মপুরাণে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীশিবজীর উক্তি,—

"ভুবনে সর্ব্বলোকানাং নারাধ্যো বৈ হরিং বিনা।
ভবার্ণবচ্ছিন্নকোঽপি সর্ব্বকামদঃ কামদঃ॥

অর্থাৎ—"ভব-বন্ধন-ছেদনকারী সর্ব্বফল-দাতা শ্রীহরি ব্যতীত জীবের আর আরাধ্য কেহ নাই। তিনিই সকলের একমাত্র উপাস্য।"

'গীতাতেও' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,—"অহং আদি হিদেবানাম্",—অর্থাৎ—"আমিই সমস্ত দেবতার আদি"; "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো"—অর্থাৎ,—"আমিই সকল বেদের জ্ঞাতব্য বিষয়।" ঋগ্বেদে "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে" মন্ত্রে শ্যামসুন্দর কৃষ্ণের কথাই ধ্বনিত হয়েছে। এইরূপে সকল শাস্ত্রেই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের শক্তির পরিণতিতে জগৎ ও জীবের প্রকাশ হয়েছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব-রহস্য

ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের ধাম দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল-এর মধ্যে গোকুল শ্রেষ্ঠ। আবার গোকুলের অন্তর্গত গোলোকধাম ঐশ্বর্য্যময় ও ব্রজধাম মাধুর্য্যময়। তাই কৃষ্ণলোকের মধ্যে ব্রজধামই সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বোর্দ্ধে। কৃষ্ণই মূল ভগবান্ এবং তিনি স্বয়ংরূপে সর্ব্বদা নিজধামে অবস্থান ক'রে ভক্ত, দাস, সখা ও প্রেয়সীগণের সহিত নিত্য নব নব লীলা-ক্রীড়ায় নিরত আছেন। তিনি স্বয়ং-রূপে সৃষ্ট্যাদি কোন কার্য্য করেন না। তবে তাঁর ইচ্ছাতেই সর্ব্ব কার্য্য সম্পন্ন হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের একই বিগ্রহে অনন্ত-স্বরূপ ও অনন্ত-শক্তি। তাঁর অনন্তস্বরূপ থাক্‌লেও তিনি প্রথমেই স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ (ভগবদাবেশ ও শক্ত্যাবেশ) রূপে বিরাজিত এবং তাঁর স্বয়ংরূপে ব্রজে গোপ-মূর্ত্তিই স্বতঃসিদ্ধ ও সর্ব্বোত্তম।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংরূপ (মূর্ত্তি) দ্বিবিধ—স্বয়ংরূপ ও স্বয়ং প্রকাশ। ব্রজনাথ নন্দনন্দন গোপমূর্ত্তি কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। স্বয়ংরূপের সংজ্ঞায় লঘুভাগ-বতামৃত বাক্য, যথা,—"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ং রূপঃ স উচ্যতে।" কৃষ্ণের স্বয়ং প্রকাশ আবার দুই প্রকারে প্রসিদ্ধ, যথা—প্রাভব-প্রকাশ ও বৈভব-প্রকাশ। তিনি প্রাভব-প্রকাশে বা মুখ্য প্রকাশে ব্রজধামে বহুমূর্ত্তি ধারণ করে গোপীদের সাথে রাসলীলা কর্‌ছেন। আর বৈভব-প্রকাশে বা গৌণ-প্রকাশে তিনি দ্বারকায় মহিষী-বিবাহে একই সময়ে ভাব বেশ-ভেদে সকল মহিষীর গৃহে গমনপূর্ব্বক বহুমূর্ত্তিধারী। প্রসঙ্গতঃ জগৎগুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় জানিয়েছেন,—"আকারৈক্যে মুখ্য প্রকাশঃ আকারভিন্নত্বে গৌণ প্রকাশঃ। তথা মহিষী-বিবাহদর্শনাভাবাৎ তদুপলক্ষিত-নারদ-দৃষ্ট-প্রকাশস্য চিহ্নাদিভিন্নত্বেন সর্ব্বথা তৎস্বরূপভাবাৎ রাস-প্রকাশস্যৈব মুখ্যতম্।"

"সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাব-বেশ-ভেদে নাম বৈভব প্রকাশে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য)

আবার বৈভব প্রকাশে কৃষ্ণই ক্ষত্রিয় ভাব ও ক্ষত্রিয়-বেশে দ্বিভুজ দেবকী-নন্দন বাসুদেব এবং স্বয়ং প্রকাশ-বিগ্রহে বা দ্বিতীয় দেহে ভিন্ন আকৃতিতে গোপ-অভিমানী স্বয়ং প্রকাশ বস্তু মূল সঙ্কর্ষণ বলরাম বা বলদেব রূপে বিরাজিত। কৃষ্ণের স্বয়ংরূপের অভিন্ন এবং ভাব-বেশ ও আকৃতিতে ভিন্ন তদেকাত্ম-পুরুষগণ বিলাস ও স্বাংশ ভেদে দ্বিবিধ। বিলাস আবার প্রাভব-বিলাস ও বৈভব-বিলাস নামে খ্যাত। দেবকীনন্দন বাসুদেব দ্বিভুজ পরিত্যাগ করে যখন চতুর্ভুজ হ'ন তখন আর বৈভব-প্রকাশ থাকেন না, পরন্তু প্রাভব-বিলাস হন। "যে কালে দ্বিভুজ, নাম বৈভব-প্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব-বিলাস॥" (চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণের স্বয়ং প্রকাশ বিগ্রহ বলরামের ও যেমন ব্রজধামে গোপভাব-গোপ-বেশে বৈভব-প্রকাশ আছে, তেমনি তাঁর দ্বারকা-মথুরা ধামে নিত্য ক্ষত্রিয়ভাব ও ক্ষত্রিয়বেশে আদি চতুর্ব্যূহরূপে প্রাভব-বিলাস হয়। এইভাবে বলরামও কৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ। কৃষ্ণের এই আদি-চতুর্ব্যূহের চারিমূর্ত্তি দ্বিভুজ।

"বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব-বিলাসে।
একই মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব-ভেদে আসে॥" (চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণলোকের অধোভাগে সবিশেষ পরব্যোম বৈকুণ্ঠলোক। বৈকুণ্ঠলোকে কৃষ্ণের বৈভব-বিলাস প্রকাশিত; কৃষ্ণলোকের আদি-চতুর্ব্যূহই পরব্যোম বৈকুণ্ঠলোকে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহরূপে তথা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বিরাজমান। প্রাভব-বিলাস আদি-চতুর্ব্যূহ থেকেই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ ও অন্যান্য চতুর্ব্যূহরূপী বৈভব-বিলাসগণ তথা অস্ত্রবৈচিত্র্যে চব্বিশ মূর্ত্তিরূপ বৈভব-বিলাস প্রকটিত।

কৃষ্ণই বিলাস-বিগ্রহে চতুর্ভুজ নারায়ণ 'মহাকর্ষণ' নামে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ সহ পরব্যোম বৈকুণ্ঠে বিরাজিত। এইভাবে কৃষ্ণ স্বয়ং গোকুলাদি তিন ধামে অনন্ত সময় কেবল লীলাময় এবং তিনিই একই স্বরূপে মূল সঙ্কর্ষণ বলদেবরূপে প্রকাশিত হ'য়ে আদ্য কায়ব্যূহে কৃষ্ণলীলার সহায়ক হয়েছেন। আবার তিনিই সৃষ্টিকামযুক্ত হয়ে মহাকর্ষণরূপে পরব্যোম বৈকুণ্ঠে বিলাস-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে তদংশরূপে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুরূপে কৃষ্ণেচ্ছায় সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন। বসুদেবের হৃদয়ে দাসাভিমান

বা ভক্ত-অভিমান থাকায় তদংশ বা অংশাংশে সকল বিষ্ণুতত্ত্বেই ভক্তভাব স্বাভাবিক ভাবেই আছে।

"মথুরা-দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া।
নানা-রূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈয়া॥
বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী, তুরীয়, বিশুদ্ধ॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল-লীলাময়।
নিজগণ লৈয়া খেলে অনন্ত সময়॥
পরব্যোম মধ্যে করি' স্বরূপ প্রকাশ।
নারায়ণরূপে করেন বিবিধ বিলাস॥
স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী-ভূ-লীলা-শক্তি যাঁর চরণ সেবয়ে॥" (চৈঃ চঃ আদি)

কৃষ্ণের বিলাস মহাসঙ্কর্ষণ হ'তেই স্বাংশের প্রকাশ। স্বাংশ বল্‌তে মহাসঙ্কর্ষণের অংশ পুরুষাবতার ও মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতার। ইঁহারা শক্তিমত্তত্ত্ব বা ঈশতত্ত্ব: পরব্যোম বৈকুণ্ঠের অধোভাগে শেষসীমায় জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম বা সিদ্ধলোক। ব্রহ্মলোকের বাহিরে চিন্ময় জলপূর্ণ কারণ-সমুদ্র বা বিরজা নদী। মহাসঙ্কর্ষণ এক অংশে আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু বা কারণার্ণবশায়ী নামে সেই কারণ সমুদ্রে শায়িত।

শাস্ত্রবলেছেন,— "কারণাব্ধি-পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি॥" (চৈঃ চঃ মধ্য)

পাদ্মোত্তর খণ্ডে বর্ণিত আছে,—

"তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্‌ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমেনন্তং পরমং পদম্॥"

অর্থাৎ—"সেই বিরজার পরপারে পরব্যোম আছেন। পরব্যোম—চিজ্জগৎ। অতএব অশোক, অভয় ও অমৃতরূপ ত্রিপাদ বিভূতি তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান।"

পরব্যোম বৈকুণ্ঠে সত্ত্ব-রজস্তমো গুণ নেই। সেখানকার কোন বস্তু সৃষ্টবস্তু নয়, তাই সেখানে রজগুণের প্রভাব নেই। সেখানকার কোন বস্তুর ধ্বংস

হয় না—তাই প্রলয়ের কারণ তমগুণের প্রভাবও সেখানে নেই। সত্ত্বগুণ প্রাকৃত মায়িক বলে সেখানে সত্ত্বগুণও নেই। বৈকুণ্ঠধাম তাই নির্গুণ নিত্য সনাতন নাম। সেই পরব্যোম বৈকুণ্ঠ-লোকে সদাশিব-বৈকুণ্ঠ, নৃসিংহ-বৈকুণ্ঠ, রাম-বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি অনন্তকোটী বৈকুণ্ঠ বিদ্যমান।

"অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক এক দেশে যার।
সে পরব্যোমের কেবা গণয়ে বিস্তার॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম যার দলশ্রেণী।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকায় গণি॥
এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য, স্থান, অবতার।
ব্রহ্মা, শিব অন্ত না পায়, জীব কোন্ ছার॥
এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্‌গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি না পায় যাঁর অন্ত॥" (চৈঃ চঃ মধ্য)

বৈকুণ্ঠধামের বেষ্টনী জলনিধি কারণ সমুদ্রকে মায়াশক্তি স্পর্শ করতে পারে না। আদি পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুই অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সমস্ত জীবশক্তির অধিষ্ঠান ও মূল। তিনি সৃষ্টিকালে চিচ্ছক্তিবলে সৃষ্টিকামযুক্ত হ'য়ে তাঁর অধীনা জড়া প্রকৃতি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ বা দৃষ্টি করেন। এই জড়মায়া হচ্ছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাপোষণ-শক্তি যোগমায়ার বিকার বা চিচ্ছক্তির ছায়া-বিকার। আদি পুরুষবতারের সেই ঈক্ষণ বা দৃষ্টির প্রভাব নিমিত্তই আধারময় প্রকৃতিতত্ত্ব মায়া ক্রীয়াবতী হয়। সেই সময় প্রতিফলিত যে জ্যোতির উদয় হয়, সেই সনাতন জ্যোতির আভাস দ্রব্যময় প্রধানরূপ তত্ত্ব শম্ভু লিঙ্গ। মহাবিষ্ণুর সেই ঈক্ষণ কার্য্য সরাসরি না হওয়ায় মায়ার সঙ্গ হয় না, কারণ কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই চিচ্ছক্তিরূপা রমাদেবী সেই ঈক্ষণ বহন করে প্রপঞ্চ সহ মহৎ-তত্ত্বরূপ বীজ মায়াতে সংযোগ করেন। সেই ঈক্ষণ কার্য্যে কৃষ্ণেরও জড়-মায়ার সহিত সাক্ষাৎ ভাবে সঙ্গ হয় না। সেই ঈক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্র-বাক্য যথা,—

"কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥" (ভাঃ ৩।৫।২৬)

অর্থাৎ,—"কালবৃত্তি দ্বারা গুণময়ী (ক্ষোভিতা) মায়ায় সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীহরি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা আদি পুরুষাবতার দ্বারা বীর্য্য (চিৎ পরমাণুরূপ জীবশক্তি) আধান করেছিলেন।"

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' এ' সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় লিখেছেন,— "মায়ার যে দুই বৃত্তি—'মায়া' আর 'প্রধান'।

'মায়া' নিমিত্ত হেতু, বিশ্বের উপাদান'প্রধান' ॥
সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান ॥
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
জীবরূপ 'বীজ' তা'তে কৈলা সমর্পণ ॥" (চৈঃ চঃ)

সর্ব্ববাদীসম্মত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন,—

"মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥" (গীঃ ১৪।৩)

অর্থাৎ—"হে ভারত! প্রকৃতি আমার যোনি বা গর্ভাধান স্থান আমি তাহাতে তটস্থ প্রভাবরূপ জীব-বীজকে আধান করি, তাহা হ'তেই সমস্ত জীবের উদ্ভব হয়।"

শ্রীভগবানের তটস্থাখ্য জীব-বীজ সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জানিয়েছেন,—"ভগবানের তটস্থাখ্য-জীবশক্তিতে কৃষ্ণোন্মুখী চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ ভোগ-বাসনা-বীজও অব্যক্তভাবে অবস্থিত।" এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তি প্রকটিত কিরণ কণারূপে বিভিন্নাংশ অনন্ত জীব আদি-পুরুষাবতারের ঈক্ষণ প্রভাবে মায়ার সহিত মিলিত হন। জীব স্বরূপতঃ ভগবানের কিরণকণ হওয়ায় ভগবানের লক্ষণ ও গুণসমূহের কণ প্রাপ্ত হয়েছেন। মায়া প্রবণ জীব শুদ্ধচিৎকণস্বরূপ প্রাপ্ত হ'লেই ভগবদ্গুণাদি অনুরূপে সঞ্চারিত হয়।

মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণকার্য্য সম্বন্ধে জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উপদেশ স্মরণীয় ;—"কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হ'তে মায়ার প্রতি যে ঈক্ষণ করেন, তা'তে দুইপ্রকার কার্য্য হয় অর্থাৎ পুরুষের কিরণ কণারূপে অনন্ত জীবকে মায়া মধ্যে নিবিষ্ট করে এবং স্বয়ং অঙ্গাভাসে মায়া স্পর্শ করে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। অঙ্গাভাস—অঙ্গ মিলনের আভাস মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে অঙ্গ-মিলন নয়।" জড়মায়ার প্রতি মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণে প্রভাব সঞ্চারিত হওয়াতে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য প্রকাশ পেয়েছে।

মহাবিষ্ণুর অধ্যক্ষতা-প্রভাবেদ্রব্যময় প্রধানরূপ শম্ভু আধারময় প্রকৃতি-তত্ত্ব মায়া—এই উভয়ের ক্রিয়া-চেষ্টায় মায়া হিরণ্ময় মহত্তত্ত্ব প্রসব করেন। সেই সময় জ্যোতির্লিঙ্গময় শম্ভু মহাবিষ্ণুর বিভিন্নাংশ হয়েও আধিকারিক দেবতা ও শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার মধ্যে পরিগণিত। ইনি বৈকুণ্ঠলোকের অন্তর্গত শিবলোকে বিরাজিত স্বাংশ সদাশিবের অংশ। সদাশিব নিজস্বরূপে ভগবৎ-সেবক। অতঃপর শ্রীভগবানের অধ্যক্ষতায় সেই মহত্তত্ত্ব থেকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হ'ল। সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ, রাজসিক অহঙ্কার থেকে বুদ্ধি ও দশ-ইন্দ্রিয় (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্), তামসিক অহঙ্কার থেকে পঞ্চ মহাভূত (ভূমি বা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ) এবং পঞ্চ-মহাভূতের সূক্ষ্ম অবস্থা পঞ্চ তন্মাত্র (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ) প্রকাশিত হ'ল। এইভাবে ভগবানের ঈক্ষণ-প্রভাবে অপরা বা মায়া শক্তিগত অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হল। এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডগুলিতে ভগবানের একপাদ বিভূতি এবং বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময়ধামে ত্রিপাদ বিভূতি বর্ত্তমান।

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিতে গুণময়ী জড়া মায়ার মুখ্য কর্ত্তৃত্ব নেই, কেননা কৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত জড়মায়া ক্রীয়াবতী হ'তে পারেন না। অপরা বা মায়া-প্রকৃতির বৃত্তি জড়; কিন্তু ভগবানের পরা-প্রকৃতি জীবশক্তি জড় ন'ন,—জীবশক্তির চৈতন্যত্ব বিদ্যমান। তাই মায়াশক্তি অপেক্ষা জীবশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

অর্থাৎ—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম্—এই পাঁচটি স্থূল জড় ও মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই তিনটি সূক্ষ্ম জড়—এই অষ্টপ্রকার আমার অপরা বা মায়াশক্তির বৃত্তিবিশেষ। কিন্তু ইহা হ'তে পৃথক্ ও শ্রেষ্ঠ আমার পরা প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপে জীবশক্তি আছে, তার থেকে জীবসমূহ নিঃসৃত হয়ে জড়-জগতে অবস্থান কর্‌ছে। (**ক্রমশঃ**)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী

স্বামী ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের বাল্যকালে নাম ছিল শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়। পিতার নাম শ্রীমহেশ্চন্দ্র রায় এবং মাতার নাম ছিল শ্রীমতী মৃণ্ময়ী দেবী। আসামস্থ গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত গোলোকগঞ্জ থানার অধীন লক্ষীমারী গ্রামে ১৯৪৫ সালের ১লা মার্চ্চে জন্ম হয়। তাঁহার পিতা গ্রামের ভূম্যধিকারী ছিলেন। বালক যোগেন্দ্র গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সহর গোলোকগঞ্জের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে মাত্র ৮ বৎসর বয়সেই ভর্ত্তি হয়।

শৈশবকাল হইতেই যোগেন্দ্র (ডাক নাম যোগেন) ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। মাত্র তিন মাস যখন তাহার বয়স তখনই তাহার মাতৃ বিয়োগ হয়। বাল্যবিধবা-নিঃসন্তান পিসিমা-ই তাহাকে লালন-পালন করিতে থাকেন। শিশু যোগেন্দ্রের মাতৃ বিয়োগ ঘটলেও পিসিমা শ্রীমতী বর্ণময়ী দেবীর স্নেহ-যত্নে শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। পিসিমায়ের এতো আদর পেয়েছিল যে, সে নিজেরই গর্ভধারিণীমা ব্যতীত অন্য কিছু মনে করিতে পারিত না। মাতৃহারা যোগেন পিতার ছিল অত্যন্ত স্নেহের পুতুল। সামাজিক জীবনে পিতার যেমন আভিজাত্য ছিল তেমনি তাহার সহিত বাল্যকাল হইতেই বহু স্থান ভ্রমণ করিবার সুযোগ হইত। পিতা প্রায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণে গেলে বালক-পুত্র যোগেন্দ্রকে তিনি সঙ্গে রাখিতেন। তাহার পিতা ছিলেন ধর্ম্মভীরু উদার চরিত্রের। বালক যোগেন্দ্রকে পড়াশুনার মধ্যে এমনকি রাত্রি শয়নকালে পিতা শুয়ে শুয়ে তাহাকে রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ-ভাগবত এবং ইতিহাস, ভূগোল তথা অনেক মহাপুরুষদের জীবনচরিত শুনাইতেন। সুতরাং বাল্যকাল হইতেই স্বাভাবিক অবস্থাতেই যোগেন্দ্রের মন ধর্ম্মে আপ্লুত হইতে থাকে। তাই স্বভাবতই বালক যোগেন্দ্র যেখানেই কোন সাধু-সন্ত দেখিতেন সেখানেই ছুটিয়া যাইতেন।

যখন সহরে এসে ইংরাজী স্কুলে যোগেন্দ্র ভর্ত্তি হন তখন ১৯৫৩ সালে গোলোকগঞ্জে গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই অবধি এই মঠের সহিত যুক্ত থাকে। ইত্যবসরে তাহার ধর্ম্মীয় জীবনে বিশেষ আকর্ষিত হওয়া

দেখে তাহার পিতা কুলগুরুর নিকট দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। পিতার নির্দ্দেশে বালক যোগেন্দ্রের ৮ বৎসর বয়সেই উপনয়ন সংস্কার ও দীক্ষা-গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। বালক যোগেন্দ্র কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হইলেও বহু ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ করিতে থাকেন। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, স্বামী নিগমানন্দের আশ্রম, শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রভৃতির সাধু-সন্ন্যাসীগণের সহিতও যোগাযোগ করেন। কিন্তু এর মধ্যেও তাহার অধ্যয়ন-কার্য্য চলিতে থাকে।

বালক যোগেন্দ্র যখন ৭ম শ্রেণীর ছাত্র তখনই রাজনীতির সহিত তাহার পরিচয়। অষ্টম শ্রেণীতে উঠিলে আসামে তেল-শোধনাগার আন্দোলনের সময় ছাত্র-সংস্থার সহিত সংযুক্ত হইয়া সরকারের ভুল-নীতির প্রতিবাদ করে। অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার হর্ষোৎফুল্লিত দিবসেই হঠাৎ জীবনের মধ্যে এক শোকাবহ ঘটনা ঘটে অর্থাৎ পরীক্ষার কুশল সংবাদ পিতার নিকট পৌঁছাইতে বাড়ী গিয়া দেখে পিতৃদেব শয্যায় অসুস্থ। হর্ষের মধ্যে তাহার যে বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছিল সেই রেখা চিরকালের জন্যই জীবনকে নিঃসঙ্গ করিল। পরের দিন প্রাতে দ্বাদশীর দিন তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয় ১৯৫৭ সালে। আগের দিন একাদশীর উপবাসী থাকা সত্ত্বেও পিতৃভক্ত বালক যোগেন্দ্র তিন দিবসকাল উপবাসী থাকিয়া পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাঁহার একমাত্র ভ্রাতা অগ্রজ সতীশচন্দ্র ও দিদি সন্ধ্যারাণীর প্রতিও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-প্রীতি বর্ত্তমান ছিল।

এইবার কিশোর যোগেন্দ্র পিতৃ-বিয়োগে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেও নিরাস হইলেন না। পিতার উদ্দীপনাময় বাণী জীবনকে সদ্ভাবে চলিবার প্রেরণা যোগাইত। পূর্ব্বে পিতার নিকট হইতে আদেশ লইয়া স্কুলের ছাত্রাবাসে না থেকে এক বন্ধুর সহিত তাহাদের স্কুলের এক মাষ্টার মহাশয়ের ভাড়াবাসায় থেকে নিরামিষ আহার করিয়া ছাত্র-জীবন যাপন করিতেছিল, —ইহারও কোন পরিবর্ত্তন হইল না। এভাবেই স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কলেজ জীবনে যথাসময়ে পদার্পণ করেন।

তাহার মাতুলের আদেশে রামকৃষ্ণ মিশনে থেকে কলেজ জীবন আরম্ভ করার কথা ছিল। কিন্তু সাত্ত্বিক আহার নিয়াই তাহার সহিত একমত হইতে না পারিয়া মাতুলকে অনুরোধ করত স্বাধীনভাবে থেকে নিরামিষ

আহার গ্রহণ করিয়া পড়া-শুনা করিবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করে। অগত্যা বাড়ীর সকলেই সেই ইচ্ছার বিরোধিতা করেন নাই।

স্নাতক পরীক্ষা তখন প্রায় সন্নিকটস্থ হইয়া আসিয়াছিল ইত্যবসরে তিনি শুনিতে পাইলেন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-মহারাজ ভীষণভাবে অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় আছেন। এই সংবাদ তাহার নিকট ভাবিকালের অশুভ ইঙ্গিত আনিতে পারে—এই দুর্ভাবনায় তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পরিলেন। কেননা উক্ত মহারাজের নিকট প্রচুর হরিকথা, দার্শনিক-বিচার শ্রবণ করিয়া তিনি জীবনে যে আধ্যাত্মিকতার-দিক যাইবে স্থির করিয়াছিল তাহা কিজানি পূরণ না হয়—এই ভাবনায় বিচলিত হইয়া পড়ে। তাই কাল-বিলম্ব না করিয়া সোজা নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। এদিকে ভগবদিচ্ছাক্রমে সভাপতি-মহারাজ অনেকটা সুস্থ হইয়া তৎপূর্ব্বেই নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন।

কিশোর যোগেন্দ্র অধ্যয়নরত থাকাকালেই প্রথমে স্কুলের অস্থায়ী শিক্ষকতা এবং তাহা ছেড়ে দি, ডব্লিউ অফিসে স্থায়ী সরকারী চাকরী করে থাকলেও ধর্ম্মীয় জীবন তাহাকে এমন ভাবে আকর্ষণ করিতেছিল যে, সমস্ত কিছু ছেড়ে ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** নিকট সাত্বত-বিধানানুযায়ী পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

তিনি প্রথমে তাঁহার গুরুদেবের ব্যক্তিগত সচিবরূপে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। তাহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিষ্ঠা ও প্রীতি দর্শনে গুরুদেব তাহাকে 'ভক্তি-বান্ধব' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং উক্ত সেবার উপরিও সমিতির গ্রন্থ-প্রকাশনী বিভাগের যাবতীয় দায়ীত্বও অর্পণ করেন। সমিতির নিজস্ব মুদ্রাণালয়ের গুরুদায়ীত্ব ও গুরুপাদপদ্মের একান্ত সচিব হিসাবে সেবাকার্য্যে নিয়োজিত থাকেন।

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসের ৬ তারিখে শারদীয়া-পূর্ণিমা-দিবসে আচার্য্যবর্য্য পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার মানসে তিনি ১২জন সদস্য নিরূপণ করিয়া যান। তাহার মধ্যে উক্ত ভক্তি-বান্ধব ব্রহ্মচারীজীও একজন। সেই হইতে অদ্যাবধিও উক্ত ব্রহ্মচারীজী সমিতির

বিভিন্ন সেবাকার্য্যে তথা গ্রন্থ-প্রকাশনী-বিভাগের অধিকর্ত্তারূপে নিয়োজিত আছেন এবং সমিতির জমি-জমা সুরক্ষা-ব্যাপারেও দায়িত্ব পালন তাহার অন্যতম কৃত্য।



বিগত ২৫ ফাল্গুন, ১৩৮৮ (ইং ৯।৩।১৯৮২) মঙ্গলবার দিবসে সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিবান্ধব-প্রভু **"ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ"** নামে পরিচিতি লাভ করেন।

নম্র, বিনয়ী, দৃঢ়চেতা ও ন্যায়বাদিতাই তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য।

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

[পুরীধামের প্রথানুসারে]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
ফোন ঃ ২৪৭

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ৬ই আষাঢ়, ১৩৮৯ (ইং ২১।৬।৮২) সোমবার হইতে ১৬ই আষাঢ়, ১৩৮৯ (ইং ১।৭।৮২) বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্ঠগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল।

ইতি—৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯ ; ইং ১৩।৬।৮২

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **৬ই আষাঢ়** (ইং ২১।৬।৮২), সোমবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **৭ই আষাঢ়** (ইং ২২।৬।৮২), মঙ্গলবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**-মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন** ও মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **৮ই আষাঢ়** (ইং ২৩।৬।৮২), বুধবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**; অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে শোভা-যাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৮টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, আরাত্রিক ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **৯ই আষাঢ়**, ২৪শে জুন, বৃহস্পতিবার হইতে **১১ই আষাঢ়**, ২৬শে জুন শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **১২ই আষাঢ়** (ইং ২৭।৬।৮২), রবিবার **হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মীবিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে দিবা ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন সহায় আরাত্রিক, তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

৬। **১৩ই আষাঢ়**, ২৮শে জুন সোমবার হইতে **১৫ই আষাঢ়**, ৩০শে জুন বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্রি **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, শ্রীরাম-লীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **১৬ই আষাঢ়** (১।৭।৮২), বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, আরতি ও সাধারণ-মহোৎসব।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৪শ বর্ষ | ১১ শ্রীধর, ক্ষীরোদশায়ী, ৪৯৬ গৌরাব্দ
৩২ আষাঢ়, শনিবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৭।৭।১৯৮২ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র-স্তোত্রম্

[শ্রীপদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে]

দেবা উচুঃ—

জয় দাশরথে সুরার্ত্তিহঞ্জয়তাদ্দানব-বংশদাহকঃ ।
জয় দেব বরাঙ্গনাগণ-ব্যপকর্ষাদিকরারিদারকঃ ॥১॥
ভব যদ্দনুজেন্দ্রনাশনং কবয়স্তৎকথয়ন্ত চোৎসুকাঃ ।
প্রলয়ে জগতাং ততীঃ পুনর্গ্রসসে ত্বং ভুবনেশ লীলয়া ॥২॥

(শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পর) দেবতাবৃন্দ প্রণত হইয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ।—হে দেবগণের আর্ত্তিনাশন ! দশরথনন্দন রাম ! আপনার জয় হউক ; হে রাম ! আপনি দৈত্যবংশ ধ্বংশ করিয়াছেন ।

আপনি দেবাঙ্গণাগণের অত্যাচারকারী অতিদুষ্ট ত্রিভুন-শত্রু রাবণকে বধ করিয়াছেন। আপনার জয় হউক। আপনার এই দৈত্যরাক্ষস-বিনাশন-কথা কবিগণ আগ্রহ-সহকারে বর্ণন করুন। হে ভুবনেশ্বর! এই জগৎ আপনারই লীলা; এই লীলা-অবসানে,—প্রলয়কালে আপনিই আবার এই জগৎসমূহ গ্রাস করিয়া থাকেন ॥১-২॥

জয় জন্মজরাদিদুঃখকৈঃ পরিমুক্তপ্রবলোদ্ধরোদ্ধর।
জয় ধর্ম্মকরান্বয়াম্বুধৌ কৃতজন্মজন্নরামবচ্যুত ॥৩॥

(হে শ্রীরামচন্দ্র!) আপনি জন্ম-জরাদি দুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত; আপনার জয় হউক। আপনি অতি উদ্ধত দৈত্যদিগকে নিহত করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। হে অজর, অমর অচ্যুত! আপনি সূর্য্যবংশরূপ সাগরে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন; আপনার জয় হউক ॥৩॥

তব দেববরস্য নামভির্ব্বহুপাপাশ্চ গতাঃ পবিত্রতাম্।
কিমু সাধুদ্বিজবর্য্যপূর্ব্বকাঃ সুতনুং মানুষতামুপাগতাঃ ॥৪॥

হে দেববর! আপনার নাম উচ্চারণ করিয়া বহুতর পাপী উদ্ধার পাইয়াছে, যাঁহারা সাধু দ্বিজবর সতত পুণ্যকারী সুমানুষ-জন্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের তো কথাই নাই ॥৪॥

হরবিরিঞ্চিনুতং তব পাদয়োর্যুগলমীপ্সিত-কামসমৃদ্ধিদম্।
হৃদি পবিত্রযবাদিক-চিহ্নিতৈঃ সুরচিতং মনসা স্পৃহয়ামতে ॥৫॥

(হে রঘুনন্দন!) ঈপ্সীত ফলদায়ী হর-বিরিঞ্চি-স্তুত পবিত্র যবাদি-চিহ্নযুক্ত ভবদীয় পাদপদ্মযুগল হৃদয়ে ধারণ করিতে আমাদের স্পৃহা হইয়াছে ॥৫॥

যদি ভবান্ন দধাত্যভয়ং ভুবো মদনমূর্ত্তি-তিরস্করকান্তিভৃৎ।
সুরগণাশ্চ কথং সুখিনঃ পুনর্ননু ভবন্তি ঘৃণাময় পাবন ॥৬॥

হে ভুবনমোহন! সুন্দরমূর্ত্তে! আপনি যদি পৃথিবীকে অভয়দান না করেন, তাহা হইলে হে দয়াময় পাবন! দেবগণ কিরূপে সুখী থাকিবে? ॥৬॥

যদা যদাস্মান্ দনুজা হি দুঃখদাস্ত-
দাতদা ত্বং ভুবি জন্মভাগ্ভব।
অজোঽব্যয়োঽপি প্রবরোঽপি সন্ বিভো
স্বভাবমাস্থায় নিজং নিজার্চ্চিতঃ ॥৭॥

মৃত-সুধাসদৃশৈরঘনাশনৈঃ-
সুচরিতৈরবকীর্য্য মহীতলম্ ।
অমনুজৈর্গুণশংসিভিরীড়িত-
স্ত্বমত আশু পুনঃ প্রবিশেঃ পদম্ ॥৮॥

হে সর্ব্বেশ্বর ! হে বিভো ! আপনি অজ, অবাগ্র এবং স্বভাবে অবস্থিত হইলেও দৈত্যগণ যখন নিতান্ত উপদ্রবকারী হইবে, তখন অনুগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং এইরূপে মৃতব্যক্তির সঞ্জীবনী-সুধাকল্প পাপনাশন বহুগুণশোভিত অলৌকিক চরিত্র-গুণে সমস্ত ভূতলে পূজিত হইয়া পুনরায় নিজ বৈকুণ্ঠধামে প্রবিষ্ট হইবেন ॥৭-৮॥

অনাদিরাদ্যোঽজররূপধারী হারী কিরীটী মকরধ্বজাভঃ ।
জয়ং করোতু প্রসভং হতারিঃ স্মরারি-সংসেবিত-পাদপদ্মঃ ॥৯॥

(হে রঘুবর্য্য !) আপনিই সকলের আদি, আপনার আদি কেহই নাই। আপনি অজর রূপধারী, কন্দর্পতুল্য রূপবান ; হার-কিরীট-শোভিত। মহাদেব আপনার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন। আপনি নিখিল শত্রু নিহত করিয়াছেন, আপনার জয় হউক ॥৯॥

শ্রীরাম উবাচ—

ভবৎকৃতং মদীয়ৈর্ব্বৈ গুণৈর্গ্রথিতমদ্ভুতম্ ।
স্তোত্রং পঠিষ্যতি মুহুঃ প্রতিনিশি সকৃন্নরঃ ॥১০॥
মদীয়চরণদ্বন্দ্বে ভক্তিস্তেষাঞ্চ ভূয়সী ।
ভবিষ্যতি মুদা যুক্তং স্বান্তং পুংসাং তু পাঠতঃ ॥১১॥

মহাযশস্বী রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র দেবতাদিগের স্তবে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করত বলিলেন,—দেবগণ ! আপনারা মদীয় গুণগ্রথিত যে অপূর্ব্ব স্তব করিলেন, এই স্তোত্র মানব প্রাতঃকালে অথবা সন্ধ্যাকালে একবার মাত্র পাঠ করিলেও তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই আনন্দযুক্ত হইয়া মদীয় পদযুগলে একান্তভাবে আসক্ত থাকিবে ॥১০॥

———

বৈষ্ণব-দর্শন

দর্শন-শব্দের অর্থ ও ইহা চক্ষুর কার্য্য

দৃশ্যবস্তু-সহ দ্রষ্টার সম্বন্ধ স্থাপনকে দর্শন বলে। সাধারণতঃ যে-করণের সাহায্যে বস্তু পরিদৃষ্ট হয়, দ্রষ্টার তাদৃশ ইন্দ্রিয়কে চক্ষু বলে। অক্ষি-দ্বারা বস্তুর বাহ্যিক আকার ও রূপাদির অনুভূতি হয়। বস্তু-সম্বন্ধে বাহ্য-জ্ঞান লাভ করিতে চক্ষু নামক জ্ঞানেন্দ্রিয়াত্মক করণের সাহায্য আবশ্যক। কেবল চক্ষু থাকিলেই যে দর্শন-কার্য্য সম্পন্ন হয়, এরূপ নহে। কারণরূপে চক্ষুর অভিভাবক বা চালকরূপে অপর একটী বাহ্যেন্দ্রিয়-পতির অবস্থান আমরা বুঝিতে পারি। দর্শন-ক্রিয়ার কারণরূপে চক্ষুর অধিষ্ঠান থাকিলেও তাহার কারণরূপে মনের প্রতিষ্ঠান অবশ্যই স্বীকার্য্য।

মন কাহাকে বলে ও তাহার সহিত অন্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ

চক্ষুর দর্শনে বাধা নাই এমত স্থলেও যাহার কর্ত্তৃত্বাভাবে চক্ষু কার্য্য করেনা, তাহাই মন বলিয়া সংজ্ঞিত। মন যে কেবল একমাত্র চক্ষুর নায়ক তাহাও নহে। মনের অধীনে চক্ষুর ন্যায় আরও চারিটী জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। তাহাদের দ্বারা মন বস্তু-বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি সংগ্রহ করেন। বস্তুর বাহ্য আধার ও রূপাদি না থাকিলে, বা ক্ষুদ্রতা নিবন্ধন, বৃহত্ত্ববশতঃ, অতিঘাত জন্য আবরণ-যুক্ত হইলে, বা সুদূরাবস্থিতি-জন্য অনেক সময় চক্ষুর দ্বারা অধিষ্ঠান-সত্ত্বেও বাহ্যবস্তুও প্রতীত হয় না।

ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ও মানস অনুমিতি

বাহ্য বস্তুর অধিষ্ঠান অপর চারিটী ইন্দ্রিয়-সাহায্যেও উপলব্ধ হয়। জ্ঞান-সংগ্রহোপযোগী করণ বা ইন্দ্রিয়-সাহায্যে ইন্দ্রিয়-পতি মন, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ অননুভূত বস্তুর ধারণা করিতে সমর্থ হন। মুখ্যভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যে অনুভব সংগ্রহ করিতে অসমর্থ, তাহাও করণসমষ্টিবলে মন প্রত্যক্ষ-পন্থা ব্যতীত অনুমিতি-পন্থায় নিরাকরণ করিতে পারেন। দর্শনাদি প্রত্যক্ষ যদিও একমাত্র স্বানুভব পথ, অনুমিতি দোষ-দুষ্ট না হইলেও প্রত্যক্ষের সহায়তা করে। প্রত্যক্ষও কোন কোন সময় সত্যের অপলাপ করিয়া মনকে বস্তুর সত্য অনুভূতি বিষয়ে বঞ্চনা করে। মাদক দ্রব্যাদির সহযোগে করণের দ্বারা অনুভূতি অনেক সময়ে ভ্রান্তির কারণ হয়। দর্শন-শব্দে 'দেখা' বুঝাইলেও অপরেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বস্তু প্রতীতিও 'দর্শন' নামে আখ্যাত হয়।

জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান

জড়বস্তু-সত্তামাত্র-দর্শনকে জড়বিজ্ঞান, এবং জড়াতীত চেতনময় বস্তুসত্তা-দর্শনকে মনোবিজ্ঞান বলিয়া উক্ত হয়। ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্র-সমূহে মনের কারণরূপে অহঙ্কার এবং অহঙ্কারের কারণরূপে বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব এবং বুদ্ধির কারণরূপে প্রকৃতি বা অব্যক্ত তত্ত্বের নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন অংশাংশীরূপে ক্রমান্বয়ে অবস্থিত। দ্রব্যে কর্ত্তৃসত্তার অভাব থাকিলে তাহাকে দ্রষ্টৃ-শক্তি রহিত জড় এবং দ্রব্যে কর্ত্তৃ-সত্তার অস্তিত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব পাওয়া গেলে তাহাই বুদ্ধি, অহঙ্কার বা মনরূপে কথিত হয়।

প্রাচীন ষড়দর্শন ও পরবর্ত্তী দশটী দর্শন

পুরাকালে ভারতে ছয়টী বিভিন্ন দর্শন প্রসিদ্ধি লাভ করে। কপিলের সাংখ্য-দর্শন, কণাদের বৈশেষিক-দর্শন, পতঞ্জলীর যোগ-দর্শন, গৌতমের ন্যায়-দর্শন, জৈমিনীর মীমাংসা-দর্শন এবং ব্যাসের বেদান্ত-দর্শন। এতদ্ব্যতীত মধ্যযুগে চার্ব্বাকের ঔলুক্য-দর্শন, নাকুলের পাশুপাত-দর্শন, রসেশ্বর-দর্শন অর্হৎ-দর্শন, সুগত-দর্শন প্রভৃতি আরও দশ প্রকার দার্শনিক মতসমূহের পরিব্যাপ্তি সায়নাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে জানা যায়। এস্থলে প্রত্যেক দর্শনের স্থাপ্য বিষয়গুলির তারতম্যগত গবেষণা সম্যগ্‌ভাবে আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে বলিয়া, আমরা তদালোচনা করিতে অগ্রসর হইলাম না। কেবলমাত্র উত্তর-মীমাংসা বা ব্যাসকৃত বেদান্ত-দর্শনের প্রারম্ভিক আলোচনা আমাদের আরব্ধবিষয়ের মূল-জ্ঞানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যক আছে।

বেদান্ত-দর্শনের পরিচয়

বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ বলিয়া পরিচিত। ঐ উপনিষৎ-তাৎপর্য্য দ্রষ্টার দর্শনে ধারাবাহিক প্রকৃত উপলব্ধ হইবে না বলিয়া, উপনিষৎ অবলম্বনেই ব্যাস ব্রহ্মসূত্র-নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহাই উত্তর-মীমাংসা শারীরক বা বেদান্ত-দর্শন-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য দার্শনিকগণের পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া আপ্ত-বাক্যকে প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির সোদর জ্ঞানে প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণপূর্ব্বক এই মীমাংসা দর্শনে সিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়াছেন। ভারতীয় বৈদিক ধর্ম্ম প্রণালীসমূহ ন্যূনাধিক বেদান্ত-দর্শন অবলম্বনে গঠিত।

বেদান্ত বা শারীরকের বিবিধ ভাষ্যকার

এই শারীরক-মীমাংসার ব্যাখ্যা-কর্ত্তৃরূপে আমরা অসংখ্য ভাষ্যকার, বার্ত্তিককার দেখিতে পাই। তন্মধ্যে প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃ বোধায়ন, টঙ্ক, ভারুচি, দ্রমিড় প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই শারীরক-ভাষ্য প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া বেদান্তাচার্য্য বলিয়া আদৃত আছেন। **পারমহংস্য সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতকেও এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া উদাহৃত হয়।** যাদবাচার্য্য, প্রভাকর ও ভাস্করভট্ট প্রভৃতি মনীষিগণও বেদান্তের শিক্ষক রূপে কতিপয় গ্রন্থ ও মতভেদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী সম্প্রদায়ের মধ্যেও আমরা আনন্দগিরি, সায়ন-মাধব প্রভৃতি এবং বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী টীকাদিতে কেবলাদ্বৈত-মতের পুষ্টি লক্ষ্য করি।

ব্রহ্মসূত্রের নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ভাষ্য

ব্রহ্মসূত্র বা উত্তর-মীমাংসাবলম্বনে নির্ব্বিশেষ-বিশ্বাস-ভরে কেবলাদ্বৈত-মতের প্রসারণ ব্যতীত ব্রহ্মে সবিশেষত্ব লক্ষ্য করিবারও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে অনেকগুলি শেমুষী-সম্পন্ন ভগবৎ-পরায়ণ আচার্য্যের উদয় হইয়াছিল। তাঁহারাই সবিশেষ-দর্শনের রক্ষাকর্ত্তা ও প্রচারক। ইঁহারা কেবলমাত্র খণ্ড-দার্শনিক নহেন; পরন্তু সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত পারঙ্গত। সুতরাং বস্তু-সম্বন্ধীয় অভিধেয় ও প্রয়োজন-দর্শনেও বিমুখ ছিলেন না।

জ্যোতির্ব্বিদের ন্যায় জড়-বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি

পুরাকালে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এরূপ ধারণা করিতেন যে, এই বিশ্বের কেন্দ্রেই আমাদের আধার ও আবাসস্থলী ধরণী অবস্থিতা, এবং আমাদের ভূমিকেই কেন্দ্রত্বে বরণ করিয়া সূর্য্য-গ্রহ ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কপুঞ্জ আবর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্মালোচনা-ফলে তাঁহাদের সেই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া, তাঁহারাই জানিয়াছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের বক্ষে করিয়া যে মহীতল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূলকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, তাঁহাকে বুধ গ্রহ বা শুক্র গ্রহের ন্যায়, শুক্রগ্রহ ও কুজগ্রহের মধ্যাকাশে সূর্য্যদেবকে প্রত্যেক সৌরবর্ষে একবার করিয়া পরিভ্রমণ করিতে হয়। পৃথিস্থ দ্রষ্টা নিজ স্থানে বিশ্বের কেন্দ্র স্থাপন করিতে গিয়া, যে ভ্রমজ্ঞান আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিশ্বাস-ভরে জড় বৈজ্ঞানিক, নিজ স্থূল-শরীরকেই ভোগের কেন্দ্র-জ্ঞানে ভোক্তৃত্ব বা বিষয়ত্ব বিশ্বাস করিয়াছেন।

জড়বিজ্ঞানের উপর মনোবিজ্ঞানের কর্তৃত্ব

মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ জড়বিজ্ঞানেও মনের প্রভুত্ব দেখিতে পাইয়া সেই জড়-শরীরের কেন্দ্রে মনের অবস্থান এবং দ্রষ্টা মনশ্চক্ষে জড়কে দৃশ্য স্থানীয় জানিয়া সুষ্ঠুভাবে অবলোকন করিতেছেন। জড়, মনকে দেখেন না বুঝিতেছেন, মনই জড়কে দেখে, এই প্রতীতি তাঁহার প্রবল হইতেছে। মনন শক্তির অভাবে জড়ে চক্ষুর জড়োপাদান মাত্র অবস্থিত হওয়ায় তাদৃশ দর্শন শক্তি-রহিত জড়োপাদান, মনকে বা স্বচক্ষুকে দেখিতে পায় না।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিকগণের দার্শনিক বিচার ভ্রান্তিময়

জীবের পরলোকে বিশ্বাসহীন চার্ব্বাক, জড়রসানন্দী এপিকিউরাস, অজ্ঞেয়তাবাদী এগ্‌নষ্টিক হাক্সলে, পারলৌকিক বিশ্বাসে সন্দেহবাদী স্কেপ্টিক্‌-গণ, দিব্যজ্ঞান-বাদী হেগেল, সপেনহুয়ার ও ক্যাণ্ট প্রমুখ মনীষিবৃন্দ, সক্রেটিস্‌, প্লেটো, এপ্লাটুন প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিক সমূহ এবং অস্মদ্দেশীয় দার্শনিকগণ অনেকেই মনোবিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্রের সেবায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন, এবং নিজ নিজ অভিজ্ঞতা জগৎকে দেখাইয়া স্ব-স্ব সাম্প্রদায়িক কৈঙ্কর্য্যে বস্তু দর্শন করিতে শিখাইয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ মনোময় অভিজ্ঞতাকে বহুমানন বা চিন্তাস্রোতের কেন্দ্রে বসাইয়া, বস্তু দেখাইতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থিত দ্রষ্টৃবর্গের চক্ষে ভ্রান্তিময় বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন মাত্র।

জীবের অধিকার অনুযায়ী দার্শনিক দৃষ্টি

এক প্রকার দৃষ্টি অন্যের দর্শনের সহিত বিরোধ করায় নানাপ্রকার বিবদমান দর্শনসমূহ শ্রোতৃবর্গকে স্ব-স্ব বিপণীতে টানিয়া লইবার প্রযত্ন করিতেছেন। যাহার চিত্তবৃত্তিরূপ আবাসস্থলী যে দার্শনিকের গৃহের সন্নিকট, তিনি পুরাকালের অজ্ঞ জ্যোতিষিগণের মত তাহাকে দর্শন-রাজ্যের কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া ভ্রমময় ধারণার পুষ্টি সাধন করিতেছেন। যাঁহারা দার্শনিক-মণ্ডলীর বিভিন্ন বিপণীস্থ বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য দেখিতেছেন, তাঁহাদের যোগ্যতারূপ সেই সেই দ্রব্যে নিজের ক্ষুদ্র বিপণীতে সমৃদ্ধ করিতেছেন।

প্রাচীন জ্যোতিষীগণের বিচার ভ্রান্তির ন্যায় নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ ও ভ্রান্তিময়

যেরূপ জ্যোতিষীগণ পুরাকালে আমাদের পৃথিবীকেই অন্যান্য সকল জ্যোতিষ্কের মধ্যবর্ত্তী মনে করিতেন, যেরূপ মানবগণ পুরাকালে আমাদের শারীরিক আধারকেই সকল অনুভবের মধ্যবর্ত্তী মনে করিতেন, সেরূপ দার্শনিকগণ ও প্রাথমিক জ্ঞানবিকাশে দ্রষ্টাকেই আত্মা বা যাবতীয় বস্তু-কেন্দ্র-জ্ঞান করিতে আরম্ভ করেন। তাদৃশ বিচার-ফলেই বেদান্ত-দর্শনেও অহং-গ্রহোপাসনা বা মায়াবাদ স্থান পাইয়াছিল। বেদান্ত বলিলেই কেবলাদ্বৈত-বাদ, জীবেশ্বরৈক্যবাদ, জড়-চিদৈক্য-বাদ, বিবর্ত্ত-বাদ' ব্যতিরেক-বাদ, নির্ভেদ-ব্রহ্মবাদ, নির্ব্বিশেষ বাদ প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ মতসমূহ উদার বিশ্বজনীন বিচারপুষ্ট বলিয়া দর্শন-শাস্ত্রার্থীর নয়নাবরণ করিয়াছিল।

শঙ্কর-দর্শন আলোচনায় সময়-ক্ষেপমাত্র এবং উহা সত্যের আচ্ছাদক

সবিশেষ অনুভূতি, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি বেদান্তের প্রতিপাদ্য নহে বলিয়া, প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অসংখ্য চেষ্টা ও সঙ্কীর্ণতা উদার বিশ্ব-জনীন অসাম্প্রদায়িকতাকে বিপন্ন করিয়াছিল। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যারণ্য ভারতীর শেষদশা, পর্য্যন্ত কেবলাদ্বৈত বৈদান্তিকগণের সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, জীবাত্মাকে পরমাত্মা প্রতিপাদন, জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন, আংশিক দর্শন বা খণ্ডজ্ঞান-সাহায্যে পূর্ণতার কল্পনা, জড়ীয় অখণ্ড দেশ কালাদিকে পূর্ণ বস্তুতে স্থাপন এবং বিষয়াশ্রয় বিবেকাভাবে বস্তুকে নিরসতার আধার বলিয়া স্থাপন প্রয়াসে জগতের বৃথা কালক্ষেপ মাত্র হইয়াছে। বস্তুদর্শনের ছলনায় আংশিক জ্ঞানকে পূর্ণ জ্ঞান, মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান প্রভৃতি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় পরম-সত্য-দর্শন আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল। যদিও শ্রীশঙ্করপ্রমুখ দার্শনিক মনীষিগণ 'বেদান্ত' দর্শন করিয়া জড়ীয় ভেদ-দর্শনসমূহ নিরাস করিয়াছেন, তাহা হইলেও, দ্রষ্টৃ, ভোক্তৃ বা বিষয়রূপে জীবাত্মাকে এবং দৃশ্য, আশ্রয়, ভোগ্যরূপে জগৎকে প্রতিষ্ঠা করায় পরম সত্য হইতে দূরে অবস্থিত। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৮ পৃষ্ঠার পর)

যথালাভে সন্তোষ বা হানি-লাভে সমজ্ঞান

গৃহস্থ জীবনে বা গৃহ-ত্যাগের পর চিরদিন ভক্ষ্য-আচ্ছাদনের চেষ্টাদি ব্যবহার থাকিবেই থাকিবে। অতএব সেই-সকল ব্যবহারে অকার্পণ্যের প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধে পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন-সাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥

তাৎপর্য্য এই যে,—গৃহেই থাকুন বা বনেই থাকুন, সাধককে আহার ও আচ্ছাদনের কোন না-কোন প্রকার যত্ন করিতে হইবে। গৃহস্থকে কৃষিকার্য্য বা কোন কারবার, প্রজা-রক্ষণ বা অপরের দাস্য করিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের অনুসন্ধান করিতে হইবে। গৃহ-ত্যাগীকে ভিক্ষাদি দ্বারা তৎকার্য্য-সাধন করিতে হইবে। সেই সেই কার্য্যে যদি ভক্ষ্য-আচ্ছাদন না পাওয়া যায় বা প্রাপ্ত হইয়া হাত ছাড়া হয়, তাহাতে ভক্তের কোন বিকার হওয়া উচিত নয়। শান্তমতি হইয়া কৃষ্ণ-স্মরণে নিযুক্ত হইবেন।

শোকাদি বর্জ্জন একান্ত কর্ত্তব্য

গৃহীদিগের স্ত্রী-পুত্রাদি বিনষ্ট হইলে বড় শোক হয়; কিন্তু ভক্তি-সাধকের সেই সেই অবস্থায় ঘটনা-ক্রমে উপস্থিত হওয়া শোক অধিক্ষণ থাকা উচিত নয়। অল্প-কালের মধ্যে শোক পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত হওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য। গৃহ-ত্যাগীর কান্থা-কমণ্ডলু বা ভিক্ষা-দ্রব্য না থাকিলে বা কোন পশু বা মনুষ্য কর্ত্তৃক হৃত হইলে, তাহাতে শোক করা উচিত নয়। শোক, ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত বেগকেই বৈষ্ণব-সাধক পরিত্যাগ করিবেন; নতুবা নিরন্তর কৃষ্ণ-স্মৃতির বিশেষ ব্যাঘাত হইবে। পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

শোকামর্ষ্যাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তি সম্ভাবনা ভবেৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবদেবীর আরাধনা নিষিদ্ধ

ভজন প্রয়াসী ব্যক্তি একমাত্র কৃষ্ণকে আরাধনা করিবেন। অন্য দেবাদির ভজন করিবেন না। কিন্তু অন্য কোন দেবতার বা শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা করিবেন না। অন্য দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের অধিকৃত দাস, ইহা জানিয়া তাঁহাদের সম্মুখে পাইলে সম্মান করিবেন। পদ্মপুরাণ বলেন,—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্ব-দেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্ম-রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

তাৎপর্য্য এই যে,—পরমেশ্বর এক বস্তু। অন্য সকলেই পরমেশ্বরের গুণাবতার-বিশেষ। মানবের অধিকার ভেদে সেই সেই দেবতা উপাস্য হইয়া পূজিত হন। কিন্তু সাত্বিক মানবদিগের পক্ষে বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য। মানবগণ বহু জন্মে অন্যান্য দেবতা ভজন করিয়া স্বীয় স্বীয় গুণোন্নতি-ক্রমে যে জন্মে বিষ্ণুকে একেশ্বর বলিয়া ভজন করেন, সেই জন্মে তাঁহাদের নিত্য মঙ্গল উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণু-তত্ত্বের চরম প্রকাশ। সত্ত্ব-গুণের উপাসনায় জীব নির্গুণ হইলে কৃষ্ণ-তত্ত্বের সেবা প্রাপ্ত হ'ন।

কাহাকেও উদ্বেগ দিবে না

সর্ব্বভূতে অনুকম্পা-পূর্ব্বক তাহাদের উদ্বেগ দান করিবেন না। হৃদয় সর্ব্বদা অন্যের প্রতি করুণাপূর্ণ থাকিবে। সর্ব্বভূতে দয়া কৃষ্ণ ভক্তির অঙ্গ-বিশেষ। এই স্বভাব ভজন-প্রয়াসী যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করিবেন।

সেবাপরাধ ও দশটী নামাপরাধ অবশ্য বর্জ্জনীয়

সেবাপরাধ বর্জ্জন ও দশটী নামাপরাধ বর্জ্জন করিতে যত্ন করা ভজন-প্রয়াসীর নিতান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীমূর্ত্তির সেবা সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তের পক্ষে কিছু কিছু অপরাধের বিচার আছে। সমস্ত সেবাপরাধ বর্জ্জন তাঁহার পক্ষে সম্ভাবনা নয়। ভগবন্মন্দিরে গমন করিতে হইলে কতকগুলি সেবাপরাধ অবশ্য বর্জ্জন করিতে হইবে। নামাপরাধে দশটী অনেক স্থানে বিচারিত হইয়াছে। সেই অপরাধগুলি বিশেষ যত্ন সহকারে সকল সাধকের বর্জ্জনীয়। এ বিষয়ে যাঁহাদের শৈথিল্য, তাঁহাদের ভজন-চেষ্টা বৃথা হইয়া পড়ে। পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরি-সংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদ-পাংসনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নো হি সর্ব্ব-সুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

তাৎপর্য্য এই,—শ্রীহরিকে আশ্রয় করিলে সর্ব্ব-অপরাধ ক্ষয় হয়। হরির প্রতি যে-সকল অপরাধ করা যায়, অর্থাৎ যে-সকল সেবা-অপরাধ লেখা আছে, সে-সমস্ত নামাশ্রয়ে বিগত হয়। নামই বৈষ্ণব-মাত্রকে উদ্ধার করেন। কিন্তু, যে-দশটী নাম-অপরাধ উল্লিখিত আছে, সেই অপরাধগুলি নামাশ্রিত ভক্তকে অবশ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। নতুবা নামাশ্রয় করিয়াও পতন হওয়া অনিবার্য্য।

বিষ্ণু-বৈষ্ণব নিন্দা পরিত্যাগ ও গুরুপদাশ্রয়

সাধক কৃষ্ণনিন্দা ও বৈষ্ণব নিন্দা কর্ণে শুনিবেন না। যেখানে যেরূপ নিন্দা হয় সেখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। যাঁহাদের হৃদয় দুর্ব্বল তাহারা লোকাপেক্ষায় কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিয়া ক্রমে ভক্তি হইতে চ্যুত হন।

উপরোক্ত বিংশতি অঙ্গের বিশেষ আদর করিতে করিতে ভাবোদয় হয়। কৃষ্ণ-কৃপাই ভাবোদয়ের মূল। সাধুসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণ-কৃপা হয় না। ইহার মধ্যে গুরু-পাদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরু-সেবাই সকলের মূল।

দাস্য-সখ্যাদি ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ

ইহার পর যে-সকল ভজনাঙ্গ লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক হইতে পঞ্চবিংশতি পর্য্যন্ত অর্থাৎ বৈষ্ণব চিহ্নধারণ হইতে ধ্যান পর্য্যন্ত অর্চ্চনাঙ্গ। শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে লভ্য এই সকল অঙ্গ যথাসাধ্য সাধন করিবে। দাস্য, সখ্য, আত্ম-নিবেদন—এইগুলি ভাবোদ্বোধক ক্রিয়া-বিশেষ। প্রকৃত প্রস্তাবে হইলেই তাহারই ভাব হয়। কেবল সাধন-অবস্থায় তাহারা সাধন-ভক্তি-কার্য্য মধ্যে গণনীয়।

সংসারে যাহা যাহা ইষ্টতম বলিয়া বোধ হয় এবং যাহা আপনার প্রিয়, সে-সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিবেন,—ইহাতে অনেক অর্থ হয়। তাৎপর্য্য এই,—নিজের প্রীতি-জনক বলিয়া ভোগ না করিয়া কৃষ্ণোদ্দেশে দান করত তাঁহার প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিবেন।

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা এবং কৃষ্ণের জন্যই সংসার কর্ত্তব্য

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক যত প্রকার চেষ্টা আছে সে-সকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে করাই মঙ্গলজনক। (নারদ) পঞ্চরাত্রে বলিয়াছেন,—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়তে মুনে।
হরি-সেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

(ভঃ রঃ সিঃ ৯।২।৯৩)

তাৎপর্য্য এই যে,—মানবগণ সংসারে বর্ত্তমান হইয়া যে-সকল বৈদিকী বা লৌকিকী ক্রিয়া করিয়া থাকে, সে-সমস্ত কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ ভাবে না করে। সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সেবার অনুকূলরূপ ব্যবস্থাপিত করিয়া সে-সকলের অনুষ্ঠান করা উচিত। বিবাহাদি স্মার্ত্ত-সংস্কার ও ক্রিয়া—বৈদিকী এবং লোক-রক্ষার্থ যে-সকল সাংসারিক ও শারীরিক-ক্রিয়া করা হয় সে-সমস্ত লৌকিকী। কৃষ্ণ-সংসার পত্তনের জন্য বিবাহ, কৃষ্ণ-সেবক বৃদ্ধি করিবার জন্য সন্তান-চেষ্টা, কৃষ্ণ দাস-দিগের তৃপ্তির জন্য পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, কৃষ্ণের জীব সকলের তর্পণের জন্য ভোজন মহোৎসব—এই প্রকার সমস্ত কর্ম্মকেই কৃষ্ণ-সেবার অনুকূল করিবে। তাহা হইলে আর বহির্ম্মুখ কর্ম্ম-কাণ্ডে পড়িতে হইবে না। 'দেহ-গেহ সকল কৃষ্ণের',—এই বোধে দেহ-রক্ষা, গেহ-রক্ষা ও সমাজ-রক্ষা করিবে। ইহার নামই কৃষ্ণ-সংসার।

শরণাগতি ও নয় প্রকার তুলসী-সেবা

সাধকের সমস্ত জীবনই শরণাপত্তিতে মণ্ডিত থাকিবে। এই পত্রিকার অনেক স্থানে ষড়্‌বিধ শরণাগতির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শরণাগতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া জীব কৃষ্ণ-ভজন করিবে।

কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তু 'তদীয় বস্তু' বলা যায়। তুলসী-সেবা তদীয়-সেবার মধ্যে প্রধান। স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন,—

দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥
নবধা তুলসীং দেবীং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগ-কোটি-সহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে॥

তাৎপর্য্য এই যে,—সাধক প্রত্যহ শ্রীতুলসীকে এই নয় প্রকারে ভজন করিলে, হরি-গৃহে বাস লাভ করেন। তুলসীর দর্শন, তুলসীর স্পর্শন,

তুলসীর ধ্যান, তুলসীর কীর্ত্তন, তুলসীর নমস্কার, তুলসীর মাহাত্ম্য শ্রবণ, তুলসীর রোপণ, তুলসীতে জলসেবা, তুলসীর পূজা—এই নয় প্রকার তুলসীর ভজন।

ভক্তি-শাস্ত্র-পাঠ, মথুরা-বাস ও ভক্ত-সেবা

কৃষ্ণভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রও তদীয়-বস্তুমধ্যে পরিগণিত। শ্রীমদ্ভাগবত তন্মধ্যে প্রধান। আবার, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেরও সেই-প্রকার সম্মান। এই সকল ভক্তিশাস্ত্র পঠন ও শ্রবণ যাঁহারা নিত্য করেন, তাঁহারা ধন্য।

মথুরাদি কৃষ্ণ-তীর্থ সাধকের বাস-যোগ্য স্থান। তন্মধ্যে মথুরা বাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীধাম নবদ্বীপ বাসও তদ্রূপ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লিখিয়াছেন,—

শ্রুতা স্মৃতা কীর্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা।
স্পৃষ্টাশ্রিতা সেবিতাচ মথুরাভীষ্ট-দায়িনী॥

কৃষ্ণভক্ত জন তদীয়'-মধ্যে গণনীয়। আদিপুরাণে লিখিয়াছেন,—

যে মে ভক্ত-জনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ॥

ভক্ত-সেবা সম্বন্ধে শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—

যাবন্তি ভগবদ্ভক্তেরঙ্গানি কথিতানি হি।
প্রায়স্তবান্তি তদ্ভক্ত-ভক্তেরপি বুধা বিদুঃ॥

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

তাৎপর্য্য এই যে,—কৃষ্ণভক্তির যে-সকল অঙ্গ বলা হইল, প্রায় সেই সকল অঙ্গ আবার কৃষ্ণভক্ত-ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পণ্ডিতেরা জানিয়া থাকেন। 'প্রায়'-শব্দের দ্বারা ভেদ এই হইল যে, কৃষ্ণভক্তকে কেবল 'কৃষ্ণপ্রসাদ' দিয়া পূজা করিতে হয়। প্রণতি-প্রভৃতি অন্যান্য অঙ্গ একই প্রকার।

শ্রীমূর্ত্তির-সেবা, যাত্রামহোৎসব ও রসিকজনের সহিত ভাগবত আস্বাদ

সাধকের যথা-বৈভব মহোৎসব করা উচিত। সাধুসঙ্গে মহোৎসব একটি প্রধান কার্য্য। এই কার্য্যে সতর্কতার প্রয়োজন এই যে, মহোৎসবের ছলে অসাধু সঙ্গ না হয়।

শ্রীভগবজ্জন্ম-দিনাদিতে উৎসবের প্রয়োজন। শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় প্রীতি করা উচিত। মূঢ় লোকেরা অবিবেচনা পূর্ব্বক মূর্ত্তিরাকারনিষ্ঠ হইয়া শ্রীমূর্ত্তির

অনাদর করে। তাহারা যদি সৎসঙ্গে সদ্বিচারে প্রবৃত্তি হয়, তবে শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় নিত্য প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পায়।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রের আস্বাদ রসিক-জনের সহিত করা আবশ্যক। হেতুবাদী, তার্কিক ও শুষ্কবাদ-পরায়ণ লোকের সহিত শ্রীভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্রের আস্বাদ করিতে গেলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া পড়ে,—রসোদয় হয় না।

সাধু-সঙ্গ

ভক্তসঙ্গ করা প্রয়োজন। জ্ঞানী, কর্ম্মী প্রভৃতি দুষ্ট-আশয়যুক্ত ব্যক্তিগণ ভক্ত মধ্যে পরিগণিত ন'ন। সুজাতীয়-ভক্তি-বাসনা যাঁহাদের আছে, সেই স্নিগ্ধ-পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সঙ্গই ভক্তি-সাধকের পক্ষে কর্ত্তব্য। নতুবা, তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ-ভক্তিকে আশ্রয় করিবে না। হরিভক্তি-সুধোদয়ে লিখিয়াছেন,—

যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্‌গুণঃ।
স্বকুলৈর্দ্ধো ততো ধীমান্ স্ব-যুথ্যানেব সংশ্রয়েৎ ॥ (৮।৫১)

তাৎপর্য্য এই যে,—যিনি যেরূপ সঙ্গ করিবেন, স্ফটিক-মণির ন্যায় তাঁহার সঙ্গ-ফল হইবে। স্বজাতীয়-ভাবের সমৃদ্ধির জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজ-যূথকেই আশ্রয় করিবেন। এ'-বিষয়ে সকল সাধকের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি সঙ্গ করিলে অতিশয় মন্দ-ফল হয়। সকল ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'ভক্ত-সঙ্গ' একটী প্রধান অঙ্গ।

সাধন-শ্রেষ্ঠ পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গ, তন্মধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা সর্ব্বপ্রধান

যে-সকল ভক্তির অঙ্গ লেখা গেল, সকলের মধ্যে প্রধান পাঁচটী অঙ্গ, অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিকজনের সহিত ভাগবতের অর্থ আস্বাদন, স্বজাতীয়-বাসনা-দ্বারা স্নিগ্ধ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠভক্ত-সঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও মথুরা-বাস—এই পাঁচটী অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতেও সংক্ষেপ করিতে গেলে, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবাই সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন,—

যেন জন্ম-সহস্রানি বাসুদেবো নিষেবিতঃ।
তন্মুখে হরি নামানি যদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥

তাৎপর্য্য এই,—যাঁহারা বহু জন শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করিয়া থাকেন তাঁহাদের মুখে তৎফল-স্বরূপ হরিনাম সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে),—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রস-বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য-মুক্তোঽভিরত্বান্নাম-নামিনোঃ॥
অতঃ কৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২, ১০৮-১০৯)

নাম ও কৃষ্ণ এক বস্তু,—চিন্তামণি-স্বরূপ. চৈতন্য-রস-বিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ অর্থাৎ জড়াতীত, অপ্রাকৃত ও চিন্ময়। জড় জিহ্বাদিতে নাম গ্রাহ্য নহেন। তবে শুদ্ধ চিদ্দেহে যখন জীব কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ হ'ন, তখন চিন্ময় নাম স্বয়ং তাঁহার জিহ্বাদিতে অবতীর্ণ হন। চিন্ময় বস্তুর এইরূপ স্বতন্ত্র কৃপা।

শ্রীমথুরামণ্ডল, ভগবন্নাম, ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র, শুদ্ধভক্ত ও শ্রীমূর্ত্তি এই পাঁচটি অলৌকিক পদার্থ। ইহাদের সঙ্গ হইলে ভাব ও কৃষ্ণ সহসা উদয় হন।

রাগানুগাভক্তি ও তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন

সাধন-ভক্তিতে এই প্রকার বৈধী ভক্তি বিবৃতা আছেন। আবার, রাগানুগা 'সাধন-ভক্তি' সাধনকার্য্য অত্যন্ত প্রবলা। ব্রজ-জনের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তদনুসরণ প্রবৃত্তি হইতে যে সাধন-পর্ব্ব উদয় হয়, তাহাকেই 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। ইহার বিবরণ পরে বিচারিত হইবে।

ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ কায়-মনোবাক্যে এই সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিবেন। বৈধী সাধন-ভক্তিতে যে-সকল কর্ম্ম কথিত হইয়াছে এবং রাগানুগা সাধন-ভক্তিতে যে-সকল কর্ম্মের প্রবৃত্তি আছে, সাধক অধিকার-ভেদে সেই সেই কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনে বিশেষ যত্ন করিবেন।

কেহ বা এক অঙ্গ সাধনে ও কেহ বা বহু অঙ্গ-সাধনে ভাবরূপ পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা নাম ও বৈষ্ণব সেবামাত্র আশ্রয় করেন, তাঁহাদের ঐকান্তিকী ভক্তি অন্যান্য অঙ্গের অনুষ্ঠানে রুচি প্রাপ্ত হন না। অতএব সাধকগণ একান্ত শরণাগত হইয়া ভক্তিকার্য্যে উৎসাহ দৃঢ় নিশ্চয়তা ও ধৈর্য্যের সহিত কার্য্য করিবেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের তিরোধান

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের অনুকম্পিত ভজনানন্দী মহাত্মা পূজনীয় **শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ** গত ২৯শে চৈত্র, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, ইং ১২ই এপ্রিল, ১৯৮২, সোমবার, কৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে শ্রীব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত নন্দগ্রামের পাবন-সরোবর-তীরস্থ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের ভজনকুটীরে রাত্রি ৯ ঘটিকায় উচ্চনাম-সঙ্কীর্ত্তন মধ্যে ইষ্টদেবের শ্রীনাম স্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

পরদিবস শ্রীল বাবাজী মহারাজের শুশ্রূষাকারী সেবক শ্রীব্রজমণ্ডলস্থ বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠাদিতে তাঁহার তিরোধান সংবাদ দিয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীবেদান্ত সমিতির সহঃসভাপতি শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ব্রহ্মচারিগণ সহ উক্ত ভজনকুটীরে উপস্থিত হইলে দেখিতে পাইলেন—কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই স্থানীয় ব্রজবাসী ও বাবাজীগণের সাহায্যে তাঁহার সমাধিপ্রদান সমাপ্ত হইয়াছে।

গত কার্ত্তিকমাসে ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন লীলাস্থলী পরিক্রমা ও দর্শনসময়ে আমরা উক্ত ভজনকুটীরে তাঁহার শেষ দর্শন পাইয়াছিলাম। তাঁহার শারীরিক কুশল-সংবাদ জানিতে চাহিয়া 'আরও কিছুকাল শ্রীভগবান্ আপনাকে সুস্থ শরীরে প্রকট রাখুন' জানাইলে তিনি উত্তরে বলেন—"আমার যাইবার সময় আগতপ্রায়। আপনারা উৎসাহের সহিত গৌড়ীয়-গুরুবর্গ ও গোস্বামিগণের কথা প্রচার করিতে থাকুন। শ্রীনাম-ভজনের দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধি, ইহা স্মরণ রাখিবেন।"

সেদিন তাঁহার কথা হইতে স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম, তিনি ভজনকুটীর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে অনিচ্ছুক। পুরীধাম হইতে শেষবার নন্দগ্রামে যাইবার দিনে (১৬।৭।৮০) শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের অনুরোধে দ্বিপ্রহরে শ্রীমঠে প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করেন এবং সাধন-ভজন-বিষয়ে বহু উপদেশ নির্দ্দেশ দান করেন। 'কামাই'-এ বিশাখা-মন্দির নির্ম্মাণকল্পে সেবানুকূল্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে উহার সহিত শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বিরহোৎসব

ও তাঁহার নিজস্ব পাথেয় বাবদ প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য তিনি সস্নেহে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎকার-কালেও তিনি ঐবিষয় উল্লেখপূর্ব্বক বাৎসল্য স্নেহে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।



[শ্রীনামভজনেরত শ্রীল বাবাজী মহারাজ]

উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্তকুলে জন্মগ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিলেও বাবাজী মহারাজ অমানী-মানদ-ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের চরণাশ্রিত হইবার পর ইনি 'শ্রীরাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী' নাম প্রাপ্ত হন এবং ১৩৩৯ সাল পর্য্যন্ত মায়াপুরস্থ ব্রজপত্তন শ্রীচৈতন্য মঠে অবস্থান করেন। শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীর "ভক্তিবিজয়-

ভবনের' চিলাকোঠায় তিনি সর্ব্বদা শ্রীনাম-ভজনে রত থাকিতেন। সামান্য বিশ্রামের পর সারারাত্রি তিনি কখনও অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে, আবার কখনও উচ্চৈঃস্বরে একলক্ষ শ্রীনামগ্রহণ করিয়া কাটাইয়া দিতেন। দিবাভাগে কখন নিজেই মৃদঙ্গ বাদনপূর্ব্বক ষড়্‌গোস্বামী ও মহাজনগণের রচিত স্তব-স্তোত্র ও পদাবলী সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বিশেষ মুগ্ধ করিত; সকলেই তাঁহাকে শ্রুতিধর-জাতিস্মর বলিয়াই জানিতেন। শ্রীনামভজনে প্রবল অনুরাগ, স্বভাবসুলভ দৈন্য ও বৈরাগ্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সতীর্থগণের কেহ কেহ তাঁহাকে 'শ্রীনামসিদ্ধ মহাত্মা' বলিয়া অভিহিত করিতেন।

অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীপ্রভু শ্রীলকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজকে বিশেষ স্নেহ করিতেন; কখন কখন উভয়ের মধ্যে সাধন-ভজনের নিগূঢ় তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত লইয়া বাক্-বিতণ্ডার ন্যায় আলোচনাও হইত। গুরুভোগী ও গুরুত্যাগী সম্প্রদায়ের গুরু-বৈষ্ণবদ্রোহিতা ও বৈষ্ণব-অপরাধ যখন চরমে পৌঁছে, নিরীহ ভজন-পরায়ণে বৈষ্ণবগণের প্রতি যখন অসংখ্য অত্যাচার চলিতে থাকে, সেইরূপ দুঃসময়ে বাবাজী মহারাজ গুরু-বৈষ্ণবগণের সহিত কারাবরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ইঁহাকে স্নেহভরে পূর্ব্বাপর 'স্বাধিকারানন্দ' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন এবং বাবাজী মহারাজও ঐ নামেই সাড়া দিতেন। ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় স্নেহ-মমতা-হৃদ্যতা বিরাজ করিত, যাহা সাধারণের পক্ষে দুরাধিগম্য ও দুর্ব্বোধ্য ছিল।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আয়োজিত ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা (১৯৪৪) হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকেদার-বদ্রী পরিক্রমা (১৯৫২) পর্য্যন্ত বহু তীর্থদর্শনাদিতে বাবাজী মহারাজ শ্রীল গুরু-মহারাজের অনুগমন করিয়াছেন। শ্রীকেদার-বদ্রী দর্শনকালে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের ইচ্ছানুসারে বাবাজী মহারাজ পরিক্রমা-সঙ্ঘের তহবিল-সংরক্ষকের (Cashier) দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তাঁহাকে অতন্দ্র প্রহরীরূপে সারারাত্র শ্রীনামগ্রহণে অতিবাহিত করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার শ্রীনাম গ্রহণে নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা সেবকগণকে স্তম্ভিত করিয়াছিল।

জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মঠ ও তদনুকল্পিত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের স্থাপিত মঠাদিতে তাঁহার গমনাগমন

অব্যাহত ছিল। শ্রীমায়াপুরে অবস্থানকালে মাঝে মাঝে কোলদ্বীপের অন্তর্গত কোলেরগঞ্জস্থ পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজের মঠে যাতায়াতকালে বাবাজী মহাশয় শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আসিয়া শ্রীল গুরু-মহারাজকে দর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না এবং গুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে বিচিত্র প্রসাদ পাওয়াইয়া আত্মতৃপ্ত হইতেন। তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে 'নারদ' আখ্যা দিলেও বা কেহ তাঁহার সমালোচনা বা প্রশংসা করিলে তিনি হাসিমুখে উচ্চৈঃস্বরে 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া উঠিতেন। "সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সমো মানাপমানয়ো", "তুল্যনিন্দা স্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ"—ইহাই ছিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সদ্‌গুণাবলী। ক্রোধ, ঈর্ষা-হিংসা-মাৎসর্য্য হইতে তিনি সর্ব্বতোভাবে পরিমুক্ত ছিলেন।" লোকে আপনাকে নিন্দা বা স্তুতি করিলে আপনার 'হরে কৃষ্ণ' উচ্চারণের তাৎপর্য্য কি?"—প্রশ্ন করিলে উত্তরে তিনি বলিতেন—"কাহারে না করে নিন্দা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। অজয়চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে॥"

তাঁহার বৈরাগ্য আদর্শস্থানীয় ছিল। কেহ তাঁহাকে অর্থ, কাপড়-জামা-শীতবস্ত্রাদি দান করিলে তিনি ঐগুলি ব্যবহার না করিয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। "গ্রাম্যকথা না কহিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। অমানী-মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে॥"—এই মহাজন-বাণীর তিনি মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন। জড় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশায় তিনি কখনও লালায়িত ছিলেন না। তিনি অজাতশত্রু হইলেও কেহ কেহ তাঁহার প্রতি ঈর্ষা-দ্বেষ প্রকাশ করিতে পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। সাধন-ভজন-ক্ষেত্রে মাৎসর্য্যের কোন স্থান আছে কিনা আমাদের জানা নাই।

নিজে অহর্নিশ শ্রীনাম ভজনপরায়ণ ছিলেন বলিয়া গৌরমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডলাদির বিভিন্ন মঠ-মন্দিরাদিতে মহামন্ত্র ছাপাইয়া প্রস্তর-ফলকে "কীর্ত্তনীয়া সদা হরিঃ" লিখাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীনামের আচার-প্রচারে তিনি জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অপ্রকটের পর তিনিই প্রথম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ ও গৌড়ীয় মঠাদিতে ব্রজে প্রচলিত ও কীর্ত্তিত তুলসী আরতি—"নমো নমঃ তুলসী মহারাণী", "নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণপ্রেয়সী" শ্রীগৌর-আরতি "মঙ্গল আরতি, গৌরকিশোরার আরতি", শ্রীগৌর-মদনগোপাল

আরতি "মদনগোপাল জয় জয়", শ্রীরাধারাণীর আরতি "জয় জয় রাধেজীকো শরণ তোঁহারি", শ্রীমদনগোপাল আরতি "হরত সকল সন্তাপ জনম্‌কী" পদাবলী মৃদঙ্গ-করতালযোগে সুললিতস্বরে কীর্ত্তনপূর্ব্বক প্রচলন করেন। এতদ্ব্যতীত "মধুকর-রঞ্জিত-মালতী-মণ্ডিত", "বন্দে বিশ্বম্ভরপদ-কমলম্", "দেব ভবন্তং বন্দে", "বসতু মনো মম মদনগোপাল", "জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার" প্রভৃতি সংস্কৃত পদাবলীও তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল।

একদিন আমাদের নবদ্বীপ মঠে পৌঁছিয়া বাবাজী মহারাজ বলেন—"আজ এক প্রাকৃতসহজিয়া-কুল-ধুরন্ধরের পাল্লায় পড়িয়াছিলাম। তাঁহার প্রশ্ন ছিল—১) আপনাদের সিদ্ধপ্রণালী কি? ২) আপনারা কোন্ পরিবারের অন্তর্গত? ৩) আপনাদের সিদ্ধমন্ত্র কি? ৪) আপনার স্বরূপের পরিচয় কি?" ইত্যাদি। উত্তরে তিনি জানান— ১) আম্নায় বা গুরুপরম্পরাই আমাদের সিদ্ধপ্রণালী; শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ই আমাদের গুরুপ্রণালী। শ্রীল কবি কর্ণপুর ও বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ এই প্রণালী জানাইয়াছেন। ২) আমরা গৌর-পরিবারের অন্তর্গত। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের বিচার-অনুসারে আমরা গাহিয়া থাকি—"ধন মোর—নিত্যানন্দ, পতি মোর—গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর—যুগলকিশোর। অদ্বৈত আচার্য্য—বল, গদাধর মোর—কুল, নরহরি—বিলসই মোর॥" ৩) ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রই আমাদের সিদ্ধনাম ও সিদ্ধ-মন্ত্র। ৪) "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"—শ্রীকৃষ্ণ-দাসত্বই আমার স্বরূপের পরিচয়। অষ্টকালীয় লীলাস্মরণপদ্ধতি আলোচনা পরম মুক্তপুরুষেরই আলোচ্য। "কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব"—শ্রীগুরু-পাদপদ্মের এই বিচারই আমার নীতি ও আদর্শ।

উপরিউক্ত সদুত্তর হইতে আমরা শ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্প্রদায়-নিষ্ঠা, আশ্রয়-বিষয়-বিগ্রহের প্রতি ঐকান্তিকতা, মহামন্ত্রের প্রতি দৃঢ়-শ্রদ্ধা প্রভৃতির সুষ্ঠু পরিচয় লাভ করিতে পারি। আমরা এইরূপ ভজনানন্দী শ্রীনামৈকনিষ্ঠ নামসিদ্ধ বৈষ্ণব-চূড়ামণিকে হারাইয়া বিশেষ অভাববোধ করিতেছি। তিনি পরজগৎ হইতে মাদৃশ আমাদের প্রতি প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

—জনৈক বিরহী

অর্থ ও পরমার্থ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের অভয়চরণারবিন্দে ভূলুণ্ঠিত অনন্ত কোটী সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম নিবেদন করিয়া এক্ষণে **অর্থ ও পরমার্থ** নামক একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

যদ্দ্বারা ইহলোকের ও স্বর্গলোকের কিছু অভিলষিত বস্তু লাভ করা যায় তাহাকে অর্থ বলে এবং যাহাদ্বারা শ্রেষ্ঠ পরম কল্যাণপ্রদ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্ত করা যায় তাহাকে পরমার্থ বলে। এখন আলোচনামুখে বিচার করিতে হইবে যে, 'অর্থ এবং পরমার্থ' এই উভয়ের মধ্যে কোনটি জীবের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক ও কোনটি শান্তিদায়ক।

অর্থদ্বারা আমরা সাধারণতঃ সুখের জন্য গৃহ, পুত্র, পরিজন, পশ্বাদি সংগ্রহ করিয়া থাকি। কিন্তু শাস্ত্র (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।১৯) বলেন—

"নিত্যাদিদেন বিত্তেন দুর্ল্লভেনাত্ম মৃত্যুনা।
গৃহপত্যাপ্তপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ॥"

অর্থাৎ ধনাদি বিষয়দ্বারা আমরা যে গৃহ, পুত্র, পশ্বাদি সংগ্রহ করিয়া থাকি সেগুলি একেতো অত্যায়াসলভ্য তদুপরি নিরন্তর দুঃখপ্রদ ও চরমে বিনাশশীল। সুতরাং এইরূপ ধ্বংসশীল বস্তুসমূহের দ্বারা মানবগণের বিন্দুমাত্রও সুখলাভ হইতে পারে না এবং শোক-দুঃখই আনয়ন করে। প্রায়ই আমরা শুনিতে পাই— অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং

নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।

অর্থকে সর্ব্বদা অনর্থরূপে জানিতে হইবে। বস্তুতঃ তদ্দ্বারা সুখের লেশ-মাত্রও লাভ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের পরেই বলিয়াছেন—

"এবং লোকং পরং বিদ্যান্নশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিতম্।"

"অর্থলভ্য ঐহিক ভোগ্যবস্তুর ন্যায় বেদবিহিত যাগ-যজ্ঞ ও দান-পুণ্যাদি দ্বারা যে স্বর্গীয় ভোগ্যবস্তু লাভ হয় তাহাও ভোগের দ্বারা ক্ষীয়মান বলিয়া উহাকেও বিনশ্বর জানিবে।"

সুতরাং বিনশ্বর ইহলোক ও স্বর্গীয় সুখদ্বারা জীবের নিত্য-মঙ্গল লাভ হইতে পারে না।

ইহ জগতে আজ আমি যাহাকে প্রীতি করিতেছি সে কাল দুঃখ দিয়া ইহলোক ত্যাগ করিতেছে। উদাহরণস্বরূপ আরও বলা যাইতে পারে মানুষ

দুধ সেবা করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গাভী ক্রয় করে, কিছুদিন পরে দেখা যায় গাভীটি বা বাছুরটি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং প্রমাণিত হইল অর্থলভ্য বস্তুদ্বারা প্রকৃত নিত্যসুখ হইতে পারে না। ইহলোকে বা স্বর্গলোকে সমস্ত ভোগ্যবস্তুই অনিত্য। অর্থের দ্বারা আমরা উক্ত উভয় জগতে যাহাই সংগ্রহ করিব পরিণামে সবই ধ্বংসশীল ও অনিত্য। অনিত্য বস্তুদ্বারা নিত্য সুখলাভ হইতে পারে না। নিত্যসুখশান্তি লাভ করিতে হইলে আমাদের নিত্যবস্তুর সন্ধান করিতে হইবে।

পরম মুক্ত মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অর্থলভ্য ধনজন-পরিবার দ্বারা যে কেবল দুঃখই লাভ হয় সে-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

ধনজন পরিবার কেহ নহে কভু কার
কালে মিত্র অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই তাহা নাহি থাকে ভাই
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর॥
ভাল করে দেখ ভাই অমিশ্র আনন্দ নাই
যে আছে সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে কেন মায়াদাস হবে
হারাইবে পরমার্থ ধন॥

পরমার্থলভ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পরম নিত্যবস্তু। সেই নিত্যবস্তুর সেবা-দ্বারাই জীব পরমশান্তি লাভ করিতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবদ্ বাক্য, যথা—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

হে ভারত, তুমি সর্ব্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও; তাঁহার প্রসাদে পরা-শান্তি লাভ করিবে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে। শ্রীভগবান্ নিত্যবস্তু। এইজন্য তাঁহার আশ্রয়ে জীব অশোক, অভয় ও পরম অমৃতময় হইতে পারেন। তাঁহাকে হারাইবার ভয় নাই, কিন্তু জগতের সমস্ত বস্তুই অনিত্য ও শোক দুঃখ দানকারী। শ্রুতি বলেন—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো
বহুনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥ (কঠ ২।২।১৩)

যিনি নিত্য বা বাস্তব-বস্তুসমূহেরও পরম নিত্য বা পরম সত্য বা যিনি চেতন জীবসমূহেরও মুখ্যচেতন, যিনি এক হইয়াও সকলের কামনা পূরণ করেন, যে-সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেই আত্মস্থ ভগবানকে পরিদর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্যশান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে তাহা লাভ করিতে পারে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত জীব কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। শ্রীভগবদ্ ভজনই জীবের একমাত্র পরমার্থ। কেননা ভজনের দ্বারা ভজনীয়বস্তু শ্রীভগবানকে লাভ করা যায়। শাস্ত্রে নববিধা ভজনের কথা দেখা যায় (শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৫।২৩-২৪) যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভাগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে—

ভজনের মধ্যে হয় নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করিয়া তদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-আদির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চ্চনাদি নববিধ ভজন-দ্বারাই শ্রীভগবদ্ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শ্রীভগবদ্ ভজনের সঙ্গে তৎপ্রতিকূল কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-যাগ ও তপস্যাদি অন্যাভিলাষ পরিহার করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত *নববিধ ভজনের মধ্যে নাম-কীর্ত্তনমূলা ভজনই শ্রেষ্ঠ। ভজনকেই শাস্ত্রে ভক্তি* বলিয়াছেন। শ্রীভগবানকে লাভ করিতে হইলে সদ্গুরু পদাশ্রয় প্রয়োজন। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার সেবা ও উপদেশ পালনমুখে যদি আমরা ভগবদ্ ভজন করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়া উপরোক্ত পরমার্থ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দিয়াছেন। আর্ত্তি ও অনুরাগের সহিত যদি আমরা শ্রীভগবান ও তদীয় ভক্তগণের সেবা করিতে পারি তাহা হইলে আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে পরম সুখশান্তি লাভ করিতে পারিব, নতুবা সুখ শান্তি সুদূরপরাহত।

পরিশেষে অর্থ সম্বন্ধে আর একটি কথা এই যে, যদি উহা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিত হয় তাহা হইলে সেই অর্থ অনর্থ না হইয়া পরমার্থ প্রদ, জীবের কিছু সুকৃতি লাভ হইতে পারে। উক্ত সুকৃতি সাধুসঙ্গ দান করে। পশ্চাৎ সাধুসঙ্গ প্রভাবে জীবের পরমার্থ লাভ হইয়া থাকে। অতএব অর্থ অসৎ (সংসারে) কার্য্যে ব্যয় না করিয়া সৎবস্তু একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরির চরণকমল-সেবাতেই নিযুক্ত করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

উপেক্ষিত শ্রীপাট বড়গাছি

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়দয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥
বড়গাছি নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের নিবাস॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৭৪৮)

নদীয়া জেলায় নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত বড়গাছি গ্রাম। বেথুয়া-ডহরী হইতে উত্তর-পূর্ব্বদিকে ২০ কিলোমিটার বাসে বীরপুর মেয়া পাড়ায় নামিয়া প্রায় ৩ মাইল কাঁচা রাস্তায় হাঁটিয়া শ্রীপাট বড়গাছিতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভুবমোহন বিগ্রহ অবস্থিত। বর্ত্তমানে টিনের একচালা ঘরে ৪ফুট উঁচু গৌর-নিত্যানন্দের দারুময় বিগ্রহ বিরাজিত। বিগ্রহের পদতলে ১১০১ বঙ্গাব্দে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত—খোদাই করা আছে প্রকাশ। কাঠের সিংহাসন। (১) শ্রীশালগ্রাম, (২) শ্রীরাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ আছেন। মাটির ঘর। বারান্দায় সেবাইত "ক্ষেপা মা" ও "ক্ষেপা বাবার" সমাধি আছে। একখানা ছোট একতলা পাকা কোঠাঘর আছে। উহার ছাদ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া পরিত্যক্ত; এবং প্রবাদ ছাদের নীচে ঠাকুর থাকিবেন না। সমাধিদ্বয় ২০০ বৎসরের বলিয়া ওখানকার লোকেরা বলেন। অন্যান্য বিগ্রহ স্থানান্তরে বহুদিন পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন। রুকুনপুরের বিগ্রহগণ পূর্ব্বে বড়গাছিতেই ছিলেন। প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে সেবাইত দয়ালদাস বাবাজী শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহকে বড় আন্দুলিয়া গ্রামে নিয়াছিলেন। এখন তথায় বারোয়ারী ভাবে পূজিত হইতেছেন।

রাজা হরিহোড়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীশ্যামরায় বিগ্রহ এবং শ্রীশিবলিঙ্গ বিগ্রহ বীরপুর গ্রামে শ্রীরাজ রাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলয়ে পূজিত হইতেছেন। শ্রীশ্যাম রায়ের ৫২ বিঘা জমি ছিল। এখন কিছুই নাই। হরিহোড়ের ও শ্যামরায়ের ভিটা বলিয়া এক পরিত্যক্ত স্থান দেখা গেল। শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইচন্দ মন্দিরের বাড়ীটি শ্রীহীন, পরিমাণ ৪০ শতাংশ মাত্র। অধিকারিণী শ্রীঅনুশীলা দাসী (৭০ বৎসর, গন্ধবণিক) স্বামী পরলোকগত রাজেন্দ্রদাস। পুত্র সন্তান আছে। ঠাকুর বাড়ীর এখন ৮ বিঘা জমি মাত্র অবশিষ্ট আছে। ঠাকুর বাড়ীতে সেবকখণ্ডে টালির ঘর। শ্রীরাধারাণী নাম্নী এক বাগ্দী রমণী তথায় বাস করে।

রাজা কৃষ্ণদাসের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ "ঢিবি" আছে। উহাকে "গড়বাড়ী" বলে। পরিমাণ ১৬ বিঘা। পূর্ব্বে ঐ স্থানে বাঁশ, বেত ও আগাছার ঘন জঙ্গল ছিল। বর্ত্তমান মালিক উক্ত অনুশীলা দাসী। গড়বাড়ীতে একটি লোহার সিন্দুক পাওয়া গিয়াছিল। উহা হোসেন নামক এক ব্যক্তি নিয়া যায়, কিন্তু তাহার মৃত্যু হয় বলিয়া প্রবাদ আছে।

বড়গাছি মন্দিরে দোলযাত্রা (দোলমঞ্চহীন), জন্মাষ্টমী উৎসব হয়। এবং বাঁশদ্বারা নির্মিত রথযাত্রা হইয়া থাকে। ঐ রথ বড়গাছিগ্রামের উত্তর-কোণে লক্ষ্মী জোলার উপরে "রাখাল মণ্ডপ" মন্দিরে যাইয়া থাকে। রাখাল মণ্ডপ মন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তথায় এখন বট, অশ্বত্থ ও নিমগাছ আছে। জমির পরিমাণ মাত্র ৩ বিঘা। মেলা হয়; স্মৃতি রক্ষা। অতি অল্প সংখ্যক লোক মেলায় যোগদান করেন। এইখানে পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল।

জলঙ্গী নদীতে ঐতিহাসিক ঈশ্বর পাটুনীর খেয়াঘাট আছে। ঐ ঘাট দিয়া লক্ষ্মীদেবী পার হইয়াছিলেন। অন্নদামঙ্গলে তাহা বর্ণিত আছে। এখনও ঈশ্বর পাটনীর দৌহিত্র বংশীয় কানাই ও মুকুন্দ দীং খেয়ায় পারাপার করে।

নবাব সরকার বা ব্রিটিশ সরকার ঈশ্বর পাটনীর ঘাট কোনদিন বন্দোবস্ত করেন নাই। বর্ত্তমান জাতীয় সরকার ঐ ঘাটের ডাক বন্দোবস্ত করিয়াছেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী পার হইয়া যাওয়ার পরে বড়গাছির ভাগ্যলক্ষ্মীও চলিয়া গিয়াছেন। প্রবাদ একদা ১২০০ নেড়া ও ১৩০০ নেড়ি আসিয়া ঐ গ্রামে পানীয় জল চাহেন, তখনকার মঠের সেবাইত তাহাদিগকে চিমটা দ্বারা পুকুর খনন করিতে বলেন। তাহারা প্রায় ৩ একর পরিমাণ এক পুকুর খনন করে। পুকুরের

নাম হয় "শ্বেত গঙ্গা"। স্থানীয় লোকেরা উহাকে "চিমটি পুকুরও" বলে। পুকুরের জল ৭ রং পরিগ্রহ করিত। বর্ত্তমানে প্রাতে সিন্ধিবর্ণ, দুপুরে কাজল বর্ণ এবং বৈকালে শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। "চিমটি পুকুরের" বর্ত্তমান অধিকারী নূরমোহম্মদ মোল্লা। পাগলা চণ্ডী হইতে লক্ষ্মীজোলা বাহির হইয়া বড়গাছি গ্রাম অতিক্রমপূর্ব্বক জলঙ্গীতে মিশিয়াছিল। দৈর্ঘ্যে অনুমান ২॥ মাইল, প্রস্থে ১২।১৪ নল। এখন উহাতে চাষ হয়। দুই পার উচু বলিয়া "লক্ষ্মীজোলা" নির্ণয় করা যায়। গ্রামের বৃদ্ধ ৮৮ বৎসরের অম্বর কসাই বলিলেন—"লক্ষ্মী-জোলা" দিয়া কেহ জুতা পায় দিয়া যাইত না। লাঙ্গলও কাঁধে নিয়া পার হইত। হিন্দু মুসলমান সকলেই পার হইয়া "লক্ষ্মীজোলায়" প্রণাম করিত।

এ গ্রামে নীলকুঠী ছিল। তাহার ধ্বংসাবশেষ আছে। অযোধ্যা হইতে আগত "ত্রিবেদীগণ" এই গ্রামের জমিদার ছিলেন। পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র ত্রিবেদীর নিকট অনুগত প্রজা শুকলাল সেখ কিছু জমি চাহে। ত্রিবেদী তাহাকে ইচ্ছামত জমি নিতে বলেন। শুকলাল "লক্ষ্মীজোলায়" জমি চাহে। ত্রিবেদী কথা দিয়াছেন বলিয়া গোমস্তা পাঁচু হালসানাকে বলেন, শুকলাল সেখ "লক্ষ্মী জোলায় জমিই চাই" বলায় পাঁচু বলিল, ও যখন জেদ ধরিয়াছে তখন "লক্ষ্মী জোলায়" তাহাকে জমি দেওয়া হউক। সুকলাল তেজি ২টা বলদ নিয়া "লক্ষ্মীজোলায়" চাষ আরম্ভ করে; কিন্তু বলদ মারা যায়। তাহার বাড়ীর লোকও অসুস্থ হইয়া মরিতে থাকে। সুকলাল মরণাপন্ন হইয়া প্রতিকার চাহিলে গ্রামের প্রধানগণ ৭ বৈরাগীর কীর্ত্তন ও উৎসব দিতে বলেন সুকলাল কীর্ত্তন ও উৎসব দিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করে।

গ্রামে শ্রেণীবদ্ধভাবে উচু ঢিবি বহু রহিয়াছে। পুকুর-ডোবা কিছু আগাছা জঙ্গল প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। গ্রামটি লক্ষ্মীছাড়া। হাট, বাজার, ডাকঘর, যাতায়াতের পাকারাস্তা নাই। অদূরে জলঙ্গী নদী। এখন আর ঐ নদীতে পণ্যবাহী নৌকার বহর নাই। বর্ত্তমানে পরিবহন কার্য্যে মোটর গাড়ী ট্রাক প্রভৃতি নিযুক্ত আছে। স্বাধীনতার পর সম্প্রতি গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় (পাঠশালা) স্থাপিত হইয়াছে। ঐ গ্রামে উদ্বাস্তু বসতিও হয় নাই। এই গ্রাম সংলগ্ন "সাহার বাড়ী গ্রাম"। তথায় কতক হিন্দু বসবাস করেন। মুন্সী, চক্রবর্ত্তী, মুখার্জ্জী, চ্যাটার্জ্জী প্রভৃতি বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণগণ বড়গাছি ত্যাগ করিয়া স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ শ্রেণীবদ্ধ কিছু ঢিবি রাখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে এ গ্রামে

আদৌ মুসলমান ছিল না। ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজ অর্থনৈতিক কারণে হটিয়া যাইতেছেন। পুরানো রাজবাড়ীর সংলগ্ন নিত্যগোপাল ও নিবারণ সুখার্জী, গাঙ্গুলী বাবুদের বাড়ী। এই গ্রামে গাঙ্গুলী, মুখার্জী, চক্রবর্তী ও মুন্সীগণ পুরানো সম্ভ্রান্ত বংশ। সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর ভ্রাতা শ্রীযতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (৭৫ বৎসর) প্রাচীন ব্যক্তি। ঐ বংশের যে পরিচয় পাওয়া গেল—নিত্যগোপাল গাঙ্গুলী, হীরালাল, সুধীন্দ্র, শ্রীশান্তিময় এক্ষণে বেথুয়া ডহরীর প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন ব্যবসায়ী। গন্ধবণিক কেশব রুদ্র, বিশ্বরূপ, উমাপদ রুদ্র (৭৮ বৎসর) প্রভৃতির ব্যবসায় কার্য।

ব্রাহ্মণ সম্ভ্রান্ত ভট্টগণ বড়গাছি ত্যাগ করিয়া সাহারবাটী গ্রামে বাস করেন। পাশের গ্রাম বীরপুর, ওখানে বড় মসজিদ আছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের পাকাবাড়ী সমূহ তাহাদের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। বীরপুরে এক হরিসভা আছে। পথের পাশে পাশে পরিত্যক্ত ঢিবি, পুরানো পুকুর, ডোবা প্রভৃতিও আছে। একটি পুকুরের নাম "কেও"। আমার মনে হল ইহা রহস্যপূর্ণ। মনের ভাব হেয়ালীতে দেওয়া গেল।

"কেও"

বড়গাছি গৌর-নিত্যানন্দ দরশনে আসে।
"কেও" বলি ডাক দিল দূর হতে পথপাশে ॥
অবাক বিস্ময়ে চাহি দেখিলাম কথা বলে।
মানুষ নাহি নিকটে, তবে কি পরিণাম ছলে ?
"কেও" বলে এস পথিক, মম জলে কর স্নান।
পথ ক্লান্তি দূর করি, করিবে ঠাকুর দরশন ॥
লক্ষ্মীছাড়া গ্রাম, মেঠোপথের ধূলি, শ্রীহীন।
একদা যথায় নৃত্য করিত ভকতপ্রবীণ ॥
রাজা নাই, প্রজা নাই ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট।
পূজা নাই, রুগ্ন গ্রাম দেখি হ'ল মনে কষ্ট ॥
রাজা কৃষ্ণদাস প্রবল প্রতাপী গৌরভক্ত।
কালের প্রভাব চমৎকার! বোঝা বড় শক্ত ॥
গৌর-নিত্যানন্দ পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
(মনে আশা) বড়গাছি ভক্তসহ করি নাম সঙ্কীর্তন ॥

গ্রামের লোকসংখ্যার বর্ত্তমান আনুমানিক হিসাব দেওয়া গেল—

ব্রাহ্মণ গাঙ্গুলী	৪ ঘর	২০ জন
গন্ধ বণিক	৭ ”	৬০/৬৫ জন
বাগদি	১৮ ”	১২৫ জন
রুইদাস	৭ ”	৩০ ”
গরাই	১ ”	৫ ”
পরামাণিক	৩ ”	২০ ”
রাজবংশী	১ ”	৬ ”
যাদব ঘোষ	৫ ”	৩০ ”
ওঁড়াও	১৬।১৭ ”	১৫০ ”
আদিবাসী সর্দ্দার	৮ ”	৪০ ”
মুসলমান	১৮০ ”	১০০০ ”

বড়গাছি গ্রাম হইতে বাজার বড় আন্দুলিয়া ২।। মাইল। বীরপুর হাট ২।/২।। মাইল, পোষ্ট অফিস তেঘরি ১ মাইল। দোল, জন্মাষ্টমী ও রথ-যাত্রার উৎসব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মুসলমানগণ সকলেই সুন্নী, কিন্তু তাহারা উৎসাহের সহিত মহরম, বকরিদ, ঈদ প্রতিপালন করেন।

দীর্ঘ ৬ মাসের মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের অর্চ্চন, ভোগরাগ হয় নাই বলিয়া শুনিয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। একদা যে-স্থান বারমাসে তের-পর্ব্ব নৃত্যগীতমুখর ছিল, আজ তাহা কোথায়? ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতির এই দুঃখময় দুরাবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া লুপ্ততীর্থ ও শ্রীপাট পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছি।

১৯৮০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর বহির গাছির নিকট সরভোগ নিবাসী শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্কর দত্ত ঠাকুরের ভোগরাগের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। অর্চ্চন আরতি গোপাল মুখোপাধ্যায় করিলেন; সমুপস্থিত গ্রামের লোকগণ প্রসাদ পাইলেন। আমাদের সঙ্গী ছিলেন শ্রীশান্তিময় গাঙ্গুলী ও শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী। বড়গাছিতে ধান পাট রবিশস্য হইয়া থাকে। দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্তে পূর্ব্ব-গৌরবময় ইতিহাস স্মরণ করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১১২ পৃষ্ঠার পর)

[পঞ্চম অধ্যায়]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১-২)

জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয়
কৃষ্ণের গোচরে।
যোগেতে উত্তম যাহা
জানিবার তরে ॥১॥

কভু বলো কর্ম্মযোগ
কভু কর্ম্মত্যাগ।
কোন্‌টি উত্তম বলো
জগতের নাথ ॥২॥

জগন্নাথ বলিলেন—
উভয়ে সমান।
শ্রেয়তর কর্ম্মযোগ
কর্ম্মই প্রধান ॥৩॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৩-৫)

সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ
উভয়ে সমান।
বিধি-বিধানে পালিলে
সমান কল্যাণ ॥৪॥

কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস
উভয়েই এক।
অজ্ঞজনে কহে ভুল
কহয়ে পৃথক্ ॥৫॥

জ্ঞানীজন সত্যদ্রষ্টা
কহয়ে সঠিক।
বলে উভে সমগোত্রী
করে সবে হিত ॥৬॥

হইলে নিত্য সন্ন্যাসী
না রহে আসক্তি।
করয়ে নিষ্কাম কর্ম্ম
কর্ম্মে মোক্ষ প্রাপ্তি ॥৭॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৬-৭)

কর্ম্মযোগ করণীয়
ব্রত প্রাথমিক।
না পালিলে এই ব্রত
ত্যাগ অনুচিত ॥৮॥

সহজ নহেক কভু
কর্ম্মকে ত্যজন।
আসক্তি রহিলে মনে
বৃথাই ভজন ॥৯॥

যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা
মার্জ্জিত বচন।
বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়
ইন্দ্রিয় দমন ॥১০॥

নিজ আত্মা অন্য জীবে
দেখে যেইজন।
কর্ম্মের শৃঙ্খল তাহে
না করে বন্ধন ॥১১॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৮-১০)

দর্শন শ্রবণ স্পর্শ
ভোজন গমন।
উন্মীলন নিমীলন
নিদ্রা নিমগন ॥১২॥

নিশ্বাসন প্রশ্বাসন
ঘ্রাণ ও গ্রহণ।
বিসৃজন কথনাদি
বহু কার্য্যক্রম ॥১৩॥

ইন্দ্রিয়াদি করে কর্ম্ম
নিজ কর্ম্মে লিপ্ত।
নির্লিপ্ত রহয়ে আত্মা
উজ্জ্বল প্রদীপ্ত ॥১৪॥

পদ্মপত্রে বারি যথা
নাহি রহে স্থির।
যায় চলি টলি টলি
পত্রের বাহির ॥১৫॥

সেইরূপে সর্ব্বপাপে
হইবারে মুক্ত।
সমর্পণ কর কর্ম্ম
প্রভুতে সংযুক্ত ॥১৬॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১১-১৫)

নবদ্বারযুক্ত গৃহে
করয়ে নিবাস।
একনিষ্ঠ কর্ম্মযোগী
কর্ম্মেতে বিশ্বাস ॥১৭॥

বিচলিত নহে আত্মা
নাহি সাজে কর্ত্তা।
সাক্ষী রহে সর্ব্ব কর্ম্মে
তিনি অনুমন্তা ॥১৮॥

মানবে করয়ে কর্ম্ম
যেমন প্রকৃতি।
প্রকৃতির প্রভু আত্মা
সাথে বিশ্বপতি ॥১৯॥

সর্ব্বত্যাগী মহেশ্বর
　　না করে গ্রহণ।
অপরের পাপ-পুণ্য
　　জটিল বন্ধন ॥২০॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৬-১৯)

সূর্য্যের আলোকে যথা
　　ধরা আলোকিত।
আত্মজ্ঞান হয় যবে
　　পরমাত্মা তৃপ্ত ॥২১॥

ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত
　　সকলি সমান।
ইহলোক করে জয়
　　রহি ইহধাম ॥২২॥

ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল তথা
　　কুকুর ও গাভী।
ব্রহ্মজ্ঞানী ভাবে সম
　　সমান দরদী ॥২৩॥

চিত্তের চাঞ্চল্য যবে
　　হয় বিনম্বিত।
লভয়ে পরধাম—
　　মহিমা মণ্ডিত ॥২৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২০-২২)

বিষয়ে ইন্দ্রিয়যোগ
　　পরিণাম বিষ।
পান করে জগজনে
　　মাতাল সদৃশ ॥২৫॥

ইন্দ্রিয় জনিত সুখ
　　হয় কলুষিত।
আত্মজ্ঞানী লভে সুখ
　　কলুষ বর্জ্জিত ॥২৬॥

প্রিয় বস্তু লভিয়াও
　　নাহি হয় হৃষ্ট।
অপ্রিয় আসিলে কিছু
　　নহে অসন্তুষ্ট ॥২৭॥

যেই চিত্ত সমাহিত
　　ব্রহ্ম সাথে যুক্ত।
তথা বুদ্ধি রহে স্থির
　　মায়া মোহ মুক্ত ॥২৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৩-২৬)

কাম-ক্রোধে বশীভূত
　　করে যেই জন।
ভগবানে রহে যুক্ত
　　আনন্দিত মন ॥২৯॥

কাম-ক্রোধ উভে মুক্ত
সংযত চিত্ত।
আত্মাকে জানিতে পারে
নির্ব্বাণ প্রদীপ্ত ॥৩০॥

জগতের করে হিত
হয় রিপুজয়ী।
অন্তরে রহেনা পাপ
নহেক সংশয়ী ॥৩১॥

লভয়ে অন্তরে সুখ
অন্তরে আরাম।
আলোকিত হয় চিত্ত
লভে ব্রহ্মজান ॥৩২॥

অস্ত হয় কাম-ক্রোধ
আসয়ে নির্ব্বাণ।
ব্রহ্ম নির্ব্বাণেতে বাস
করয়ে ধীমান ॥৩৩॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২৭-২৯)

নিবদ্ধ রাখয়ে দৃষ্টি
ভ্রযুগল মাঝে।
ইন্দ্রিয়াদি বশে রাখি
বসে যোগসাজে ॥৩৪॥

প্রাণাপান দুই বায়ু
রাখিয়া সমানে।
যোগী করে মুক্তি চেষ্টা
বসি যোগাসনে ॥৩৫॥

যেজন জানিতে পারে
প্রভু মহেশ্বরে।
যজ্ঞ-তপ-ভোক্তা যিনি
খ্যাত চরাচরে ॥৩৬॥

জীবের সুহৃদ যিনি
নাশয়ে দুর্গতি।
যে জানে সে' মহেশ্বরে
লভয়ে সুগতি ॥৩৭॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,
কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্তবিভাগের পদস্থ অফিসার,
নিউ দিল্লী।

শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দিবসে (২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৯ সাল রবিবার পূর্ণিমার দিন) নির্ব্বিঘ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ প্রকাশিত হন।

এই মহামহোৎসবে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, সহঃ সভাপতি শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীধাম মথুরা এবং শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে আরও অনেক বৈষ্ণববৃন্দ ও স্থানীয় বহু ভক্ত তথা সজ্জনমণ্ডলী যোগদান করেন।

এইদিন প্রভাতে মঙ্গলারাত্রিক, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও পাঠ-কীর্ত্তন হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অভিষেক নিমিত্ত সকাল ৭ঘটিকায় নগর সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবগাহন জন্য পবিত্র সালিন্দি নদীর জল আনয়ন করা হয়। অনন্তর ১০ঘটিকায় শুভমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমদেবের যজ্ঞীয় সম্ভারাদি এবং বেদ-মন্ত্রাদি স্তোত্রের দ্বারা মহা-অভিষেক হয়।

মধ্যাহ্নে মহাসমারোহের সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগনিবেদনান্তে স্থানীয় সহস্রাধিক ভক্তমণ্ডলী ও শ্রদ্ধালুজনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সায়াহ্নে শ্রীল মহারাজগণ ভক্তগণের সমক্ষে শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব বিষয়ে বহুবিধ শিক্ষা এবং উপদেশ প্রদান করেন।

এই উৎসব সম্পাদনায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহঃ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজের সেবাপ্রচেষ্টা সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য।

—শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে

শ্রী শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সকল মঠেই সেবকবৃন্দ কম-বেশী পরিমাণে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তদুপরি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত পিছলদাস্থ উক্ত মঠের বাৎসরিক উৎসবরূপে বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে কতিপয় প্রচারক পূর্ব্ব হইতেই তথায় উপনীত হন। এই পিছলদায় শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী যাইবার পথে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীপাদস্পর্শে পবিত্রিভূত এই পুণ্যস্মৃতি-ক্ষেত্র বৈষ্ণবগণের নিকট অত্যন্ত পবিত্রস্থান। তাই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ স্থাপন করেন এবং তত্রস্থ অধিবাসীগণের সাহায্যে তথায় নিত্যসেবাপূজা যাহাতে স্থিতি লাভ করে তজ্জন্য শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রী শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রী শ্রীরাধা-বিনোদবিহারী বিগ্রহগণকে প্রায় বাইশ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা করেন।

স্নানযাত্রা-উপলক্ষে বিগত ২২ জ্যৈষ্ঠ (ইং ৬।৬।৮২) রবিবার দিন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা তথা মহাজন-গীতিকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইলে মধ্যাহ্ন-ভোগ-আরতি কীর্ত্তন এবং পরে আগন্তুক সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যা-আরতি সমাপ্ত হইলে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। এই সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ দীর্ঘ এক ভাষণে শ্রীশ্রীস্নানযাত্রার প্রচলন সম্পর্কে বিষদভাবে বর্ণন করেন। তদুপরি কয়েকজন ব্রহ্মচারীও উহার ইতিবৃত্ত আলোচনা করেন। এর পর সভাপতির ভাষণে শ্রীল ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-লীলা ও তাঁহার প্রীতি-বৈশিষ্ট্য প্রাঞ্জল ভাষায় এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন এবং যাঁহারা এই উৎসবে সর্ব্বতোভাবে সহায়-সহানুভূতি করিয়াছেন তজ্জন্য সমিতির পক্ষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

উক্ত উৎসব-সম্পাদনায় শ্রীপাদ মতিকৃষ্ণ ব্রজবাসী প্রভুর সেবা-প্রচেষ্টা সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য।

—শ্রীগৌরাঙ্গপদ ব্রহ্মচারী

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে প্রতিবৎসরই সমিতির আকরমঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তথা অন্যতম শাখামঠ চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠেও এই উৎসব-অনুষ্ঠান বিপুল আড়ম্বরের সহিত পালিত হয়। বর্ত্তমান বৎসরেও ইহার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষে এই উৎসব উদ্‌যাপন করিতে গিয়া সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** একটি বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ আধুনিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতের মূলপুরুষ ভক্তির ভগীরথ শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি অর্থাৎ গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনের পূর্ব্বদিবসে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল—তাই সেই তিথিবরাকে স্মরণ করিয়া শ্রীল ঠাকুরের নিকট কৃপাভিক্ষা করত হৃদয়-মন্দির মার্জ্জনা করার বিধান দিয়াছেন। হৃদয় নির্ম্মল না হওয়া পর্য্যন্ত বিষয়-বিগ্রহের সেবা হইতে পারে না। শ্রীমন্দির-মার্জ্জন অর্থাৎ আবর্জ্জনা-মুক্ত করিলে যেমন তবেই সেখানে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তদ্রূপ হৃদয়-কলুষ মুক্ত করিলে তবেই হৃদয়নাথকে দর্শন করা যায়। রথযাত্রার পূর্ব্বদিবস পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সুন্দরাচলে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তাই শ্রীহরিভক্তিবিলাসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী—

"কিন্ত্বীদৃগ্‌ভক্তিসন্দী জগন্নাথানুসারতঃ।
দোলা-চন্দন-কীলাশ **রথযাত্রাশ্চ** কারয়েৎ॥"

শ্রীগৌরধামে পুরীর প্রথানুযায়ী গুণ্ডিচা-মন্দির অর্থাৎ যেস্থানে শ্রীজগন্নাথ-দেব অষ্টরাত্রি যাপন করিবেন সেই মন্দির মার্জ্জনের ব্যবস্থা করা হয়।

বিগত ৭ই আষাঢ় (ইং ২২।৬।৮২) মঙ্গলবার শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্বাত্মক ও বিভিন্ন মহাজন-গীতি কীর্ত্তিত হয়। তদনন্তর শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে

পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন। এর পর পূর্ব্বাহ্নে মঠস্থ ও দূরাগত বৈষ্ণববৃন্দ তথা বহু ভক্তবৃন্দসহ সুরধুনী-তীরে মনসা-মন্দিরের (নবদ্বীপস্থ ফাঁসীতলা ঘাট) সন্নিকটস্থ শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের পূজামণ্ডপে উপনীত হইয়া কীর্ত্তন হইলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-প্রসঙ্গ বিষদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদি সমাপ্ত করে কীর্ত্তনমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তৎপর দিবস শ্রীশ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে প্রাতঃকীর্ত্তনাদি হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ রথযাত্রা সম্পর্কে পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নের ভোগারতি সমাপ্ত হইলে আগত সহস্র সহস্র জনসাধারণকে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তখন দিবা ৩ ঘটিকা, রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে আরতি করা হইলে "জয় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা-গুণ্ডিচা কী জয়" মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনী সহ নবদ্বীপ সহরস্থ মুখ্য পথ দিয়া ভক্তগণের রজ্জু-আকর্ষণে রথ মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন সন্ধ্যা, রথ নির্দ্দিষ্টস্থানে পৌঁছে। এই-স্থানে অষ্টরাত্রি অবস্থান করিয়া নবম দিবসে যথারীতি প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ৮ই আষাঢ় হইতে ১৫ই আষাঢ় পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে বিভিন্ন দিবসে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং শ্রীগৌর-লীলা, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, শ্রীরাম-লীলা, শ্রীপ্রহ্লাদ-লীলা তথা বিভিন্নতীর্থাদির দৃশ্যাবলী ছায়াচিত্রযোগে প্রদর্শন করান ও সে-সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয় ১৫ই আষাঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে বিরাটভাবে মহোৎসবের ব্যবস্থা করেন। এই উৎসবে নিমন্ত্রিত ও আগন্তুক সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং পুনর্যাত্রার দিবস অর্থাৎ ১৬ই আষাঢ় সন্ধ্যায় শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাত্রে সহস্র সহস্র জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

—শ্রীভূদেব ব্যানার্জ্জী,
দণ্ডপাণিতলা (নবদ্বীপ)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৪শ বর্ষ | ১৩ হৃষীকেশ, প্রদ্যুম্ন, ৪৯৬ গৌরাব্দ
৩১ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৭।৮।১৯৮২ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদম্

শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিহার্য্যষ্টকম্

[শ্রীমদ্ রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

ইন্দ্রনীলমণি-মঞ্জুল-বর্ণঃ ফুল্লনীপ-কুসুমাঞ্চিত-কর্ণঃ।
কৃষ্ণলক্ষ্মিবরকৃশোরসি হারী সুন্দরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥১॥

ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় অতি মনোহর যাঁহার বর্ণ, বিকসিত কদম্ব-কুসুমদ্বারা যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত, যাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার শোভা পাইতেছে, সেই পরমসুন্দর কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥১॥

রাধিকা-বদনচন্দ্র-চকোরঃ সর্ব্ববল্লববধূ ধৃতিচৌরঃ।
চর্চ্চরী-চতুরতাঞ্চিত-চারীকৃতো জয়তি কুঞ্জবিহারী ।২॥

যিনি শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্রের চকোর-স্বরূপ, যিনি নিখিল ব্রজরমণীর ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়া থাকেন এবং যিনি চর্চ্চরী-তালে সুন্দর নৃত্য-কৌশল বিস্তার করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥২॥

সর্ব্বতঃ প্রথিত-কৌলিকপর্ব্ব-ধ্বংসনেন হৃত-বাসব-গর্ব্বঃ।
গোষ্ঠ-রক্ষণকৃতে গিরিধারী-লীলয়া জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৩॥

যিনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত গোপদিগের ইন্দ্রপূজারূপ কৌলিক-পর্ব্বের ধ্বংসহেতু অতি ক্রুদ্ধ দেবরাজের গর্ব্ব হরণ ও গোষ্ঠ রক্ষার জন্য গোবর্দ্ধন-ধারণ করিয়াছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৩॥

রাগমণ্ডল-বিভূষিত-বংশী-বিভ্রমেণ মদনোৎসব-শংসী।
স্তূয়মান-চরিতঃ শুকশারী-শ্রেণিভির্জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৪॥

সমূহ রাগ-রাগিণী-বিভূষিত বংশীর মধুরস্বরে যিনি প্রেয়সীবৃন্দের প্রতি মদনোৎসব ঘোষণা করিতেছেন এবং বংশী-রব শুনিয়া অনুরক্ত শুক-শারীগণ যাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিতেছে, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৪॥

শান্ত-কুন্ত রুচিহারি-দুকূলঃ কেকিচন্দ্রক-বিরাজিত চূলঃ।
নব্যযৌবন-লসদ্ব্রজনারী-রঞ্জনো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৫॥

যাঁহার পীতাম্বর সুবর্ণের কান্তি অপেক্ষাও উজ্জ্বল, যাঁহার চূড়া ময়ূরপুচ্ছে বিরাজিত এবং যিনি নবযৌবনে সুশোভিত ব্রজনারীগণের চিত্তরঞ্জনে তৎপর, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৫॥

স্থাসকীকৃত-সুগন্ধি-পটীরঃ স্বর্ণকাঞ্চি-পরিশোভি-কটীরঃ।
রাধিকোন্নত-পয়োধর-বারী-কুঞ্জরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৬॥

সুগন্ধি চন্দনাদিদ্বারা যাঁহার অঙ্গ অনুলিপ্ত, স্বর্ণময় কাঞ্চীদ্বারা যাঁহার কটিদেশ সুশোভিত এবং যিনি শ্রীরাধিকার উন্নত বক্ষোজরূপ হস্তিবন্ধন শৃঙ্খলে কুঞ্জর-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৬॥

গৈরধাতু-তিলকোজ্জ্বল-ভালঃ কেলিচঞ্চলিত-চম্পক-মালঃ।
অদ্রি-কন্দর-গৃহেষ্বভিসারী সুভ্রুবাং জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৭॥

যাঁহার ললাট গৈরিক ধাতুদ্বারা তিলকাঙ্কিত হওয়ায় অতি উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহার বক্ষঃস্থলে বিলাসময়ী চম্পকমালা দোদুল্যমান হইতেছে, গোপাঙ্গনাগণের সহিত অদ্রি-কন্দররূপ সঙ্কেত-স্থানে যিনি গমন করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৭॥

বিভ্রমোচ্চল-দৃগঞ্চল-নৃত্য-ক্ষিপ্ত-গোপ-ললনাখিল-কৃত্যঃ।
প্রেমমত্ত-বৃষভানু-কুমারী-নাগরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৮॥

যিনি স্মরবিলাসে চঞ্চল-কটাক্ষপাতদ্বারা গোপললনাদিগের নিখিল কার্য্য বিদূরিত করিয়াছেন এবং যিনি প্রেমোন্মত্ত বৃষভানুসুতা শ্রীরাধিকার চিত্তরঞ্জনে রসিক নায়ক-স্বরূপ, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক ॥৮॥

অষ্টকং মধুর-কুঞ্জবিহারি-ক্রীড়য়া পঠতি যঃ কিল হারি।
স প্রযাতি বিলসৎ পরভাগং তস্য পাদকমলার্চ্চন-রাগম্ ॥৯॥

কৃষ্ণলীলাময়ী অতিমধুর ও মনোহর এই পদ্যাষ্টক যিনি পাঠ করেন, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-পূজনে বিলক্ষণ অনুরাগ লাভ হয় ॥৯॥

বৈষ্ণব-দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৫৬ পৃষ্ঠারপর)

অপরোক্ষ পন্থায় বৈষ্ণবদর্শন এবং শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন-শিরোমণি

এই পরম সত্য-দর্শন প্রদর্শন করিবার জন্যই স্বয়ংরূপ বস্তু স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে অন্য শক্তির অপেক্ষায় বা সহায়তায় প্রকাশিত হইতে হয় নাই। জড় হইতে প্রত্যক্ষ-পন্থায় ও পরোক্ষ-পন্থায় বস্তু-নির্দ্দেশ করিবার প্রতিপক্ষে অপরোক্ষ-পন্থার মহিমা একমাত্র বৈষ্ণব দর্শনেই নিহিত আছে। বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব-দর্শন-শিরোমণি এবং যাবতীয় দার্শনিক তথ্য তাহাতেই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

আপেক্ষিকতায় সত্য অদৃশ্য এবং নিরপেক্ষ সত্যই বৈষ্ণবদর্শন

আপেক্ষিক অস্মিতা, আপেক্ষিক কর্ম্ম আশ্রয় করিয়া, আপেক্ষিক করণের সহায়তায়, আপেক্ষিক বস্তুকে সম্প্রদান করিয়া, আপেক্ষিক বস্তু হইতে নিরপেক্ষ থাকিয়া, আপেক্ষিক বস্তু সম্বন্ধে, আপেক্ষিক আধারে দর্শন করিতে

গেলে পরম সত্যবস্তু দর্শন ঘটে না—ইহা প্রত্যেক দ্রষ্টা বস্তু-দর্শনকালে বিশেষরূপে নিরপেক্ষ না হইলে, বস্তু হইতে অভিন্ন সচ্চিদানন্দ দর্শনে বিমুখ হইবেন। যাঁহারা মায়াদ্বারা বা খণ্ডজ্ঞান-প্রতীতিতে বস্তু-দর্শনে ব্যস্ত তাঁহারা মায়াবাদী বৈদান্তিক; আর যাঁহারা মায়াবাদীয় দাস্য-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বস্তু দর্শন করেন, তাঁহারা তত্ত্ববিৎ বা বৈষ্ণব। সেই তত্ত্ব কেবল মায়া নহেন, কিন্তু অখণ্ড পরম সত্য, অবিমিশ্র পূর্ণ চিৎ ও অনুপাদেয়-রহিত ঘনানন্দের অদ্বয়-জ্ঞান।

মায়াবাদীর ভ্রান্তিময় দর্শনে জগৎ মিথ্যা

মায়াবাদী বস্তু দর্শন করিতে গিয়া কেবল মায়া আশ্রয়ে দৃশ্য দর্শন করেন। বাস্তব দর্শনের পরিবর্ত্তে ব্যবহারিক পরিচয়ের মিথ্যাত্ব প্রবল হইয়া তাঁহাকে বস্তু দেখিতে দেয় না; খণ্ডজ্ঞানে খণ্ডজ্ঞানী কখনই সত্য বস্তু দেখিতে পান না; সুতরাং বিচার আসিয়া তাঁহাকে খণ্ডবস্তুর ভ্রমময় দ্রষ্টা ও খণ্ডবস্তু প্রতীতির মিথ্যাত্ব এবং নিত্যসত্য-জ্ঞান হইতে বিপথগামী করেন।

বিশুদ্ধ দর্শনে জগৎ মিথ্যা নহে, কিন্তু নশ্বর এবং মায়াশক্তি প্রসূত

তত্ত্ববিৎ জগৎকে মিথ্যা মনে করেন না, বস্তুর বাহ্যখণ্ড প্রতীতি জন্য তাৎকালিক বা নশ্বর বলিয়া থাকেন। যাহাকে পরিমিত করা যায় তাহাই মায়া-গঠিত সঙ্কোচ-ধর্ম্মযুক্ত। দ্রষ্টা যখনই তত্ত্ব ভুলিয়া মায়ার সাহায্যে বাহ্য-বস্তু নিরীক্ষণ করেন, তখনই জাড্য আসিয়া দৃশ্য বস্তুর বিশেষত্ব দেখাইয়া, তাঁহাকে—'বিষয়' এবং দৃশ্য বস্তুকে—'আশ্রয়', 'আলম্বন' বা দর্শনের 'আধার' মনে করায়। মায়া বা পরিমিতি-শক্তি বস্তুর শক্তি-বিশেষ। সেই শক্তি পরিচালিত হইয়া বস্তুকে নানাত্বে প্রদর্শন করায় এবং তাহাদের মধ্যে বিশেষ বা ভেদ প্রদর্শন করায়। বস্তুর বাহ্য-প্রসবিনী মায়া-শক্তির ক্রিয়া দ্রষ্টা-জীবের অস্মিতায় কার্য্য করিবার অবকাশ পাইলেই, তাহাকে বুদ্ধিরূপে পরিণত করে। বুদ্ধি পরিণত হইয়া অহঙ্কার, ও করণপতি—মনে পরিণত হয়।

মায়াবাদী শঙ্করের ভ্রান্তিময় বিচার ও তত্ত্ববাদী মধ্বের বিশুদ্ধ বিচার

মায়াবাদী মায়ার আশ্রয়ে ভেদজ্ঞান যুক্ত হইয়া বলেন,—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও বাস্তব ভেদ নাই এবং বস্তুতে স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ নাই। তত্ত্ব-

বাদী অদ্বয়জ্ঞানাশ্রয়ে বলেন তত্ত্ববস্তু ভগবানে স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদিকা পূর্ণা ও উপাদেয়া শক্তি নিত্য বিরাজমানা। তত্ত্ববাদী অদ্বয়-জ্ঞানাশ্রয়ে ব্রহ্ম ও পরমাত্মাকে ভগবত্তা হইতে তত্ত্বে পৃথক্ দর্শন করেন না। তত্ত্ববাদী বস্তুকে সচ্চিদানন্দ বিষ্ণুতত্ত্ব দর্শন করেন। বিষ্ণুতত্ত্বে স্বগত লীলাময় নিত্য-বৈচিত্র্য আছে, চিচ্ছক্তি বস্তু প্রকাশে স্বজাতীয় এবং অচিচ্ছক্তি পরিণত বহির্জগতে বিজাতীয়ভেদ দৃষ্ট হয়। বস্তু ও তচ্ছক্তি ভিন্ন না হইলে অচিন্ত্য-শক্তিবলে সেই বিষ্ণুতেই চিৎ প্রকাশকারিণী ও অচিৎ সর্গের উভয় শক্তিই নিত্য বর্ত্তমান। বেদান্ত দর্শন কেবল মায়াবাদিগণের কাল্পনিক মায়িক আংশিক দর্শন মাত্র নহেন, পরন্তু বেদান্ত দর্শনেই চিদচিদীশ্বর বিষ্ণু-তত্ত্বই ত্রিবিধ বিভিন্ন অবস্থায় স্থিত দৃষ্ট হন।

বৈষ্ণব দর্শনে বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও জগতে পরস্পর নিত্যভেদ

শ্রুতিতে লিখিত আছে—'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।' দিব্যসূরিগণ দৃশ্য বস্তুকে সর্ব্বদাই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া দেখেন। তবে অনুপাদেয়, দেশকাল বিচ্ছিন্ন অচিদ্দর্শনে বিষ্ণুত্ব বা বস্তুত্ব আরূঢ় করেন না। চিদ্ বা অচিদ্ বিষ্ণুশক্তি-পরিণত বস্তু-প্রতীতিকে বিষ্ণু বলেন না এবং বিষ্ণু ব্যতীত তাঁহাদের অন্যাধিষ্ঠানও স্বীকার করেন না। বিষ্ণু-সম্বন্ধ যেখানে উন্মুখ, তদ্বস্তু প্রতীতিকে বা বস্তুসত্ত্বাকে চিৎ এবং বিষ্ণুবিমুখ তদ্বস্তু প্রতীতিকে বা বস্তুসত্ত্বাকে অচিৎ বা জড়সংজ্ঞায় ভেদ করেন। এরূপ নিত্য-ভেদ দর্শন করেন বলিয়া যে তাঁহারা বহ্বীশ্বরবাদী এরূপ নহেন। বৈষ্ণবগণ একেশ্বর বিষ্ণুবস্তুই দর্শন করেন। তদ্বস্তু বিষ্ণু এবং তদীয় বৈষ্ণবগণ।

বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সম্বন্ধ—নিত্য সেব্য-সেবকবৃত্তি

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব উভয়েই নিত্য 'শক্তিমান ও শক্তি-পরিণাম' বা 'বিষয় ও আশ্রয়'-স্বরূপ হইয়া নিত্য-রসের উপাদান ও অনন্য সম্বন্ধ ময়। উভয়ের সেব্য-সেবন-বৃত্তি নিত্য, (অর্থাৎ) কালক্ষোভ্য না হওয়ায় বিনাশী বা কর্ম্মায়ত্ত নহে, পরন্তু অনাদি। জড়কাল, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের উপর আধিপত্য করিতে অসমর্থ। নিত্য শক্তিমান বিষ্ণুর দর্শনরহিত মায়াবাদীর অস্তিত্ব অনিত্য ও কালক্ষুব্ধ। বৈষ্ণবের স্থিতি নিত্য, তাঁহার দর্শনও নিত্য, কালে পরিবর্ত্তন-যোগ্য নহে।

চিজ্জগৎ, জড়জগৎ ও জীব সমস্তই বৈষ্ণবতত্ত্ব

চেতনময় সর্গসমূহে এবং জড়ময় যাবতীয় বস্তুতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান থাকায়, তাহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ। সুতরাং সকলগুলিই বৈষ্ণব। চেতনময় সর্গ যাহা জড়জগতে বদ্ধাবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহা প্রাকৃত অপেক্ষাযুক্ত, সুতরাং বিষ্ণু-সেবনোন্মুখ না হওয়ায় গুণান্তর্গত। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে মুক্তাবস্থায় যে বিষ্ণুর চিৎসর্গ তাহা মায়ার কোন প্রকার বশ্য বা অধীন নহে। এই জগতে জীবমাত্রেই বৈষ্ণব কিন্তু জড় বস্তুর এবং জড় ভোগের অভিনিবেশক্রমে হরি-বিমুখ ও জড়ের ভোক্তা বলিয়া নিজ-সত্তা ন্যূনাধিক বিস্মৃত। হরি-সেবনোন্মুখ চেষ্টাময় চেতন সর্গ ত্রিবিধ অবস্থায় আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া অবগত হন।

বৈষ্ণবের সামান্য, মাধ্যম ও উত্তম অধিকার-ত্রয়

বৈষ্ণবের **সামান্যাধিকারে** ভগবান্ বিষ্ণুই তাঁহার একমাত্র সেব্য। নির্দ্দিষ্ট উপকরণাবলী দ্বারা ভগবৎ-অর্চ্চনই তাঁহার লক্ষীভূত চেষ্টা। **অধিকার উন্নতি-ক্রমে** তিনি বিষ্ণুভক্তি-নিরত ব্যক্তির কায়মনোবাক্যে এবং ভগবদ্-চর্চ্চায় উভয়ত্র বিষ্ণু দেখিয়া প্রেমবিশিষ্ট ভববন্ধুক্তের প্রতি তাঁহার বন্ধুতা অকৃত্রিম, সমগ্র জগৎ হরিসেবায় নিযুক্ত হউন—এরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট এবং বিষ্ণুবিমুখ বিদ্বেষীর সঙ্গত্যাগে তাঁহার যত্ন পরিদৃষ্ট হয়। **উত্তমাধিকারে** স্থূল-শরীরের দ্বারা ভোগ করিবার বাসনা রহিত হইয়া, জড়-বস্তুকে নিজ ভোগের উপাদান আদৌ মনে না করিয়া সকল বস্তুই প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবৎ-সেবনোন্মুখ হরিসম্বন্ধি-বস্তু-জ্ঞান ও দর্শন করেন। দৃশ্য বস্তু মাত্রই শক্তি-পরিণতি বৈষ্ণব সহ অভিন্ন বিষ্ণু। জগতে সকল বস্তুই বিষ্ণুতে অবস্থিত, বিষ্ণুর উদ্দেশেই সর্ব্বদা নিযুক্ত।

সামাজিক অপসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব নহে

বৈষ্ণব বলিলে বর্ত্তমান কালে সমাজের যে সম্প্রদায়-বিশেষকে লক্ষ্য করা হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব-সংজ্ঞা তাদৃশ সামাজিকগণে আবদ্ধ নহে। নীতি ও পুণ্য বর্জ্জিত হইয়া শিক্ষা-মন্দিরের সহিত যাহাদের বৈরিতা, শৌক্রবর্ণ ভেদ যাঁহারা স্বীকার করেন বা স্বীকার করেন না, মৃত ব্যক্তির সৎকারোপলক্ষে যাহারা গীত বাদ্য নৃত্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া জীবিকার্জ্জন করেন, মার্দ্দাঙ্গিক, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসমূহ লাঞ্ছনা করিয়া যাহাদের যথেচ্ছাচার বৈধ সামাজিকগণের সর্ব্বদা কটাক্ষের বিষয় এবং যাঁহারা সংযোগী বা জাতি বৈষ্ণব পরিচয়-বিশিষ্ট, তাঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণব-সংজ্ঞা আবদ্ধ নহে।

বংশগত ও ব্যবসায়ী গুরু বা অধিকারী গুরু বৈষ্ণব নহে

আবার এই জাতি বৈষ্ণবের গুরু ও পৌরোহিত্য-কার্য্যে নিরত, মন্ত্রাদি ব্যবসায়াবলম্বনে স্বীয় জীবিকা-নির্ব্বাহে তৎপর, ধর্ম্মের উপদেশ, শাস্ত্র-পাঠ, বিগ্রহ-ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন প্রিয়, হিন্দু-সমাজে উন্নত বর্ণগণের মধ্যে পুত্র-কন্যা আদান-প্রদানাদি করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয় সংযমে লক্ষ্য না করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণের চেষ্টাকেও হরিসেবা জানেন, বা গোস্বামি-সন্তান, অধিকারী, আচার্য্য-সন্তান বা গুরু পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিতেই বৈষ্ণব-সংজ্ঞা আবদ্ধ নহে।

নির্ব্বিশেষ মুক্তিকামী বৈষ্ণব নহে

হিন্দুসমাজে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পরিচয় দিয়া বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষিত হইয়া বংশ-পরম্পরাগত বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বা পঞ্চোপাসকগণের বিষ্ণু দেবতার সেবন-তৎপর, মুক্তিতে নির্ব্বিশেষত্ব বিশ্বাসী, তাঁহারাই যে কেবল বৈষ্ণব-সংজ্ঞা লাভ করিবেন এরূপ নহে।

আখড়াধারী বাবাজী ও সন্ন্যাসিমাত্রই বৈষ্ণব নহে

ডোর-কৌপীনাদি সন্ন্যাসবেশে বিভূষিত, বৈধ-সংসারে বিধি-গর্হনশীল, আখড়া-মঠ-দেবালয়াদিতে অবস্থিতি-পরায়ণ, শাস্ত্রাদি দর্শনে বিতৃষ্ণ, অথচ প্রাকৃত ভোগবাসনার ফল্গুনদী যাঁহাদের অন্তরে ধীরে ধীরে বহিতেছে, তাঁহারাই যে কেবল বৈষ্ণব সংজ্ঞা লাভ করিতে অধিকারী—বৈষ্ণবগণ তাহা মনে করেন না।

'বৈষ্ণব'-সংজ্ঞার মুখ্য পরিচয়

কৃষ্ণ-সেবোন্মুখতাই বৈষ্ণব সংজ্ঞার মুখ্য পরিচয়। যাঁহার কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, যিনি ভগবৎ-সেবায় সর্ব্বাত্মা দ্বারা অনুক্ষণ নিযুক্ত, যিনি কায়মনো-বাক্যে হরিসম্বন্ধি-বস্তু দ্বারা ও হরিসেবনোপযোগী মানসী চেষ্টা-দ্বারা যেকোন অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া হরির অনুশীলনপর, যাঁহার 'প্রাপ্য'-বোধে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মুক্তি-অভিলাষ হরি-সেবার উদ্দেশ্য নহে, তিনি উপরি উক্ত যে-কোন পরিচয়ে পরিচিত থাকুন না কেন, তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া সকলেই জানিতে পারিবেন। যাবতীয় সদ্‌গুণাবলী নিত্যভাবে বৈষ্ণবেই দেখিতে পাওয়া যায়। অবৈষ্ণবে সদ্‌গুণ সমূহ স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবার অবকাশ নাই। বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব সংজ্ঞার যোগ্য না হইলেও আপনাদিগকে তাদৃশ সংজ্ঞায় অভিহিত করেন।

বৈষ্ণবের লৌকিক-বৃত্তিগত সদাচারে আমরা **দুইটী** বিষয় লক্ষ্য করি। **প্রথমটী** তিনি সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর নিত্যদাসাভিমানী এবং **দ্বিতীয়টী** তিনি যোষিৎসঙ্গী নহেন।

বৈষ্ণবের নিত্য সদ্‌গুণ

বৈষ্ণব কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ, মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ এবং মৌনী। বৈষ্ণব প্রকৃত প্রস্তাবে এই সকল গুণভূষিত হইলেও তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া নানা কারণে বৈষ্ণব-পরিচয়াকাঙ্ক্ষী অবৈষ্ণবগণ তাঁহার গুণ সমূহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

সহজিয়া বৈষ্ণবের কপট দৈন্য

অনেক সময় বৈষ্ণবের নিষ্কপট দৈন্য বুঝিতে অসমর্থ হইয়া, সরল মানব বৈষ্ণবের শিক্ষক সজ্জায় নিজ অসৎ স্বার্থ পোষণ করিতে গিয়া বৈষ্ণবকেও কপট দৈন্য শিখাইতে অগ্রসর হন। অবৈষ্ণব বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ বৈষ্ণব-বিরোধী ভাবসমূহ বৈষ্ণবেরও ভূষণ হউক, এরূপ প্রার্থনা করেন। স্বয়ং বৈষ্ণব না হইলে প্রকৃত বৈষ্ণবের স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য সাধারণ মনুষ্যে সম্ভব হয় না। প্রকৃত বৈষ্ণব কোনদিন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করেন না। তাঁহাকে না বুঝিয়াই, উদারতার ছলনায়, বিশ্বজনীন ভাবের কপটতায়, পরমোদার আদর্শ বৈষ্ণবকে সাম্প্রদায়িক মনে করিয়া, নিজের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেন মাত্র।

তত্ত্ববস্তুই ভগবান্; তাঁহার নাম-রূপাদিতে ভেদ নাই, তিনি অদ্বয়জ্ঞানময়

বৈষ্ণবদর্শনে তত্ত্ববস্তুকে ভগবান্ বলা হইয়াছে। ভগবান্ বলিতে অবৈষ্ণবগণ যেমন মায়ার অন্তর্ভুক্ত নশ্বর বস্তু সংজ্ঞা বিশেষ মনে করিয়া লন সেরূপ নহে। মায়ার অন্তর্গত বস্তু মাত্রের সংজ্ঞা, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার পরস্পর ভেদ আছে কিন্তু মায়াতীত ভগবানের নাম, আকার, গুণ ও লীলার মধ্যে সেরূপ ভেদ নাই। তিনি অদ্বয় জ্ঞানময়। মায়িকজ্ঞানে ভগবানের সহ পরমাত্মা ও ব্রহ্মের পার্থক্য কল্পিত হয় কিন্তু অপ্রাকৃত বিচারে সেরূপ মায়ার ক্রিয়া লক্ষিত হইতে পারে না। (ক্রমশঃ

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর**

সঙ্গ-ত্যাগ

সঙ্গ-ত্যাগ প্রবন্ধের সূচনা

'শ্রীউপদেশামৃতে' শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে,—উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন, সঙ্গ-ত্যাগ ও সদ্‌বৃত্তি (সাধু জীবন ও সাধু প্রবৃত্তি) হইতে ভক্তির উন্নতি হয়। তন্মধ্যে 'উৎসাহ', 'নিশ্চয়', 'ধৈর্য্য' ও তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন'-বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি 'সঙ্গ-ত্যাগ'-শব্দের তাৎর্য্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিবিধ দুঃসঙ্গ—চারিপ্রকার

সঙ্গ দুইপ্রকার অর্থাৎ 'সংসর্গ ও 'আসক্তি'। সংসর্গ দুইপ্রকার অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ ও যোষিৎ-সংসর্গ। আসক্তিও দুইপ্রকার অর্থাৎ সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি। যে-সকল মহাত্মাগণ ভক্তি-সিদ্ধি লাভ করিবার আশা করেন, তাঁহারা বিশেষ যত্ন-সহকারে সংসর্গ ও আসক্তিরূপ সঙ্গকে বর্জ্জন করিবেন। (ঐ প্রকার) সঙ্গ থাকিলে ক্রমশঃ সর্ব্বনাশ অবশ্য অবশ্য ঘটিয়া থাকে। যথা—

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্‌ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ।
স্মৃতি-ভ্রংশাদ্ বুদ্ধি-নাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ (২।৬২-৬৩)

ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘন হইতে জীবের অবিদ্যা-দোষ ও দুঃসঙ্গ

এই ভগবদাজ্ঞা সর্ব্বদাই সাধককে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধক যদি নিষিদ্ধ সঙ্গ করেন, তাঁহা অল্পে অল্পে তাঁহার 'আসক্তি' বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যতই আসক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই পরমার্থ-নিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে। তাৎপর্য্য এই যে —জীব চিন্ময় ; মায়াবদ্ধ হইয়া অবিদ্যা-দোষে জড়াভিমানে জীবের স্বরূপ-ভ্রম হইয়াছে। শুদ্ধ অবস্থায় জীবের মায়া-সংসর্গ হয় না। সে-অবস্থায় তাঁহার কেবল চিৎ-প্রসঙ্গই থাকে। চিজ্জগতে জীবের সমস্ত সংসর্গই চিন্ময়। অতএব তদবস্থায় জীবের যে নিত্য সঙ্গ, তাহা বাঞ্ছনীয়। মায়াবদ্ধ-অবস্থায় জীবের যে সঙ্গ হয়, তাহা দূষিত। সেই দূষিত অবিদ্যা-সঙ্গ অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ, যোষিৎ সংসর্গ, সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি সমস্তই জীবের মঙ্গলের প্রতিকুল। **চিৎসঙ্গমাত্রই জীবের স্বজাতীয় সঙ্গ এবং অচিৎসঙ্গই জীবের বিজাতীয় সঙ্গ।** বিজাতীয় সঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবের মুক্তি। এখন আমরা বিজাতীয় বিষয়ে বিচার করিতেছি।

চতুর্ব্বিধ দুঃসঙ্গ মধ্যে (১) অভক্ত সংসর্গ-বিচার ; তন্মধ্যে অভক্ত কাহারা ?—জ্ঞানিগণ

প্রথমেই অভক্ত সংসর্গের বিচার। অভক্ত কে ? যাঁহারা ভগবানের অনুগত ন'ন, তাঁহারাই অভক্ত। জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অনুগত ন'ন। তিনি মনে করেন যে,—'আমিও জ্ঞান-বলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম বস্তু ; জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাহাকে আর ভগবান্ অধীন করিয়া রাখিতে পারেন না। জ্ঞান-বলেই ভগবানের ব্রহ্মতা এবং জ্ঞান-বলে আমিও ব্রহ্ম হইব।' অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্য মুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না। এই ত ব্রহ্ম-জ্ঞানীদিগের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃত জ্ঞানিগণও ভগবানের কৃপার অপেক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞান ও যুক্তি-বলে সমুদায় লাভ করিতে চেষ্টা করেন। ঈশ-প্রসাদের জন্য বিশেষ যত্ন করেন না। সুতরাং জ্ঞানীমাত্রেই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধন-কালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, (কিন্তু) তিনি সিদ্ধি-কালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই নিত্যা ভক্তি বা ঈশানুগত্যের কোনপ্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া একটী সম্প্রদায় করেন, তাঁহাদের সকলেরই এই লক্ষণ। তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানের আভাস মাত্র লাভ করেন। সেই প্রকৃত-জ্ঞান শুদ্ধ-ভক্তির অবস্থা-ভেদ মাত্র। তাহা কেবল ভগবৎ প্রসাদে শুদ্ধ-ভক্তগণ (অনায়াসে) লাভ করিয়া থাকেন। যথা, শ্রীচরিতামৃতে সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ,—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত-দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণ-ভক্তি বিনে॥

জ্ঞানবাদে আসক্তগণ অভক্ত

অতএব যাঁহারা জ্ঞানবাদে আসক্ত, তাঁহাদিগকে অভক্ত মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। মুক্তি বলিয়া যে একটী সাধন-ফল আছে, তাহাই তাঁহাদের সাধনের চরম উদ্দেশ্য। ভগবৎ-সেবার দ্বারা ভগবৎ-প্রসাদ লাভ, তাঁহাদের জীবনের তাৎপর্য্য হয় না।

কর্ম্মীগণও অভক্ত

কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন। অতএব তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণ-প্রসাদ লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সে-কর্ম্মের নাম ভক্তি।

যে-কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখ-জ্ঞান দান করে, সে-কর্ম্ম ভগবদ্বিমুখ। কর্ম্মীগণ কেবল কৃষ্ণ-প্রসাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্য এই যে, কোনও প্রকার প্রাকৃত সুখলাভ হউক। স্বার্থপর কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলে। অতএব, কর্ম্মী ব্যক্তিকে অভক্ত বলা যায়।

যোগী, বহুদেব-দেবী-পূজক, নৈয়ায়িক বিষয়ীগণ সকলেই অভক্ত

যোগীগণ কোন-স্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য-মোক্ষ এবং কোন-স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়।

বহুদেব-দেবী-পূজক অনন্য-শরণাপত্তি না থাকায়, তাঁহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুষ্ক ন্যায়াদি বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্ বহির্ম্মুখ। যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভগবান্ একটী কাল্পনিক তত্ত্ব মাত্র, তাঁহাদের ত কথাই নাই। যাঁহারা বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবানকে মনে করিতে অবকাশ পান না, তাঁহারাও অভক্ত মধ্যে গণ্য। এই সকল অভক্তদিগের আদর্শ সংসর্গ করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধি-নাশ হয় এবং তাঁহাদের সমান-প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাঁহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত সঙ্গ ত্যাগ করিবেন।

যোষিৎ-সংসর্গ দ্বিতীয় দুঃসঙ্গ—ত্যাগী-পক্ষে

দ্বিতীয়তঃ যোষিৎ সংসর্গ। যোষিৎ সংসর্গও বড় অনিষ্টকর। সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ এই,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রী-সঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী-ভেদে বৈষ্ণব দুইপ্রকার। যাঁহারা গৃহ-ত্যাগী তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-মাত্রই অসম্ভাষণীয়। সুতরাং, যোষিৎসঙ্গ-ত্যাগ বলিলে তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন নিষেধ হইয়াছে। যথা প্রভু-বাক্য,—

ক্ষুদ্র-জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে, 'প্রকৃতি'-সম্ভাষিয়া ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২।১২০)

বৈষ্ণবী স্ত্রী-সম্বন্ধে (চৈঃ চঃ অঃ ১১।৪২)—

পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু সবার মিলন।
স্ত্রী-সব দূর হৈতে কৈল প্রভু-দরশন॥

যোষিৎ-সঙ্গ দ্বিতীয় দুঃসঙ্গ—গৃহী-পক্ষে

গৃহস্থ-বৈষ্ণব-সম্বন্ধে এইরূপ বিধি,—গৃহস্থ-ব্যক্তি পর-স্ত্রী বা বেশ্যা-সংসর্গ করিবেন না। নিজ বিবাহিত স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র-অনুমোদিত সংসর্গ-ব্যতীত অন্য-প্রকার সংসর্গ করিবেন না। স্ত্রৈণ-ভাব একবারে পরিত্যাগ করিবেন। স্মার্ত্ত-ব্যক্তিগণ-সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রোপদেশ (রঘুনন্দন-কৃত উদ্বাহতত্ত্বে ধৃত কুল্লুক ভট্ট-ভাষ্য),—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-রূপ ত্রিবর্গ-সাধন

গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহিণী আবশ্যক। সেই গৃহিণীর (সহিত) একযোগে একমনে সমস্ত পুরুষার্থ সাধন করিবেন। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে পুরুষার্থ চারি-প্রকার, অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। বর্ণাশ্রম সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে যাহাকে বিধি বলিয়াছেন, তাহাই **'ধর্ম্ম'**; শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, তাহা করার নাম **'অধর্ম্ম'**; সেই সমস্ত বিধি-পালন ও নিষেধ-পরিত্যাগের কার্য্যসমূহ গৃহস্থ ব্যক্তি স্বীয় গৃহিণীর সহিত বা সাহায্যে সাধন করিবেন। ধর্ম্মাচারের দ্বারা যে লাভ হয়, তাহার নাম **'অর্থ'**। গৃহের দ্রব্য, পুত্র-কন্যা, গো-পশু ইত্যাদি সমস্তই 'অর্থ'। সেই সমস্ত 'অর্থ' ভোগের জন্য **'কাম'**। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই তিনটীকে **ত্রিবর্গ** বলে। কর্ম্ম-চক্রে ভ্রাম্যমান্ মায়াবদ্ধ জীবের এই ত্রিবর্গ সাধনই জীবন। গৃহিণীর সহিত একমনে ঐ ত্রিবর্গ-সাধন করাই স্মার্ত্ত গৃহস্থের কর্ত্তব্য। গৃহস্থ রাত্রদিন স্ত্রীর সহিত একমনে ত্রিবর্গ-সাধ করিবেন। তীর্থযাত্রাদি-কার্য্যে গৃহিণী সঙ্গিনী থাকিতে পারেন। জীবের যে-পর্য্যন্ত পরমার্থ চেষ্টা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ত্রিবর্গ-চেষ্টা-ব্যতীত ধর্ম্ম-জীবনের অন্য উপায় কি?

মোক্ষ ও তাহার সাধন

মোক্ষই জীবের চতুর্থ পুরুষার্থ। মোক্ষ দুই প্রকার অর্থাৎ 'অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তি' ও 'চিৎসুখ প্রাপ্তি'। শুষ্ক-জ্ঞান বা মায়াবাদ যাহাদের ধর্ম্ম জীবনকে

নিয়মিত করে, তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তিই চরম উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধ জ্ঞান যাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায়, তাঁহারা চরমে চিৎসুখকে অন্বেষণ করেন। অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তিতে আবদ্ধ থাকেন না। বৈষ্ণব—গৃহীই হউন বা গৃহ-ত্যাগী হউন, তিনি চিৎসুখের অভিলাষী।

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কৃত্য

গৃহস্থ-বৈষ্ণব সর্ব্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর সহিত এক-যোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি স্ত্রৈণ হন না। এইরূপ-জীবনে তাঁহার যোষিৎ-সংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ স্ত্রী-সম্ভাষণ এবং বৈধ স্ত্রী-সঙ্গে অপারমার্থিক স্ত্রৈণ-ভাব, তিনি একবারে পরিত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (প্রথম স্কন্ধে ২।৯-১০, ১৩-১৪) সূত-গোস্বামী সংক্ষেপে বৈষ্ণব গৃহস্থের নিয়মটীকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; যথা,—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়-প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥ (২।৯-১০)
অতঃ পুংভির্দ্বিজ-শ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম-বিভাগঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরি-তোষণম্॥
তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥ (২।১৩-১৪)

গৃহীগণের সংসারে নির্ব্বেদের জন্যই কর্ম্ম কর্ত্তব্য

তাৎপর্য্য এই যে—বিংশতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ত্রিবর্গ ধর্ম্মের প্রাধান্য-রূপে উপদেশ আছে। করুণাময় ঋষিগণ কর্ম্মাধিকারীর যাহাতে ভাল হয়, তজ্জন্য বিংশতি 'ধর্ম্ম-শাস্ত্র' রচনা করিয়াছেন। কর্ম্মীগণের তাহাতে অধিকার।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবৎ ন জায়তে॥ (ভাঃ ১১।২০।৯)

এই ভগবদ্ বাক্যের উদ্দিষ্ট কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে ত্রিবর্গই ধর্ম্ম। নির্ব্বেদ লাভ করিয়া যাঁহাদের জ্ঞানাধিকার হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে ত্রৈবর্গিক কর্ম্মাধিকার থাকে না। তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিয়া শুষ্ক-জ্ঞানগত সন্ন্যাসের অধিকারী হন। বহু জন্মার্জ্জিত সুকৃতি-বলে ভগবৎ-কৃপা লাভ করত যাঁহাদের

ভগবৎ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাদেরও কর্ম্মাধিকার থাকে না। ইঁহারাই বৈষ্ণব। তন্মধ্যে যাঁহারা গৃহস্থ, তাঁহারা আপবর্গ্য-ধর্ম্মাশ্রয়ে যে অর্থ লাভ করেন, এবং সেই অর্থ ভোগ-বিষয়ে যে নাম প্রাপ্ত হন, সে-সমস্তই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশে হয় না, কিন্তু চিৎ-স্বরূপ জীবের ভক্তি-অনুকূল পবিত্র জীবন-যাত্রীর সহিত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সহকারী হয়। এইস্থলে কর্ম্ম ও পরমার্থের ভেদ লক্ষিত হইবে। অতএব গৃহস্থ-বৈষ্ণব জীবন-যাত্রার জন্য বর্ণাশ্রম বিভাগের দ্বারা স্বীয় গৃহিণীর সহযোগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভগবৎ-প্রসাদ-লাভের উদ্দেশে গৃহস্থ-জীবনে সাধন করিবেন। **যখন তাঁহার গৃহ তৎ-সাধনে প্রতিকূল হইবে তাহাতে বিরাগ জন্মিলে গৃহত্যাগ করিবেন।**

গৃহস্থের নির্ম্মলতার জন্য ত্রিবর্গ-সাধন

সুতরাং গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ত্রিবর্গ-ধর্ম্মলক্ষণ-ক্রিয়া তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র গঠন করে। সেই চরিত্রের সহিত তিনি অনন্য-শরণ হইয়া ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিবেন। এইরূপ অহরহ গৃহিণীর সহযোগে পরমার্থ সাধন করিবেন। গৃহিণীও তদনুগতা অন্যান্য-স্ত্রীলোকের অর্থাৎ ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির সাহায্যে সর্ব্বদা পরমার্থ চেষ্টা করিবেন। ইহাতে কোনপ্রকার অবৈধ আচরণ থাকে না; অতএব, তাহাতে যোষিৎ-সঙ্গ হইবে না। অতএব, গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী —সকল প্রকার সাধকের পক্ষে যোষিৎ-সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। ভক্তগণ বিশেষ যত্ন-সহকারে 'সংসর্গ-রূপ সঙ্গ' পরিত্যাগ করিবেন।

আসক্তিরূপ দুঃসঙ্গ দ্বিবিধ,—তন্মধ্যে প্রাক্তন জ্ঞান-সংস্কারাসক্তি বিচার

এখন আসক্তিরূপ সঙ্গের বিচার করা যাউক। 'সংস্কারাসক্তি' ও 'জড়-দ্রব্যাসক্তি'-ভেদে আসক্তি দুইপ্রকার। প্রথমে সংস্কারাসক্তির বিষয় আলোচনা করি। 'প্রাক্তন' ও 'আধুনিক'-ভেদে সংস্কার দুই প্রকার। জীব মায়া-বদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছেন এবং যে-সকল জ্ঞান-চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সমুদয় কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলে জীবের লিঙ্গ-শরীর গত যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাই প্রাক্তন-সংস্কার। সেই সংস্কারকে স্বভাব বলা যায়। যথা গীতায় (৫।১৪)—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফল-সংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥

"অনাদি-প্রবৃত্তা প্রধান-বাসনাত্র স্বভাব-শব্দেনোক্ত-প্রধানিক-দেহাদিমান্ জীবঃ কারয়তি কর্ত্তা চেতি ন বিবিক্তস্য তত্ত্বম্" ইতি—(শ্রীবলদেব) ভাষ্যকারঃ।

পুনশ্চ (৫৮।৬০)—

স্বভাবজেন কৌন্তেয় ! নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥

জ্ঞান সংস্কার-বন্ধন-সম্বন্ধে গীতা (১৪।৬) বলিয়াছেন ; যথা—

তত্র সত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং।
সুখ-সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান-সঙ্গেন চানঘ ॥

তত্র (শ্রীবলদেব) ভাষ্যকারঃ—"জ্ঞাঽহং, সুখ্যহম্'—ইতি অভিমানস্তেন পুরুষং নিবধ্নাতি।"

এই প্রকার স্বভাব-জনিত কর্ম্ম-জ্ঞানোদ্ভূত সংস্কার-প্রসূত-আসক্তি হইতে মানবদিগের কর্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ উদয় হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে মায়াবাদী-দিগের পক্ষে যে জ্ঞান-বন্ধন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

আসক্তিরূপ দুঃসঙ্গ দ্বিবিধ—তন্মধ্যে প্রাক্তন কর্ম্ম-সংস্কারাসক্তি বিচার

কর্ম্ম সঙ্গীদিগের কথা এইরূপে উক্ত আছে,—

ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্ম-সঙ্গিনাং।
যোষয়েৎ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ (গীঃ ৩।২৬)

প্রাক্তন-সংস্কার হইতে কর্ম্ম-সঙ্গ ও জ্ঞান-সঙ্গ হয়। এই সংস্কার সঙ্গ অত্যন্ত অপরিহার্য্য। বহুচেষ্টা এমত কি আত্মঘাত পর্য্যন্ত করিয়াও সংস্কার ত্যাগ করিতে পারা যায় না। এই জন্মে সঙ্গক্রমে যে সংস্কার বা গুণাসক্তি লাভ করা যায়, তাহাকে আধুনিক সংস্কার বলি। এই দুই প্রকার সংস্কারে জগজ্জীব বশীভূত। জীব মায়াতে যখন বদ্ধ থাকেন না, তখন তাঁহার যে স্বভাব, তাহা নির্ম্মল কৃষ্ণদাস্য। (জীব) মায়াতে বদ্ধ হইয়া প্রাক্তন ও আধুনিক কুসংস্কারকে ত্যাগ করিতে পারেন না ; তখন প্রাক্তন জনিত কুসংস্কার তাঁহার দ্বিতীয় স্বভাব বা নিসর্গ হইয়া উঠে। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ সরোজে দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

জীবের দুর্দ্দশা হেরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
গণ সহ হন অবতার।
কখনো বা নিজজনে প্রেরিয়া এ ভুবনে
জীবগণে করেন উদ্ধার॥
শ্রীগৌরের নিজজন শ্রীকেশব নাম হন
আসিয়াছ জীব উদ্ধারিতে।
প্রভুপাদ-নিজজন অনেকে হয় গণন
তার মধ্যে ছিলেন অতিপ্রেষ্ঠ॥
যেই সেবা অন্যে নহে সেবকগণ চিন্তে মনে
গুরু কৃপা তরে অবহেলে।
আচার্য্য রামানুজে অক্ষি দানে তারে পুজে
শ্রীকুরেশ নাম সবে বলে॥
গুরুসেবা দৃঢ়ব্রত প্রাণদানে নহে আর্দ্র
গুরু সর্ব্ব জীবনের জীবন।
সেইরূপ সেবা করি 'কৃতিরত্ন' নাম ধরি
ইষ্টদেবে করিলে পূজন॥
যে বৈষ্ণবের গুণগানে সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশনে
ঘুচে যায় মায়াবন্ধ ফাঁস।
এহেন বৈষ্ণবগণে মায়া সদা বিঘ্ন করে
তবু নহে সেবক নিরাশ॥
এ তিথি স্মরিয়া মনে তব শ্রীচরণ বন্দোঁ
প্রণত হইয়া বারবার।
তব যেরূপ আর্ত্তি প্রভুপাদ প্রতি ভক্তি
তার কণা হউক আমার॥

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৩৫ পৃষ্ঠার পর)

পূজায় পশু বলিদানের নিদারুণ পরিণাম

ভবিষ্যপুরাণের বচনে মেষবলি, ছাগবলি, মহিষবলি ও নরবলি হইতে শ্রীদুর্গার উত্তরোত্তর তৃপ্তির আধিক্য দেখা যায়। আবার শেষে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বচনে বলি হইতে প্রীতি ও হিংসা জন্য পাপ দুইটীই লাভ হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার তৎপরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে শুধু পাপ শ্রুতিই রহিয়াছে। যথা—

উৎসর্গকর্ত্তা দাতা চ ছেত্তা পোষ্টা চ রক্ষকঃ।
অগ্রপশ্চান্নিবন্ধা চ সপ্তৈতে বধভাগিনঃ॥
যো যং হন্তি স তং হন্তি চেতি বেদোক্তমেব চ।
কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবী-পূজাং বৈষ্ণবাস্তেন হেতুনা॥

(ব্রঃ বৈঃ পুঃ ৬৫।১১-১২)

অর্থাৎ উৎসর্গকারী ব্রাহ্মণ, যাহার পূজা, বধকারী, পোষ্টা, রক্ষক ও অগ্রপশ্চাৎ ধারণকারিদ্বয় এই সকল সাতজনই বধজন্য পাপভাগী হইয়া থাকেন। যে যাহাকে হনন করে পরজন্মে সেও ঐ বধকারীকে হনন করে। উহা বেদেই উক্ত রহিয়াছে, সেই কারণে বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবীপূজা (সাত্ত্বিক-বিধানে পূজা) করিয়া থাকেন। এই সব তামস, রাজস পুরাণে দেবীর তৃপ্তি হয় বলিয়া উক্তি থাকিলেও যুক্তিকল্পতরুর বচন দ্বারাও জানা যায় জীবহত্যা-রূপ বলিদানে জীবহত্যারূপ পাপফলই লাভ হয়, অন্য কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ সর্ব্ববরেণ্য সাত্ত্বিক মহা-পুরাণান্যতম পদ্মপুরাণে দেবীর স্বমুখ নিঃসৃত বাক্য হইতেও তাহাই স্পষ্টভাবে প্রতীতি হইতেছে। এমন কি পূজায় জীবহত্যাফলে রৌরবাদি নরকে পতন হইয়া থাকে, ইহা দেবী নিজেই বর্ণন করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধেও তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তথাপি এই প্রবন্ধেও দৃষ্টান্তদ্বারা বলিদানের ফলাফল সম্বন্ধে সকলের সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করিব।

কোনও সময়ে দস্যুরাজ এক শূদ্র পুত্রকামনায় ভদ্রকালীর নিকট নরবলি দিবার অভিপ্রায়ে বলিযোগ্য এক ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া রাখিয়া-ছিল। দৈবাৎ সেই নরপশু পলাইয়া যাওয়ায় তাহার অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে

অন্বেষণক্রমে তাহাকে না পাইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর রাত্রিতে ধান্যক্ষেত্র রক্ষায় নিযুক্ত জড়ভরতকেই হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ও বলিযোগ্য দেখিয়া ধরিয়া লইয়া আসে। সেই দস্যুরাজের প্রধান পুরোহিত ভরতকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্রালঙ্কার ও তিলকাদিদ্বারা ভূষিত করত ভোজন করাইল। তৎপর তাহাদের স্বকল্পিত বিধানে ভদ্রকালীর পূজানন্তর পুষ্প, পত্র ও মাল্যাদিদ্বারা কল্পিত পুরুষ ভরতকেও হিংসা-বিধি বিহিতরূপে পূজা করিয়া উচ্চ গীত ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যসহ তাহাকে ভদ্রকালীর সম্মুখে অধোমুখে উপবেশন করাইল। তখন শূদ্র দস্যুরাজের প্রধান পুরোহিত ভরতের শোণিতরূপ মধুদ্বারা ভদ্রকালীর তৃপ্তিবিধান মানসে ভদ্রকালী-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত এক ভীষণ তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণ করিল। রজস্তমোগুণে অত্যন্ত আচ্ছন্ন এই দস্যুগণ ধনমদে মত্ত, মর্য্যাদাজ্ঞানশূন্য ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া কুপথে বিচরণ করিতেছিল। হিংসাই তাহাদের ক্রীড়োৎসব হইয়াছিল। সেইজন্য সর্ব্বভূত-সুহৃদ্ ভগবদ্গত-চিত্ত ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষিপুত্র, আপৎকালীন লৌকিক হত্যাবিধিরও যিনি অবধ্য তাঁহাকেই হত্যা করিয়া নিজ ইষ্ট-সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। দস্যুগণের সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য এই কার্য্যে দেবী সাতিশয় রুষ্টা হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই প্রতিমা হইতে ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বহ্নির ন্যায় দীপ্তি ধারণ করত বহির্গত হইলেন। অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা ও ক্রোধাবেশ জনিত তাঁহার মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিয়াছিল। তিনি বিশ্বসংহারিণী মূর্ত্তিতে অতীব ক্রোধভরে অট্টহাস্য করিতে করিতে প্রতিমা হইতে বহির্গত হইয়া সেই পাপিষ্ঠ শূদ্রগণের মস্তক তাহাদিগের সেই খড়্গের দ্বারাই ছেদন করিলেন। তৎপর দেবী ডাকিনী যোগিনীগণের সহিত ঐ সকল দস্যুগণের গলদেশ হইতে নির্গত রুধিররূপ অত্যুষ্ণ মদ্য পান করিতে করিতে অতিশয় শোণিত পানোন্মত্তা হইয়া নিজ পার্ষদগণের সহিত উচ্চস্বরে গান ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন এবং দস্যুদের ছিন্ন মস্তকগুলি লইয়া কন্দুক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

এই জড়ভরতের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় ছাগাদি পশুবলি বা নরবলি প্রকৃতপক্ষে দেবীর তৃপ্তিদায়ক নহে। যদি তাহাই হইত তবে তাঁহার নিজ ভক্তগণকে অর্থাৎ নরবলিদানকারী পূজারিগণকে বধ করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাহা অবৈধ, অপ্রিয় ও বিগর্হিত বলিয়াই দেবী ঐ প্রকার পূজক দস্যুগণকে বধ করিলেন, স্বীকার করিতে হইবে। বলিবিধান পাপজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তাহার ফল চাক্ষুষ দেখা যায় না, পরকালে

ভোগ্য হয়। সুরথরাজা ও প্রাচীনবর্হির দৃষ্টান্তে তাহা দেখান হইয়াছে। এই দস্যুগণের পাপফল অত্যন্ত উৎকট বলিয়া এই জন্মেই তাহারা নিজ দুষ্কর্ম্মের ফল—বধপ্রাপ্ত হইল, পরেও নরকাদি দুঃখ ভোগ করিবে। অত্যুৎকট পাপপুণ্যফল মানবগণ এজগতেই লাভ করিয়া থাকে। যথা,—

ত্রিভির্বর্ষৈস্ত্রিভির্মাসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈস্ত্রিভির্দ্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈরিহৈব ফলমশ্নুতে॥ (হিতোপদেশ)

অত্যুৎকট (অত্যন্ত বিগর্হিত বা প্রশংসনীয়) পাপকার্য্য বা পুণ্য কার্য্যের ফল এজগতেই মানবগণ তিন বৎসরে, তিন মাসে, তিন পক্ষে বা তিন দিনের মধ্যেই লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ পাপকার্য্যের গুরুত্বানুসারে অল্পকাল মধ্যে ও লাঘবত্বানুসারে কিছুদিন পরে ফললাভ এই জন্মেও ঘটিয়া থাকে।

বলিবিধানের উপসংহারে শেষ বক্তব্য এই যে দেবতাগণ সকলেই হরি-ভক্তি ও সত্ত্বগুণপ্রধান এবং সেজন্য তাহাদের প্রতি শ্রীহরিরও প্রীত্যাধিক্য শ্রীমদ্ ভাগবতের বহু স্থানেই বর্ণিত রহিয়াছে। মদ্য-মাংস-রুধির যক্ষ-রক্ষ-পিশাচাদির খাদ্য, তাহা কখনও দেব-ভোগ্য হইতে পারে না। তবে যে, দেবীর চামুণ্ডাদি মূর্ত্তিতে অসুরবধ ও রুধির পানাদির কথা শুনা যায়, তাহা ক্রোধের আবেগে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সংঘটিত হয় মাত্র। উহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে; কারণ দেবতার দেবত্ব কখনও পিশাচত্বের সমতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। রুধির, মদ্য ও মাংস প্রভৃতি রক্ষ-পিশাচাদির আহার্য্য; তাহা কখনও দেবতার গ্রহণযোগ্য নহে। পদ্মপুরাণে দেবীর স্বমুখ-নিঃসৃত বাক্যেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং দেবতার্চ্চনে মদ্যদান ও পশুবলির বিধানটী সর্ব্বশাস্ত্র ও সর্ব্ববাদীসম্মতই 'অবৈধ'। উহা মদ্য-মাংস-লোলুপতা ভিন্ন কখনও পরমার্থ ফলদায়ক নহে। বরং পাপাদির জনকই হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

উপেক্ষিত শ্রীপাট বড়গাছি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৬ পৃষ্ঠার পর)

পুনঃ অবগত হওয়া গেল অযোধ্যা হইতে ত্রিবেদীগণ ৮।৯ পুরুষ হইতে বাড়ীপাড়া গ্রামে বসবাস করেন। ঐ বংশের গোবিন্দচন্দ্র ত্রিবেদী ৯১ নং মৌজা বড়গাছির জমিদারী সত্ত্ব তৎকালীন নীলকর সাহেব মিঃ জেমস্ হিল্ড-এর সহিত ক্রয় করেন। উহাদের জমিদারী খরিদের সময়েই কায়স্থগণের

বসতি ছিল না। স্বর্ণকার ৪ ঘর, মোদক ৪।৫ ঘর ও ১৫।২০ ঘর কুম্ভকার ছিল। এখন তাহাদের কেহ নাই। ঐ সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং-এর রাজত্ব ছিল।

বড়গাছির প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের পরিচয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। সালিগ্রামও একসময় সমৃদ্ধস্থল। শুনা যায় উহা শালিবাহন রাজার রাজত্ব ছিল, কিন্তু কালপ্রভাবে আজ উহা বিস্মৃতির অস্তাচলে নিমজ্জিত। নদীয়া জেলার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে প্রায় নীরব। মুসলমান বিজয়, ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব। নীলকরের অত্যাচার-কাহিনী সর্ব্বোপরি ম্যালেরিয়া মহামারীতে গ্রামগুলি জনশূন্য হইয়াছিল। নৈসর্গিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন এবং আমাদের ইতিহাস বিমুখতাও এজন্য কম দায়ী নহে। আবার কি আমাদের কৃতি বঙ্গজননীর সন্তানগণ এই সকল লুপ্ত-গৌরবের পল্লীসমূহের ইতিহাস উপস্থিত করিবেন? ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতিকে পুনোরজ্জীবিত করিবার চেষ্টা হইবে?

হিন্দুজাতির ধ্বংসের বহুবিধ কারণের মধ্যে রাজকীয় কার্য্যপ্রণালীও বিলক্ষণ চিন্তার বিষয়। এ কারণে জীবন বাঁচাইবার তাগিদে হিন্দুগণ ধর্ম্মান্তরিত হইয়া মুসলমান-খ্রীষ্টানধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল। জাতিভেদও একটি অন্যতম কারণ।

"For the murder of a slave by the master no punishment of the slave. The rule of evidence laid down that in the trial of a Muslim, evidence of non-Muslims were in admiseable."

Nadia Gazetter, West Bengal, Nadia,
By D. D. Mazumdar, I. A. S., 1978.

ইং ১৮২৪-২৫ সালে যশোহর জেলার রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী মহম্মদপুর হইতে ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা (কলেরা) প্রভৃতি মারাত্মক রোগের উৎপত্তি। উহা যশোহর জেলা ধ্বংস করিয়া ১৮৩২-৩৩ সালে নদীয়া জেলায় আক্রমণ করে। ক্রমে বহু জনপদ লোকবহুল পল্লী ধ্বংস করিয়া ২৪ পরগণায় বিস্তৃতি লাভ করে। ১৮৬৬ সালে কৃষ্ণনগর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। এমনকি কৃষ্ণনগরের এ, ডি, স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৩ ভাগ কমিয়া যায় ও কৃষ্ণনগর কলেজেও ঐ অবস্থা হয়। নদীয়া জেলার গ্রামসমূহ ম্যালেরিয়া কবলে শ্মশানে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্তও ম্যালেরিয়া

নদীয়া জেলায় ব্যাপকভাবেই ছিল। দেশ বিভাগের পরে পূর্ব্ববাংলার লোকগণ নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উহাদের আগমনে জঙ্গল, ডোবা প্রভৃতি পরিষ্কার হইয়া বসতি স্থাপিত হয়। ক্রমে সরকারী চিকিৎসার সাহায্যে ম্যালেরিয়া কমিয়া যায়।

ভক্তিরত্নাকর হইতে অবগত হওয়া যায়,—

অদ্বৈত শ্রীবাস আদি গুণের আলয়।
নিত্যানন্দ সঙ্গে মহানন্দে বিলসয়॥
নিত্যানন্দচন্দ্রের বিবাহ করাইতে।
হইল সভার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছামতে॥
বড়গাছি গ্রামের হরিহোড়ের সন্তান।
'কৃষ্ণদাস'—নাম তাঁর তেহো ভাগ্যবান্॥
নিত্যানন্দ পদে তাঁর সুদৃঢ় ভকতি।
করাইতে বিবাহ তাঁহার আর্ত্তি অতি॥
নিত্যানন্দচন্দ্রের বিবাহ যেন মতে।
শুন শ্রীনিবাস তাহা কহি সংক্ষেপেতে॥
নবদ্বীপ হইতে অল্পদূরে সালিগ্রাম।
তথা বৈসে পণ্ডিত সূর্য্যদাস নাম॥
গৌড়ে রাজা যবনের কার্য্যে সুসমর্থ।
"সরখেল" খতি উপার্জ্জিল বহু অর্থ॥
সূর্য্যদাস চারি ভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার।
সর্ব্বত্র বিদিত তাহা কহিব কি আর॥
সূর্য্যদাসের গুণ কহিল না হয়।
বসুধা-জাহ্নবা নামে তাঁর কন্যাদ্বয়॥
রূপে গুণে দোঁহার উপমা নাই দিতে।
দোহার বিবাহ লাগি সদা চিন্তে চিতে॥
বিপ্রগণে দেন ভার বিবাহ বিষয়।
আইসে সম্বন্ধ কভু, স্থির নাহি হয়॥
সূর্য্যাংশে প্রবীণ এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
তেঁহ সূর্য্যদাসে কহে মধুর বচন॥

চিন্তাযুক্ত হইয়া চলিনু সব ঠাই।
তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র কভু নাই॥
অকস্মাৎ মনে এক হইল আমার।
তাহা কহি যদি মনে আইসে তোমার॥
রাঢ়দেশ মধ্যে গ্রাম একচক্রা নামে।
ব্রাহ্মণ-সজ্জন বহু বৈসে এই গ্রামে॥
তথা বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত বিদ্যাবান্।
দ্বিতীয় মুকুন্দ নাম সর্ব্বাংশে প্রধান॥

তথাহি শ্রীদেবকীনন্দন কৃত বৈষ্ণব অভিধানে—

তথা পদ্মাবতী শ্রীমুকুন্দৌ দ্বিজসত্তমৌ।
নিত্যানন্দ স্বরূপস্য পিতরাবতুল প্রিয়ৌ॥

অর্থাৎ,—পরম রূপবান্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ পদ্মাবতী মুকুন্দ শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপের মাতাপিতা।

তথাচ—গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—

রোহিণী বসুদেবৌ যৌপিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ।
পদ্মাবতী মুকুন্দৌ তৌসন্তৌজাতৌ দ্বিজত্তমৌ॥

অর্থাৎ,—কৃষ্ণ ও বলরামের মাতাপিতা যে রোহিণী বসুদেব, তাহারা সজ্জন দ্বিজশ্রেষ্ঠ পদ্মাবতী মুকুন্দরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—

বিদিত সুন্দরামল বন্দিঘাটী গাই।
বৈছে তা'র কুল নিন্দিত কিছু নাই॥
শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের বিবাহ যেখানে।
তাহারাও কুলীন বেষ্টিত সবে জানে॥
তাঁ'র পুত্র নিত্যানন্দ মহাতেজোময়।
অল্পকালে তীর্থাটনে করিলা বিজয়॥
তীর্থাটন, তপস্যা বিপ্রের এই কর্ম্ম।
তেঁহো মহাবিদ্বান জানয়ে সর্ব্বমর্ম্ম॥
অবধূত হইলা লইয়া দণ্ডহাতে।
সর্ব্বতীর্থ ভ্রমিয়া আইলা নদীয়াতে॥
বুঝি তাঁর সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইল।
তেঞি নদীয়াতে দণ্ড পরিত্যাগ কৈল॥

*　　*　　*　　*

তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র তেঁহ হয়।
তাঁর যোগ্য তোমার দুহিতা নিশ্চয়॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত চিন্তিয়া মনে মনে।
করিতে শয়ন নিদ্রা হইল সেইক্ষণে॥
স্বপ্নছলে দেখে মহামনের আনন্দে।
দুই কন্যা সম্প্রদান করে নিত্যানন্দ॥

*　　*　　*　　*

সর্ব্ব বিদিত তেঁহো আসি' নদীয়ায়।
মনের উল্লাসে শ্রীবাসের গৃহে যায়॥

*　　*　　*　　*

শ্রীবাস পণ্ডিত কহে সুমধুর কথা।
আপনি যে কহিয়াছ হইব সর্ব্বথা॥
অদ্য কৃষ্ণদাসে বড়গাছি পাঠাইব।
এথা হৈতে কালি সবে তথাই যাইব॥

*　　*　　*　　*

বিবাহ বিচারে হইল পরম উল্লাস।
বড়গাছি গ্রামে শীঘ্র গেলা কৃষ্ণদাস॥
(কৃষ্ণদাস পণ্ডিত সূর্য্যদাসের সহোদর)
কৃষ্ণদাস রাজা হরিহোড়ের নন্দন।
মহা বুদ্ধিমন্ত শীঘ্র কৈলা আয়োজন॥

সূর্য্যদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বাটী হইতে নানা দ্রব্যাদি লইয়া আসিলেন।

অধিবাস

আজি শুভক্ষণে নিতাই চাঁদের
অধিবাসে কিবা শোভার ঘটা।
নিরুপম বেশে বিলসয়ে ভালে
ঝলমল করে অঙ্গের ছটা॥

সালিগ্রামে শ্রীনিত্যানন্দের শুভবিবাহ

বসু জাহ্নবা দেবী যথাক্রমে শ্রীবারুণী ও শ্রীরেবতী।

(শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা)

কিছুদিনে সভা সহ নিত্যানন্দ রায়।
বড়গাছি হইতে আইলা নদীয়ায়॥
শ্রীবসু জাহ্নবা দোঁহে দেখি' এথা আই।
করিল যতেক স্নেহ কহি সাধ্য নাই॥
আই অনুমতি লইয়া নিত্যানন্দ রাম।
শান্তিপুর হইয়া গেলেন সপ্তগ্রাম॥

* * * *

খড়দহ-প্রদেশে বিল'সি সঙ্কীর্ত্তনে।
আইলেন নদীয়ায় আইর দর্শনে॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত (অঃ ৫।৭৪৮)—

বড়গাছি-নিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাঁহার মন্দিরে নিত্য নিত্যানন্দের বিলাস॥

সুকৃতি কৃষ্ণদাস—নিত্যানন্দের শালা। শ্রীপাট বড়গাতে নিত্যানন্দপ্রভু অনেক দিন বিহার করেছিলেন।

(গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান)

মঞ্জু মেধাসখী বলি পূর্ব্বে যার নাম।
এবে সে মকরধ্বজ সেন অনুপাম॥ (ঐ)

সালিগ্রাম

সালিগ্রাম (নদীয়া জেলায়) বহিরগাছির নিকট। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীকংসারি মিশ্র প্রভৃতির আবির্ভাব স্থান। সূর্য্যদাস পণ্ডিত ঘোষাল পদবী, বাৎস্য গোত্র। এই স্থানে কংসারি মিশ্রের জ্ঞাতিগণ বাস করেন।

আন-চৌড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার ঝড়ুবায়েন কুলিয়া॥
বিশেষ সুকৃতি অতি বড়গাছি গ্রাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের বিবাহের স্থান॥

"নদীয়া" বলিতে নবদ্বীপের প্রাচীন রাজধানী "বল্লালঢিবি" শ্রীমায়াপুর অঞ্চলকে বুঝায়। শ্রীবাস-অঙ্গনে যে বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহাও খোলভাঙ্গার ডাঙ্গায় অবস্থিত শ্রীবাস-অঙ্গন। শ্রীচৈতন্যদেবের জননীকে "আই" বলিয়া বর্ণনা আছে।

*　　*　　*　　*

বর্গীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে ॥
আলিবর্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরে নিয়ে যাবে।
নজরানা বলি বারলক্ষ টাকা চাবে ॥
বন্ধ করি রাখিবেক মুর্শিদাবাদে।
মোর স্তুতি করিবেক প্রসাদে ॥ (অন্নদামঙ্গল)

দস্যু তস্করের অত্যাচার, (১৭৬৮-৬৯) দুর্ভিক্ষে দেশের একেত খড়া, অনাবৃষ্টি,—১২৭৬ সালের দুর্ভিক্ষকে মন্বন্তর বলা হয়। ঐ সময় নদীয়া জেলায় একতৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। গৃহপালিত পশু প্রায় শূন্য হয়। লর্ড-ওয়ারেণ হেস্টিংস কর্ত্তৃক ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়াতেই সর্ব্বপ্রথম জেলা স্থাপিত হয়। ১৮০৮ সালে নদীয়া জেলায় ডাকাতি, চুরি অতিশয় বৃদ্ধি হয়। ১৮৫৯-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়ায় নীল বিদ্রোহ হয়। নীল চাষে নদীয়া জেলায় ও অন্যান্য জেলায় যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার ইতিহাস কলঙ্কিত।

১৮৫২ সালে যশোর জেলায় প্রথম ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে দেখা দেয়। ১৮৫৪ সালে এই মহামারী পার্শ্ববর্ত্তী জেলা নদীয়ায় দেবগ্রাম, মাঝের-খালি, মুড়াগাছা প্রভৃতি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলি ধ্বংশে পরিণত হয়। অবস্থাপন্ন লোকেরা দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায় ফলে দেশ শ্মশানে পরিণত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলাও জ্বর মহামারী রোগে আক্রান্ত হয়। ১৮৭০ সালে আমাশায় রোগেও বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নদীয়া জেলায় এখনও আমাশয় উদারাময়, কাশি প্রভৃতি রোগ ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান। উন্নত চিকিৎসাও চলিতেছে।

নাকাশীপাড়া থানার সালিগ্রামে একদা ছিল বৌদ্ধ-পীঠ। ঐ গ্রামে এক পুকুর খনন কালে বহু বৌদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। ঐ সকল পালযুগের স্মৃতি বহন করে।

দেশের শাসনকর্ত্তা মুসলমানগণ বহু হিন্দু-মন্দির বিগ্রহ ধ্বংস করিয়া ও নানা অত্যাচারে হিন্দু সংখ্যা কমাইয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

উল্কার পথ

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২ পৃষ্ঠার পর)

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি জড় প্রকৃতির সান্নিধ্যে উদিত হয়েছে। আত্মার মুক্তি হ'লে ঐ বৃত্তিগুলি লুপ্ত হবে। অনন্তর ব্রহ্মাণ্ডসমূহ উৎপত্তির পর মহাবিষ্ণু একাংশে বহু মূর্ত্তি ধারণ করে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবিষ্ট হ'লেন এবং নিজাঙ্গ ঘর্ম্ম-জলে অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করে সেই জলে শেষ-শয্যায় শয়ন করলেন। তাঁর নাভি-দেশে চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক এক পদ্মের উদয় হ'ল, তাহারই সমষ্টি জীবাত্ম দেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভরূপ মূল ব্রহ্মা। সেই পদ্মে পুনরায় হিরণ্যগর্ভরূপ ব্রহ্মা হ'তেই চতুর্বেদজ্ঞ ও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উদ্ভব হ'ল। এই ব্রহ্মা আধিকারিক দেবতা। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সমষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী; আর ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী ও গুণাতীত বা মায়াতীত। বিষ্ণুকে রজ ও তমঃ গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সত্ত্বগুণও স্পর্শ করতে পারে না। যথা,—লঘুভাগবতামৃত ভাষায়,—"বিষ্ণুস্তু সত্ত্বেনাপি ন যুক্তঃ, কিন্তু সঙ্কল্পেনৈব তন্নিয়মনমাত্রকৃৎ"—অর্থাৎ "বিষ্ণু সত্ত্বগুণকে স্পর্শ করেন না, কিন্তু সঙ্কল্পমাত্রেই সত্ত্বগুণকে নিয়ন্ত্রিত করে জগৎ পালন করেন।" ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হ'তে শেষদেব প্রকাশিত হ'য়ে সহস্রফণায় পৃথিবী ধারণ করে দশ দেহে কৃষ্ণসেবা করে থাকেন। দ্বিতীয় পুরুষাবতার থেকে ব্রহ্মা ও শিব প্রকাশিত হয়ে যথাক্রমে সৃষ্টি ও সংহার কার্য্য করায় তাঁরা স্বাংশ ভাবাপন্ন বিভিন্নাংশ গুণাবতার ও মায়ার অধীন তত্ত্ব। ব্রহ্মার জন্ম হওয়ার পর তিনি নারায়ণের শ্রীমুখ থেকে বেদজ্ঞান লাভ করলেন ও ভগবানের আজ্ঞানুসারে প্রাকৃত জগতে ব্যষ্টি সৃষ্ট্যাদি কার্য্য রচনা করলেন। ভগবানের বশ্যতাপন্ন হ'য়ে শিব প্রাকৃত জগতের সংহারক হ'লেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মা অপেক্ষাও শিব অধিক ঐশীশক্তি সম্পন্ন। ব্রহ্মার উদ্ভব সম্পর্কে শাস্ত্রবাক্য যথা,—

ভবেৎ ক্বচিন্ মহাকল্পে ব্রহ্মা জবোঽপ্যুপাসনৈঃ।
ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণু ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে ॥" (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ, "কোন মহাকল্পে মহত্তম জীবই উপাসনা বলে ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হন। আবার যে কল্পে তেমন যোগ্য জীব কেহ না থাকেন, তখন মহাবিষ্ণুই

স্বাংশে ব্রহ্মা হ'য়ে সৃষ্টি করেন। সুতরাং কালভেদে ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব বা জীবত্ব দুইই সিদ্ধ হয়।

ব্রহ্মাণ্ডের ব্যষ্টি-সৃষ্টিকর্ত্তা রজোগুণোবতার ব্রহ্মা নিজ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন,— "ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি যদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ড বিধান কর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

অর্থাৎ, "সূর্য্য যেরূপ সূর্য্যকান্তাদি মণিসমূহে নিজ তেজঃ কিয়ৎ পরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ বিভিন্নাংশ-স্বরূপ ব্রহ্মা যাঁহা হ'তে প্রাপ্তশক্তি হ'য়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

পরম বৈষ্ণব শিবের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান্ কপিলদেব-কথিত শাস্ত্র-প্রমাণ যথা,— "যচ্ছৌচনিঃসৃত সরিৎ প্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।
ধ্যাতুর্মনঃ শমলশৈলনিসৃষ্ট বজ্রং
ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্॥" (ভাঃ ৩।২৮।২২)

অর্থাৎ, "যে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ প্রক্ষালন-সলিল হ'তে সমুৎপন্না সরিৎ শ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করে শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হয়েছেন, যে ব্যক্তি সেই চরণ ধ্যান করেন, বজ্র-নিক্ষেপফলে পর্ব্বতের ন্যায় তাঁর মনের কল্মষ ধ্বংশ হয়; অতএব সেই ভগবানের চরণারবিন্দ সর্ব্বদা ধ্যান করবে।

আবার তত্ত্ববিকাশক্রমে ব্রহ্মাণ্ড-সৃজনকালে নারায়ণের ভ্রূদেশ জাত হ'য়ে শম্ভুতত্ত্বের বিকাররূপ রুদ্রতত্ত্ব প্রকটিত হ'ন। বিভিন্নকল্পে শিবজী বিভিন্ন-ভাবে কৃষ্ণের অধীন তত্ত্বরূপে উদিত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণই সমুদয় বিষ্ণুতত্ত্বের আকর বস্তু স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্ কৃষ্ণ কোনও কল্পে উপযুক্ত জীবে ভগবচ্ছক্তির আবেশে এবং কোনও কল্পে চিচ্ছক্তির বিভাগক্রমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মা ও শিব উভয়েই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের বশ্যতত্ত্ব।

"আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময়॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন্ জনা॥

সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো সর্ব্বদেব-অবতংস ॥
তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব—মুঞি কৃষ্ণদাস ॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ-গুণ লীলা গায়, নাচে নিরন্তর ॥
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয় ॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর ॥"—(চৈঃ চঃ আদি)

পদ্মপুরাণ বলেছেন,— "দাসভূতমিদং তস্য ব্রহ্মাদ্য সকলং জগৎ". অর্থাৎ—"ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, কালী, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি সকল দেবতা ও অন্যান্য সকল জীবই শ্রীহরির দাস বা সেবক।"

এইরূপে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বশীভূত এবং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই অবিচিন্ত্যশক্তির আধার। সমস্ত চিদচিজ্জগৎ তাঁর অবিচিন্ত্য শক্তির পরিণতি।

"অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎ-রূপে পায় পরিণাম ॥
তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হইতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য-শক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি,—ইথে কি বিস্ময় ॥"—(চৈঃ চঃ)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রেই তাঁর অলৌকিক অচিন্ত্যশক্তির বা পরা-শক্তির ছায়া-অংশে তথা মায়া-শক্তি হ'তে চতুর্দ্দশ লোক সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ও অণু-অংশে তথা জীবশক্তি হ'তে অনন্ত জীব প্রকটিত হয়েছে।

ভগবানের বিভিন্ন শক্তি পরিণাম

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত স্বরূপের মধ্যে যেমন নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ-স্বরূপই সচ্চিদানন্দময় স্বয়ং ভগবান্, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের পূর্ণ স্বরূপ-শক্তি বা পরাশক্তি শ্রীমতী রাধিকা। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা এবং রসপুষ্টি হেতু দুই-দেহে প্রতিভাত। তাঁরা পৃথক্ হয়েও অপৃথক্। শ্রীমতী রাধিকাই কৃষ্ণের অনন্তশক্তির অংশিনী ও কৃষ্ণলীলার সহায়কারিণী।

"কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥"—(চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপে ব্রজগোপীগণ, বৈভবপ্রকাশরূপে মহিষীগণ এবং বৈভব-বিলাসাংশরূপে লক্ষ্মীগণ প্রকটিত হয়েছেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, স্বরূপাশ্রিত, অপাশ্রিতা—সমস্তই শক্তি-তত্ত্ব, কিন্তু সমস্ত শক্তিতত্ত্বের মূল আশ্রয় পরাশক্তি শ্রীমতী রাধিকা। কৃষ্ণ-লীলারসের উল্লাসহেতু প্রেম-স্বরূপিণী শ্রীরাধা বহু-কান্তারূপেও প্রকাশিত; শ্রীরাধাই মুখ্যকান্তা এবং অন্য কান্তাগণ শ্রীরাধার অংশ।

বহু কান্তা বিনা নাহি রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি' বহুত প্রকাশ॥"—(চৈঃ চঃ)

বৃন্দাবনের একমাত্র অধীশ্বরী প্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধা রাসক্ষেত্রে নিজে নাচেন, ভক্তকে নাচান এবং কৃষ্ণকেও নাচান।

"কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা ভক্তেরে নাচায়।
আপনে নাচয়ে—তিনে নাচে এক ঠাঁই।"—(চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধিকা ব্রজধামে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-সকাশে থেকে কৃষ্ণের আনন্দ বিধান করেন। পূর্ণ স্বরূপশক্তিরূপা শ্রীরাধিকা ক্রিয়া কর্‌বার উদ্দেশ্যে চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিরূপে প্রকাশিত হ'লেন। তিনিই নিত্য লক্ষণ বৃত্তি-গুলি নিয়ে চিচ্ছক্তিতে পূর্ণরূপে, জীবশক্তিতে অণুরূপে এবং মায়াশক্তিতে ছায়ারূপে প্রকটিত হলেন। চিচ্ছক্তির অন্য নাম অন্তরঙ্গাশক্তি এবং ছায়া বা মায়াশক্তির অন্য নাম বহিরঙ্গাশক্তি। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় জীবশক্তি থাকায় জীবশক্তিকে তটস্থাশক্তি বলা হয়। ভগবানের চিচ্ছক্তি থেকে চিজ্জগৎ, মায়াশক্তি থেকে দেবীধাম বা জড়জগৎ এবং তটস্থা শক্তি থেকে জীবজগৎ উদিত হয়েছে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের বিভিন্ন শক্তি-পরিণাম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় প্রণীত "শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত" গ্রন্থের সিদ্ধান্ত এস্থলে বিবৃত কর্‌ছি। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

স্বধামে প্রপূজ্যচরণ ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ

আমরা অত্যন্ত বিরহ-ব্যথিত হৃদয়ে জানাইতেছি যে,—বিগত ২২ আষাঢ় (৭ই জুলাই, ১৯৮২) বুধবার রাত্রি ৯ ঘটিকায় প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদনমোহন ঘেরাস্থিত শ্রীভজন-কুটীতে শ্রীহরিনাম স্মরণ করাইতে এবং করিতে করিতে তিরোধান-লীলা করিয়াছেন। ইনি সমগ্র পৃথিবীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের প্রচারক। শ্রীচৈতন্যমঠ ও গৌড়ীয় মঠসমূহের সংস্থাপক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি তাঁহার শ্রীল গুরুপাদপদ্মের আদেশে-নির্দ্দেশে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে তথা ভারতের সর্ব্বত্রই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত মতে বিমল বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার এবং প্রসার করিয়াছিলেন।

স্বামিজী পূর্ব্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) বাহার ঢাকায় এক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত এবং ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ-পরিবারে ২৩শে মার্চ্চ, ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যকালের নাম ছিল শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী। পরে পাটনা হইতে বি, এ, পাশ করিয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ২৩বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া জগদ্গুরু শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের চরণাশ্রিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রখর প্রতিভা এবং সিদ্ধান্ত-বিষয়ে পারঙ্গত দেখিয়া শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহাকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করেন। তখন হইতে তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরাজী, ফ্রান্স প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় ধারাপ্রবাহে সুন্দর ভাবে বক্তৃতা প্রদান করিতেন। তিনি প্রথমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশের সর্ব্বত্রই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন। পরে সুদূর ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভিকিয়া, আমেরিকার নিউইয়র্ক, চিকাগো, বোষ্টন, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, কানাডা প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে ও জাপান, হংকং এবং বর্ম্মা ইত্যাদি প্রাচ্যদেশে বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রচার কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাকে আমেরিকায় D. Lit. উপাধি দ্বারা বিভূষিত করা হইয়াছে। অবশেষে তিনি

বৃন্দাবনে শ্রীমদনমোহন-ঘেরায় নিজস্ব ভজনকুটী স্থাপন করেন এবং সেখানে থাকিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনের বিখ্যাত Institute of Oriental Philosophy এবং নন্দগ্রামে Intermediate College স্থাপন করেন।

অপ্রকটের পরদিবস একটি বিশেষ শোভাযাত্রা এবং নগর সঙ্কীর্ত্তনসহ তাঁর অপ্রাকৃত কলেবরকে একটি সুসজ্জিত যানে আরোহণ করাইয়া বৃন্দাবনস্থ প্রসিদ্ধ দেবালয়গুলি সম্মুখ হইয়া পরিভ্রমণ করিতে-করিতে তাঁর ভজন কুটীস্থ পূর্ব্বনির্ম্মিত মন্দিরে সমাধিস্থ করা হইল। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীব্রজমণ্ডলের সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ, বৃন্দাবনের বহু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ এবং তাঁহার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তথা বহু অধ্যাপকগণ তথায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ বৈষ্ণব আচার্য্যগণ একে-একে অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করিতেছেন। যদিও বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব এবং তিরোভাব এক তাৎপর্য্যময় এবং জগন্মঙ্গল-বিধায়ক, তথাপি তাঁহাদের অভাব-পূর্ত্তি হইতেছে না। বৈষ্ণবগণের বিরহই যথার্থতঃ একমাত্র দুঃখ। তাঁহারা যেন অহৈতুকী কৃপা বর্দ্ধন করিয়া আমাদের শক্তি-সঞ্চার করেন—যাহাতে আমরাও তাঁহাদের পদানুসরণ-পূর্ব্বক শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রীতিবিধান করিতে পারি।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮ শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের
শ্রীচরণকমলে—

হে সন্ন্যাসাচার্য্য!

ধন্য আমরা, সার্থক আমাদের এই বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, পবিত্র আমাদের এই আশ্রমের মাটী, একজন সিদ্ধ সাধক মহাপুরুষ আপনি, আপনার এই আশ্রমে শুভপদার্পণে আমরা আপনাকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

হে বৈষ্ণব-কুলতিলক!

আজীবন ব্রহ্মচারী আপনি! দীর্ঘ সাধনায় উপলব্ধি করেছেন ঐশ্বরিক-সত্তা; পেয়েছেন শাশ্বত সত্যের সন্ধান। দিকে দিকে প্রচারিত করছেন ভক্তি প্রেমের পুতঃমন্ত্র। আপনার শুভাগমনে আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করি।

হে ত্যাগী !

ধনীর দুলাল হয়েও বিলাস-ব্যসন আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেনি। ভোলাতে পারেনি আপনাকে কামিনী-কাঞ্চন ; শুধু ব্যথিত করেছে ধর্ম্মহারার শোক ; তাই পায়ে পায়ে হেঁটে চলেছেন আমাদের আহ্বানে, আস্বাদে জানাতে নামামৃতের। আমরা আপনাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি।

হে মহানুভব !

ক্ষুদ্র আমরা, অজ্ঞ আমরা, কি বলে আপনাকে আহ্বান জানাব ! কোন্ মন্ত্রে আপনাকে অভিনন্দিত করব—জানিনা। গঙ্গাজল ছাড়া যেমন গঙ্গাপূজা হয় না, তেমনি আপনারই প্রদর্শিত নামামৃত শ্রবণ দ্বারাই আপনাকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

হে পরমার্থ প্রদাতা !

যে কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে উদ্ভাসিত হয়ে আমরা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছি তা আজ নানা সমস্যা-অক্টোপাসের মত আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘিরে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করতে চাইছে। আপনার শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ আমাদের সকল বাধা-বিপত্তিকে অপসারিত করে সেই পরম সত্যের সন্ধান দিক্—নিবেদন রাখছি।

হে মহান্ পরিব্রাজক !

সেই পরমকরুণাময়, প্রেমময়ের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই—দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন লাভ করে জয় হোক্ আপনার যাত্রাপথ। কল্যাণময় হয়ে উঠুক আমাদের আশ্রম ও জীবন, ধন্য হউক্ এই দিগন্ত। *

প্রণত—

সেবক ও ভক্তবৃন্দ,

শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবাশ্রম

গ্রাম ও পো:—আশুতিয়া

জিলা—মেদিনীপুর।

---

* শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সেবক ও ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্যদেব উক্ত আশ্রমে পদার্পণ করিলে এই মান-পত্র অর্পিত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অনিবার্য্য কারণবশতঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত। —প্রকাশক

প্রচার-প্রসঙ্গ

তমলুকে বিরাট ধর্ম্ম-সভা

মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহর নিবাসী মাননীয় শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ পড়ুয়া মহাশয়ের স্বগৃহে শ্রীহরিমন্দির-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে তৎকর্তৃক আয়োজিত দিবস-ত্রয়ব্যাপী ধর্ম্ম-সভায় যোগদান করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ বিগত ২৭শে এপ্রিল, ১৯৮২ এবং সর্ব্বশ্রী নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, মদনমোহন ব্রহ্মচারী, দ্বারিকা-নাথ ব্রহ্মচারী, বিষ্বকসেন ব্রহ্মচারী ও বিপনবিহারী ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে তমলুক শহরে উক্ত পড়ুয়া মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হন। শ্রীযুত পড়ুয়া মহাশয় তদীয় ভবনে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গত ১৪ই বৈশাখ, ১৩৮৯ (ইং ২৮।৪।৮২) তারিখে শ্রীহরিমন্দির-প্রতিষ্ঠা এবং বাসভবনের সম্মুখস্থ ময়দানে প্যাণ্ডেল করাইয়া সন্ধ্যায় বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন করেন। এই ধর্ম্মসভায় ১৬ বৈশাখ (ইং ৩০শে এপ্রিল) পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই দিবস-ত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বেহালাস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-কুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ। সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজও শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গৌড়ীয় মঠ হইতে উক্ত সভায় যোগদান করিবার জন্য আহূত হইয়া উপস্থিত হন।

প্রথম দিনের বিষয়বস্তু ছিল "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য।" প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীল সভাপতি মহারাজ ও সমিতির সন্ন্যাসী-প্রচারকত্রয় এবং পণ্ডিত শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভাষণদানমুখে বলেন, জগতে অনেক ধর্ম্ম-প্রচারকগণ ও শ্রীভগবদ্-অবতারগণ বিশ্ব-কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ জীবকল্যাণ করিয়াছেন, জীবহিতার্থে যাহা দান করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। এইজন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু তাঁহাকে কীর্ত্তনমুখে মহাবদান্য অবতার বলিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু মহান্ দাতাগণেরও শিরোমণি। তিনি ত্রিতাপগ্রস্ত দুঃখিত জীবকে আনন্দময় শ্রীভগবানের অনাবিল সেবানন্দ-সুখ প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও জীবহিতার্থে ভক্তভাব অঙ্গীকার করত জীবকে শুদ্ধ ভগবৎ প্রেমানু-রাগ শিক্ষা দিয়াছেন।

দ্বিতীয় দিনের বিষয়বস্তু ছিল "ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রীনামতত্ত্ব" এবং অন্তিম দিবসের বিষয়বস্তু ছিল "মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য" বক্তৃ-মহোদয়গণ উক্ত দুটি বিষয়েই সুন্দররূপে ভাষণ প্রদান করিয়া তমলুকবাসী জনগণকে পরমার্থের আলোক প্রদান করত তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। পূজনীয় মহারাজগণ উপরোক্ত তিন দিনে সকল ভক্তগণকে লইয়া মাইকযোগে বিপুল মহাসমারোহে নগর-সঙ্কীর্ত্তন করেন। উচ্চ হরিসঙ্কীর্ত্তনে তমলুক শহরের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে। তদুপরি ছায়াচিত্রযোগে শ্রীহরি-লীলাদি প্রদর্শিত হয়।

অন্তিম দিবসে মান্যবর শ্রীযুক্ত পড়ুয়া মহাশয় তমলুকবাসী অগণিত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করেন। পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণে প্রার্থনা করি—উক্ত পড়ুয়া মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রচারের সহানুভূতি ও উদ্দীপনা যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়।

উত্তর সাওতান-চক্, দাড়িবেড়্যা ও হলদিয়া প্রচার

তমলুকের প্রচার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়া পূজ্যপাদ মহারাজগণ তথা হইতে ৩।৪ মাইল দূরে উত্তর সাওতান-চক্ নিবাসী শ্রীযুত পশুপতিচরণ মির্দ্দা মহাশয় ও পোলষ্টার ক্লাবের সদস্যবৃন্দের আহ্বানে তথায় উপস্থিত হন। এবং সেখানে ১লা মে হইতে ৩রা মে পর্য্যন্ত আয়োজিত বিরাট ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন ও ছায়াচিত্রযোগেও শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের লীলাকথা প্রদর্শিত হয়। তৎপরে স্বামিজীগণ পুনরায় তমলুকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং শহরস্থ বিভিন্ন ভক্তের বাড়ীতে শ্রীহরিকথা পরিবেশন করেন। পরে হলদিয়া যাইবারমুখে সমিতির আশ্রিত দাড়িবেড়্যা গ্রাম নিবাসী শ্রীরসময় দাসাধিকারী প্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং সেখানে তদীয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দজীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় তিনদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পরে ২৭শে বৈশাখ (ইং ১১ই মে) হলদিয়া দুর্গাচক কলোনী নিবাসী শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ প্রামাণিক মহাশয়ের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। পূজনীয় মহারাজগণ তাহার বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে শ্রীহরিকথা পরিবেশন করেন। পরে নিকটস্থ শ্রীযুত অনিলকৃষ্ণ বেরা মহাশয়ের বাস-ভবনে শ্রীহরিকথা প্রচার করিয়া ২৬শে মে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। —বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তার জনহিতকর কার্য্যাবলী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র 'শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ' নবদ্বীপ শহরের একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। ভারতের তথা বহির্ভারতের বহু ভক্তগণ এবং গুণীব্যক্তিবৃন্দের এখানে আগমন ঘটিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটী-রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট-মতে উক্ত সমিতি রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে এবং দ্বাদশ সদস্য-যুক্ত পরিচালক কমিটি ইহার পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

উক্ত সমিতির মূখ্যত উদ্দেশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত এবং প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্ম যাজন ও প্রচার্য্য। উহা তো সমাজ-জীবনকে বাদ দিয়ে নহে। সমাজকে বিভিন্ন জনে কেহ বা ব্যষ্টি ও কেহবা সমষ্টিগতভাবে বিভিন্ন-ধারায় সঞ্জীবিত করিলেও প্রত্যেকের অবদান যেমন রয়েছে, তেমনি অবদানের তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষিতব্যের বিষয়। কর্ম্মসঙ্কুল জগতে বর্ষের সংজ্ঞা আলোচনা করিলে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান-ভক্তিবাদী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপকারগণের সম্মিলীত-প্রচেষ্টা সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে। সুন্দর পুষ্পো-দ্যান যেমন বিভিন্ন পুষ্পের সন্মিলনে সু-সৌন্দর্য্যত্ব প্রদান করে; সমাজের বুকেও ঐরূপ বিভিন্নমুখী সমাজ-কল্যাণকারীবর্গ শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন। উদ্যানের বৃক্ষরাজী যদিও পুষ্প-নামে অভিহিত কিন্তু সকল পুষ্পের অবদান একরূপ নহে। গুণাগুণ এবং সৌন্দর্য্য বিচার করিলেও আমরা পৃথক্‌রূপেই তাহা পাইয়া থাকি।

সামাজিক-জীবজগতে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যে-প্রেমের বন্যা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন তাহা অনন্তোদয়-দয়া। সূক্ষ্ম বিচার করিলে দয়ার মধ্যে অনেকপ্রকার ভেদ দর্শন পরিলক্ষিত হয়। কেননা ঐ দয়ার পরিণতিতে অস্থায়ী ও স্থায়ীত্বের প্রশ্ন জড়িত। শারিরীক, মানসিক ও আত্মিক প্রকারভেদে স্থায়ীত্ব নিহিত রয়েছে। শারিরীক-কর্ম্ম, মানসিক-কর্ম্ম ও আত্মিক-কর্ম্ম—এইগুলিরও প্রকার ভেদ রয়েছে।

যাহা হউক, ইহার বিশাদ আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন—তজ্জন্যই গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ বিভিন্নধারায় তাহা রূপায়নের জন্য ধর্ম্মশালা, অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র, দাতব্য-চিকিৎসালয় এবং শ্রীবিগ্রহ-সেবাপ্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে মরণের বিভীকায় অমৃতের বাণী বিতরণ করিতেছেন। সেই কার্য্যাবলী সরেজমিনে তদন্ত করিয়া জেলাশাসক মহাশয় সমিতির কর্তৃ-পক্ষের নিকট যাহাতে তাহার বক্তব্য রাখিতে পারেন তজ্জন্য সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল। তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যে পত্র দিয়াছেন তাহাও এখানে সন্নিবেশিত করা হইল।

জেলা-শাসকের পত্র

Shri L. V. Saptharishi
DISTRICT MAGISTRATE'S HOUSE
KRISHNAGAR

D. O. No.—5277 GL July 14, 1982.

Dear Samiji,

Thank you for your letter of 8th July, 1982 inviting me to visit your Institution at Nabadwip. I shall certainly avail of the earliest opportunity to meet all of you at your Institution.

With kind regards,

Yours sincerely,
Sd./- Illegible
(**L. V. Saptharishi**)

To

Swami Bhakti Vedanta Acharyya,
Constituted Attorney,
SHRI GOUDIYA VEDANTA SAMITI,
P. O. Nabadwip,
Dist. Nadia.

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৪শ বর্ষ | ১৫ পদ্মনাভ, গর্ভোদশায়ী, ৪৯৬ গৌরাব্দ
৩১ ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৭।৯।১৯৮২ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখনিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিল-চতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥১॥

কলিযুগে পণ্ডিতগণ নাম-সঙ্কীর্ত্তনময় যজ্ঞদ্বারা যাঁহাকে উপাসনা করেন, যিনি কৃষ্ণবর্ণ হইলেও শ্রীমতী রাধিকার ভাব-কান্তি লইয়া গৌরবর্ণ হইয়াছেন এবং চতুর্থাশ্রমীদিগেরও উপাস্য বলিয়া পণ্ডিতগণ যাঁহাকে কীর্ত্তন করেন, সেই চৈতন্যাকৃতি সঙ্কীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরহরি আমাদিগকে সমধিক কৃপা করুন ॥১॥

চরিত্রং তন্বানঃ প্রিয়মঘবদাহ্লাদন-পদং
জয়োদ্ঘোষৈঃ সম্যগ্‌বিরচিত-শচী-শোকহরণঃ।
উদঞ্চন্মার্ত্তণ্ড-দ্যুতিহর-দুকূলাঞ্চিত-কটিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥২॥

যিনি শান্তিপুর-ধামের পথে পথে ও প্রতি ভক্তের গৃহে পাপীজনের আনন্দকর নিজ চরিত্র অর্থাৎ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে 'প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জয় হউক' এইরূপ জয় ঘোষণা দ্বারা পুত্রশোকাতুরা শচীদেবীর শোক অপনোদন করিয়াছিলেন এবং নবোদিত অরুণ-বর্ণ বসনে যাঁহার কটিদেশ সুশোভিত সেই চৈতন্যাকৃতি শ্রীশচীনন্দন আমাদিগকে সবিশেষ অনুগ্রহ করুন ॥২॥

অপারং কস্যাপি প্রণয়ি-জনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৩॥

যিনি উন্নতোজ্জ্বল মধুর-রস বা শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা ইত্যাদি আস্বাদন করিবার নিমিত্ত বৃষভানু-নন্দিনীর অপার মাধুর্য্য-ভাব অপহরণপূর্ব্বক তদীয় কান্তি অঙ্গীকার করত স্বীয় রূপ গোপন করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে সমধিক কৃপা করুন ॥৩॥

অনারাধ্যঃ প্রীত্যা চিরমসুরভাব-প্রণয়িনাং
প্রপন্নানাং দেবীং প্রকৃতিমধিদৈবং ত্রিজগতি।
অজস্রং যঃ শ্রীমান্ জয়তি সহজানন্দ-মধুরঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৪॥

যিনি অসুরভাবাপন্ন তামসিক দেবোপাসক ব্রাহ্মণগণের অনুপাস্য হইলেও জগতে সত্ত্বগুণ-প্রধান দেবভাবাপন্ন ভুসুর-কুলের একমাত্র আরাধ্য হইয়াছেন এবং স্বাভাবিক আনন্দময় ও মধুর-মূর্ত্তিতে যিনি জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীশচীনন্দন আমাদিগকে সাতিশয় দয়া করুন ॥৪॥

গতির্যঃ পৌণ্ড্রাণাং প্রকটিত-নবদ্বীপ-মহিমা
ভবেনালং কুর্ব্বন্ ভুবন-মহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্।
পুনাত্যঙ্গীকারাদ্ভুবি পরমহংসাশ্রম-পদং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৫॥

যিনি পুণ্ড্রদেশীয় অর্থাৎ নবদ্বীপের দক্ষিণস্থ কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণের নিস্তারকারী, যিনি নবদ্বীপের মহিমা বিশেষ-রূপে বিস্তার করিয়াছেন, যিনি নবদ্বীপে বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়া ভুবনপূজ্য ঐ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং যিনি পরমহংসাশ্রম সন্ন্যাস অঙ্গীকার করিয়া ভক্তিশিক্ষা দ্বারা ঐ আশ্রম পবিত্র করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি যতিরাজ-বন্দিতপদ শ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্র আমাদিগকে প্রচুর কৃপা করুন ॥৫॥

মুখেনাগ্রে পীত্বা মধুরমিহ নামামৃত-রসং
দৃশোর্দ্বারা যস্তং বমতি ঘন-বাষ্পাম্বু-মিষতঃ।
ভুবি প্রেম্নস্তত্ত্বং প্রকটয়িতুমুল্লসিত-তনুঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৬॥

যিনি প্রথমতঃ শ্রীমুখদ্বারা হরিনাম-রূপ অমৃত-রস পান করিয়া অনবরত অশ্রু বিসর্জ্জনচ্ছলে নয়নদ্বারা ঐ রস যেন উদ্গীরণ করিতেছেন, এবং জগতে প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যাঁহার কলেবর সর্ব্বদা উল্লসিত, সেই চৈতন্যাকৃতি নাম-প্রেম-প্রদাতা শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে সবিশেষ দয়া করুন ॥৬॥

তনুমাবিষ্কুর্ব্বন্ নবপুরট-ভাসং কটি-লসৎ-
করঙ্কালঙ্কারস্তরুণ-গজরাজাঞ্চিত-গতিঃ।
প্রিয়েভ্যো যঃ শিক্ষাং দিশতি নিজনির্ম্মাল্যরুচিভিঃ
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৭॥

তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তি, যাঁহার কটিদেশ করঙ্গ-রূপ অলঙ্কারে সুশোভিত, তরুণ গজরাজের ন্যায় যাঁহার প্রশস্ত গমন এবং যিনি স্বয়ং প্রীতিপূর্ব্বক ভগবৎপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ করিয়া মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য ও প্রপঞ্চজয়ের বিষয় নিজ ভক্তগণকে শিক্ষা দিতেছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি অখিল লোক-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে সাতিশয় অনুগ্রহ করুন ॥৭॥

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরান্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি ।
পদালম্ভঃ কম্বা প্রণয়তি নহি প্রেম-নিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৮॥

যাঁহার ঈষদ্ হাস্য-সহকৃত কৃপাকটাক্ষ সকলের শোক হরণ করিয়া থাকে, যাঁহার মনোহর বাক্যাবলী জগতের কল্যাণ বিস্তার করে, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে সর্ব্বজন কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হয়, সেই চৈতন্যাকৃতি সর্ব্বলোক-দুঃখাপহারী মঙ্গলায়তন শ্রীগৌরহরি আমাদিগকে সমধিক কৃপা করুন ॥৮॥

শচীসূনোঃ কীর্ত্তিস্তবক-নবসৌরভা-নিবিড়ং
পুমান্ যঃ প্রীতাত্মা পঠতি কিল পদ্যাষ্টকমিদম্ ।
স লক্ষ্মীবানেতং নিজপদ-সরোজে প্রণয়িতাং
দদানঃ কল্যাণীমনুপদমবাধং সুখয়তু ॥৯॥

শ্রীশচীনন্দনের কীর্ত্তি-কুসুমাবলীর মনোহর সৌরভ-পরিপূর্ণ এই পদ্যাষ্টক যিনি প্রীতমনে পাঠ করেন, লক্ষ্মীপতি শ্রীশচীসূনু কল্যাণময় নিজপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে সুখী করেন ॥৯॥

বৈষ্ণব-দর্শন

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯২ পৃষ্ঠার পর)

বৈষ্ণবদর্শনসমূহের বিশেষত্ব

বৈষ্ণবদর্শনে কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকার প্রকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র অধিষ্ঠিত। তিনি কাল রচিত হইবার পূর্ব্বে কালের জনকস্বরূপ বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহা হইতে সৎ এবং অসৎ উভয়ই উদিত হইয়াছে। এই দুই সর্গের অপ্রকাশ কালেও তিনিই থাকিবেন। যেখানে ভগবৎ সত্তার অধিষ্ঠান নাই, ভগবৎ সত্তায় যাহার অধিষ্ঠান নাই তাহাই ভগবানের মায়া। সেই মায়া প্রকাশমানা হইয়া আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বদ্ধজীব ও ত্রিগুণাত্মক জড় বলিয়া কথিত। **বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনে** ঈশ্বর, চিৎ ও অচিৎ ত্রিবিধ বিভাগে স্বীয় শক্তিদ্বারা নিত্য প্রকাশমান বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। বস্তুর অদ্বয়তায় ব্যাঘাত না করিয়া বস্তুশক্তির বৈচিত্র্যে

ভগবান্ তিন প্রকারে লীলাবিশিষ্ট। চিৎ ও অচিৎ উভয়ের ঈশ্বর ভগবান্। তিনি অনন্ত নিত্যশক্তিমান্ সবিশেষ বস্তু। স্বগত সজাতীয় বিজাতীয় বিশেষ-ভাবে নিত্য বিরাজমান। **শুদ্ধ দ্বৈত দর্শনে** সর্ব্বশক্তিমান্ রসময় ভগবান্ ও আশ্রয়রূপ ভক্তে নিত্য সেব্যসেবক সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। আশ্রয়রূপ জড়বস্তু সেব্য-সেবক সম্বন্ধরহিত হইয়া তৃতীয়। বিষয় এক হইলেও আশ্রয়ের বহুত্ব নিবন্ধন ভক্ত অসংখ্য এবং জড়বস্তুও অসংখ্য। এইরূপে পাঁচপ্রকার নিত্য ভেদ সত্তা ভগবানে নিত্য বৈচিত্র্য সর্ব্বদা প্রদর্শন করেন। **দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনে** চিন্ময় রসবিগ্রহ ভগবান্ বিষয় ও আশ্রয়গত সামগ্রী রূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যেখানে নির্ম্মল আশ্রয়গত চিৎসত্তা সেখানে নিত্যসত্তায় ঘনানন্দের সম্বেত্তারূপে ভগবান্ লীলাময়। যেখানে নশ্বর সমল আশ্রয়রূপ জড়সত্তা সেখানে ভগবানের লীলা কুণ্ঠ দর্শনে সঙ্কোচিত। বৈকুণ্ঠ হইলেও প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে মায়িক অনিত্য মাত্র দৃষ্ট হয়। **শুদ্ধাদ্বৈত দর্শনে** ভগবত্তায় জড়ের হেয়তা ও ভেদ আরোপিত হয় না। ভগবদুন্মুখ হইলেই চিদ্দর্শনে জড়ের ভেদগত সত্তা দর্শকের সত্তা-দর্শনে বাধা দেয় না। আবার চিদ্বৈচিত্র্যের নিত্য অস্তিত্বের হন্তারকও হয় না। বিভুচৈতন্যের সহ অণুচৈতন্যের সেব্য-সেবকভাবে লীলা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক নহে। নশ্বর জড়সত্তাকে নিত্য সত্তাজ্ঞান অদ্বৈত দর্শনে দৃষ্ট হয় নাই বলিয়া চিদ্বৈচিত্র্য অস্বীকৃত নহে।

নির্ব্বিশেষবাদে ভগবত্তার কল্পনা হয়; বস্তুতঃ ভগবানের সবিশেষত্ব নিত্য

ভগবানের ব্যক্তিগত সত্তার বিরোধীদলকেই অবৈষ্ণব দার্শনিক বলা যায়। নির্ব্বিশেষবাদে চিন্ময়বিশেষকে বলপূর্ব্বক মায়িক বলা হইয়াছে। ভগবানের নাম, আকার, গুণ ও লীলা মায়ার রচিত বলিয়া দেখিলে ভগবত্তার কল্পনা হয়। ভগবানের নিত্য বিশেষ মায়া উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও ছিল, মায়ার ক্রিয়া সমাপ্ত হইলেও থাকিবে এবং মায়াতে সেই বিশেষত্বের সামান্য প্রতি-ফলন ধর্ম্মমাত্র প্রদত্ত হইয়াছে এরূপ বুঝিবার পরিবর্ত্তে ভগবত্তাকে মায়িক মনে করা সূক্ষ্ম দর্শনাভাব বলিতে হইবে। মায়ার রাজ্যেই বৈকুণ্ঠ বস্তুকে বাস করিতে হইবে, ভগবানে শক্তির অভাব আছে, যাহা জীব স্বীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিমাণ করিতে অসমর্থ সেরূপ ভগবদধিষ্ঠানের নিত্য স্থিতি নাই—এরূপ আত্মম্ভরিতা লইয়া পরমার্থতত্ত্বের দর্শন সম্ভবপর নহে।

বিভুচৈতন্য ভগবান্ এক হইয়াও অনন্ত নিত্যমূর্ত্তিতে অনন্ত অণুচৈতন্যের নিত্য সেব্য

বিভুচৈতন্য ভগবান্ বিষ্ণু মায়ার অধিশ্বর, অণু-চৈতন্য দাস বৈষ্ণব মায়ার বশ্য। বিভু চৈতন্য এক হইয়া অনন্ত অসংখ্য নিত্য মূর্ত্তিতে নিত্যকাল নিত্য-ধামে প্রকাশ আছেন, অণু চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন এবং অনেক হইয়া তাঁহার নিত্য সেবায় নিত্যকাল ব্যাপৃত। অণু-চৈতন্য মায়াকে স্বীয় ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া মায়ার অনিত্য সেবায় মনোভিনিবেশ করিলেই তিনি নিজ স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া বিভু-চৈতন্য হইবার উদ্দেশ্যে মায়াবশ হইয়া পড়েন। অণুচৈতন্যে স্বরূপে নিত্য বৃহত্ত্বা-ভাববশতঃ সেব্য ধর্ম্ম তাঁহাতে কোন দিনই নাই। তাঁহার স্বতন্ত্র চিন্ময় বৃত্তিতে ভগবদ্দাস্যই নিত্যকাল বিরাজমান। যখন তিনি হরিসেবাবিমুখ তখনই তাঁহাকে মায়ার সেবকরূপে মায়ার ব্রহ্মাণ্ডে অনিত্য ভোগে ব্যস্ত দেখা যায়। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে দেবতা বা মানবরূপে অণুচৈতন্যের অধিষ্ঠান তাঁহার নিরতিশয় ক্লেশের কারণ জন্য দণ্ডভোগ মাত্র। হরিবিমুখ হইয়া স্বর্গভোগ বা নিরয়লাভ উভয়েই তাঁহার নিত্য সুখের বিঘ্নকারক। এই সকল অনিত্য সুখ বাসনা বা ক্লেশ পরিহারেচ্ছা জীবের অত্যন্ত উপাদেয় প্রাপ্তির অন্তরায় মাত্র।

ভগবৎ-শক্তি মায়াপরিণতিকে ভোগ্যজ্ঞানকারী জীব অভক্ত

ভগবানের নিজাবরণী শক্তির নাম মায়া। জীবকে আবরণ করিতে তিনি সমর্থ। জীবের ভোগবুদ্ধির প্রাবল্যে, কৃষ্ণদাস্যের অভাবে তিনি মায়িক সর্গের সেব্যরূপে আপনাকে জ্ঞান করেন তাঁহার এই বৃত্তি তাঁহাকে অবিদ্যাশ্রিত অভক্ত করিয়া স্থাপন করে। আবার হরিসেবাই তাঁহার নিত্য একমাত্র ধর্ম্ম বুঝিতে পারিলে এইগুলির শ্লথ হইয়া পড়ে।

বস্তু নিঃশক্তি নহেন, তাঁহারই উপাদান-শক্তি লাভ করিয়া মায়াসৃষ্টিকারিণী

মায়া এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণরূপে কথিত হন। উপাদান কারণ বলিয়া সংজ্ঞিত হইলেও ভগবানের উপাদান শক্তি মায়ার অহিত হয় মাত্র। জ্বলন্ত লৌহ যেরূপ অগ্নির নিকট দাহিকাশক্তি লাভ করিয়া অপর বস্তু দহনে সমর্থ সেরূপ মায়া ভগবানের নিকট হইতে উপাদান লাভ করিয়া জগতের উপাদান কারণরূপে বরিতা হন। যাবতীয় বিচিত্রতা মায়া হইতে নিঃসৃত হয়

এবং বস্তু নিঃশক্তিক একথা অবৈষ্ণব মায়াবাদী বলিয়া থাকেন। মায়িক বৈচিত্র্যে অপ্রাকৃত ভ্রান্তি মায়াবাদী অবশ্যম্ভাবী বৈষ্ণবগণ তাদৃশ বিশ্বাসকে প্রাকৃত বা সহজিয়া বিশ্বাস বলে।

ভগবানই রসময় বস্তু : সেই রসের বিকৃত প্রতিফল অতিক্রম করত হরিলীলায় অণুপ্রবেশই নিত্য মঙ্গল

যাঁহার ত্রিধাতুক মৃতকে আত্মভ্রান্তি, কলত্র-পুত্রাদিতে মমত্বভ্রান্তি, জড়ে অপ্রাকৃত চিদ্বুদ্ধি এবং সলিলে তীর্থবুদ্ধি তিনি প্রাকৃত বা অবৈষ্ণব। আবার অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয় স্বীকারপূর্ব্বক বিষয়সমূহে নিজ ভোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট জানিলে দ্রষ্টা প্রাকৃত বিশ্বাসের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত হরিসেবোন্মুখ হন। তখন তিনি মুমুক্ষু মায়াবাদীর ন্যায় হরিসম্বন্ধময় বস্তু সমূহকেও কৃষ্ণসেবার উপকরণ জানিয়া তাহাদিগকে নিজভোগময় অপর প্রাপঞ্চিক বিষয়ের সহ সমজ্ঞানে ত্যাগের পরামর্শ করেন না। সংসারে জীবগণ কৃষ্ণবিমুখ হইয়া কৃষ্ণসেবা বিস্মৃতিবশতঃ প্রাকৃত অভিমানে মত্ত হইয়া অন্যান্য বস্তুগণের সহ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসস্থাপন পূর্ব্বক জড়রসে রসিক হইয়াছেন। তাঁহারা যখন বুঝেন যে জড়-রসের আশ্রয়গুলি অল্পকাল স্থায়ী ও অনুপাদেয় তখন কৃষ্ণ ভিন্ন বিষয়গুলির সহিত সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহারা বিষম ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির অন্তরায়রূপ জীব ও ভগবানের মধ্যে বিকৃতরস ও আশ্রয়গুলিই প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। তখন বিষয়জ্ঞানে মায়িক বস্তু সঙ্গত্যাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে গিয়া কেহ কেহ নির্ব্বিশেষবাদকেই আবাহন করিয়া পুনরায় হরিবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-ফলের পরিবর্ত্তে মুক্তিই তাঁহাদের আরাধ্য বিষয় হয়। চিন্ময় রসরাহিত্যকেই শ্রেয়স্কর জানিয়া ভগবানকে রসময় বলিতেও শঙ্কিত হন। নিত্যকাল পরলোকে তমিস্রাময় বিচিত্রতাহীন অবস্থার নিত্যাস্তিত্ব বিশ্বাসই তাঁহাকে কংস-শিশুপালাদির আরাধ্য লোকে লইয়া গিয়া স্বীয় আত্ম-বিনাশ সাধন করায়। প্রাকৃত বিশ্বাস বশে কৃষ্ণসেবা-বিমুখ বিচারকগণ পূতনাদি কপটচারিণীর ন্যায় কৃষ্ণসেবা প্রদর্শন করিয়া মায়া-বাদী হন, আবার জীবনান্তে চিদ্বিশেষ রহিত হইয়া নির্ব্বিশেষত্বে লীন হন। প্রাকৃত ভোগময় রসের বিপর্য্যয়ে জগতে যে অনিত্য অসম্পূর্ণ বিড়ম্বনার হস্তে জীব পড়িয়াছিলেন তাহা হইতে রসকে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া

নীরস মায়াবাদের অবতারণা করিয়া নিজ অমঙ্গল আনয়নপূর্ব্বক রসময়ের নিত্যরস হইতে নিত্যবিদায় গ্রহণ করা বিশেষ বিচারপুষ্ট বলিয়া, বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ মনে করেন না। তাঁহারা দেখেন যে নিত্যরসময় বস্তু হইতেই বিকৃত প্রতিফলনক্রমে এই ভোগময় অনিত্য অনুপাদেয় জগতে রসের বিকার নানাপ্রকারে বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করিয়াছে। সেই অনর্থসমূহ অতিক্রম করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে অপ্রাকৃত নিত্য রসময় হরিলীলায় অনুপ্রবেশ করিতে পারিলে তাঁহার নিত্য মঙ্গল হইবে। তখন প্রবঞ্চনার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া বৈষ্ণবদার্শনিকের নিরপেক্ষ গীতটী তাঁহার মনে সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকিবে।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ॥
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।
তখন বৈষ্ণবদার্শনিকের উক্তিটীও উপরিকথিত গীতের সহায়তা করিবে॥

ভক্তিযোগেন মনসি সমাক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে॥

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর**

সঙ্গ-ত্যাগ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৯ পৃষ্ঠার পর)

সাধু-সঙ্গেই সংসারাসক্তি ক্ষয় হয়,—
যোগ-তপস্যাদিতে নহে

সাধুসঙ্গই এই সংস্কারাসক্তিকে শোধন করিতে পারেন। সাধুসঙ্গই এই রোগের একমাত্র ঔষধি। সংস্কার-সঙ্গ শোধন করিতে না পারিলে, কোন ক্রমেই ভক্তি-সিদ্ধি হইতে পারে না। যথা শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে,—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥ (৩।২৩।৫৫)

অসদ্‌ব্যক্তিতে যে সঙ্গ করা হয় তাহাতেই জীবের সংসৃতি ঘটে। অসতের সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে সঙ্গ করিলেও, সেই ফল অবশ্য হইবে। সেই সঙ্গ যদি প্রকৃত সাধুতে অজ্ঞানেও করা হয়, তদ্দ্বারা নিঃসঙ্গত্ব উদয় হয়। পুনশ্চ শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে,—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞচ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাঽবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্ব-সঙ্গাপহো হি মাম্॥ (১২।১-২)

সংস্কার-সঙ্গ অতিশয় দুষ্ট। অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য, বিদ্যা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, দক্ষিণা ব্রতসমূহ, যজ্ঞ, তীর্থাটন, যম, নিয়ম, এই সকল সৎকর্ম্ম বহুকাল অনুষ্ঠিত হইলেও সঙ্গদোষ-শূন্য হইয়া জীব আমাকে পায় না। কিন্তু কেবল সৎ-সঙ্গক্রমে ঐ দোষ দূর হইলে, আমি ভক্ত-হৃদয়ে শীঘ্র আবদ্ধ হই। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদিগকে আদর করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করিলে কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গরূপ সংস্কার-সঙ্গ-দোষ দূর হয়।

সংস্কার-সঙ্গ হইতেই রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি—বৈষ্ণব অপরাধ ও দশটী নামাপরাধের উদয় হয়

এই সংস্কার সঙ্গদোষেই রাজস ও তামস প্রবৃত্তি জীবে প্রবল হয়। শয়ন, ভোজন, ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-সম্বন্ধে মনুষ্যদিগের যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে-সমস্তই সংস্কার-সঙ্গ। এই সংস্কার-আসক্তি হইতেই কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের বৈষ্ণবাবজ্ঞা উদয় হয়। যত দিন এই সংস্কারাসক্তি দূর না হয়, ততদিন দশটী নামাপরাধ নির্ম্মূল হয় না। কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হইতেই ভক্ত সাধুদিগের চারণে অপরাধ হয়। সুতরাং সাধু-নিন্দারূপ নামাপরাধ আসিয়া অভক্তের হৃদয়ে বাসা করে। কৃষ্ণে একেশ্বর বুদ্ধির বিরোধী হইয়া সংসারাসক্তিই দুর্ভাগা জীবকে অনন্য-শরণ হইতে দেয় না। গুর্ব্ববজ্ঞা, শ্রুতি-নিন্দা, নামে অর্থবাদ, ভগবন্নামের সহিত অন্য শুভ-কর্ম্মের সাম্য বুদ্ধি, নামছলে পাপাচরণ, অহংতা-মমতা-জনিত বৈমুখ্য, নাম অপাত্রে বিক্রয়—এই সকল নামাপরাধ হইতে থাকে। সে স্থলে আর জীবের মঙ্গল কিরূপে হইতে পারে? অতএব বলিয়াছেন,—

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে॥

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সঙ্গের প্রভাব

কিছুদিন বিশুদ্ধ-বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে করিতে সংস্কারাসক্তি দূর হয়, তাহা অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তিতে দেখা গিয়াছে। নারদ-সঙ্গে ব্যাধের ও রত্নাকরের মঙ্গল হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীরামানুচার্য্যের চরম উপদেশ এই—"তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় শুদ্ধ করিতে না পার তবে বৈষ্ণবদিগের নিকটে বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গল হইবে।" বৈষ্ণব-দিগের সংস্কৃত ভক্ত-চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই মন ফিরিয়া যায়, বিষয়-আসক্তি খর্ব্ব হয়, ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদয় হয়। এমত কি, আহার-ব্যবহার-সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব-রুচি হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, কর্ম্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর, মৎস্য-মাংস-ভোজন, মদ্য-তামাক-ধূম্রপান ও তাম্বুল-সেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থকালত্ব ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথা কল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থসকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন।

আদরের সহিত বৈষ্ণব-সঙ্গের প্রভাবে সংসারাসক্তি ক্ষয়

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারো কাহারো শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটু আদরের সহিত বৈষ্ণব সঙ্গ করিলে সংস্কার আসক্তি প্রভৃতি সকল সঙ্গই দূর হয়, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জল-পিপাসায় আসক্ত, রাজ্য-লাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে কৃষ্ণ-ভক্তি হইয়াছে। এমত কি, বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় লাভ করিব, এরূপ দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগেরও চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাসক্তি শোধনে উপায়ন্তর দেখি না।

দ্রব্যাসক্তি সকলেরই ত্যাজ্য

দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহ-দ্বারে ব্যবহার্য্য-দ্রব্যে, অলঙ্কার-বস্ত্রে, অর্থে, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীরে, নিজশরীরে, ভোজ্য-বস্তুতে, বৃক্ষ, পশু প্রভৃতিতে গৃহীলোকের নিসর্গসিদ্ধ আসক্তি আছে। কোন কোন লোকের ধূম্র-পানে, তাম্বুল-ভোজনে, মৎস্য-মাংসাদিতে এবং মাদক-বস্তুতে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থ-সাধনে তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোক মৎস্যাদির লোভে ভগবৎ-প্রসাদিতে আদর করে না।

ধূম্রপানে মুহুর্মুহু স্পৃহা দ্বারা অনেকের ভক্তি গ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি আস্বাদন, দেবমন্দিরে বহুক্ষণ অবস্থিতি নিবারিত হয়। নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধী। বহু যত্নপূর্ব্বক সে-সকল আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজন-সুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি ভক্তিপূর্ণ চেষ্টা-দ্বারা ঐ সকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করিতে চেষ্টা করা চাই। ভগদ্ভক্তি-সম্মত ব্রতাচরণ-দ্বারা ঐ সকল দূরীভূত হইয়া থাকে।

হরিবাসরাদি ব্রত পালনে আসক্তি ক্ষয়

হরিবাসর-ব্রত ও জয়ন্তী-ব্রত সুন্দররূপে পালন করিলে ঐ সকল আসক্তি যায়। ব্রতনিয়ম-পালনই আসক্তি ক্ষয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ সকল ব্রত-দিবসে সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিত হইয়া ভজন করিবার বিধি আছে।

ভোগ দ্রব্য দুই প্রকার—অর্থাৎ **প্রাণ-রক্ষক** ও **ইন্দ্রিয়-তোষক**। অন্ন-পানাদি দ্রব্য **প্রাণরক্ষক**। মৎস্য, মাংস, তাম্বুল, মাদক-দ্রব্য, তাম্র-কূটাদির ধূম্রপান,—এই সমস্ত **ইন্দ্রিয়-তোষক**। ব্রতদিনে ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ না করিলে ব্রত হয় না। যতদূর সাধ্য, প্রাণরক্ষক দ্রব্যসমূহ পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থানুসারে যে অনুকল্পের বিধান, তাহাতে প্রাণরক্ষক দ্রব্যসকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে, তাহা করা চাই। ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্যের অনুকল্পাদি নাই—পরিত্যাগই বিধি।

ভক্ত-জীবের ভোগ-প্রবৃত্তির সর্ব্বাভ্যাসই ব্রতের একাঙ্গ। যদি এরূপ মনে হয় যে, কষ্টে-সৃষ্টে অদ্য ত্যাগ করি, আবার কল্য সেই দ্রব্য যথেষ্ট ভোগ করিব; তবে ব্রতের তাৎপর্য্য সিদ্ধি হইবে না। কেন-না ক্রম-অভ্যাসের দ্বারা ঐ-সকল দ্রব্য-সঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার জন্য ব্রতসকল নির্ণীত হইয়াছে। ব্রত-গুলি প্রায় দিবসত্রয়-ব্যাপী। এইরূপে দিবসত্রয় সঙ্গরোধ করিতে করিতে এক-মাস-ব্যাপী ও চাতুর্ম্মাস্য-ব্যাপী ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নির্ম্মূল করিয়া সেই সেই দ্রব্য বা ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে। ব্রত-পালনে যাঁহাদের "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা"—এই গীতা বচনের (৯।৩১) তাৎপর্য্য মনে থাকে না, তাঁহাদের বৈরাগ্য কেবল কুঞ্জর-স্নানবৎ ক্ষণস্থায়ী।

যোষিৎ-সঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাজ্য

যাঁহারা শুদ্ধ-ভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্ত-সঙ্গ ও যোষিৎ-সঙ্গ-রূপ সংসর্গদ্বয় একবারে বর্জ্জনীয়। তাঁহাদের পক্ষে সংস্কারাসক্তি

পরিত্যাগ করিবার জন্য সাধুসঙ্গের নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি দূরীকরণের জন্য তাঁহাদের পক্ষে বৈষ্ণব-ব্রতসমুদয় পালন করা আবশ্যক। এই-সকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কর্ত্তব্য নয়। বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যক। আদরপূর্ব্বক না করিলে কুটিনাটি রূপ কপটতা আসিয়া কার্য্য সমুদায় নিষ্ফল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে যাঁহাদের আদর নাই, তাঁহাদের পক্ষে অনেক জন্ম শ্রবণ করিয়াও হরিভক্তি সুদুর্ল্লভ হইয়া পড়েন।

সঙ্গ ও সঙ্গ-ত্যাগ কাহাকে বলে ?

সঙ্গ ত্যাগ ও সঙ্গ কি করিতে হয়—এ বিষয়ে অনেক সংশয় হয়। সংশয় হইতে পারে, কেন-না কেবল অসৎ-ব্যক্তির বা বস্তুর নিকটস্থ হইলেই যদি সঙ্গ হয়, তবে সঙ্গ ত্যাগের উপায় থাকে না। যে পর্য্যন্ত জড় শরীর আছে, ততদিন অসন্নৈকট্য কিরূপে ত্যাগ হইতে পারে ? পারিবারিক ব্যক্তিগণকে গৃহস্থ-বৈষ্ণব কিরূপে ত্যাগ করিবেন ? কপট বেশধারী ব্যক্তি গৃহত্যাগী হইলেও ত্যাগ করা যায় না। গৃহে থাকুন আর বনে থাকুন, জীবন নির্ব্বাহের জন্য অবশ্যই অসৎ-ব্যক্তির নিকট আসিতেই হইবে। অতএব অসৎ-ব্যক্তির সঙ্গ-ত্যাগের সীমা সম্বন্ধে শ্রীউপদেশামৃতে এইরূপ বিধি হইয়াছে,—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুংক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥

অসতের নৈকট্যই তাহার সঙ্গ নহে ; পরন্তু তাহার সহিত প্রীতিই তাহার সঙ্গ

হে সাধকগণ ! দেহ-যাত্রা-নির্ব্বাহে সৎ ও অসৎব্যক্তি উভয়ের নৈকট্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে গৃহী ও ত্যাগী উভয়েরই সমানতা। নৈকট্য অবশ্যই ঘটিবে, তথাপি অসতের সঙ্গ করা হইবে না। দান, প্রতিগ্রহ, পরস্পর গুহ্য জল্পন ও পরস্পর ভোজনাদি-স্বীকার-কার্য্যে যদি প্রীতি করা হয়, তবে সঙ্গ হয়। ক্ষুধিতাতুর ব্যক্তিকে যাহা কিছু দেওয়া যায় এবং ধার্ম্মিক দাতার নিকট হইতে যাহা কিছু লওয়া যায়, তাহা কর্ত্তব্য-বোধে করা হয় মাত্র—প্রীতির সহিত করা যায় না। তাহারা অসৎ হইলেও তৎকার্য্যে তাহাদের সঙ্গ হয় না। তাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব হইলে সেই কার্য্যে প্রীতি হয়। **প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়।** সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রতি দান ও তাঁহাদের নিকট হইতে দ্রব্য বা অর্থ গ্রহণে সৎসঙ্গ হয়।

দান-প্রতিগ্রহ, গূহ্যকথার আদান-প্রদান এবং ভোজন করা ও করান—এই ছয় প্রকার সঙ্গ হয়

অসতের প্রতি দান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতি-সহকারে হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। অসৎ-ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্ত্তব্যবোধে করিবে। পরস্পরের গূঢ়-কথার জল্পনা করিবে না। গূঢ়-জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে। তাহাতে সঙ্গ হয়। **নিতান্ত সংসারী বান্ধবাদির মিলনে আবশ্যক বার্ত্তা মাত্র করিবে। হৃদয়ের প্রীতি তখন না করাই ভাল। তবে যদি সেই বান্ধব সাধু-বৈষ্ণব হন, তবে সেই বার্ত্তা প্রীতি-সহকারে করিয়া, তাঁহার সঙ্গ স্বীকার করিবে।** কুটুম্ব-বান্ধবের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলে কোন বিরোধ হইবে না। ব্যবহারিক-বার্ত্তায় সঙ্গ হয় না। বাজারে দ্রব্যক্রয়-সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধ ভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক সঙ্গ করিবে।

ক্ষুধিত আতুর বিত্ত-ব্যবসায়ীদিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে অতিথি-ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে, প্রীতি-বিশেষ করিবার প্রয়োজন নাই। যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণকে প্রীতি-সহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতি-সহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ ও ভোজন করিবে। স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী, আগন্তুক ব্যক্তি এবং যাঁহার নিকট যাইতে হয়, সকলের সহিত দান, গ্রহণ, জল্পন ও ভোজনাদিতে এইরূপ ব্যবহার বিচার করিতে পারিলে অসৎসঙ্গ হইবে না, এবং সৎসঙ্গ হইবে। এইরূপ অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তি-লাভের কোন আশা নাই।

সঙ্গ-ত্যাগ সম্বন্ধে শ্রীল রূপপাদের উপদেশ

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব সদ্-গৃহস্থের গৃহে মাধুকরী যাহা পান, এই বিচারের সহিত তাহাই গ্রহণ করিবেন। মাধুকরী ও স্থূল-ভিক্ষায় যে ভেদ আছে, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ, অন্ন, পান গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্ব্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন। এ-বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের সুকৃতি-অনুসারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কৃষ্ণ কৃপায় তাঁহাদের

কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধিযোগ উদয় হয়। সেই বুদ্ধিক্রমে আচার্য্যদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে তাঁহারা বুঝিতে পারেন। সুতরাং, স্বল্পাক্ষরে তাঁহাদের প্রতি উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। যাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোন প্রকারে বুঝিবে না। অতএব, শ্রীউপদেশামৃতে শ্রীরূপগোস্বামী স্বল্পাক্ষরে ভজনের উপদেশ দিয়াছেন।

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গৌতম-সত্যকাম

একদিন তপবনে গৌতম ঋষি একমনে
কহিছেন ব্রহ্মের মহিমা।
তাঁর যত শিষ্যগণ আনন্দিত অনুক্ষণ
সুখের নাহি তথায় সীমা॥
হেনকালে সৌম্যবেশে একটি বালক এসে
গৌতমেরে করিল প্রণাম।
কহিল সে, করযোড়ে, অত্যন্ত বিনয় করে
"অধমেরে কর কৃপাদান॥"
শুধালেন ঋষি মৃদু হাঁসি হাঁসি
"কোথা হতে তব আগমন?
কি নাম তোমার কি গোত্র পিতার
লাগে সব—দিতে দীক্ষাদান॥"
বালক কহে, "যাহা জানি, তাহা মাতৃমুখে শুনি
সকলই কহিব হেথা।
সত্যকাম আমার নাম দূরদেশে মোর ধাম
আসিয়াছি জুড়াইতে ব্যাথা॥

আমার বিধবা মাতা　　যৌবনে পুরুষের ভোক্তা
তাহে মোর হইল জনম।
'জাবালা' মাতার নাম　　'সত্যকাম' মোর নাম
তাই আমি "জাবাল-সত্যকাম॥"
বালকের কথা শুনি　　আনন্দিত হন মুনি
কহিলেন বালকে তখন।
"যাও যাও শীঘ্র যাও　　সমিধ-কাষ্ঠ যথা পাও
ত্বরা করি কর আনয়ন॥
ব্রাহ্মণ ত সেই জন　　সরল যাহার মন
সত্যকথা তাহার ভূষণ।
তোমার ত অধিকার　　যজ্ঞসূত্র ধরিবার
তোমায় আমি দিব "দীক্ষাদান"॥
দীক্ষাদান হ'ল শেষে　　বালক আনন্দে ভাসে
গুরু তারে দিলেন সেবা-ভার।
ঋষির গো-শালাতে ছিল　　চারিশত গাভী দুর্ব্বল
পরিচর্য্যা করিতে তাদের॥
সত্যকাম যে তখন　　ধরি' গুরুর চরণ
প্রতিজ্ঞা করিল সুখে।
"চারিশত গাভী তবে　　হাজার হইবে যবে
গুরু-গৃহে ফিরা মোর হবে॥"
বহুবর্ষ হল গত　　সত্যকাম সেবারত
ক্রমে গাভী হইল সহস্র।
বৃষ মধ্যে বায়ু তারে　　ডাকিলেন সমাদরে
সত্যকামের আনন্দ অজস্র॥
বায়ু কহে,—"গাভী হাজার　　পূরণ প্রতিজ্ঞা তোমার
হল তব ফেরার সময়।

পথি-মাঝে দেবগণ উপদেশিবে ব্রহ্মজ্ঞান
ত্রিতাপের হবে তব ক্ষয় ॥”
বায়ু-অগ্নি-সূর্য্য-মুখে শুনি ব্রহ্মজ্ঞান সুখে
ফিরি এল গৌতম-আগারে।
দেখি সত্যকাম-জ্যোতি মুনি আনন্দিত অতি
(সত্যকামে) ধরিলেন বুকের মাঝারে॥
মুনি কহে,—“কিবা কব কি অপূর্ব্ব জ্যোতি তব
লভিয়াছ তুমি দিব্যজ্ঞান।
নিষ্কপট সেবা-ফলে দেব-উপদেশ বলে
ছাড়িয়াছ দেহ অভিমান ॥”
সত্যকাম এবে তবে গুরুরে কহে যে ভাবে
“শুনিয়াছি সাধু-গুরু মুখে ॥”
আচার্য্য-উপদিষ্ট বিদ্যা কল্যাণকর সিদ্ধিপ্রদা
(তাই) উপদেশ দিন হাসিমুখে ॥”
ঋষি কহে,—“ব্রহ্মের বিভূতি সর্ব্বস্থানে তার স্থিতি
অজ্ঞজন জানিতে অসমর্থ।
গুরুকৃপা-রশ্মি-ফলে প্রেমানন্দ-সিন্ধুজলে
ভাসে জীব, ছাড়িয়া অনর্থ ॥
আত্মজ্ঞানী হন যাঁরা মায়ামুগ্ধ নন তাঁরা
পাপে লিপ্ত কভু নাহি হয়।
সদ্‌গুরু আশ্রয় করি দূরে ত্যজি কপটতারি
(গুরু) সেবাতেই হয় ভবজয় ॥”
দেবগণের উক্ত মন্ত্রে সত্যকাম-হৃদয়তন্ত্রে
গাঁথি দিল ব্রহ্ম অপরূপে।
‘গৌতম-সত্যকাম’ কাহিনী যেন অমৃতের খনি
শ্রবণেতে নাশে ভবতাপে ॥

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

———

উপেক্ষিত শ্রীপাট বড়গাছি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১২০ পৃষ্ঠার পর)

বড়গাছির (নাকাশীপাড়া থানা) নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশন বেথুয়াডহরী। বড়গাছি গ্রামটি বেশ প্রাচীন। গ্রামটির পূর্ব্বদিকে মাথাভাঙ্গা নামে একটি বিল ও দিঘরীবিল আছে। বিলের অল্পদূরে পূর্ব্বদিকে জলাঙ্গী নদী। গ্রামটির পশ্চিমাংশে একটি পুরাণো গড়ের চিহ্ন আছে, গড়ের চারদিকে পরিখার চিহ্নও আছে। কবি ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" উল্লিখিত হরিহোড় এখানে বাস করতেন। সে-সময় গ্রামটি বাগোয়ান পরগণার অন্তর্গত ছিল। ভারতচন্দ্র বলেন,—

ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম।
গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম॥
তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম।
যাহে অন্নদার দাম হরিহোড় নাম॥

ভবানন্দ মজুমদারের পিতা রামচন্দ্র সমাদ্দার এই আন্দুলিয়া নিবাসী ছিলেন। পরগণা বাগোয়ান; দেবী অন্নদা হরিহোড়কে পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্র সমাদ্দারের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন আর তখন থেকেই নদীয়া রাজবংশের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়।"

বড়গাছি গ্রামের পূর্ব্বদিকে "লক্ষ্মীজোলা" বলে একটি প্রাচীন খাল আছে। শোনা যায়, এই খাল দিয়েই ঈশ্বরী পাটনী দেবী অন্নদাকে জলাঙ্গী (অন্নদামঙ্গলে যার নাম গাঙ্গিনী) পার করে দিয়েছিলেন। ভবানন্দ ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের ফর্মানে "রাজা" উপাধি লাভ করেন। হরিহোড় তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী, অতএব ষোল শতকের শেষ দিকে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। বড়গাছির গড়টি সম্ভবতঃ হরিহোড়ের নির্ম্মিত হলে সেটি ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বা কিছু পরে নির্ম্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

নদীয়ার স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ ১৯৭৩, হরিহোড় পাঠানদিগের শাসন সময়ে নবদ্বীপে উত্তর বড়গাছি গ্রামে হরিহোড় নামক জনৈক রাজাকে রাজত্ব করিতে দেখা যায়। এই বড়গাছি গ্রাম নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়া থানার অন্তর্গত এবং জলাঙ্গী নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। হরিহোড় কায়স্থকুল সম্ভূত বিষ্ণুহোড়ের পুত্র। হরিহোড়ের সময়ে বর্দ্ধমান, পাটুলী, সমুদ্রগড় ও নদীয়ার কোন ভূস্বামীরই নাম শ্রুতিগোচর হয় নাই। তিনি ঐ সকল প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। নদীয়া, বাগোয়ান, পাটুলি,

অগ্রদ্বীপ, সাতসইকা, শান্তিপুর প্রভৃতি বহু পরগণা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময় দিল্লীর সম্রাটগণ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বারাণসী, জৈনপুর, মিথিলা ও বঙ্গদেশ দিল্লির অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গীয় নবাবগণের পরস্পর গৃহবিবাদে হীনবল হইয়া নবাবীপদ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। রাজ্যবৃদ্ধি বা রাজ্যশাসন সম্বন্ধে তাঁহারা মনোযোগ করিতে অবসর পান নাই। সুতরাং হরিহোড় প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি এরূপ ক্ষমতাশালী ও বীর্য্যশালী হইয়াছিলেন যে, রাজ্যলক্ষ্মী তাঁহার গৃহে অচলভাবে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতেই তিনি যে স্বাধীন রাজা ছিলেন তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। তৎকালে গৌড়েশ্বর উপাধিটি সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভূস্বামিগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে গৌড়েশ্বর হউন আর নাই হউন, একটু ক্ষমতাশালী রাজা হইলেই গৌড়েশ্বর নামে উল্লিখিত হইতেন। আমরা হরিহোড়কে গৌড়েশ্বর নামে অভিহিত হইতে দেখি নাই। অন্নদামঙ্গলে দেখিতে পাই—

অন্নদার দাস হয়ে হরিহোড় নাম ল'য়ে বসুন্ধর ভূমিষ্ঠ হইল।
দেখিয়া পুত্রের মুখ বিষ্ণুহোড় পায় সুখ পক্ষিণীর আনন্দ বাড়িল॥

বঙ্গের আদি কবি কৃত্তিবাস এই হরিহোড়ের রাজ-সভাতেই অমৃতগাথা রামায়ণ রচনা করেন।

রাজ-পণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ-শ্লোক ভেটিলায় রাজা গৌড়েশ্বরে॥

দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজারে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥

সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাঠি।
শীঘ্র ধায়ি আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণলাঠি॥

কার নাম ফুলিয়ার মুখটী কৃষ্ণদাস।
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ॥

নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ-সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরি॥

রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাঁহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥

বামেতে কেদারখাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র-সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব্বরায় বসে আগে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজ-সভা পূজিত হেঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজ-পাশে।
পাত্রমিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিনে কেদাররায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস-আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কুমার॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥

(১০৬।১০৮ নবদ্বীপ-মহিমা)

এই বর্ণনায় নবদ্বীপ-মহিমার গ্রন্থকার রাজা হরিহোড়কেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অন্নদামঙ্গল (বিশ্বকোষ—নীহাররঞ্জন রায়-কৃত ৭০ পৃঃ অন্নদা) — এরপর হরিহোড়ের কাহিনী—গঙ্গার পশ্চিম ও গাঙ্গিনীর পূর্ব্বতীরে বড়গাছি গ্রামের দরিদ্র অধিবাসী বিষ্ণুহোড় দেবী অন্নপূর্ণার কৃপায় হরিহোড়কে পুত্র-রূপে পেয়েছিল। হরিহোড় পিতা-মাতার সেবা করত আর ঘুটে বেচে দিন চালাত। কথিত আছে স্বয়ং অন্নপূর্ণা হরিহোড়ের বাড়ীতে আসিয়া মেয়ে হ'য়ে গিয়া হরিহোড়ের মায়ের কাছে খাদ্য চাহিলে হরিহোড়ের মা বলিলেন,—আমি স্নান করে না ফেরা পর্য্যন্ত তুমি যাইও না। কিন্তু তিনি আর না ফেরায় অন্নপূর্ণা ওখানেই থাকিয়া গেলেন। দেবীর কৃপায় গোবর ঘুঁটে সোনার ঘুটে হয়ে গেল। হরিহোড় লক্ষপতি, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় বিয়ে করায় সংসারে অশান্তি এলে দেবী বিচলিতা হয়ে গাঙ্গিনীর আন্দুলিয়া গ্রামে রাম সমাদ্দারের বাড়ীতে চলে যান। তাঁর পুত্রই পরবর্ত্তীকালে ভবানন্দ মজুমদার।

হেন ঐতিহ্য সম্পন্ন "বড়গাছি" ও "সালিগ্রাম" আজ আর প্রাচীন গৌরব বহন করে না। অদৃষ্টক্রমে এই পরিবর্ত্তন চলিতেছে অতি দ্রুতবেগে। ইতিহাস সচেতন জাতি তাঁহার গৌরব স্মরণ করিলে আবার বাঁচিতে পারে।

নদীয়ার জনসমাজ প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায়ভুক্ত—হিন্দু ও মুসলমান। ১৯৭৯ সালের হিসাবে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭৬ জন হিন্দু এবং শতকরা ২৩ ভাগ মুসলমান। এর পরেই খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত জনসমাজের স্থান (০-৭৩%)। এ ছাড়া শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোক এই জেলায় বাস করেন। ১৯৭৯ সালের হিসেব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত স্ত্রী-পুরুষের তালিকা নিম্নরূপ :—

ধর্ম্ম	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট জনসংখ্যার তুলনায় শতকরা হার
হিন্দু	১৬৯৩০০৬	৮৭০৯২৯	৮২০৭৭	৭৫'৯১
মুসলমান	৫২০৫৭৯	২৬৫৯৯৭	২৫৪৭৭৪	২৩'৩৪
খ্রীষ্টান	১৬৩৩৭	৮০৬২	৮২৭৫	০'৭৩
শিখ	৭৭	৪২	৩৫	—
বৌদ্ধ	৫৫	৯৩	২৬	—
অন্যান্য	৫৬	—	—	—
অকথিত	৭	—	—	—

সেনসাস্ রিপোর্ট হইতে

মৌজা	সন	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	সিডিউলড পুং	সিডিউলড স্ত্রী	সি. ট্রাইব পুং	সি. ট্রাইব স্ত্রী
বড়গাছি	১৯৫১	৬১১	—	—মোট ৪০			—	—
	১৯৬১	৭৪৬	৩৮৪	৩৬২	৩৬	২৮	৫০	১৮
	১৯৭১	১০১৫	৫২৮	৪৮৭	৯৫	৮৬	৬০	২৫
সালিগ্রাম	১৯৫১	৪০৩৯	—	—	—	—	—	—
	১৯৬১	৩৮৪৭	১৯০৯	১৯৩৮	৩১	২৭	৫১	৪৫
	১৯৭১	৪৯৮৫	২৪৮০	২৫০৫	৫৫	৪৬	৪৫৮	১৪৪

বর্ত্তমানে হিন্দুর সংখ্যা শোচনীয়ভাবে কম। সেনসাস্ রিপোর্টে সিডিলড ও সিডিউল্ড্ ট্রাইব সংখ্যা দেখান হইয়াছে। হিন্দু পৃথক্‌ভাবে দেখান হয় নাই। সরকারী ব্যবস্থায় মুসলমান ও অমুসলমান উল্লেখ দেখা যায়। ইহা কি ধর্ম্ম নিরপেক্ষতার পরিচায়ক ?

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস,
শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

একটি সমালোচনা

[পোষ্টকার্ডের পত্র]

॥ রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমিকৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

N. C. Kanjilal
I-1698 Chittaranjan Park,
New Delhi—110019

24. 8. 82

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল মহোদয়েষু—

মান্যবরেষু, আপনার সম্পাদিত "শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা" গ্রন্থখানি পড়িয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম। যিনি-ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা চিন্তা করেন ও অন্যকে তাঁর পূতলীলা শোনান, তিনি দেহান্তে গোলোকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় পান। আপনার গ্রন্থের নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় সদুত্তর দিলে বাধিত হইব,—

১) ৮১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"শাস্ত্র বলিয়াছেন, "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া।" কোন্ শাস্ত্র? শাস্ত্রের নাম কি এবং কোন্ শ্লোকে ঐরূপ লিখিত আছে?

২) ১৮৭ পৃষ্ঠায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে আপনি যে শ্লোকটি "শ্রীভক্তিরত্নাকর" হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ঐ গ্রন্থের কোন্ মণ্ডলে ও কোন্ পরিচ্ছেদে আছে জানাইবেন। কারণ আমি খুঁজিয়া পাই নাই।

৩) ১৯৮ পৃষ্ঠায় ঋগ্বেদের শ্লোকটি উদ্ধৃতি করিয়া লিখিয়াছেন—"বেদে রাধা-কৃষ্ণের মধুর যুগলরূপের উপাসনাই ব্যক্ত হইয়াছে যথা,—"গোত্রানাং রাধানাং পতে গীর্বাহো বীর যশ্যতে।" ঋগ্বেদ ৯।৩০।৫০ প্রথমতঃ শ্লোকটি ৫ নম্বর—৫০ নম্বর নয়। দ্বিতীয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের যুগে ছিলেন, তাই যদি হয়, তবে ঋগ্বেদে কিরকমে তিনি বর্ণিত হইতে পারেন—কারণ বেদ ত মহাভারতের অনেক অনেক আগে।

প্রশ্নটির জবাব দিবেন দয়া করে। তাছাড়া রমেশ দত্ত-এর অনুবাদ অনুযায়ী এখানে রাধানাং পতে কৃষ্ণকে তিনি mean করেননি। হরফ প্রকাশিত ঋগ্বেদ সংহিতা-র প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—যেটিতে প্রখ্যাত মণীষি রমেশচন্দ্র দত্ত-এর অনুবাদ দেওয়া হয়েছে।

আমার উপরোক্ত সন্দেহ নিরসন করিলে বাধিত হইব। নমস্কারান্তে ইতি—

—শ্রীনির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল

পত্রোত্তর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

বড় বহরকুলি, পোঃ বাদলা ;
জেলা বর্দ্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)

ইং তাং ৯।৯।১৯৮২

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং—

মাননীয় মহাশয় ! আপনার লিখিত ২৪।৮।৮২ তারিখের পত্রখানি কিছুদিন পূর্ব্বে আমার হস্তগত হইয়াছে। আপনি যে শাস্ত্রালোচনা করেন, পত্রখানি পাঠান্তে তাহা বুঝিতে পারিলাম ও পরমানন্দিত হইলাম। উক্ত পত্রে **'শ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা'**—শীর্ষক গ্রন্থটি আপনি পাঠ করিয়া যে প্রশ্নগুলির অবতারণা করিয়াছেন, অদ্য তাহার উত্তর লিখিতে বসিয়া মাদৃশ অধমের বিদ্যাবুদ্ধির অযোগ্যতা নিবন্ধন শ্রুতিশাস্ত্র সিদ্ধান্তে সুনিপুণ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরুবর্গের আনুগত্যে পরমোপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনাপূর্ব্বক সংক্ষিপ্ত-ভাবে যথাসাধ্য আলোচনার সূত্রপাত করিতেছি।

আপনি প্রথম প্রশ্নে "শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা"—গ্রন্থের ৮১ পৃষ্ঠায় লিখিত "ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া"—শ্লোকটি কোন্ শাস্ত্রে ও কোন্ শ্লোকে আছে জানিতে চাহিয়াছেন। তদুত্তরে জানাইতেছি যে, ঐ শ্লোকটি শ্রীশিবজীর উক্তি এবং উহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৪।৩১৪ সংখ্যোদ্ধৃত প্রাচীন কৃত শ্লোক।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের ১৮৭ পৃষ্ঠায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট সম্পর্কে 'শ্রীভক্তিরত্নাকরে' উদ্ধৃত শ্লোকটির পরিচ্ছেদ-সূচী বর্ণিত হইল ,—"প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন পুনঃ না আইলা বাহিরে॥" (ভঃ রঃ ৮।৩৫৭)

আপনি তৃতীয় প্রশ্নের প্রথমে উক্ত গ্রন্থের ১৯৮ পৃষ্ঠায় ঋগ্বেদের উদ্ধৃত শ্লোকটি ঋগ্বেদ ১।৩০।৫ হইবে জানাইয়াছেন। বস্তুতঃ উহা মুদ্রণের সময় ৫ স্থলে ৫০ হইয়া ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে—এজন্য আমি দুঃখিত। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় মুদ্রাকর প্রমাদাদি দেখার সুযোগ হয় নাই। আপনি সদয় হৃদয়ে কৃপাপূর্ব্বক এই ত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন,—আশা করি।

আপনি তৃতীয় প্রশ্নের মধ্যে আরও লিখিয়াছেন—'শ্রীরমেশ দত্ত-এর অনুবাদে তিনি 'রাধানাং পতেঃ' বলিতে কৃষ্ণকে mean করেন নাই।'

আপনার উক্ত বক্তব্যের উত্তরে জানাইতেছি যে, আপনি প্রত্রটির প্রারম্ভে যে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভুবরের কড়চা হইতে "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্"—শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জয়গান-মুখে প্রণামপূর্ব্বক পত্রের বিষয়বস্তু লিখিয়াছেন, সেই শ্রীল স্বরূপ দামোদর, শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল রূপ-সনাতন প্রমুখ গোস্বামিগণের উপদিষ্ট সিদ্ধান্ত অনুসারেই ঋঙ্ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইবে। বেদের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণে পূজ্যপাদ শুদ্ধ ভাগবতবৃন্দের সিদ্ধান্তে জাগতিক দূষিত মল না থাকায় তাহা নিতাশুদ্ধ ও যথার্থ বস্তুজ্ঞানের পরিচয়ে গৌরাবান্বিত। জগতে নানাপ্রকারের অভিমত তো থাকিতেই পারে। কিন্তু তাই বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষত্ব কি থাকিবে না?

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব সার॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৫৭)

আপনি পত্রের বিষয়বস্তু লিখিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন, তাঁহার কথাই তো বেদবাক্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বমুখে বলিয়াছেন,—

"মুখ্য গৌণ-বৃত্তি কিংবা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৪৬)

অতএব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাসগণের তথা শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মাশ্রয়েই বেদের সারকথা উপলব্ধি হয়। "স্তোত্রং রাধানাং পতে গির্বাহো বীর যস্য তে। বিভূতিরস্তু সূনৃতা॥"—শ্লোকটি (ঋক্ ১।৩০।৫, সাম ১৬০০, অথর্ব্ব ২০।৪৫।২) —তিন বেদেই দেখা যায়।

বেদশাস্ত্রে কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও ইঙ্গিতে, রাধাকৃষ্ণের নামের বহু উল্লেখ আছে। ঋক্ পরিশিষ্টে,—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বেতি॥"—(শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ গ্রন্থ-ধৃত)

"শ্রীরাধার সহিত শ্রীমাধব ক্রীড়াশীল বা দ্যুতিমান্। শ্রীমাধবের দ্বারা শ্রীরাধিকা নিজজন সমূহে সর্ব্বতোভাবে দীপ্তি পাইতেছেন।" এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরূপে শ্রীরাধা উল্লিখিত। ঋক্ পরিশিষ্টের এই শ্লোকটি জগৎগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুবরের "সিদ্ধান্তরত্নম্"-গ্রন্থের দ্বিতীয়পাদে ২২ শ্লোকে উল্লিখিত আছে। উক্ত পাদে ৩১ শ্লোকে শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্যে আছে,—"ঋক্ পরিশিষ্টেও শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের

নিত্যলীলা সূচিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদীয় প্রমাণেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তদীয় নির্দ্দিষ্ট পরিকরগণের অবস্থান এবং সেবাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে।"

ঋগ্বেদে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার ইঙ্গিত থাকার বহু প্রমাণের মধ্যে এস্থলে একটি বিবৃত করিতেছি (ঋগ্বেদে ১।২২।১৬৪।৩১ ঋক্),—

"অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানসা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচী স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি-ভুবনেষ্বন্তঃ॥"

"গোপকুলোদ্ভূত এক গোপালকে দেখিলাম, তাঁহার কখনও পতন নাই অর্থাৎ তিনি অচ্যুত, কখনও নিকটে, কখনও দূরে, নানাপথে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি কখন বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখন বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাচ্ছাদিত। এরূপে তিনি বিশ্বসংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকট-অপ্রকট লীলা বিস্তার করিতেছেন।

সমস্ত বেদে রাধাকৃষ্ণের বহু কথা বর্ণিত আছে। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ পাঁচশত বারোটি বেদমন্ত্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক পদ্ধতি জানাইয়াছেন। এইভাবে গোস্বামিবর্গের সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণই বেদের অদ্বিতীয় প্রতিপাদ্য পরতত্ত্ব বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। সর্ব্ববাদীসম্মত শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো,"—(গীতা ১৫।১৫)

অর্থাৎ—'সকল বেদের আমিই বেদ্য বা জ্ঞেয়।'

আপনি আরও প্রশ্ন করিয়াছেন যে,—'শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের যুগে ছিলেন, তাই যদি হয়, তবে ঋগ্বেদে কি রকমে তিনি বর্ণিত হইতে পারেন—কারণ বেদ ত' মহাভারতের অনেক অনেক আগে।'

উক্ত প্রশ্নেই যেন উত্তর লক্ষিত হইতেছে যে, যেহেতু ঋগ্বেদে কৃষ্ণ বর্ণিত আছেন, সেইহেতু মহাভারতের যুগের আগেও কৃষ্ণের বিদ্যমানতা স্বীকৃত হয়। কিন্তু কৃষ্ণ তো দ্বাপরের শেষে আবির্ভূত, অথচ বহুপূর্ব্বের ঋগ্বেদে তাঁহার বর্ণনা আছে—ইহা কিরূপে সম্ভব? এমতাবস্থায় প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে দ্বাপরের শেষে আবির্ভাবের পূর্ব্বেও পরমোপাস্যরূপে জীবসাধারণের নিকট পূজিত হইতেন এবং তাঁহার লীলা নিত্য বলিয়াই ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছেন।

বেদ প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণকে 'মহাভারতের কৃষ্ণ' এরূপ ধারণা জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণ-ধারণায় অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায় এবং শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের তাৎপর্য্য উপলব্ধি হয় না। শ্রীকৃষ্ণতে মনুষ্যজ্ঞান আসিয়া পড়িলে তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তার প্রতি

সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য তাঁহার চরণে মহা-অপরাধী হইয়া পড়িতে হয়। বস্তুতঃপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম। তিনি অজ, পরমব্রহ্ম, অনাদি, অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব ও শাশ্বত। বহির্জগতের জ্ঞান কালক্ষোভ্য ও অসম্পূর্ণ হওয়ায় তদ্দ্বারা অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব নির্ণীত হয় না। তাই তিনি সন্দেহবাদী, জড়গবেষক, ইন্দ্রিয়জ্ঞান-বিচার সর্ব্বস্ব জড়মীমাংসক প্রভৃতির গোচরীভূত নহেন। সমস্ত উপনিষদের সারাংশ সর্ব্ববাদীসম্মত শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথোপকথনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যে মহাভারতের যুগের পূর্ব্বেও ছিলেন, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে; যথা,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন বলিতেছেন,—

"অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥" (গীঃ ৪।৪)

অর্থাৎ—"[শ্রীভগবানের পক্ষে সূর্য্যদেবের প্রতি যোগ-উপদেশ অসম্ভব মনে করিয়া] অর্জ্জুন বলিলেন,—সূর্য্য পূর্ব্বকালে জন্মিয়াছিলেন এবং তোমার জন্ম ইদানীন্তন, সুতরাং তুমি যে পুরাকালে তাঁহাকে এই যোগ বলিয়াছিলে ইহা কি প্রকারে জানিতে পারা যায়?" ভগবানের নিত্যসখা অর্জ্জুন ভগবৎ-তত্ত্ব জানিলেও ভগবানের স্বমুখে তাঁর তত্ত্ব শুনাইবার জন্য অজ্ঞের মত ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন। তখন ভগবান্ তদুত্তরে জানাইলেন,—

"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥" (গীতা ৪।৫)

অর্থাৎ—"[এইরূপ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কথিত হইয়া 'অন্যযুগে আমি উপদেশ করিয়াছিলাম'—উত্তরে এই কথা বলিবার অভিপ্রায়ে] ভগবান্ কহিলেন,—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সেই সকল জানি, কিন্তু তুমি তাহা জান না।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ উক্ত শ্লোকে টীকায় বলিয়াছেন,—"যখন যখন আমার অবতার তখন আমার পার্ষদ বলিয়া তোমারও আবির্ভাব হইয়াছে। স্ব-লীলাসিদ্ধির নিমিত্ত আমি তোমার জ্ঞান আবৃত করিয়াছি বলিয়া তুমি তাহা জান না, কিন্তু আমি সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানি।"

শ্রীভগবান্ অজ বা জন্মরহিত হইলেও তাঁহার জন্ম-লীলা কিরূপে সম্ভব—তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান্ নিজেই ব্যক্ত করিতেছেন;—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" (ভাঃ ১০।৪৬)

অর্থাৎ—"আমি জন্মরহিত, অব্যয়াত্মা, সর্ব্বভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকারপূর্ব্বক আত্মমায়ার আশ্রয়ে আবির্ভূত হই।"

পরব্যোম ও ভূতাকাশ সৃষ্টির পূর্ব্বেও যে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তৎপ্রমাণ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা,—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যাহম্ ॥" (ভাঃ ২।৯।৩২)

[এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমিই ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথক্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ সমুদয় স্বরূপে আমিই আছি এবং সৃষ্টি লয় হইলে একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।]

ভগবানের মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অনন্ত স্বরূপ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীব্রহ্মা-শিব-নারদাদি শ্রীদেবকীমাতার গর্ভস্তুতি প্রসঙ্গে কহিয়াছেন (ভাঃ ১০।২।৪০),—

"মৎস্যাশ্বকচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংস-রাজন্যবিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদুত্তম বন্দনং তে ॥"

অর্থাৎ—"হে ঈশ, আপনি (পূর্ব্বে) মৎস্য, অশ্ব (হয়গ্রীব), কচ্ছপ (কূর্ম্ম), নৃসিংহ, বরাহ, ক্ষত্রিয় (দাশরথি রামচন্দ্র), বিপ্র (পরশুরাম) এবং দেবতা (বামন) ইত্যাদি রূপে বিবিধ অবতার হইয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হে যদুত্তম আপনাকে আমরা বন্দনা করি। হে ঈশ্বর! আপনি অধুনা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া আমাদিগকে পালন করুন।"

সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ একদা বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—"কৃষ্ণে পরিপূর্ণতা বিদ্যমান। শ্রীসঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্নাদি অথবা মূলপ্রকাশ বিগ্রহ বলদেব হইতে প্রকটিত সকলেই কৃষ্ণচন্দ্রে অবস্থিত। মায়াও কৃষ্ণে অবস্থিত গর্হিতভাবে পশ্চাদ্‌দেশে।"

সৃষ্টির আধিকারিক দেব ব্রহ্মা পুরুষোত্তম ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত যে ভগবৎস্তুতি করিয়াছিলেন, তাহাই সংহিতাকারে অধ্যায় শতকে 'ব্রহ্ম-সংহিতা' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে (৫।৪৩ শ্লোকে) ব্রহ্মার

বাক্যে দেবী, রুদ্র ও হরিধামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষত্ব এবং কৃষ্ণের নিজ ধাম গোলোকের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে ; যথা,—

"গোলোক নাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ-হরি-ধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাব নিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥"

অর্থাৎ—"দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম এবং সর্ব্বোপরি গোলোক-নামা নিজ ধাম। সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাব সকল যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের দেবদেবেশত্ব ও আরাধ্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া কহিতেছেন (গীতা ১১।৪৩),—

"পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্য প্রতিম-প্রভাব ॥"

"হে অপ্রমেয় প্রভাবশালিন্! তুমি এই চরাচর বিশ্বের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরুশ্রেষ্ঠ. ত্রিলোকে তোমার সমান কেহই নাই, অধিক আর কোথা হইতে হইবে ?"

ভগবান্ কৃষ্ণ নিজের অসমোর্দ্ধত্ব জানাইয়া কহিয়াছেন,—

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" (গীতা ৭।৭)

অর্থাৎ—"হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।" গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বকারণ-কারণত্ব ও অসমোর্দ্ধত্ব প্রমাণের আরও অসংখ্য শ্লোক শাস্ত্রাদিতে আছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হওয়ায় সর্ব্বকালেই ও সর্ব্বযুগেই তাঁহার বিদ্যমানতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। তবে মাধুর্য্য-প্রধান ঔদার্য্যলীল কৃষ্ণচন্দ্র বৈবস্বত সপ্তম মন্বন্তরে ২৭ চতুর্যুগ শেষ হইলে ২৮ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৩।১০)

সুতরাং চিন্ময়ধাম ব্রজের সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিজ চিচ্ছক্তিবলে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণের লীলা নিত্যকাল আছে ও থাকিবে। ব্রহ্মার একদিনে কৃষ্ণের এক ব্রহ্মাণ্ডে একবার আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক দ্বাপরে কৃষ্ণ পৃথিবীতে আসেন না। যে-দ্বাপরে কৃষ্ণ আসেন, সেই কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুও

আসেন। দ্বাপরান্তে এ জগতে কৃষ্ণের লীলা অপ্রকট হইলেও এত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে যে, কোন না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমানেও তাঁর আবির্ভাব হইতেছে ও ব্রজলীলা প্রকটিত আছে। এজন্য তাঁর লীলা নিত্য।

"কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে লীলা নিত্য কহে নিগম পুরাণ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৩৯৩)

অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অজত্ব ও জন্মলীলাত্ব যুগপৎ বিদ্যমান। জগৎ-গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ "কৃষ্ণতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণ অজ ও শাশ্বত। দ্বাপরান্তে যে তাঁহার আবির্ভাবের কথা বর্ণিত আছে, তাহা তাঁহার প্রপঞ্চে প্রাকট্যমাত্র। তৎকালে পৃথিবীতে অপ্রাকৃত তত্ত্বের প্রকাশযোগ্য অনুভূতি অবতরণ করিয়াছিল বলিয়া, নিত্যকাল অজেয় কালাধীনত্বে জন্ম স্বীকার করিতে হইবে না। তাঁহার জন্ম ও বিক্রম-সমূহ নিত্যকাল পরব্যোম ভূমিকায় অবস্থিত।"

গীতায় ভগবদ্বাণী—"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যম্"—(গীঃ ৪।৯)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ মানুষী তনু কখনও পাঞ্চ-ভৌতিক দেহ হইতে পারে না। তাঁহার দেহ-দেহী ভেদ নাই। তনুই তিনি, তিনিই তনু। "দেহাদ্ব্যপাধেরনিরূপিতত্বাদ্ভাবো ন সাক্ষান্ন ভিদাত্মনঃ স্যাৎ"—(ভাঃ ১০।৪৮।২২)। তিনি স্ব-স্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকাশিত হন এবং ঐ স্বরূপেই সমস্ত ভূতের মহেশ্বর। তিনি প্রপঞ্চবিধি সকলের অতীত ও নিত্য সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব।

এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন, তাহা হইতে যাবতীয় প্রকাশ উৎপত্তি-লাভ করিয়াছে এবং তাঁহার লীলাসমূহ নিত্য বিদ্যমান। তিনি সর্ব্বকারণ-কারণ, অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব হওয়ায় সর্ব্বকালে ও সর্ব্বযুগে পরমোপাস্যরূপে পূজিত হইয়া থাকেন ও হইতেছেন,—ইহাতে আর সন্দেহ কি?

উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়, দ্বাপরান্তে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেও তৎবহুপূর্ব্বে সত্যযুগেও তিনি কোন কোন বিশেষ ভজননিষ্ঠ ভক্তের নিকট পরমোপাস্যরূপে পূজিত হইতেন। সত্যযুগে হিরণ্যকশিপুর আদেশে দৈত্যগণ দ্বারা সমুদ্রমধ্যে পর্ব্বতাচ্ছাদিত ভক্ত প্রহ্লাদের শ্রীভগবৎস্তুতি স্মরণীয়,—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"
(বিষ্ণুপুরাণে ১ম অং ১৯শ অঃ ৬৫)

অর্থাৎ "(প্রহ্লাদ কহিলেন)—হে ব্রহ্মণ্যদেব, হে গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারিন্, আপনাকে নমস্কার ; জগন্মঙ্গলকারিন্, হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।"

শাস্ত্রে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে কৃষ্ণের উপাসনার বহু উদাহরণ আছে। প্রথমতঃ উল্লেখ্য যে, যুগে যুগে সার্ব্বজনীন তারকব্রহ্ম নামের ক্ষেত্রে তাহা সেই সেই যুগের সাধারণ জীবের আত্মবৃত্তি বিকাশের অবলম্বন হেতু বিভিন্ন হইয়াছে। সত্যযুগে তারকব্রহ্ম নামে কৃষ্ণনাম স্পষ্টভাবে না থাকিলেও সেই যুগের সাধারণ জীবের পারমার্থিক আত্মবৃত্তি শান্তভাবে প্রধান দাস্যভাব মণ্ডিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য্যগত নাম—'নারায়ণ' উল্লিখিত হইয়াছে। ত্রেতাযুগে সাধারণ জীবের পারমার্থিক আত্মবৃত্তিতে দাস্যভাব সহ সখ্যের আভাস থাকায় সেই যুগের তারকব্রহ্ম নামে কৃষ্ণ, কেশব প্রভৃতি নাম নির্ণীত হইয়াছে। উপাস্য বিচারে কৃষ্ণই সর্ব্বোত্তম নিত্য ও সর্ব্বকালিক বলিয়াই স্বীকৃত এবং বিশেষ ভজননিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে সর্ব্বকালেই উদিত হন। উপরোক্ত অবস্থায় কৃষ্ণ মহাভারতের কৃষ্ণ নহেন, পরন্তু তিনি সর্ব্বকালের পরমোপাস্য।

ঋগ্বেদে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা থাকার কারণ নির্ণয় করিতে গেলে বেদের সংজ্ঞা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনাদি,—বেদও তেমনি অনাদি। ভগবানের যেমন জন্ম নাই,—বেদেরও তেমনি জন্ম নাই। বেদ সাক্ষাৎ ভগবানের বাণী,—ইহা অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষের সৃষ্ট নহে। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বেই শব্দব্রহ্ম বেদ আবির্ভূত হইয়াছেন। "বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম,—(ভাঃ ৬।১।৪১) অর্থাৎ "বেদ নারায়ণ হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে আবির্ভূত হন বলিয়া তাহা সাক্ষাৎ নারায়ণ ও স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বপ্রকাশ বস্তু।" বিভিন্ন মন্বন্তরে ও বিভিন্ন যুগের প্রারম্ভে শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে শব্দব্রহ্ম বেদের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রলয়কালে বেদ-বাণী অদৃশ্যপ্রায় হইয়া যায় এবং পুনরায় ভগবদিচ্ছায় তাহা প্রকাশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১১।১৪।৩) ভগবান্ বলিয়াছেন,— "কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদ-সংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"

অর্থাৎ "ভগবান্ কহিলেন,—যাহাতে মদীয় বাক্যসকল উক্ত হইয়াছে, সেই বেদ-বাক্যসকল কাল-প্রভাবে প্রলয় সময়ে নষ্ট হইয়াছিল ; আমি ব্রহ্ম-কল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে তাহা বলিয়াছিলাম।

বেদের নিত্যতা সম্পর্কে পরমহংসস্বামী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বাণীর কিয়দংশ এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি ;—"জড় জগতে ভগবানের যেরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব লক্ষিত হয়, ভগবানের শাব্দিক অবতার বেদেরও সেইরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাব মাত্র লক্ষিত হয়। যুগ-প্রারম্ভে ভগবানের শাব্দিক অবতার বেদ বা বেদমাতা গায়ত্রী পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় অথবা বসুদেব-দেবকীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ন্যায় কোন ঋষিহৃদয়ে স্বয়ং প্রকটিত হইলে ঐ ঋষিই তাহার জনক—এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ তৎপূর্ব্বে কেহই ভগবানকে জানিতেন না, কিংবা তাঁহার উপাসনা মাত্র দ্বাপরযুগ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে—এরূপ একটি অপসিদ্ধান্ত কল্পনা করিতে হয়। বস্তুতঃ নিত্যসত্য ভগবানে এই প্রকার ব্যবধান থাকিতে পারে না ; ভগবানের শাব্দিক অবতার বেদের সম্বন্ধেও বিচার এইপ্রকার। যদি বেদমাতা গায়ত্রী বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণেরও উপাস্যরূপে পরিচিতা ছিলেন, তাহা হইলে বিশ্বামিত্রকে গায়ত্রীর ঋষি বলিবার কারণ কি ? তদুত্তরে ভগবান্ বসুদেব-দেবকীর চিত্তে আবির্ভূতের পূর্ব্বে নারদাদির চিত্তে আবির্ভূত হইলেও লোকলোচনের গোচরীভূত না হওয়ায় দেবকী-বসুদেবই ভগবানের জনক-জননীত্ব প্রসিদ্ধির ন্যায় গায়ত্রীর মাহাত্ম্যও সেইরূপ প্রলয়ান্তে যুগারম্ভে বিশ্বামিত্রের দ্বারা প্রপঞ্চে বিস্তার লাভ করায় তাঁহাকেই ঐ মন্ত্রের ঋষি বলা হয়। তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী-তত্ত্ববিৎ ছিলেন না—এরূপ বিচার সুষ্ঠু নহে। সায়নভাষ্যের উদ্ধৃত শ্লোকার্থ এইপ্রকার—"যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ। লেভিরে তপসা পূর্ব্বমনুজ্ঞাতাঃ স্বয়ম্ভুবেতি ॥" অর্থাৎ যুগান্তে ইতিহাসের সহিত বেদসমূহ অন্তর্হিত বা অপ্রকটিত হইলে ঋষিগণ অগ্রে অর্থাৎ প্রলয়ান্তে যুগারম্ভে তপস্যা অর্থাৎ বিশুদ্ধ সমাধিযোগে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানরূপে বেদ পুনঃ প্রাপ্ত হন, তদনন্তর অন্যে তাহা জানিতে পারেন ; এই বাক্যে বেদমাতা গায়ত্রী বা বেদের নিত্যতা সূচিত হইয়াছে।"

অনাদিকালে সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ হইতে স্বতঃসিদ্ধরূপে আবির্ভূত অপ্রাকৃত শব্দ লক্ষণাত্মক বেদই পরতত্ত্বকে জানাইবার একমাত্র অদ্বিতীয় প্রমাণ। অনাদি বেদ দ্বাপরযুগের পূর্ব্বেও প্রকাশিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ হইতে উদ্ভূত বেদে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব তো থাকিবেই।

দ্বাপরযুগে বেদসমূহ অদৃশ্য হইলে, দেবতাগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া পরমেশ্বর কৃষ্ণ শক্ত্যাবেশ অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস নামে

আবির্ভূত হইয়া বেদের উদ্ধার ও বিভাগ করেন এবং বেদার্থ যাহাতে মানুষে সহজে বুঝিতে পারে সেজন্য মহাভারত, পুরাণাদি প্রকাশ করেন। বেদকে কিভাবে জানা যাইবে ? শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়।
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৬।১৪৮)

উপনিষদের মধ্যে বেদের সার কথার ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা নাই, ব্রহ্মসূত্রেই ধারাবাহিক আলোচনা সূত্রাকারে গ্রথিত আছে। শ্রীল ব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রেরই অকৃত্রিম ভাষ্য। গরুড় পুরাণে উক্ত হইয়াছে (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১০।২৮৩ অন্তধৃত গরুড় পুরাণ বচন),— "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ॥

অর্থাৎ—"এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্যদ্বারা সম্বর্দ্ধিত।"

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের' ভাষায় (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৯৬-৯৮),—

চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লৈয়া ব্যাস করিলা সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন॥
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে এক মত॥"

অতএব সাধুসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের আলোকেই বেদের সহজেই বুঝা যাইবে। (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।১৪৬),—

"অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থসার॥"

আশা করি উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও মহাজন-বাণী আপনার প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে সহায়ক হইবে।

পরিশেষে নিবেদন,—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহ পরতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহা হইতে প্রাপ্ত শ্রীচৈতন্য-শিক্ষালোকে শাস্ত্র-সম্বন্ধিয় জটিল প্রশ্নের উত্তর সহজেই জানা যাইবে। নমস্কারান্তে—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে
শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

সর্ব্ব জীবাত্মার অধীশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের পূত-পবিত্র জন্ম-জয়ন্তি শুধু ভারতের নয় সারাবিশ্বের এক সার্বিক (আন্তর্জ্জাতিক) উৎসব। একে কেন্দ্র করে পাহাড়-পর্ব্বত-সমতল দ্বীপ-দ্বীপান্তর জলা-জঙ্গলবাসী সকলের আত্ম-কল্যাণার্থে এ আহ্বানে আচার্য্য-সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীগণকে নানাদিকে ছুটতে হয়। এরূপ বিশাল বিশাল গগণস্পর্শি পাহাড়ে ঘেরা ছোট শহর তুরা। পূর্ব্বদিকে তার দিক্-দিগন্ত বিস্তৃত উন্নতশির গারো পাহাড়; যেন সবুজ-শ্যামল মেখলায় ভূষিতা হয়ে কঠোর ধ্যানমগ্ন আর মস্তকে জটাজুটরূপ মেঘরাশির নীরব আশ্রয়। সত্যিই তার 'মেঘালয়' নাম সার্থক। কোন কোন স্থানে আবার শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষের মত স্বেদরূপ ঝর্ণা কোথাও নিরবে কোথাও বা দুরন্ত বাল-গোপালের নুপুরের মত রিণিঝিনি শব্দে বয়ে চলেছে। এরূপ বিরাট বিশাল ধ্যানমগ্নের ক্রোড়ে ৫ বছরের নবজাত শিশু শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ কখনও বা উৎফুল্লভরে হাত-পা নেড়ে খেলা করছে কখনও বা নিরবে। তার প্রাণ-স্বরূপ আচার্য্য বৈষ্ণববৃন্দ তাকে রক্ষা করছেন। প্রতিটি শিশুর মত সেও চায় বড় হতে। অনেক বড় হবে সে। সমস্ত মেঘালয় তথা সকলের কাছে পরিচিত হবে তার নাম। তার দ্বারাই হবে সকলের আত্ম-কল্যাণ। তাই সকলের বাৎসল্যময়ী অকৃপণ স্নেহ-প্রীতি, সহানুভূতি তার প্রয়োজন। এইভাবে গত ১৩ শ্রাবণ (৩০ জুলাই) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রারও পূর্ব্বেই বৈষ্ণবগণের আগমনে উৎফুল্ল হল তার মন। সুষ্ঠুরূপে সমাপ্ত হল ঝুলনযাত্রা।

ক্রমে ক্রমে জন্মাষ্টমী মহোৎসব আগতপ্রায়। বালক শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠের রূপ পাল্টে যেতে লাগলো। ইং ৭।৮।৮২ বৈকালে সমিতির আচার্য্য-দেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সদলবলে শুভাগমনে তার মহাসঙ্গীত-রূপ যেন দেখার মত। ২৬ শ্রাবণ (১২ আগষ্ট) ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি ও তুলসী-পরিক্রমার পরেই সুসজ্জিত রথে গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ও বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আলেখ্য স্থাপন ও আচার্য্য-দেবকে চতুর্চক্রযানে অধিষ্ঠিত করে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে শহরের মুখ্য মুখ্য পথগুলি পরিক্রমা করেন। উক্ত দিবস সমস্তদিন মঠে শ্রীকৃষ্ণ-

প্রেমতরঙ্গিণী পারায়ণ হয় এবং বৈকাল ৫ঘটিকা হইতে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। পূজনীয় কানাইলাল ব্রহ্মচারী, গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনরনারায়ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রভুগণ সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজের ব্যবস্থাপনায় উদ্বোধনী সভায় আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের সভাপতিত্বে এক মহতী ধর্ম্মসভা আরম্ভ হয়।

অদ্যকার দিনে আলোচ্য বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও সনাতন ধর্ম্ম। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন স্থানীয় সেণ্ট্রাল স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ বি, আর, শর্ম্মা। তিনি তাঁর নাতিদীর্ঘ সময়ের ভাষণে ভক্তিতত্ত্বের যথার্থ মহিমা ও জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মাদির অপূর্ণতা অতি প্রাঞ্জল-ভাষায় হিন্দিতে প্রকাশ করে তার হৃদগত ভক্তিভাবের পরিচয় প্রদান করেন। প্রধান বক্তার ভাষণে অধ্যাপক মিঃ টি, কে, দাস (তুরা গভঃ কলেজ)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইহ জগতে আগমন দুষ্কৃতকারীগণকে বিনাশন ও সাধু-সজ্জনগণকে রক্ষণ ও ভগবদ্ধর্ম্ম সংস্থাপন সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। সম্পূর্ণরূপে তার বক্তৃতায় ও আচার আচরণে গুর্ব্বানুগত্যের পরিচয় প্রদানে তিনি বৈষ্ণবগণের স্নেহ-প্রীতি আকর্ষণ করেন। পরে আসামস্থ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠরক্ষক পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির গ্রন্থ-প্রকাশনী বিভাগের অধিকর্ত্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ সনাতন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতায় শ্রোতাগণকে প্রকৃতধর্ম্ম-তত্ত্ব অবগত করান ও ভূয়সী প্রশংসিত হন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব সনাতন ধর্ম্মের নিত্যত্ব, একেশ্বর-বাদী সনাতন ধর্ম্ম সর্ব্বজীবাত্মার মুখ্য কর্ত্তব্য। সাম্প্রদায়িক দোষমুক্ত সনাতন ধর্ম্মের সম্পূর্ণ নতুন নতুন তত্ত্বসিদ্ধান্ত তিনি ব্যাখ্যা করেন এবং প্রকৃত ভক্তিসিদ্ধান্ত পথের নির্দ্দেশ, অনুশীলন ও আচরণে ব্রতী হইতে উৎসাহিত করেন। এরূপ নতুন তত্ত্ব শ্রবণ করত সকলেই একবাক্যে প্রকাশ করেন যে, তারা কখনই এরূপ ভক্তিকথা শ্রবণ করে নাই। সনাতন ধর্ম্মে যে এরূপ উদারতা আছে তাও আমাদের অজানা।

সভান্তে মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীরামলীলা কীর্ত্তন করে শোনান বিখ্যাত (কীর্ত্তনীয়া শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাস, রাগভূষণ প্রভু (ষষ্ঠীচরণ পুরকায়স্থ)। শ্রীল গুরু

মহারাজ তাঁর কীর্ত্তনে সন্তুষ্ট হইয়া "রাগভূষণ" উপাধিদানে তাকে ধন্য করেন। কীর্ত্তনকালে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থির হয়ে সকলেই উহা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রশংসা করেন।

পরদিবস (১৩।৮।৮২) শ্রীনন্দোৎসবে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, পূজনীয় শ্রীদামসখা ব্রহ্মচারী ও অত্র মঠরক্ষক শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভুর তত্ত্বাবধানে সকাল হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত অকৃপণ হস্তে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে আহুত ও অনাহুত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মহোৎসবে ৪।৫ হাজার ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নিজেদেরকে ধন্যাতিধন্য মনে করেন।

এদিনও যথাসময়ে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা শুরু হয়। অদ্যকার আলোচ্য বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অবতারবাদ। প্রধান অতিথিরূপে সম্বর্দ্ধিত হন গারোহিল্‌সের পুলিশ সুপারিন্টেনডেণ্ট মিঃ এস, প্রসাদ। তিনি তাঁর গুরুগম্ভীর ভাষণে আধ্যাত্মবাদের মূল পুরুষ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম-চরিত তুলনামূলক ভাবে হিন্দি ভাষায় আলোচনা করেন। উন্নত ভক্তের ন্যায় তিনি মাধুর্য্য রসময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অবতার-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। এ-দিনের প্রধান বক্তারূপে তুরা গভঃ কলেজের অধ্যাপক মিঃ কে, পি, চৌধুরী মহাশয় ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা ও অবতার-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করে শ্রোতৃবর্গকে উল্লসিত করান। তিনি ভাষণে বলেন, মূলপুরুষ অবতারী শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত অবতারের মুখ্য মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার এবং তার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে বলেন, সেই পরব্রহ্ম শুধু মনুষ্যাকৃতিতেই সীমাবদ্ধ নহেন। পৃথিবীর অনন্তরূপে তার ব্যাপ্তি—ব্যাষ্টি! সাধারণ ত্রিতাপদগ্ধ মায়াবদ্ধ মর্ত্ত্য-জীব কখনও ভগবানের সমকক্ষ হইতে পারে না এবং তার অবতার নহেন। এদিনও শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ রাগভূষণ প্রভু তার সুললিত-কণ্ঠে রামায়ণ গানে উত্তরোত্তর বেশী মনোমুগ্ধ করান।

ইং ১৪।৮।৮২ তৃতীয় দিনের ধর্ম্মসভায় প্রধান অতিথিরূপে আহুত ও সম্বর্দ্ধিত হন তুরা গারোহিল্‌সের এম্, এল, এ, মিঃ সিংজম সাংমা। অদ্যকার বক্তব্য বিষয় ছিল,--ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া তিনি ইংরাজীতে তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ও জাগতিক সকল

ধর্ম্মের মূল ভিত্তি যে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস তা নিয়ে পর্য্যালোচনা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে দীর্ঘ সময় ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বক্তব্যে বোঝা যায়, তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা রাখেন। প্রধান বক্তা হিসেবে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রকাশক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ বুদ্ধদেব অপেক্ষা আচার্য্য শঙ্করের চিন্তাধারা ও মতবাদ যে উন্নত এবং সকল আচার্য্যগণের অপেক্ষা ঔদার্য্য মাধুর্য্যময় বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উন্নতম মতবাদ ও ভগবত্তা সম্বন্ধে বিভিন্ন দিগ্দর্শন প্রদান করত দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। এরপরে অল্প সময়ের বক্তব্যে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা ও জীবের কর্ত্তব্য নির্ণয় করেন। তদনন্তর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠির সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারীপ্রভু উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সম্মুখে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও যে মানুষ ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না তা অতি সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেন।

অদ্যও সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব আলোচিত তত্ত্বের উপর আরোও নতুন তত্ত্বসিদ্ধান্ত সম্যক রূপে শ্রবণ করান। মহাপ্রভুর ভগবত্তা ও নাম-প্রেমের মহিমা কীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা এবং কলিযুগের একমাত্র উপায় যে মহামন্ত্র গ্রহণ তাহাও অবগত করান। প্রতি সভাতেই শ্রীশ্যামল-কৃষ্ণ প্রভু ধারাবাহিকভাবে তিনি কীর্ত্তনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ প্রদানে সকলের প্রিয়ভাজন হন।

এতদ্ব্যতীত প্রতিদিনই সমিতির দৃঢ়নিষ্ঠ সেবক শ্রীজগন্নাথ (ঝাঁ) দাসাধি-কারী প্রভু হিন্দি ভাষাভাষি সকলের কাছে শ্রীরামচরিতমানস হইতে 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'রাম' নামের মহিমা রসবৈশিষ্ট্য,—সাধু-গুরু-বৈষ্ণব মাহাত্ম্য প্রভৃতি পাঠ করেন।

তুরা নিবাসী প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীযুত শুকবীর রাই মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-গণের সর্ব্বপ্রথম তুরা শহরে শুভাগমন ও মেঘালয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্বোধন ও স্থানীয় সকলের কঠোর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অভিহিত করান। তিনি বলেন, পূর্ব্বে আমরা দিশেহারা মানুষের মত শুধু চিন্তা করতাম "ভগবান্ আমাদের কি একটু আশ্রয় দেবে না? শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা ও পদাঙ্কপূত ভূমি হতে আমরা বহু বহুদূরে পাহাড়ে ঘেরা ছোট শহরে আবদ্ধ হয়েছি। আমরা কি তোমার কৃপা পাবো না প্রভু?" আমাদের সকলের আকুল ক্রন্দনে ভগবান্ আমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন যা আমরা কোথাও কোনদিন পেতাম না তা

আজ আমরা পেয়ে ধন্যাতিধন্য ! এখনও সব সময় মঠের ঔজ্জ্বল্য বিধান করাই আমাদের কর্ত্তব্য। মঠের Decoration ও প্রবেশ-পথের বিশাল তোরণদ্বার নির্ম্মাণে শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ প্রভু ও নরনারায়ণ প্রভুর সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ স্মরণীয়। সর্ব্বোপরি শ্রীপাদ স্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভুর প্রদর্শনী নির্ম্মাণে উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রশংসনীয়। মঠবাসী অনেকের সেবাপ্রচেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর এক বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নৃসিংহ অবতারের লীলামূর্ত্তি প্রদর্শনী (বৈদ্যুতিক যন্ত্রচালিত)। প্রতিদিনই অগণিত দর্শনার্থি প্রকৃতি ও স্থানের বিপদ সঙ্কুলতা ও প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়াও দুর্দ্দমনীয় গতিতে মঠের মহানন্দ আস্বাদনে ছুটে আসতেন। অনুষ্ঠান শেষে তারা যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতেন বিশাল জনসমাগম দেখে মনে হতো এ উৎসব তুরা বা গারোহিল্‌সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব শুধু তুরা নয় সমগ্র মেঘালয়েরও এক গৌরবের বিষয়।

—বিশেষ সংবাদদাতা

অন্বয় ও অনুবাদ সহ

"শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্"

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ সম্বলিত,

কৃষ্ণলীলা-রসে পরিপূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে

অপূর্ব্ব সংস্করণ।

হরিভক্তিবিলাস-মতে কার্ত্তিক-ব্রতে প্রত্যহ অবশ্য পাঠ্য।

বৈষ্ণব মাত্রেরই সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভিক্ষা—২'৫০ পয়সা মাত্র।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অফিসে প্রাপ্তব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৪শ বর্ষ | ১৬ পদ্মনাভ, সঙ্কর্ষণ, ৪৯৬ গৌরাব্দ
৩১ আশ্বিন, সোমবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৮।১০।১৯৮২ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগৌরাঙ্গ স্তবকল্পতরুঃ

[শ্রীশ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামী প্রভুবরেণ বিরচিতঃ]

গতিং দৃষ্ট্বা যস্য প্রমদ-গজবর্য্যোঽখিল জনা
মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থুৎকার-নিবহং।
স্বকান্ত্যা যঃ স্বর্ণাচলমধরয়চ্ছ্রীধুচ বচ
স্তরঙ্গৈ র্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥ ১॥

জনসকল যাঁহার গমন ও শ্রীমুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া মদ-মত্ত মতঙ্গজ-শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণচন্দ্রের উপরি ফেণতুল্য মুখবারি সমূহ পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং যিনি স্বীয় কান্তিদ্বারা সুবর্ণ-গিরিকে স্ব-মাধুর্য্যে শোভিত করেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার সুধাময় বাক্য-তরঙ্গদ্বারা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আমোদিত করিতেছেন॥ ১॥

জলং কৃত্বাত্মানং নব-বিবিধ রত্নৈরিব বল-
দ্বিবর্ণত্ব স্তম্ভাস্ফুট বচন কম্পাশ্রু পুলকৈঃ।
হসন্ স্বিদ্যন্ যান্ শিতি-গিরিপতে নির্ভর-মদে
পুরঃ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১ ॥

যেমন কোন ব্যক্তি নূতন বিবিধ রত্নদ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া নৃত্য করে, তদ্রূপ যিনি মধুর-বিরহিণী শ্রীরাধার হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-জনিত আনন্দ ভরে ভাবিতান্তঃকরণ হইয়া নব বিবিধ রত্ন-স্বরূপ অতিশয় বিবর্ণত্ব, স্তম্ভ, অস্ফুটবচন, কম্প অশ্রু ও পুলকসমূহ-দ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া নীলাচল-পতি শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে অতিশয় আনন্দ বশতঃ হাস্য করিতে করিলে ঘর্ম্মাম্বু-লিপ্ত কলেবরে নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষিত করিতেছেন ॥ ২ ॥

রসোল্লাসৈ স্তির্য্যাগ্ গতিভিরভিতো বারিভিরলং
দৃশোঃ সিঞ্চল্লোকান্নরুণ জল-যন্ত্রত্বমিতয়োঃ।
মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা মধুরমধরং কম্পচলিতৈ
র্নটন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৩ ॥

যিনি রসোল্লাস জন্য আনন্দ হেতুক সর্ব্বতোভাবে ইতস্ততঃ চরণ-দ্বয়ের সঞ্চালনে তথা অরুণ-বর্ণ জলযন্ত্র-সদৃশ নয়ন সলিলসমূহে সংসার-সেচন করত কম্প-কম্পিত দন্ত-পঙ্‌ক্তিদ্বারা সুমধুর অধর দংশিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ৩ ॥

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতি-সুতস্যোরু বিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রী-সন্ধিত্বাদ্দধদধিক দৈর্ঘ্যং ভুজ-পদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাকু বিকল-বিকলং গদ্গদ বচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৪ ॥

কোন দিন কাশীমিশ্র গৃহে ব্রজপতি-সুত (শ্রীনন্দনন্দনের) অতিশয় বিরহ হেতুক যে ভুজ ও চরণদ্বয়ের শোভা এবং সন্ধিস্থানগুলি শ্লথ হইয়াছিল, সেই ভুজ ও চরণদ্বয়ের অতি দীর্ঘত্ব-ধারণ যিনি ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া বিকল হইতে বিকল, এতাদৃশ কাকু, গদ্গদ-বাক্যদ্বারা রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আহ্লাদিত করিতেছেন ॥ ৪ ॥

অনুদ্ঘট্য দ্বার-ত্রয়মুরুচ ভিত্তি-ত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিক-সুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূত্থং সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরু বিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৫ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব সঙ্কীর্ত্তনানন্তর শ্রমাপনোদন নিমিত্ত ভক্তগণ কর্ত্তৃক গৃহ-মধ্যে শায়িত হইয়াছিলেন, তিনি পরমোৎকণ্ঠা প্রযুক্ত গৃহমধ্যে অবস্থান করিতে অশক্ত হইয়া বহির্গমনদ্বার অপ্রাপ্তি-হেতুক দ্বারত্রয় উদ্ঘাটন না করিয়া গৃহোদ্ধ-গমনদ্বারা দিয়া অতি উচ্চ প্রাচীরত্রয় উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক কলিঙ্গ-দেশোদ্ভব গো-সকলের মধ্যে গিয়া পতিত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-হেতুক শরীরে যে সঙ্কোচ (কুব্জত্ব) উদিত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত যিনি কুর্ম্মের ন্যায় বিরাজিত হইয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মোদিত করিতেছেন ॥ ৫ ॥

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদ-সদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপোন্মাদাৎ সতত-মতি-কুর্ব্বন্ বিকল-ধীঃ।
ধরিত্র্যাং শশ্বদ্বদন-বিধু-ঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গঃ হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৬ ॥

যিনি স্বীয় অসংখ্য প্রাণ-সদৃশ শ্রীবৃন্দাবনের বিরহ-জাত উন্মাদ-হেতুক নিরন্তর প্রলাপ করত ব্যাকুল-বুদ্ধি হইয়া অবিরত প্রাচীরে মুখচন্দ্র ঘর্ষণ করায়, ক্ষত হইতে উত্থিত রুধির সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেছেন ॥ ৬ ॥

ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধপমভিদধন্নুন্মুদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত-ত
দ্ভুজান্তো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭ ॥

কোন দিন শ্রীচৈতন্যদেব পুরীদ্বারে গমন করত উন্মাদের ন্যায় সখি-ভ্রমে দ্বারপালকে কহিয়াছিলেন,—"হে সখে! আমার সেই কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? তুমি তাঁহাকে শীঘ্র আনয়ন করিয়া দর্শন করাও"—এইরূপ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল তাঁহাকে কহিয়াছিল—"তুমি প্রিয় দর্শনার্থে শীঘ্র গমন কর"—এই প্রকার দ্বারপাল কর্ত্তৃক উক্ত হইলে, যিনি দ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়া

ছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দে আপ্লুত করিতেছেন ॥ ৭ ॥

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটক-গিরি-রাজস্য কলনা
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন-গিরি-পতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ সৈব গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৮ ॥

যিনি নীলাচল সমীপবর্ত্তী চটক-গিরিরাজের দর্শন-হেতুক কহিয়াছিলেন—"অয়ে স্বরূপাদি! আমি বৃন্দাবনস্থ গোবর্দ্ধন গিরিপতি দর্শন নিমিত্ত এই ক্ষেত্র হইতে গমন করি"—এই বলিয়া স্বীয় ভক্ত-বৃন্দের সহিত প্রমত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে হর্ষান্বিত করিতেছেন ॥ ৮ ॥

অলং দোলা-খেলো-মহসি বরতন্মণ্ডপ-তলে
স্বরূপেণ স্বেনাপর নিজ-গণেনাপি মিলিতঃ।
স্বয়ং কুর্ব্বন্নাম্নামতি মধুর-গানং মুরভিদঃ
সরঙ্গো গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৯ ॥

যিনি দোলার খেলা অর্থাৎ লীলাকৌতুক দ্বারা শোভা বিশিষ্ট মণ্ডপতলে স্বীয় স্বরূপের সহিত ও নিজগণের সহিত মিলিত হইয়া মুরারী শ্রীকৃষ্ণের নাম দ্বারা স্বয়ং অতিশয় মধুর গান করত তদভিন্নয় বিশিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আমোদিত করিতেছেন ॥ ৯ ॥

দয়াং যো গোবিন্দে গরুড় ইব লক্ষ্মীপতিরলং
পুরীদেবে ভক্তিং য ইব গুরু-বর্য্যে যদুবরঃ।
স্বরূপে যঃ স্নেহং গিরি-ধর ইব শ্রীল-সুবলে
বিধত্তে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১০ ॥

লক্ষ্মীপতির গরুড়ে যাদৃশী দয়া, তাদৃশী দয়া যিনি ভক্ত-শ্রেষ্ঠ গোবিন্দের প্রতি বিধান করিয়াছিলেন, তথা সান্দীপনি মুনির প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশী ভক্তি ছিল, তাদৃশী ভক্তি যিনি ঈশ্বরপুরী-দেবে বিধান করিয়াছিলেন এবং গিরিধর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীসুবলে যে প্রকার স্নেহ ছিল, তদ্রূপ স্নেহ যিনি স্বরূপ-গোস্বামির প্রতি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে পুলকিত করিতেছেন ॥ ১০ ॥

মহা-সম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কু-জনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জা-হারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধন-শিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ১১ ॥

পতিত এবং কুৎসিত জন যে আমি, আমাকে যিনি কৃপা দ্বারা মহাসম্পৎ এবং কলত্রাদি হইতে উদ্ধার করত স্বীয় স্বরূপের নিকট স্থাপন করিয়া প্রমোদিত হইয়াছিলেন এবং যিনি প্রিয়ত্বরূপে স্বীকার করিয়া আমার বক্ষঃস্থলে গুঞ্জাহার এবং (ভজনের উৎকর্ষ জন্য) আমাকে গোবর্দ্ধন-শিলা দান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে আনন্দিত করিতেছেন ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গোদ্গত-বিবিধ সদ্ভাব-কুসুম
প্রভা-ভ্রাজৎ পদ্যাবলি-ললিত-শাখং সুর-তরুং।
মুহুর্যোঽতি-শ্রদ্ধৌষধি-বরবলৎ পাঠ-সলিলৈ
রলং সিঞ্চেদ্বিন্দেৎ সরস-গুরুতল্লোকন-ফলম্ ॥ ১২ ॥

এই প্রকার শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যমান বিবিধ সদ্ভাব-কুসুম-প্রভা এবং ললিত শ্লোকশ্রেণী যাহার শাখা, এবম্ভূত সুরতরু সদৃশ এই স্তবটী যে-ব্যক্তি নিরন্তর অতিশ্রদ্ধারূপ উৎকৃষ্ট ঔষধিদ্বারা সংশোধিত পাঠস্বরূপ সলিলসমূহে সেক করেন তিনি রস-বিশিষ্ট গুরুর কৃপা-দৃষ্টিরূপ পরম ফল লাভ করেন ॥ ১২ ॥

তোষণীর কথা

মঙ্গলাচরণ

অশেষ-ক্লেশবিশ্লেষি-পরেশাবেশ-সাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্নী সর্ব্ব-সজ্জন-তোষণী ॥

যিনি সজ্জনবৃন্দের সন্তোষ-বিধানার্থ সজ্জন-তোষণীর আবির্ভাব করাইয়াছেন তাঁহাকে নমস্কার।

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌর-ত্বিষে নমঃ ॥
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগ-বরায় তে ॥

সজ্জন শব্দের অর্থ

সজ্জন বলিলে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও শৈথিল্যবাদী নিজ নিজ বিচারানুকূলে সংজ্ঞা কল্পনা করিবেন সত্য, কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণতার অভাব থাকিবে। 'সজ্জন'-শব্দে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণকেই বুঝায়. অর্থাৎ যে-বস্তু নিত্য সেব্য-সেবক-ভাবরূপ অনুভূতিযুক্ত হইয়া আনন্দময় ভক্তিধর্ম্মে নিত্য অবস্থিত এবং যে বস্তুতে কুণ্ঠতা জনিত অবস্থান্তর লক্ষিত হয় না—তাহাই সদ্বস্তু। সজ্জন বস্তু—বৈকুণ্ঠ বলিয়া, তাহার প্রতি মায়ার কোন অধিকার নাই।

'সজ্জনতোষণী'র নিত্যত্ব

সজ্জন-তোষণী মহাপ্রভুর নিজ বস্তু, সুতরাং প্রপঞ্চে প্রকট হওয়ার জন্যই ইনি প্রাকৃত-বিষয়-বাহিনী পত্রিকা মাত্র নহেন। বিষয়িগণ বিষয় জ্ঞানে এই অপ্রাকৃত সন্দেশ-দূতীকে আবাহন করিবেন না। ইহাঁর অপ্রাকৃত স্বরূপের পরিচয় পাইলেই তাঁহাদের নিজ নিজ নির্ম্মল শুদ্ধ স্বরূপকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রসময় ভগবানের নিত্য উপাদানের অন্যতম বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীপত্রিকায় দুঃসঙ্গ বর্জ্জন

সজ্জন-তোষণী রূপানুগ স্বরূপিণী। প্রাকৃত বিচারে সজ্জন বলিয়া অভিহিত সম্প্রদায়ের অপ্রাকৃত কল্যাণ লাভ হইলে তাঁহারাও তোষণীর শুদ্ধ নিরপেক্ষ শিবদ নির্ম্মৎসর প্রৌজ্ঝিত-কৈতব সাধুগণের পরম ধর্ম্ম লক্ষ্য করিতে পারিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই—গুণ-ষট্‌কের সহিত সজ্জনগণের কোন আবশ্যকতা নাই; সুতরাং তোষণী কখনই এইগুলির সঙ্গ করেন না, বা কাহাকেও এই জাতীয় সঙ্গ প্রদান করেন না।

রাগানুগ প্রচারকের বৈধীভক্তি প্রচারই কর্ত্তব্য

ভগবানকে লাভ করিতে হইলে ভক্তি-পথই সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত। ভক্তি-পথের প্রারম্ভে দুইটী মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। একটী বিচার প্রধান ও অপরটী রুচি প্রধান। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। যাঁহাদের অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রথম মুখে রুচি দেখা যায় না, তাঁহাদের এই ভক্তিমার্গে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে বাধাগুলি অতিক্রম করিতে হয়। সেই বাধাগুলির নাম অবিচার বা সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাব। সম্বন্ধজ্ঞান নিসর্গতঃ কোন মহাপুরুষের লক্ষিত হইলে তিনি নিজ রুচিক্রমে ভজনীয় কৃষ্ণ অনুশীলন জানিয়া অপরকে বিচারপ্রধান মার্গের পথও দেখাইয়া দিতে পারেন।

রূপানুগশ্রেষ্ঠ শ্রীজীবের চরণে সহজিয়ার অপরাধ

যিনি স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পার্ষদ, মহাপ্রেমময় হইয়া জীবের কল্যাণ বিধানের জন্য শ্রীরূপানুগ ভক্তিমার্গের আচার্য্যস্বরূপ শ্রীজীব গোস্বামী নামে গৌর-সংসারে উদয় হইয়াছিলেন ; তাঁহার শ্রীচরণকমলে অপরাধরূপ বৃত্তি যেন কোন শ্রীরূপানুগ-মার্গের পথিককে স্পর্শ না করে। শ্রীজীব গোস্বামীর অপার করুণাবলেই আজ শ্রীমহাপ্রভু-প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপ শ্রীরূপানুগ-ভক্তি ধর্ম্ম-জগতে সকল জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করিতেছেন। শ্রীজীব প্রভু বাঙ্গালাভাষায় কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাঁহার সন্দর্ভ নামক গ্রন্থ হইতেই রূপানুগ পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া ভক্তিধর্ম্মে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগগণের মূল গুরু শ্রীপাদ জীব ও শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুদ্বয়। রুচিপ্রধানমার্গের আচার্য্য-স্বরূপ হইয়া প্রভু রঘুনাথ দাস গোস্বামী ভজন-মার্গের সুগমপথে সুকৃত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। আবার ভাগ্যহীন কতিপয় জীব, দাস-গোস্বামীর আনুগত্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া রূপানুগ আচার্য্য শ্রীজীবের প্রতি অযথা আক্রমণ করিতেও ত্রুটী করেন না। সজ্জনতোষণী বলেন যে-স্থলে আচার্য্যের প্রতি গৌরবের হ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়, সে-স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে রুচিপ্রধান-মার্গজীবি তাদৃশ পথিকও বিপদগামী।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি শ্রীজীবগোস্বামীর ব্যবহার

রূপানুগা রাগানুগ-ভক্তির শ্রেষ্ঠ লক্ষণ

রুচিপ্রধান-মার্গে অবস্থিত মনে করিয়া কোন কোন অর্ব্বাচীন, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি জীবপাদের ব্যবহার লইয়া আচার্য্যপাদের অনুষ্ঠান শ্রীরূপের অনুমোদিত নহে--জানাইয়া গুর্ব্বাপরাধে অপরাধী হইয়া পড়েন। অজ্ঞ অরুচি-গণের মঙ্গলের জন্য কৃপাময় রসিক শেখর অপ্রাকৃত জীবপাদ ঐ বৈধী-মার্গীয় ব্যবহারদ্বারা সম্প্রদায় বৈভব সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং নিজ গুরুদেবের অপ্রাকৃত মহত্ত্বের অধিষ্ঠানে কাহারও সন্দেহোৎপত্তি না হয়, তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন। রূপানুগ শুদ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কেহই **প্রাকৃত সহজিয়া সম্প্রদায়ের মত** জীব প্রভুকে গুরু ব্যতীত অন্য বৈধ ভক্ত বা মর্ত্ত্য বুদ্ধি করেন না। রূপানুগগণও বলেন—'আচার্য্য গুরুর দোষ দেখিতে নাই, তাঁহাকে অবমাননা করিতে নাই।'

রুচিপ্রধানমার্গেও ক্রমবিচার না করিয়া সহজিয়াগণ গোস্বামিচরণে অপরাধী

রুচি প্রধানমার্গেও শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস, গুরুপাদাশ্রয়, ভজন-ক্রিয়া প্রভৃতি ক্রমপদ্ধতি অনাদৃত হয় নাই। আবার যেখানে ক্রম-পদ্ধতির অনাদর সেখানে যে রুচিপ্রধান-মার্গে গমনশীল পথিকের আত্মম্ভরিতা তাহা তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করিয়া পথভ্রান্তি উৎপন্ন করাইয়াছেন। বর্ত্তমান কালে অনেক স্থলে দেখা যায় যে অনেকে আপনাদিগকে জাতরুচি অভিমান করিয়া জীবপ্রভু গুরুত্বে শৈথিল্য-ভাব প্রদর্শন করেন। কেহ বা স্বকীয় পারকীয়াদি বিচার উত্থাপন করিয়া **জীবপাদের চরণে অপরাধী** পর্য্যন্ত হন। সজ্জন-তোষণী তাদৃশ গুর্ব্বাবমাননা করিবার প্রশ্রয় দেয় না। যে-স্থলে বৈষ্ণবাভিমানীর জাতরতি ধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে হয় নাই সে স্থলে রূপানুগ ক্রমধর্ম্মের বিপর্য্যয় অবশ্যই পরিলক্ষিত হইবে।

প্রাকৃত সহজিয়াগণ সমাজে পাপী ও মূঢ় বলিয়া পরিচিত

ভক্তি, জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃত বস্তু—শুনিয়াই অনেক অভক্ত সম্প্রদায়ে অনর্থক বৃথা বিতণ্ডা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিধর্ম্মে প্রবেশ করিতে বাধা দেয়, আবার ঐ কথার ব্যাখ্যা প্রাকৃত সহজিয়াগণ যেরূপ করেন, তাহাতে অভক্ত সম্প্রদায়গণ ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করা দূরে থাকু, **সিদ্ধান্ত-বিরোধী প্রাকৃত সহজিয়াগুলিকে মানব-সমাজের অত্যন্ত নিম্নস্তরে পাপী, মূঢ় জানিয়া সেইরূপ আসন প্রদান করেন।** শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অনাদর করিবার উপদেশই যে জাতরুচিগণের বৃত্তি, তাহা কখনই নহে—সিদ্ধান্তের অনুকূলেই তাঁহাদের রুচি, তজ্জন্যই তাঁহার জাতরুচি। সিদ্ধান্ত বিরোধ রুচি কখনই কৃষ্ণপ্রেমরস প্রাপ্তির সহায় হয় না। শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'যদশ্মসারং' শ্লোকের টীকা পাঠ করিয়াও প্রাকৃত সহজিয়াগণ নিজ নিজ প্রাকৃত চতুরতায় নিজ মূঢ়তা উপলব্ধি করিতে পারেন না, দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই।

সহজিয়ার প্রতি ভক্তিবিনোদের উপদেশ

শ্রীপাদ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণ-কল্পতরু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

মহাজন-পথে দোষ, দেখিয়া তোমার রোষ, পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ।
ফোঁটা-দীক্ষা মালা ধরি,' ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী, তাই তাহে তোমার বিরাগ॥

কি আর বলিব তোরে মন !

মুখে বল প্রেম প্রেম, বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম, শূন্যগ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন।
অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ ঝম্প অকস্মাৎ, মূর্চ্ছা-প্রায় থাকহ পড়িয়া॥
এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ, প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ, কামিনী কাঞ্চন লভ গিয়া।
প্রেমের সাধন-ভক্তি, তা'তে নৈল আসুরক্তি, শুদ্ধপ্রেম কেমনে মিলিবে॥
দশ অপরাধ ত্যজি', নিরন্তর নাম ভজি', কৃপা হ'লে সুপ্রেম পাইবে।
না মানিলে সু-ভজন, সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন, না করিলে নির্জ্জনে স্মরণ॥

না উঠিয়া বৃক্ষোপরি, টানাটানি ফল ধরি',
দুষ্টফল করিলে অর্জ্জন॥

তুমিত করিলে কাম, মিথ্যা তাহে প্রেমনাম,
আরোপিয়া কিসে শুভ হয়।

কামে প্রেমে দেখ ভাই, লক্ষণেতে ভেদ নাই,
তবু কাম প্রেম নাহি হয়॥

কেন মন কামেরে নাচাও প্রেমপ্রায় !

চর্ম্মমাংসময় কাম, জড়-সুখ অবিরাম, জড় বিষয়েতে সদা ধায়।
শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গে, ভজনের ক্রিয়া রঙ্গে, নিষ্ঠা রতি আসক্তি উদয়॥
আসক্তি হইতে ভাব, তাতে প্রেম প্রাদুর্ভাব, এই ক্রমে প্রেম উপজয়॥
নাটকাভিনয় প্রায়, সকপট প্রেম ভায়, তাহে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ।
ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার, সদা কর পরিহার, ছাড়' ভাই অপরাধ-দোষ॥

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর**

গর্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধতত্ত্ব-চন্দ্রিকা

"সত্যব্রতং সত্যপরং" হইতে "ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে" পর্য্যন্ত ভাগবতোক্ত পঞ্চদশ শ্লোকাত্মক গর্ভস্তোত্র অতিশয় পবিত্র। এই স্তবের বক্তা ব্রহ্মা-শিব প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় প্রকাশিত বেদ তন্ত্রাদি হইতে সার তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া স্বল্পাক্ষরে বর্ণন করিয়াছেন; অতএব ইহার মাহাত্ম্যের তুলনা নাই। এই স্তবে যাহা কিছু লেখা আছে তাহা শ্রুতি প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, কেবল ইহার সম্যক্ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইলেই চরিতার্থ হয়। এই গর্ভস্তোত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা এই যে, জগদীশ্বর জগৎ

সৃজন করিয়া তাহাতে প্রতিভাত হন। অখিল জীবের প্রকৃতি দেবকীতে ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়া জীবাত্মার সহচর হইয়াছেন। জীবের জ্ঞান স্বরূপ বসুদেব প্রথমে ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া তৎপ্রকৃতি মন স্বরূপ দেবকীকে ঐ পবিত্র ভাবটী অর্পন করেন। এতন্নিবন্ধন দেবকীপ্রসূত ভগবানের নাম বাসুদেব হইয়াছে। বাসুদেব বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর। জীবের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে যে পরব্রহ্মের প্রতিভা তাহাই বাসুদেব। পরব্রহ্ম অবিতর্ক্য ও অচিন্ত্য, অতএব জ্ঞান কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হন না। পরন্তু পরমেশ্বর ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা হয়; এতৎপ্রযুক্ত পরম কারুণিক বিভু অনুগ্রহপূর্ব্বক জীবের জ্ঞানের আত্মপ্রত্যয় বিভাগে স্বয়ং প্রকাশ হইয়া মনোমধ্যে বিচরণ করেন। অবিবেচক লোকেরা জগদীশ্বরের অবতার স্বীকার করেন না। ইহাতে কেবল তাঁহারা আপনাদিগকে বঞ্চনা করেন মাত্র। পরমেশ্বরের বাসুদেব অবতার স্বীকার না করিলে নিরীশ্বর অথবা সত্যান্ধ হইয়া উঠিতে হয়। এই বাসুদেবের আবির্ভাবকালীন যে-দেবস্তুতি তাহা যে অমৃততুল্য ইহাতে সন্দেহ কি ?

এই অপার জ্ঞান গর্ভস্তোত্রের সদর্থ নির্ণয় করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের সাধ্য নহে, তবে আমার জীবন সর্ব্বস্ব জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-প্রসাদাৎ কিছু নির্ণীত হইবে তাহা দয়া-সমুদ্র বৈষ্ণব মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক দাস প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় গ্রহণ করবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীধর স্বামীর কৃত ব্যাখ্যা যতদূর পারি অবলম্বন করিব। স্থানে স্থানে যদিও স্বামী-বাক্যের অনুরূপ ব্যাখ্যা হইবে না তথাপি দয়ার্দ্রচিত্ত পাঠকগণ স্বামী-প্রদত্ত ইঙ্গিতাবলম্বিত ব্যাখ্যা বলিয়া আমার এই ভাষ্যকে গ্রহণ করিবেন। বৈষ্ণবগণই আমার বান্ধব, তাঁহাদের চরণ রেণুই আমার একমাত্র প্রার্থনা; যেহেতু তাঁহারা কৃপা করিলে আমার হৃদয়েশ্বর মহাপ্রভু আমাকে স্বীয় দাসানুদাস বলিয়া জানিবেন; ইহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং, সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যং ঋতসত্যনেত্রং, সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমব্রহ্ম ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও পূর্ণস্বরূপ। তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণের নিকট তিনটী শক্তির প্রকাশ আছে। অপর সমুদয় শক্তি জীবের পক্ষে অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য। জীব যদিও স্বয়ং অপ্রাকৃত, জ্ঞান ও আনন্দে

ভূষিত তথাপি পূর্ণতার অভাব প্রযুক্ত পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরকে সম্যক জানিতে পারেন না। এই তিনটী নাম চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অর্থাৎ অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। চিচ্ছশক্তিই পরব্রহ্মের স্বভাব। মায়াশক্তি ঐ স্বভাবের বিপরীত। জীবশক্তি চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ মায়াবিমুখ ধর্ম্মযোগ্য। চিচ্ছক্তি পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত, জীবশক্তি অপ্রাকৃতের অসম্পূর্ণ লক্ষণ এবং মায়াশক্তি অপ্রাকৃতের বিপরীত, অর্থাৎ প্রাকৃত। সমস্ত জড়জগতকে প্রাকৃত কহা যায়, এজন্য ইহাকে মায়াশক্তির প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা হয়। জগদীশ্বরে এই তিনটি শক্তি স্বীকার না করিলে কোন প্রকার বিচারের মীমাংসা হয় না, যেহেতু পরব্রহ্মে অপ্রাকৃত গুণ স্বীকার না করিলে ভয়ঙ্কর মায়াবাদের উদ্ভব হয়। বিপরীত গুণসকল যে পুরুষে সামঞ্জস্য ভাবে অবস্থিতি করে তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলি যথা নির্ব্বিকার ও সৃষ্টিকরণের ইচ্ছা এবং চিচ্ছক্তির আনন্দময় বিলাস ও মায়াশক্তির অন্ধতম পরিচালনা একই কালে নির্ব্বিরোধ ভাবে পরমেশ্বরে দৃষ্ট হয়। মানব অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত এ প্রকার সামঞ্জস্যের ভাব হৃদঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। মায়া অসৎ অর্থাৎ অভাব সঙ্কল্প, এ প্রযুক্ত জড়জগতে দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নাই। পরিদৃশ্যমান এই জগতেই যে মায়া এমত নহে কিন্তু ইহা মায়গর্ভ সম্ভূত। মায়া জগদীশ্বরের শক্তি মাত্র। সেই অনাদি শক্তিতে পরমেশ্বর যখন রমণ করেন তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। সমস্ত সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ সহিত এই জড় ব্রহ্মাণ্ড মায়া প্রসূত। জননীর গুণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে ন্যস্ত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজ, তম, দেশ, কাল এই সমস্ত মহাগুণ ও তদনুলোম বিলোম জনিত আকৃতি, বিস্তৃতি, স্থিতি, স্থাপকতা, আকর্ষণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র গুণসকল গুণবতী। মায়া হইতে দৃশ্য জড় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী তত্ত্বতৃষুগণ এই মায়া ও তজ্জাত জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করত ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ বা গুণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের বিচারে নানাবিধ দোষের উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ এই বিশ্বরূপ ভান কাহাতে হইতেছে ইহা যুক্তিদ্বারা কোন প্রকারে মীমাংসা করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের মীমাংসা গ্রহণ করিলে পাপ-পুণ্য, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য ইত্যাদি সমুদয় অবস্তু হইয়া উঠে। মানব জীবনে সারভূত বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তিমূল যে প্রেম তাহাও উৎপাটিত হইয়া জীবসকল ভ্রমকূপে পতিত হইয়া স্বেচ্ছাচার ধর্ম্ম অবলম্বন করত অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়। যথার্থ তত্ত্ববিৎ বৈষ্ণব সাধুগণ এই সকল বন্ধ্যা যুক্তি হইতে জীব সকলকে উদ্ধার করিবার

জন্য পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিতে বিশ্বাস করিতে বিধান করিয়াছেন। পরমেশ্বরে স্বীয় চিচ্ছক্তি দ্বারা পূর্ণানন্দে অলঙ্কৃত। তাঁহার জীবশক্তির পরিচালনা দ্বারা স্থিতিকালে সমস্ত জীবের অস্তিত্ব বিধান করেন, এবং মায়া শক্তির দ্বারা, বস্তুতঃ অসত্য কিন্তু স্থিতিকালে সত্য এই জড় জগৎকে প্রকাশ করেন। জীব চিন্ময় হইয়াও জগদীশ্বরের শক্তি বশতঃ এই জড় জগতে বদ্ধপ্রায় অনুযন্ত্রিত আছেন। পরন্তু সারগ্রাহী বৈষ্ণববর্গ পরমেশ্বরকে এক অদ্বয় তত্ত্ব জানেন, যেহেতু জীব ও জড়ের মূল স্বরূপ যে দুই শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে তাহা একমাত্র পরমেশ্বরের শক্তি মাত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। পরম পুরুষ পরমেশ্বর কদাচ একাধিক নহেন, যেহেতু শ্রুতি, প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যুক্তি, ঐতিহ্য অর্থাৎ মহাজন প্রসিদ্ধি এবং অনুমান এই চারি প্রকাশ প্রমাণের দ্বারা বৈষ্ণবগণ পরব্রহ্মকে অদ্বয় বলিয়াছেন। দ্বিজত্ব ও ত্রিতত্ত্ববাদী বৈষ্ণবগণও ফলতঃ এক পরম তত্ত্বেই তর্ক্কান্ত পরিশ্রমের বিশ্রাম প্রদান করেন। জীব জড় এই দুইটি পদার্থকে তাঁহারা অনাদি ও অনন্ত বলিয়া গীতা-প্রমাণ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের গীতার্থ বিবেচনার ত্রুটী বলিতে হইবে, যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তিদ্বয়কে অনাদি অনন্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদ্দ্বারা ঐ শক্তিদ্বয়ের পরিণাম স্বরূপ কার্য্য সকলকে অনাদিত্বে বরণ করেন নাই। পরিণামেরও পরিমাণ হইবার সম্ভাবনা অতএব জগদীশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সমুদায় পদার্থ বিনাশ হইতে পারে ইহা সর্ব্বত স্বীকৃত তটস্থ বিচার করিলে জগদীশ্বর স্বীয় শক্তিগণ হইতে অভিন্ন। যথা আলোক ও দহন এই দুইটী অগ্নির শক্তি কিন্তু ইহারা অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অনাদি ও অনন্ত হইলেও তজ্জাত জীব ও জড় স্বতন্ত্র ভাবে অনাদি ও অনন্ত নহে। অর্থাৎ ইহাদের ক্ষয়োদয় স্বীকার করা যায়। পরন্তু বৈষ্ণবগণ জীব ও জড়কে মিথ্যা বলতে পারে না যেহেতু সত্য স্বরূপ পরমেশ্বর ইহাদের মূল স্বরূপ অতএব মায়াবাদী ভ্রমান্ধ ব্যক্তি-গণের মীমাংসা হইতে বৈষ্ণবতত্ত্ব স্পষ্টরূপে ভিন্ন করিবার জন্য অনেকানেক মহাত্মাগণ চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড় এ উভয়কে নিত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগদীশ্বর সৃষ্টি করণেচ্ছায় সত্যের সঙ্কল্প করেন একারণ দেবগণ তাঁহাকে সত্যব্রত বলিয়া সম্বোধন করিলেন। জড় ও জীব যদিও সত্য তথাপি জগদীশ্বরের স্বীয় সত্যতার সহিত ঐ সাময়িক সত্যের তুলনা হইতে পারে না যেহেতু পরমেশ্বর নিত্য সত্য, এ প্রযুক্ত দেবতাগণ তাঁহাকে "সত্যপরং" বলিয়া সম্বোধন করেন করেন; সত্যব্রত বলিয়া ভগবানকে

সম্বোধন করত দেবতাগণের এরূপ আকাঙ্ক্ষা হইল যে, যদি সত্যব্রত শব্দদ্বারা ভগবানের সৃষ্ট পদার্থকে নিত্য সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাহা হইলে মহৎ অপরাধ হইবে; এই আশঙ্কা দূরীকরণ আশায় অবিলম্বেই সত্যপরং উপাধিটী প্রয়োগ করিলেন। এই প্রকার ঈশ্বরের নিকট নিরপরাধী হইয়াও দেবতা-দিগের সন্তোষ হইল না যেহেতু 'সত্যপরং' এই সঙ্কীর্ণ বাক্যের ব্যাখ্যা কেবল ভগবানই বুঝিতে পারিলেন. কিন্তু অন্যান্য জীবগণ ইহার বিপরীত অর্থ জানিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়া উঠিবেন অথবা জড় ও জীবকে ঈশ্বরের সহিত নিত্যতায় তুলনা করিয়া কলুষিত হইবেন। এই প্রকার চিন্তা করত ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমেশ্বরকে "সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে সত্যস্য সত্য" এই বাক্যের দ্বারা স্তব করিলেন। হে জগদীশ, তুমি সত্যের জননী অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ। অপর তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সামযিক সত্যে নিহিত হইয়া আছ অথচ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সত্যের সত্য স্বরূপ অর্থাৎ জীবন। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান নিহিত হইয়া আছেন এই ভাবটী অতিশয় উৎকৃষ্ট অথচ আশ্চর্য্য। এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ ভাগে পরমেশ্বর আছেন ইহা চিন্তনীয় নহে, যেহেতু পরব্রহ্ম অপ্রাকৃত ও দেশকাল অপরিচ্ছেদ্য। জড়জগতের অতিশয় ক্ষুদ্র পদার্থকে পরমাণু বলা যায়। প্রতি পরমাণুখণ্ডে পরব্রহ্ম ষড়ৈশর্য্যপূর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। জগদীশ্বর অণু হইতে অণু ও গুরু হইতে গুরু এরূপ দেবতাসকলেও গান করিয়াছেন। বেদসকল পরব্রহ্মের জগতে নিহিত থাকা ভাবকে সুন্দর ব্যক্ত করিতে না পারিয়া 'ওতপ্রোত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যেহেতু মন ও বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয় সেই অচিন্ত্য ঈশ্বরকে যে কোন বাক্যে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করা যায় তাহা প্রাকৃত-ভাবে কলুষিত হইয়া উঠে। কিন্তু জগদীশ্বরের যশঃকীর্ত্তন ও তৎস্মরণ অর্থাৎ নিদিধ্যাসন ব্যতীত জীবের উপায়ান্তর নাই। এ প্রযুক্ত সাধু বৈষ্ণবগণ যে প্রকার বাক্যালঙ্কারে ভগবানকে বর্ণন করুন্ না কেন ঐ বাক্য সকলের প্রাকৃত ভাবকে পরিত্যাগ করত অপ্রাকৃত ভাব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদিও এই প্রকার প্রতি পরমাণুখণ্ডে জগদীশ্বর পূর্ণরূপে বিরাজ করেন তথাপি ব্রহ্মাণ্ড ও ঈশ্বরে আধার আধেয় সম্বন্ধ অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন। অনেকেই নিহিত ভাবের আলোচনা করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া ইহাকে বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই ভয়ানক মীমাংসাকে নিরোধ করিবার আশায় দেবগণ তাঁহাকে 'সত্যস্য সত্য' উপাধি প্রদান করিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ড সত্য হইলেও ঈশ্বর নহে। জগদীশ্বর

ইহার সত্য স্বরূপ। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যখন পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সমাপ্ত হইবে তখন ইহার পরিণাম স্বরূপ পরম সত্য পরমেশ্বর একমাত্র অবশেষ রহিলেন। এই সাময়িক সত্যের পর্য্যবসান জগদীশ্বরেই সম্ভব। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় মায়াশক্তি হইতে এই বিশ্বের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং পরমেশ্বর ইহাতে অনুপ্রবেশ দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অপর যখন তাঁহার সেই পবিত্র ইচ্ছা নিরস্ত হইবে তখন ইহার কিছুই থাকিবে না; তখন একমাত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভাগবান বিরাজ করিবেন। এস্থলে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মাণ্ড ও জীব সকল ছিল না তখন এই বিশ্বের অভাবরূপ একটী অসম্পূর্ণতা ঈশ্বরে লক্ষ্য হয়, অতএব এস্থলে দ্বিতত্ত্ববাদী মহাত্মগণ নিজ সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট বলিয়া জীব ও জড়ের নিত্যত্ব স্বীকার করা কর্ত্তব্য এরূপ প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু সারগ্রাহী বৈষ্ণবদিগের এরূপ সিদ্ধান্ত নহে। জীব ও জড়ের প্রাগ্‌ভাব জগদীশ্বরের শক্তি মধ্যে থাকায় তিনি সৃষ্টির প্রাক্কালে কোন অংশে অসম্পূর্ণ ছিলেন না। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়াবসানে সেই পরব্রহ্মের শক্তির মধ্যে প্রবেশ করিবে। এস্থলে কালত্রয়ের মধ্যে কখনই তাঁহাকে অসম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রকার কহিতে কহিতে দেবতাগণ বিবেচনা করিলেন যে সত্যই যদি ঈশ্বরের একমাত্র মাহাত্ম্য হয় তবে তাহা সকলের গ্রাহ্যরূপে সামান্য হইয়া উঠে। আহা! আমারা ঈশ্বরকে এই প্রকার সত্য স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কতদূর অপরাধী হইলাম। এই প্রকার শোচনা করত ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানকে ঋতসত্য নেত্র এই প্রকার সম্বোধন করিলেন। সত্যের সত্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহার প্রবর্ত্তক অর্থাৎ নিয়ন্তা যে পরম পুরুষ পরব্রহ্ম তিনিই ভগবান্। ভগবানের শক্তির সমষ্টির নাম ব্রহ্ম, যাঁহাকে সত্য উপাধি প্রদান হইয়াছে সেই সত্যের আধার যে পুরুষ তিনিই পরমেশ্বর। সেই পুরুষকে সত্য বলিতে হইলে গুণের দ্বারা গুণাধারের নামাকরণ হইয়া উঠে। অতএব দেবতাগণ কহিলেন হে সত্যাত্মক! আমরা তোমার শরণাপন্ন হই। জ্ঞানের দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে যখন গুণ সমুদায় অতিক্রম করত সেই গুণাধার পরম পুরুষের সন্নিকট হইলেন; তখন দেবতাদিগের জ্ঞান একেবারে নিরস্ত হইয়া গেল। তখন তাঁহারা ভক্তি-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া প্রপত্তিরূপ ভগবচ্চরণামৃত পান করিয়া জ্ঞানশূন্য আনন্দকে প্রাপ্ত হইলেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজের

সন্ন্যাস-বেশাশ্রয় সন্দর্শনে

ন্যাসীরূপে কবে দেখিব তোমারে
আশা ছিল মনে মনে,
শ্রীগুরু-কৃপাতে সে' আশা পূরণে
মুগ্ধ হইনু এক্ষণে ।

বেদান্তের তাৎপর্য্য,—ভক্তিই মুখ্য,
জগত-মাঝে বিতরি—
যে' এনেছেন, 'ভক্তিবেদান্ত-ধারা,'
তাঁর স্নেহধন্য তুমি ।

গুরুকৃষ্ণ সেবি' পূর্ণ কাম তুমি,—
প্রচারে পণ্ডিতবর,
সেবা-নৈপুণ্যে পাইলে সহজে
ন্যাসী-বেশ মনোহর ।

বেদান্ত সমিতির বহুমুখী সেবা
করিতেছ প্রীতিভরে,
শ্রীআচার্য্যদেবের স্নেহ-প্লুত হ'য়ে
থাকহ যুগ যুগ ধরে ।

মঠে গিয়া আমি বড় প্রীত হই
তব মধুর ব্যবহারে,
কৃপা করি' মোর লহ গো প্রণতি
আজি এ পত্র-দ্বারে ।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ
বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান)।

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

উপসংহার

নানা দেবতার্চ্চন পরমার্থপ্রদ নহে

শ্রীপত্রিকার ৩৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা হইতে বর্ত্তমান ৩৪শ বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যায় পূজার প্রকার ভেদ প্রভৃতি অর্থাৎ সত্ত্ব-প্রকৃতি মানবের পূজা সাত্ত্বিকী, রজোগুণীর পূজা রাজসিক ও তমোগুণীর পূজা তামসিক নামে অভিহিত হয় এবং তাহার ফল ও পরিণাম শাস্ত্র-প্রমাণদ্বারা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রজোগুণীর রাজসিক পূজায় যে বলিদান-প্রথা আছে, তাহার শাস্ত্রীয় নিষেধ, অবৈধত্ব ও নিদারুণ পরিণাম পর পর কয়েকটি সংখ্যাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তামসিক পূজার পরিণাম যে নরকাদি দুঃখ তাহাও গীতা-বাক্যদ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে সাত্ত্বিকী-ভাবাপন্ন জনগণের সাত্ত্বিকী পূজাও দুরদৃষ্টির অভাবে পরমার্থপ্রদ না হইয়া যে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণরূপ দুঃখাস্পদ হইয়া থাকে, তাহা শাস্ত্র-বাক্যাদির দ্বারা প্রদর্শন করিতে প্রয়াসী হইব।

ভগবৎ-দৃষ্ট মায়ামুগ্ধ জীবান্যতম মানবগণ জাগতিক বিবিধ সুখাভিলাষী হইয়া ব্রহ্মা, রুদ্র, দুর্গা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি বহু দেবদেবীর অর্চ্চনাপূর্ব্বক সেই সেই দেব-দেবী হইতে আরোগ্য, ধন, পুত্র ও কলত্রাদি প্রাপ্তিরূপ বর প্রার্থনা করিয়া থাকে। তাহারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া ইন্দ্র-চন্দ্রাদি, শিব-দুর্গাদি ও শনৈশ্চ মনসাদি সকল দেবতার সহিত ভগবান বিষ্ণুর সমতা জ্ঞান করে। অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপের যেরূপ মুক্তি দানাদি বৈশিষ্ট্য আছে, অন্যান্য সকল দেবতারই তাহা রয়েছে—এইরূপ বলিয়া থাকে। মায়ার প্রলোভনে ভুলিয়া তাহারা সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানই যে একমাত্র ঈশ্বর, অপর সমস্ত দেব-দেবীগণ তাঁহার আদেশে আধিকারিক দেবতারূপে বিশ্বসৃষ্টি, পালন ও সংহারাদি করিয়া থাকেন মাত্র; ঐ সকল কার্য্যে দেবতাদের কোনও স্বতন্ত্রতা নাই, ইহা তাহারা ধারণাও করিতে পারে না। সুতরাং "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" (গীঃ ৭।১৯) বাক্য-প্রতিপাদিত ভগবানের সর্ব্বাত্মকতা জানিতে না পারিয়াই ঐরূপ মোহাচ্ছন্ন বাক্য প্রয়োগ ও তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদিগকে পাষণ্ডীমধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম-রুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ (বৈষ্ণবতন্ত্র-বচন)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্রাদি দেবতার সহিত ভগবৎ-স্বরূপকে (শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণাদিকে) তুল্য বা সমান জ্ঞান করে বা দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

অন্য দেবতা হইতে ভগবদ্-বৈশিষ্ট্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় ৪টী শ্লোকে অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন,—

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার-ঋক্-সাম-যজুরেব চ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ (গীঃ ৯।১৬-১৯)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন! বেদোক্ত অগ্নিষ্টোমাদি, আমি স্মৃতি-শাস্ত্রোক্তপঞ্চযজ্ঞাদি, আমি পিতৃলোকার্থ শ্রাদ্ধাদি, আমি ওষধি-জাত অন্ন বা রোগনিবারক ভেষজ, আমি মন্ত্র, আমি হোমাদি-সাধক ঘৃত, আমি অগ্নি, আমিই হোম অর্থাৎ এই সমস্তই আমি। আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (কর্ম্মফলের বিধান-কর্ত্তা), পিতামহ, বেদ্য (জানিবার বিষয়), পবিত্র (প্রায়শ্চিত্ত-রূপ শোধক), ওঙ্কার (প্রণব), বাক্ (ঋগ্বেদ), সামবেদ ও যজুর্ব্বেদ—সমস্তই আমি। আমিই গতি (কর্ম্মফল), ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা), প্রভু (পরিচালক), সাক্ষী (শুভাশুভ কর্ম্মদ্রষ্টা), নিবাস (ভোগের স্থান), শরণ (রক্ষক), সুহৃৎ (মঙ্গলকারী), প্রভব (সৃষ্টিকর্ত্তা), প্রলয় (নাশক), স্থান (আধার), নিধান (লয়ের স্থান), বীজ (কারণ), তথাপি অব্যয় (বিনাশহীন অর্থাৎ ধাত্বাদি বীজের ন্যায় নাশশীল নহি)। হে অর্জ্জুন! আমিই আদিত্যরূপে থাকিয়া গ্রীষ্মকালে তাপ দেই, বৃষ্টির সময় বর্ষণ করাই, কখনও বা বর্ষণ নিয়মিত করি, আমিই অমৃত (জীবন), মৃত্যু (নাশ), সৎ (স্থূল দৃশ্যবস্তু),—এই সমস্তই আমি।

মানবের অধঃপতনের কারণ

ভগবানের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ তাঁহার এই সর্ব্বাত্মকত্ব মায়ামুগ্ধ মানবগণ না জানিয়া কিরূপ অধঃপতিত হয়, তাহাও নিজে জানাইয়া দিয়াছেন। যথা—

অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ (গীঃ ৯।১১-১২)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন! আমার দৈবী মায়ায় মুগ্ধ মানবগণ ক্ষুদ্র আশায় প্রভূতায়াসসাধ্য কর্ম্মকাণ্ডে রত হইয়া আমার সকল ভূতমহেশ্বরত্বরূপ পরমতত্ত্ব অর্থাৎ আমার সর্ব্বাত্মকত্ব জানিতে পারে না। সেজন্য ঐ সকল মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। অর্থাৎ আমার দেহ শুদ্ধ-সত্ত্বময় হইলেও ভক্তের ইচ্ছাক্রমে তাহা মনুষ্যাকারে প্রকট হইয়া থাকে—তাহারা এই তত্ত্ব অবগত না হইয়া সাধারণ মানব-দেহধারী তাহাদের মত আমাকে প্রাকৃত মনে করে। তাহারা **মোঘাশা**—অর্থাৎ আমা অপেক্ষা অন্য দেবতাগণ তাহাদের অভিপ্সিত ফল শীঘ্র দান করেন—এইরূপ নিষ্ফল আশা-বিশিষ্ট হয়। সেজন্য আমার প্রতি বিমুখ হওয়ায় **মোঘকর্ম্মা**—অর্থাৎ বহু অর্থব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রমাদিদ্বারা বহু আড়ম্বরের সহিত যজ্ঞাদি এবং নানাদেবতার্চ্চনাদি কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সেই কর্ম্মগুলি নিষ্ফল হইয়া যায়। **মোঘজ্ঞান**—অর্থাৎ তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান নানা কুতর্কের আশ্রিত হওয়ায় ব্যর্থ হয়। সুতরাং **বিচেতা**—বিক্ষিপ্তচিত্ত। এই সকল কারণে তাহারা **রাক্ষসী**—তমোগুণময়ী হিংসাদি-বহুলা ও **আসুরী**—রাজসী অর্থাৎ কাম দর্পাদিপূর্ণা, **মোহিনী**—বুদ্ধিনাশকারিণী, **প্রকৃতি**—স্বভাব আশ্রয় করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে।

কর্ম্মই জীবের জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ-দ্বার

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন,—অতিশীঘ্র ফললাভের আশায় এইরূপ অবজ্ঞাকারী অন্যদেবোপাসকগণ আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) আদর করে না। সুতরাং ঐ সকল অভক্তগণ আমার ভজন না করা হেতু নিরন্তর সংসার-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদের জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ অনিবার্য্য। যথা—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা, যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি॥
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ (গীঃ ৯।২০-২১)

অর্থাৎ, ভগবান্ বলিলেন,—বেদত্রয়-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ যজ্ঞ-সমূহদ্বারা আমাকর্ত্তৃক নিযুক্ত আধিকারিক দেবতা ইন্দ্র-শিবাদিরূপে আমাকে শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিয়া যজ্ঞের অবশেষ সোমরস বা প্রসাদ-চরণামৃতাদি পান করিয়া থাকে। তাহাতে পাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোক কামনা করে এবং দেহান্তে পুণ্যের ফল-স্বরূপ ইন্দ্রলোকে গমন করত তথায় দিব্য ভোগ, সকল লাভ করে। তদনন্তর তাহারা বিশাল স্বর্গলোকের সুখ উপভোগ করিয়া ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্তালোকে জন্ম গ্রহণ করে। আবার এইরূপে বেদ-বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহারা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় অর্জ্জুন বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—যদি আপনি ব্যতিরেকে অন্য বস্তু নাই, তবে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসকগণও ত' আপনার ভক্ত হইতেছে। তাহারা কেন সংসারে গতাগতি লাভ করেন? তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে। (গীঃ ৯।২০-২৪)

ভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! শ্রদ্ধাসহকারে যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারাও আমার উপাসনা করে সত্য, কিন্তু উহা অবিধিপূর্ব্বক মোক্ষের প্রাপক বিধি ছাড়িয়া অর্থাৎ "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্"—একই পরব্রহ্ম সর্ব্বত্র এইরূপ পারমার্থিক দর্শন অথবা 'আমিই দাস' এইরূপ সেব্য-সেবক-রূপ পৃথক্ ভাবনাই মোক্ষের দ্বার, তাহা উক্ত স্বতন্ত্র-দেবোপাসকগণের নাই বলিয়াই উহাদের উপাসনা অবিধি-পূর্ব্বক কৃত হয়, তজ্জন্য তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে গতাগতি লাভ করে। হে অর্জ্জুন! সমস্ত যজ্ঞের সেই সেই দেবতারূপে আমিই ভোক্তা, প্রভু অর্থাৎ স্বামী, অতএব যজ্ঞফলদাতাও আমিই। অন্য দেবতা সতন্ত্রভাবে যজ্ঞফল প্রদান করিতে পারেন না, আমিই সেই সেই দেবতারূপে স্বর্গাদিপ্রার্থিব ফলমাত্র দান করিয়া থাকি। তদতিরিক্ত অপর কিছুই দেই না। এইরূপ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ও সর্ব্বশক্তিমান্ আমাকে যথাবৎ না জানা হেতুই তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ-দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা সকল দেবতাতে আমাকেই অন্তর্য্যামীরূপে দেখিয়া যজন ও অর্চ্চনাদি করেন তাঁহারা পুনরায় সংসার ক্লেশ ভোগ করেন না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই স্ব-কর্তৃত্বরূপ তাৎপর্য্য স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ (গীঃ ৭।২০-২২)

বহির্ম্মুখ জনগণ নিজেদের অভিলষিত সেই সেই কামনাদ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া সেই সেই নিয়ম স্বীকারপূর্ব্বক প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তদনুরূপ অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে। সেই সেই ভক্ত যে যে দেবতারূপ আমার অপর মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই ভক্তের অন্তর্য্যামিরূপে সেই সেই দেবতা-বিষয়ক শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিয়া দেই। এই সকল জনগণ দৃঢ়-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই সমস্ত দেবতামূর্ত্তির আরাধনা করিলে অন্তর্য্যামিরূপী আমি সেই সকল দেবতারূপে তাহাদিগের প্রার্থিত ফল দান করিয়া থাকি।

ভগবদ্ভজনকারীর বৈশিষ্ট্য

পূর্ব্বে "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" (গীঃ ৯।১১-১২) ইত্যাদি ২টি শ্লোকে মূঢ়গণ মোহিনী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি লাভ করিয়া তাহারা 'শ্রীভগবানকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার উক্ত শ্লোকে বলিয়াছেন। পরবর্ত্তী শ্লোকে দৈবী প্রকৃতি (সত্ত্বগুণসম্পন্ন) জনগণ যে অনন্যভাবে ও সাক্ষাৎরূপে তাঁহার ভজন করেন, তাহা জানাইয়াছেন। যথা—

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥ (গীঃ ৯।১৩)

হে পার্থ! ভোগৈশ্বর্য্য-কামনাশূন্য মহাত্মগণ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়াছেন জানিবে; সুতরাং তাহাদের চিত্ত আমা ব্যতীত অন্য কোথাও সংলগ্ন নহে। তাঁহারা আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ ও অবিনশ্বর জানিয়া মদেকচিত্ত হইয়া আমারই ভজন করেন। মহাত্মগণের অনন্যভক্তির পরিণামও ভগবান্ স্বয়ং জানায়াই দিয়াছেন। যথা—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (গীঃ ৯।২২)

অর্থাৎ—অনন্যভাবে যে-সকল ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার আরাধনা করেন, আমি সেই সতত মদেকনিষ্ঠ ভক্তগণের যোগ-ক্ষেম বহন করি। যোগ অর্থাৎ ধনাদি-লাভ ও ক্ষেম—তাহার রক্ষা এবং মোক্ষ-দানাদি সমস্তই, তাহারা প্রার্থনা না করিলেও, আমি ব্যবস্থা করি। গীতার টীকাকার অর্জ্জুন-মিশ্রই এই ভগবদ্বাক্যের প্রমাণ-স্থল।

ভগবদ্ভক্ত অর্জ্জুন-মিশ্রের ইতিবৃত্ত

অর্জ্জুনমিশ্র নামে জনৈক ভগবদ্ভজন-নিষ্ঠ দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার একজন টীকাকার। তিনি প্রত্যহ প্রাতর্ভোজন-কার্য্য সমাপনান্তে বেলা এক প্রহরাবধি শ্রীগীতার টীকা লিখিতেন। তৎপর ভিক্ষায় বাহির হইয়া যাহা পাইতেন, তাহাই পত্নীর হাতে দিতেন। তিনি রন্ধন করিয়া ঠাকুরের প্রসাদান্ন স্বামীকে ভোজন করাইয়া অবশেষ সন্তুষ্টচিত্তে নিজে আহার করিতেন। দরিদ্রতা-নিবন্ধন বস্ত্রাভাবে দু'জনের মধ্যে একখানা বস্ত্রই বাহিরে লইবার উপযুক্ত ছিল। ভিক্ষায় যাইবার সময় ব্রাহ্মণ সেইখানি পরিতেন, ব্রাহ্মণী ছিন্ন বস্ত্র পরিধা ঘরে থাকিতেন। স্বামী ভিক্ষা হইতে ফিরিয়া আসিলে ব্রাহ্মণী সেই বস্ত্র পরিয়া বাহিরে যাতায়াত ও গৃহকর্ম্মাদি সমাধা করিতেন। এইরূপ কষ্টে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিলেও, উহা ভগবৎ-প্রদত্ত মনে করিয়া তাঁহারা উভয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। 'গৃহদেবতা শ্রীগোপীনাথ অনুগ্রহ করিয়া যাহা ভিক্ষায় দেন, তাহাই তাঁহাকে নিবেদন করিয়া সেই মহাপ্রসাদ পাইতেছি'—এই আনন্দে সর্ব্বদাই উভয়ে ভরপুর থাকিতেন। জাগতিক দুঃখ-কষ্টে তাঁহারা লেশমাত্রও বিচলিত হইতেন না।

এইরূপ অবস্থায় গীতার টীকা লিখিতে আরম্ভ করিয়া "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং ..... নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম (গীঃ ৯।২২)" শ্লোকের টীকা লিখিবার সময় তাঁহার মনে একটি বিষম সমস্যার উদয় হয়। যিনি স্বয়ং ভগবান্, জগতের একমাত্র ঈশ্বর, তিনি কি যোগ-ক্ষেম নিজে বহন করেন? ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। যদি ইহা সত্যই হয়, তবে অনন্যভাবে আমি তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া এইরূপ দারিদ্র্য-দুঃখগর্ভে নিপতিত রহিয়াছি কেন? সুতরাং উহা তাঁহার স্বমুখ-কথিত বাক্য নহে; প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়। এইরূপ সন্দিহান হইয়া গ্রন্থের **"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"** এই অংশটি লালকালীর তিনটী রেখার দ্বারা কাটিয়া দিয়া সেই দিনের মত গ্রন্থ বন্ধ রাখিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

এদিকে ভক্তের মনে ভগবদ্বাক্যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, ভগবান্ তাহা নিরসনার্থ নিজে কৃষ্ণবর্ণ এক বালক-বেশে প্রচুর চাউল, ডাল, তরকারী, তৈল-ঘৃতাদি প্রভৃতি উপকরণ-সমেত দুইটী পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া নিজে স্কন্ধে বহন করত মিশ্রের বহির্দ্বারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। মিশ্রপত্নী ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত বলিয়া লজ্জাবশতঃ প্রথমে কোন সাড়া দেন নাই। পুনঃ পুনঃ দরজায় আঘাত করাতে অগত্যা আস্তে-ব্যস্তে দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। বালকবেশী কৃষ্ণ দ্রব্য-সম্ভার-সমেত-প্রাঙ্গণে উঠিলে ব্রাহ্মণী বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া লজ্জায় অধোমুখে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তখন ভগবান্ সেই ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা, এই সিধাটী ঠাকুর (মিশ্র মহাশয়) আমাকে দিয়া পাঠাইয়াছেন। এগুলি ঘরে লইয়া যান।" ব্রাহ্মণী এতক্ষণ লজ্জায় কোনদিকে তাকান নাই; সিধার কথা শুনিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন,—প্রকাণ্ড দুইটী পাত্র নানা দ্রব্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ব্রাহ্মণী ঘর হইতে বাহির হইয়া সেই সকল দ্রব্য ঘরে তুলিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ সিধাপত্র তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। উৎসাহে ও আনন্দে তিনি দ্রব্যগুলি ঘরে লইয়া যাইবার কালে বারবার বালকটির দিকে তাকাইতেছিলেন।

বালকের পদদেশ ও মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ব্রাহ্মণী ভাবিতেছেন,—আহা! কি সুঠাম বালক; কাল রং এত উজ্জ্বল হয়, তাহা কখনও দেখি নাই। এইরূপ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বালকের বক্ষের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। ব্রাহ্মণী দেখিলেন,—বালকটির বক্ষে তিনটী সদ্যদগ্ধ আঁচড়ের দাগ রহিয়াছে। তাহা হইতে যেন রক্তপাতের উপক্রম হইয়াছে। ইহাতে ব্রাহ্মণী ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা! কোন্ নির্ম্মম ব্যক্তি তোমার বক্ষে এইরূপ নখাঘাত করিল? এইরূপ সুকোমল অঙ্গে আঘাত করিতে পাষাণ-হৃদয়ও গলিয়া যায়। বালকবেষী কৃষ্ণ বলিলেন,—মা! আমার সিধা লইয়া আসিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় মিশ্রঠাকুর নিজেই আমার বক্ষ চিরিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ! তিনিই তোমার বুক চিরিয়া দিয়াছেন? আচ্ছা, বাড়ী আসুন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব, কিরূপে পাষাণ-হৃদয় হইয়া তিনি তোমার কোমলাঙ্গে আঘাত করিলেন? বাবা তুমি দুঃখ করিও না, একটু অপেক্ষা কর, এখনি আমি রান্না করিতেছি, তুমি ঠাকুরের প্রসাদ পাইয়া যাইবে। এই বলিয়া ব্রাহ্মণী সমস্ত দ্রব্যগুলি ঘরে উঠাইয়া রন্ধনের আয়োজনে

ব্যস্ত হইলেন। এদিকে বালকবেশী কৃষ্ণ যে উদ্দেশ্যে এই দ্রব্যাদি নিজে বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আসিয়া হাতে হাতে আমার বাক্যের সত্যতার প্রমাণ পাইবে, আর কখনও মদ্বাক্যে সন্দিহান্ হইবে না ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

ব্রাহ্মণ সারাদিন ঘুরিয়াও সেদিন ভিক্ষাদি কিছুই পান নাই। নিরাশ মনে, "ঠাকুর বুঝি আজ কিছুই লিখেন নাই"—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারে করাঘাত করায় ব্রাহ্মণী দরজা খুলিয়া দিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ পত্নীকে রন্ধনের আয়োজনে ব্যস্ত দেখিয়া বলিলে,—ব্রাহ্মণী! তুমি রান্নার জন্য প্রস্তুত হইতেছ, আমি আজ ভিক্ষায় কিছুই পাই নাই; কি রান্না করিবে? ব্রাহ্মণী বলিলেন,—কেন? এই যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তুমি একটী বালককে দিয়া প্রকাণ্ড সিধা পাঠাইয়া দিলে? তাহা ত আমরা দুইজনে বোধ হয় ছয় মাসেও খাইয়া শেষ করিতে পারিব না, কি রান্না হইবে, বলিতেছ কি? যাক্, তুমি যে এত পাষাণ-হৃদয় তাহা আমি জানিতাম না। একটি সুন্দর বালকের কোমলাঙ্গে কিরূপে তিন-তিনটী নখাঘাত করিলে? তোমার কি একটুও দয়া-মায়া নাই?

মিশ্র এতক্ষণ পত্নীর কথা শুনিয়াই যাইতেছেন। কোন ধারণাই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।—যেহেতু তিনি উহার কিছুই করেন নাই। পত্নীকে বলিলেন,—তোমার কথা যে আমি কিছুই বুঝিতেছি না। আমি ত এইরূপ কিছুই করি নাই? তবে তুমি এ-সব কি বলিতেছ? তখন ব্রাহ্মণী তাঁহাকে গৃহস্থিত সকল দ্রব্য-সম্ভার দেখাইলেন। এবং বাহিরে ছেলেটীকে দেখাইয়া বুকচিরা কার্য্যটীও সপ্রমাণ করিবেন ভাবিয়া উভয়ে বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন, ছেলেটী সেখানে নাই। ব্রাহ্মণী বলিয়া উঠিলেন,—তাইত, ছেলেটী যে এখানেই বসিয়াছিল। দরজা বন্ধ, এ অবস্থায় কিরূপে চলিয়া গেল, মিশ্র মহাশয় ব্রাহ্মণীর এইসব কথা শুনিয়া ও সিধার বস্তু দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন,—এতবড় সিধা একটী বালক কখনও লইয়া আসিতে পারে না এবং আমিও উহা পাঠাই নাই বা তাহার বুক চিরিয়াও দেই নাই। তবে এ-সব কি হইল? হঠাৎ তাঁহার মনে হইল,—তাইত, আমি যে ভগবানের বাক্যে সন্দিহান হইয়াছিলাম, তাহা কি সপ্রমাণ করিতে তিনি নিজেই সমস্ত বহন করিয়া আনিলেন? এবং "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" তাঁহার

শ্রীমুখ-বিগলিত এই বাণীকে তিনটী রেখার দ্বারা কাটিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতেই কি তাঁহার বুক চিরিয়া দেওয়া হইয়াছে?

ব্রাহ্মণ তখন হাত-পা ধুইয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া গীতা-গ্রন্থখানি খুলিয়া দেখেন,—যে অংশটী লাল-কালির তিনটী রেখার দ্বারা কাটিয়া দিয়াছিলেন, সে কালির দাগ আর নাই। ব্রাহ্মণ তখন হর্ষোৎফুল্ল-মনে ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন,—ওহে ব্রাহ্মণী! তুমিই ধন্যতমা, যেহেতু তুমি ঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শন পাইলে। এই সিধা লইয়া ঠাকুর গোপীনাথ নিজেই আসিয়াছিলেন। আমি এইরূপ সিধা কোথায় পাইব? ঠাকুরের কথায় অবিশ্বাসী হইয়া তাঁহার বাণী যে তিনটী রেখার দ্বারা কটিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতেই তাঁহার বুক চিরা হইয়াছে। আমি হতভাগ্য ও সন্দিহান-চিত্ত, তাই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত। আজ ঠাকুর স্বয়ং আসিয়া আমাকে সন্দেহ-সাগর হইতে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার বাক্যে আর যেন কখনও আমার এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত না হয়। ব্রাহ্মণ স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে গোপীনাথের ভোগ দিয়া সেই প্রসাদান্ন পরম প্রীতির সহিত ভোজন করিলেন এবং গীতার টীকাকার্য্য ক্রমে ক্রমে সমাপন করিলেন।

শ্রীভগবানের "সর্ব্বেশ্বরত্ব" বুদ্ধিই শ্রেয়ঃসাধক

"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদি, "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদি "ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ" ইত্যাদি, "যেঽপ্যন্যদেবতা-ভক্তাঃ" ইত্যাদি, "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃত-জ্ঞানাঃ" ইত্যাদি গীতার শ্লোক পর্য্যালোচনায় দেখা যাইতেছে, স্বর্গাদি সুখলাভ-জন্য পৃথক্ ঈশ্বর-বুদ্ধিতে ইন্দ্রাদি দেবতার যজ্ঞাদি দ্বারা ভজন-কার্য্যটীও শ্রদ্ধার সহিত এবং সর্ব্বাঙ্গের সহিত সুসম্পন্ন হইলে পর, ভগবৎ কৃপাতেই তাহার ফল ক্ষণভঙ্গুর স্বর্গাদি মাত্র লাভ হয়। প্রার্থনাতিরিক্ত বস্তু বা পারমার্থিক কোনও ফল লাভ হয় না। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনন্যভাবে ভগবদ্ভজনে যে প্রার্থনাতিরিক্ত ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্" শ্লোকে ভগবান্ নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে ভারতবর্ষ জন্ম-প্রশংসা-কীর্ত্তনে দেবগণও তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন,—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং, নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥

(ভাঃ ৫।১৯।২৬)

অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনন্যভাবে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত ভক্তগণ যদি সকাম হইয়া আরোগ্য, রাজৈশ্বর্য্য, স্ত্রী-পুত্রাদি-লাভেচ্ছাযুক্ত মনেও ভজন করেন, তথাপি ভগবান্ তাঁহার সেই প্রার্থিত বস্তু অপর্য্যাপ্তরূপে নিশ্চয়ই দান করিয়া থাকেন ; যেহেতু তিনি সর্ব্বার্থপ্রদ। প্রার্থিত বস্তুর ভোগদ্বারা ক্ষয়ে পুনরায় যাহাতে আবার প্রার্থনার অবকাশ না থাকে, সেরূপ প্রচুর পরিমাণেই তাহা দান করেন। ভগবানের সর্ব্বোপরি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজ-ভক্তের প্রার্থিত ধনাদি দান করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন না বস্তু-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞানহীন ভক্তের অপ্রার্থিত সমস্ত ইচ্ছার আচ্ছাদক বা সর্ব্বকাম-নিবর্ত্তক স্ব-চরণপদ্মও তাঁহাকে দান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী দয়ার পরিচয় সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলেন—

"আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব ?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৩৯) (ক্রমশঃ)

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৩ পৃষ্ঠার পর)

"কৃষ্ণের আত্মশক্তি বা স্বরূপশক্তি বা পরাশক্তি এক। সেই পরাশক্তির তিনটি বিভাব, তিনটি প্রভাব ও তিনটি অনুভাব কৃষ্ণেচ্ছায় বিকশিত হয়েছে। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই তিনটি বিভাব ; ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি—এই তিনটি প্রভাব ; সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ—এই তিনটী অনুভাব। (১) ইচ্ছাশক্তিরূপ প্রভাবে চিচ্ছক্তি হ'তে গোলোক, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি লীলাপীঠ ; কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি নাম ; দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, প্রভৃতি বিগ্রহরূপ, গোলোক, বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি পার্ষদসহ লীলা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ইত্যাদি গুণ বিকশিত হয়েছে। (২) জ্ঞানশক্তিরূপ প্রভাবে বৈকুণ্ঠগত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্যাদি চিচ্ছক্তিদ্বারা উদিত হয়েছে। কৃষ্ণ ব্যতীত ইচ্ছাশক্তি আর কোথাতেও নাই। জ্ঞানশক্তির অধিষ্ঠান বাসুদেব প্রকাশ। ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা বলদেব সঙ্কর্ষণাদি প্রকাশ। জীবশক্তিরূপ তটস্থা শক্তিতে ইচ্ছা, জ্ঞান, ও ক্রিয়া-প্রভাবে নিত্যপার্ষদ, অধিকৃত দেবতা-বর্গ এবং নর, দৈত্য, রাক্ষসাদি উদিত হয়েছে। (৩) কৃষ্ণের ক্রিয়ানুভব সমুদয়ই স্বীয় ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে। চিচ্ছক্তিতে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বিচিত্রতা। এই সমস্ত মিলিত হয়ে পরম প্রয়োজনরূপ প্রেমলীলার অন্বয়-

ব্যতিরেক ভাবসিদ্ধি হয়। কৃষ্ণের শক্তি অসীম, অনন্ত ও অপার। চিচ্ছক্তি-ক্রিয়াসমুদয়ই নিত্য।

* * * * *

কৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির নামই সঙ্কর্ষণ-শক্তি। মায়াশক্তির নশ্বর পরিণাম জড়জগৎ।

যোগমায়া ও মহামায়ার কার্য্য

আবার চিচ্ছক্তির বিকার জীবরূপে যোগমায়া চিদ্ধামে কৃষ্ণের লীলা-পোষণ-শক্তিরূপে বিরাজিত। শ্রীমদ্ভাগবতের "যোগমায়ামুপাশ্রিত" শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াশক্তিকে আশ্রয় করে রসলীলা করেন বর্ণনা আছে। ইনি ভগবদ্ধামের আবরণে চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী। সূর্য্য সর্ব্বদা দীপ্তিমান্ থাকলেও পাহাড়ের আড়ালে যেমন সব সময় সূর্য্য চোখে পড়ে না, তেমনি ভগবান্ কৃষ্ণও নিত্য নয়ন সম্মুখে থাকলেও যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত থাকায় তাঁকে দেখা যায় না। "যোগমায়া চিৎশক্তি বিশুদ্ধশক্তি পরিণতি"—(চৈঃ চঃ)। এই যোগমায়া যেমন কৃষ্ণের অন্তরঙ্গাশক্তি ও আশ্রিত তত্ত্ব, তেমনি চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা জড়মায়া বা মহামায়া কৃষ্ণের বহিরঙ্গাশক্তি ও আশ্রিত তত্ত্ব।

"মায়াশক্তি, বহিরঙ্গা, জগৎকারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥" (চৈঃ চঃ)

যোগমায়া কৃপা ও আশ্রয় ব্যতীত চিৎরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না ও কৃষ্ণলীলা বোধগম্য হয় না। কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই যোগমায়া কৃষ্ণের দৃষ্টিপথে অবস্থান করেন। যোগমায়া সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,— "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া-সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥" (গীঃ ৭।২৫)

অর্থাৎ,—"আমি যোগমায়া সমাবৃত বলে সকলের সমক্ষে প্রকট নহি; মূঢ় এই মানব জগৎ আমার অজ ও নিত্যস্বরূপকে পরিজ্ঞান হতে পারে না।" কৃষ্ণই স্বেচ্ছায় নিজ যোগমায়াতে মুগ্ধ থাকেন। যোগমায়া কৃষ্ণের যাবতীয় চিল্লীলা প্রকাশ করেন ও কৃষ্ণের লীলাপুষ্টির জন্য ভক্তগণকে মোহন ও পোষণ করেন। আর চিচ্ছক্তির বা যোগমায়ার ছায়ারূপিনী জড়মায়া প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয় সাধন করেন এবং তিনিই ভুবন পূজিতা 'দুর্গা' নামে আখ্যাত। যথা,—ব্রহ্মসংহিতা-বচন,—"ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।" জড়মায়া বা মহামায়ার মায়ায় নিখিল জগৎ ও সমস্ত

দেহাভিমানী ব্যক্তি সম্মোহিত হয়। মার্কেণ্ডেয় পুরাণে দেবতাগণ কর্ত্তৃক বিষ্ণুমায়া দুর্গাদেবীর স্তবে বর্ণনা আছে,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

চণ্ডী মাহাত্ম্যে (১।৪১) আছে,—'মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।' অর্থাৎ—"শ্রীহরির শক্তি মহামায়া, তিনি জগৎ মোহিত করেন।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই গুণময়ী মায়ার কথাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন,— "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥" (গীঃ ৭।১৪)

অর্থাৎ—"এই অলৌকিকী গুণময়ী আমার বহিরঙ্গা শক্তি মায়া নিশ্চয় দুরতিক্রমনীয়া, তথাপি যাহারা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁহারা এই দুরত্যয়া মায়া অতিক্রম করতে পারেন।" এই জড়মায়া দুর্গাদেবীরও নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণের ইচ্ছা ব্যতীত দুর্গাদেবীর স্বতন্ত্রতা নেই। কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি ব্যতীত এই মায়ার পাশ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। জড়মায়ার সংজ্ঞায় জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন,— "মীয়তে অনয়া ইতি মায়া। যাকে মেপে নেওয়া যায়, তাহাই মায়া। মা-যা = মায়া। নহে যাহা তাহাই মায়া। নশ্বর অনিত্য বস্তু মাত্রেই মায়া। ভগবান্ নহে যাহা তাহাই মায়া। ভগবান্ মায়াধীশ, তাঁকে মাপা যায় না।" মাপা মানেই ভোগ করা। ভোগী লোকেরাই মায়িক বস্তুর প্রার্থী হয়।

জীব চিৎকণ হ'লেও কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষে এই চৌদ্দভুবনাত্মক দেবীধামে মহামায়া দুর্গাদেবী কর্ত্তৃক মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গ দেহ এবং পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়যুক্ত স্থূলদেহ—এই দ্বিবিধ আবরণ প্রাপ্ত হয়ে স্থূল-লিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিবশতঃ সুখ-দুঃখময় কর্ম্মবন্ধনরূপ দণ্ড ভোগ করতে বাধ্য হয়। এই মহামায়ার প্রভাব (influence) অতি ভয়ঙ্কর। এই মায়া অনিত্য পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতির উপর আমাদের মমত্ব ঘটিয়ে দেয়। এই মায়ার ছলনাতেই আমার সেব্যবস্তু ভগবানের সেবা ভুলে যাই, দেহের ইন্দ্রিয়াদিতে ও সংসারের দিকে আকৃষ্ট হয়ে নিজের সুখ, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সুখ, আত্মীয়ের সুখ, দেশের সুখ প্রভৃতি ইতর বিষয়ের পিছনে ছুটে বেড়াই। নিজে সংসারের কর্ত্তা সাজতে চাই। টাকা-পয়সা আমাদের নিত্য অভাব মেটাতে পারে না জেনেও গাধার মত পরিশ্রম করে সময় নষ্ট করি। অথচ নিত্যবস্তু ভগবানের সেবায় একটু সময় দিতেও নারাজ

হই। দ্বিতীয় অভিনিবেশ বশতঃই এই সব অনাত্ম বস্তুর প্রতি আমাদের প্রীতি জন্মায়। ফলে নিয়ত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক — এই ত্রিতাপ দুঃখে আমরা জর্জরিত হই। আধ্যাত্মিক তাপ অর্থে জ্বর প্রভৃতি দৈহিক দুঃখ ও নানা মানসিক দুঃখ, আধিদৈবিক তাপ অর্থে দৈব• কর্ত্তৃক প্রদত্ত বজ্রপাত প্রভৃতি তাপ এবং আধিভৌতিক তাপ অর্থে মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর দ্বারা দুঃখ। আমরা আজ যে রূপ-যৌবন দেখে মোহিনী হচ্ছি, লুব্ধ হচ্ছি—সে'রূপ-যৌবন কি চিরকাল থাকবে? যে স্বাস্থ্য, বিদ্যার অহঙ্কার করছি—তাই বা কতদিন থাকবে? আর টাকার গর্ব্ব, মৃত্যুর পর কোথায় থাকবে? সুতরাং এ'সবের সান্নিধ্যে লাভ কি? আমারা মায়ার মোহরজ্জু-বন্ধনে এমনই বদ্ধ হয়ে পড়েছি যে, কিছুতেই প্রকৃত সুবুদ্ধির উদয় হচ্ছে না। একমাত্র ভগবৎ কৃপা পেলেই আমরা মায়ার ছলনা বুঝতে পারব ও তখনই সুবুদ্ধির উদয় হবে। সুবুদ্ধির উদয় হ'লে মায়ার দাস্যে থাকার দুর্ব্বুদ্ধি অন্তর্হিত হবে।

কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী ভক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয়॥ (চৈঃ চঃ)

আমাদের ভোগ-বৃত্তি যত বাড়তে থাকে, ততই আমরা আত্মবৃত্তি তথা কৃষ্ণ-সেবা থেকে তফাৎ হয়ে যাই। এই ত্রিগুণময়ী মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে না থাকতে পেরে অপাশ্রিত ভাবে (নিন্দিতভাবে আশ্রিত হয়ে) অবস্থান করেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবত প্রমাণ,—

ভক্তিযোগেন মনসি সমাক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ব্বং মায়াঞ্চ তদুপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥ (ভাঃ ১।৭।৪-৫)

অর্থাৎ—"ভক্তিযোগ-প্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হ'লে ব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁর পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হ'লে জীব সত্ত্ব-রজস্তম—এই ত্রিগুণের অতীত হয়েও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের অন্তর্গত 'প্রাকৃত' বলে অভিমান করে। এই ত্রিগুণজাত প্রাকৃত অভিমান-বশতঃ উহার অনর্থ ঘটে থাকে।"

পরম দয়াল কৃষ্ণচন্দ্র বদ্ধজীবের বহির্ম্মুখতারূপ অপরাধের জন্য নিজ হস্তে দণ্ড দিতে পারেন না। জীব-সম্মোহন কার্য্য ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের রুচিকর না হওয়ায় মহামায়া তথা মায়াদেবী ভগবানের উক্ত অপ্রীতিকর কার্য্যের ভার গ্রহণ করে বড়ই লজ্জা বোধ করেন। এবং সে' কারণে ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হতে পারেন না। তাই যোগমায়ার কার্য্য ও মহামায়ার কার্য্য কখনই এক হ'তে পারে না। কায়া ও ছায়া ভেদের ন্যায় যোগমায়া ও মহামায়ার প্রভেদ। অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বা তাঁর শক্তির বিভূতি স্বরূপতঃ অভিন্ন হয়ে লীলা-রস আস্বাদনের জন্য বলরাম, শ্রীনারায়ণ, যোগমায়া, গুণময়ী জড়মায়া প্রভৃতি আপেক্ষিক স্বতন্ত্ররূপে লীলার ভেদ নিত্য অঙ্গীকার করে প্রকটিত হয়েছেন। বলরামাদি সকলেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বর্ত্তমান। প্রত্যেকেই যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে কৃষ্ণের ইচ্ছায় নিত্যকাল ধরে কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত আছেন। অচিচ্ছক্তি মহামায়া দুর্গাদেবী চৌদ্দভুবনের অধিষ্ঠাত্রী। উর্দ্ধ সত্যলোক থেকে নিম্ন পাতাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশভুবন সমস্তই প্রকৃত এবং দেবীধাম নামে কথিত। গোলোক-বৃন্দাবন, পরব্যোম বৈকুণ্ঠ এবং এই দেবীধাম—এই তিনধামের অধীশ্বর ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র।

জীবতত্ত্ব-বিশ্লেষণ

ভগবানের সৃষ্ট জীব সংখ্যায় অনন্ত ও দুইভাগে বিভক্ত; যথা—নিত্য-মুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। শাস্ত্রে জীব সনাতন ও বিভিন্নাংশ তত্ত্বরূপে নিরূপিত হয়েছে;—　　"স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গনন॥"　(চৈঃ চঃ মধ্য)

জীবকে ভগবানের চিচ্ছক্তির অনুপ্রকাশ তটস্থা শক্তি বলে 'পঞ্চরাত্রে' শ্রীনারদ বর্ণনা করেছেন,—"যত্তটস্থং তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্বিনির্গতম্" অর্থাৎ "চিচ্ছক্তি-নির্গত চিৎকণ জীবই তটস্থ।" পূর্ণচেতন ভগবানের চিচ্ছক্তির অংশ বা বিভিন্নাংশ বলে জীব অনুচেতন। আর চিচ্ছক্তির ছায়া মায়াশক্তি। জীব ভগবৎ অনুগত মায়াতীত চিদ্বস্তু হ'লেও ক্ষুদ্রত্ব হেতু তদপেক্ষা মায়াশক্তি অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন। জীবের যেমন চেতনাশক্তি রয়েছে, তেমনি স্বতন্ত্রতা বা Free will অবশ্যই আছে। জীবের স্বতন্ত্রতা থাকার কারণ সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলেছেন,—"জীব বিভূচৈতন্য পরমেশ্বরের অণু অংশ। সমুদ্রে যে জলধর্ম্ম আছে, বিন্দুতে সেই

জলধর্ম্ম অণু পরিমাণে রয়েছে। বিভু ভগবান্ পরম স্বতন্ত্র, অণুচিৎ জীবেও তদনুপাতে স্বতন্ত্রতা রয়েছে।" জীবের স্বতন্ত্রতা না থাক্‌লে সে তো জড়-বস্তু হ'য়ে যেত। জীবের মধ্যে স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম অণুপরিমাণে থাকার জন্য জীব চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ যে কোন জগতে থাকার অধিকারী। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার ফলেই যথাক্রমে জীবের নিত্যমুক্তদশা ও নিত্য-বদ্ধদশা। নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ—উভয় প্রকার জীবই ভগবানের বিভিন্নাংশ বস্তু শক্তির অংশ। মায়ামুক্তগণই নিত্যমুক্ত জীব, আর মায়াগ্রস্তগণই নিত্য-বদ্ধ জীব। জীবের নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ-দশাভেদে বিচার প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় "জৈবধর্ম্ম" গ্রন্থে লিখেছেন,—"গোলোক-বৃন্দা-বনস্থ এবং পরব্যোমস্থ বলদেব ও সঙ্কর্ষণ প্রকটিত নিত্য-পার্ষদ জীবসকল অনন্ত; তাঁহারা উপাস্য-সেবায় রসিক; সর্ব্বদা স্বরূপার্থ-বিশিষ্ট; উপাস্য-সুখান্বেষী; উপাস্যের প্রতি সর্ব্বদা উন্মুখ, জীব-শক্তিতে চিচ্ছক্তির বল-লাভ করে তাঁহারা সর্ব্বদা বলবান্; মায়ার সহিত তাঁদের কোন সম্বন্ধ নাই; মায়াশক্তি বলে কোন শক্তি আছেন, তাহাও তাঁরা অবগত নন; যেহেতু, তাঁরা চিন্মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী এবং মায়া তাঁদের নিকট হ'তে অনেক দূরে; তাঁরা সর্ব্বদাই উপাস্য-সেবা-সুখে মগ্ন, দুঃখ, জড়সুখ ও নিজসুখ ইত্যাদি কখনই জানেন না। তাঁরা নিত্যমুক্ত। প্রেমই তাঁদের জীবন; শোক, মরণ ও ভয় যে কি বস্তু, তাহা তাঁরা জানেন না।

কারণাব্ধিশায়ি-মহাবিষ্ণুর মায়ার প্রতি ঈক্ষণরূপ কিরণগত অণু-চৈতন্য-গণও অনন্ত; তাঁরা মায়া-পার্শ্বস্থিত ব'লে মায়ার বিচিত্রতা তাঁদের দর্শন-পথারূঢ়। পূর্ব্বে যে জীব-সাধারণের লক্ষণ বলেছি, সে সমস্ত লক্ষণ তাঁদের আছে, তথাপি অত্যন্ত অণু-স্বভাব-প্রযুক্ত সর্ব্বদা তটস্থ-ভাবে চিজ্জগতের দিকে এবং মায়া-জগতের দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌তে থাকেন। এ' অবস্থায় জীব অত্যন্ত দুর্ব্বল, কেননা,—ইষ্ট বা সেব্য বস্তুর কৃপালাভ করত চিদ্‌বল লাভ করেন নাই। ইহাঁদের মধ্যে যে-সব জীব মায়া ভোগ বাসনা করেন, তাঁহারা মায়িক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হয়ে মায়াতে নিত্যবদ্ধ। যাঁহারা সেব্য-বস্তুর চিদনুশীলন করেন, তাঁহারা সেব্য-তত্ত্বের কৃপার সহিত চিদ্‌বল লাভ করত চিদ্ধামে 'নীত' হন। আমরা দুর্ভাগা, কৃষ্ণের নিত্যদাস্য ভুলে মায়াভিনিবেশ দ্বারা মায়াবদ্ধ আছি; অতএব স্বরূপার্থহীন হ'য়েই আমাদের এ দুর্দ্দশা।" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির

অবদান-বৈশিষ্ট্য

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অন্যতম সংরক্ষক আচার্য্যপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ১৯৪০ সালে (তখন তিনি শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন-নামে সুপরিচিত) অক্ষয় তৃতীয়ায় কলিকাতার বোসপাড়া লেনে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম জগতে প্রচার করাই ইঁহার প্রধান লক্ষ্য। সনাতন ধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম আবাহমান কাল হইতে জগতে রয়েছে। কালের বিভিন্ন প্রবাহে কখনো বা ইহার উত্থান ও কখনো বা পতন বলিয়া প্রতিভাত হইলেও ইহার স্থায়ীত্ব নষ্ট হয় নাই। কালের বিভিন্ন গতির সময় শুধু ইহার ধারাপ্রবাহ হয়তো ভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও কার্য্যত লক্ষ্যস্থল অভিন্ন।

আজ হইতে প্রায় পাঁচ শতাব্দীর ন্যূনকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে প্রেম-বন্যার প্লাবন পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন—সেইরূপ উন্নত চিন্তাধারা অথচ আধুনিক বিশ্বের কল্পনার রূপকার রূপে তাঁহার যে অবদান তাহা বিশ্বে অদ্বিতীয়।

যখন ধর্ম্মের নামে নিজেদের মধ্যে হানাহানি, ধর্ম্মের নামে প্রবল হিংসার উন্মত্ততা, ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা যখন সমাজকে জর্জ্জরিত করিতেছিল, উপেক্ষিতগণ যখন সমাজের নিষ্পেষণায় আর্ত্তকণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিল—ঠিক সেই সময়ে এসেছেন নদের নিমাই পতীতের বান্ধব, নিত্যশান্তির সন্ধান প্রদাতা শ্রীগৌরাঙ্গদেব। তিনিই অগ্রদূতরূপে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের বাণী জগতে আচরণের দ্বারা প্রথম প্রচার করেন। তিনিই একমাত্র প্রকৃত জীবদয়ী। কারণ দেয়ার সন্ধান ক্ষণিকের জন্য বা শুধু ক্ষণভঙ্গুর শরীরের জন্যই সীমাবদ্ধ নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু চেয়েছেন নীতিবাদীগণকে ক্রমপন্থায় যথাযথ অধিকার প্রদান পূর্ব্বক উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় উন্নিত করা। নিম্নস্তরে অবস্থিত জন-গণকে উন্নতচিন্তায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা-দানপূর্ব্বক অধিকার প্রদান। কিন্তু তাই বলে উন্নতশিখরে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদিগকে অধঃ-পতিত করিয়া সমান করিতে প্রয়াসী হন নাই। পরন্তু উন্নত শিখরে যাঁহারা এগিয়ে গিয়েছেন তাঁহারা যাহাতে নৈতিক কর্ত্তব্যবোধে পিছিয়ে থাকা জনগণকে উদারতার হাত ছানি দিয়ে আকর্ষণ করিতে পারেন—মহৎ দৃষ্টি-

ভঙ্গী নিয়ে হাত প্রসার করে আপামরগণকে বুকে টেনে শান্ত্বনার বাণী শুনাইতে এগিয়ে আসায় ব্রতী হইতে পারেন—সেই যে শিক্ষা তাহা অতুলনীয়—অত্যন্ত অদ্ভুত। শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্যাম্নায়বর দশম অধস্তনরূপে পরমহংসস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুপ্রানিত। তিনি এই ধারার স্ফূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। আধুনিক বিশ্বে শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে "সারস্বত গৌড়ীয়-সম্প্রদায়" রূপেও অবিহিত করেন।

১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ ইহলীলা সম্বরণ করায় কিয়দ্দিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমিতি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হয় তজ্জন্য দ্বাদশ সভ্য সমন্বিত একটি পরিচালক সমিতি গঠন করিয়া যান। পরবর্ত্তিকালে উক্ত পরিচালক সমিতির সভাপতি-আচার্য্য রূপে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ নিয়োজিত হন এবং ১৯৬৯ সালে এই সমিতি পশ্চিমবঙ্গের সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট অনুযায়ী নিবন্ধীকরণ (Registration) করা হয়। তদবধি এই সমিতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে এবং দিন দিন ইহার কার্য্যাবলী (activities) প্রসারতা লাভ করিতেছে। সামাজিক পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কালোপযোগী ভাবে আচার্য্যগণ তাঁহার প্রচার বৈশিষ্ট্য রচনা করেন। সুতরাং সে-দিক দিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ধারারও বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক। তজ্জন্যই বহুমুখী পরিকল্পনা লইয়া এই সমিতির কার্য্য-প্রসারতা লাভ করিতেছে। কিন্তু ইহার মৌলিক নীতির কোন খর্ব্ব করা হয় নাই। এই সমিতির সেবক-বৃন্দ সমাজ-জীবনের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়ীত থাকিয়া আদর্শজীবন-যাপনের সহায়তা করিতেছেন। বিভিন্নপন্থায় লোক-জনকে আকৃষ্ট করিয়া ভগবৎসেবা মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ বিধান করিতেছেন।

ঠাকুর সেবা—বিভিন্ন সেবকবৃন্দ লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া শান্তির বাণী শুনাইয়া অমৃতের সন্ধান প্রদান করেন। সেবকবৃন্দ ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া যে-আনুকূল্য প্রাপ্ত হয় তদ্দ্বারা ঠাকুর-সেবায় উৎসর্গ করিয়া শুধু যে নিজেদের উদরপূর্ত্তি করেন—তাহাই নহে; পরন্তু প্রত্যহ বহু দীন-দুঃখী, অতিথিবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া সপ্তাহাধিক কালব্যাপী যে মহা-মহোৎসবের আয়োজন হয় তাহাতে প্রায় লক্ষাধিক জনসাধারণ প্রসাদ

পাইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তদুপরি শ্রীরথযাত্রার সময় একাদশ দিবসব্যাপী যে উৎসবের আয়োজন হয় সে-সময়েও প্রত্যহই সহস্রাধিক লোককে প্রসাদ বিতরণ করিয়া থাকেন। এব্যতীত এই সমিতির প্রতিষ্ঠা-তিথি উপলক্ষে অক্ষয় তৃতীয়া, স্নানযাত্রা, শ্রীজন্মাষ্টমী-রাধাষ্টমী, সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মহারাজের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে শারদীয়া পূর্ণিমা-তিথিতে বিরাট মহা-মহোৎসব, অন্নকূট, রাসপূর্ণিমা বা উর্জ্জাব্রত সমাপ্তি-উৎসব, শ্রীব্যাসপূজা বা গুরুপূজা উপলক্ষে মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া হইতে পঞ্চমী-তিথি পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ব্যাপী উৎসব ইত্যাদির অনুষ্ঠান সমূহে আবাল-বৃদ্ধবনীতা-দীন-দুঃখী-আতুর সকল ধরণের লোককেই অকাতরে প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি জনসাধারণের হিতার্থে করিয়া থাকেন। এই সমিতির মূলমঠ ও প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠেই মনে হয় বৎসরে দুই লক্ষাধিক জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। ইহা নবদ্বীপের একটা নিশ্চয়ই গৌরবের সম্পদ।

দাতব্য চিকিৎসালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা হইয়া আসিতেছে। অনাথ দীন-দরিদ্রদিগকে সহায়তার জন্য এই ব্যবস্থা। ইহা প্রত্যহ দুইবেলা রোগীদিগের জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং ঔষধপত্র বিনাব্যয়ে বিতরণ ব্যতীত কোন কোন সময়ে দরিদ্র-দিগকে পথ্যাদিও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

গ্রন্থালয়—এই মঠে একটি বিরাট গ্রন্থালয় রয়েছে, যাহাতে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিবার জন্য সুযোগ-সুবিধার ত্রুটী নাই। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্-গীতা-ভাগবত-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি বিভিন্ন দর্শন তথা গোস্বামিগণের বহু গ্রন্থ এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান-জ্যোতিষ ব্যতীতও নানা ধরণের সংস্কৃত-বাংলা-ইংরাজী ভাষায় তুলনামূলক গ্রন্থাদি, এককথায় একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রন্থাগার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রন্থাগারে প্রত্যহ বহুলোক বিনা খরচায় গ্রন্থ অধ্যয়ন ও ধর্ম্মচর্চ্চা বা আলোচনা করার সুযোগ পাইয়া থাকেন, যার ফলস্বরূপে মানবগণ যেমন আত্মিক কল্যাণ লাভ করার সুযোগ পান—সামাজিক জীবনেও নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করত সমাজ-জীবনকে অশান্তি হইতে শান্ত পরিবেশ প্রদান করেন।

শিক্ষা-চর্চ্চা—আদর্শ শিক্ষা-মাধ্যমে সমাজে নৈতিক চরিত্র গঠন করার উদ্দেশ্যে আধুনিক শিক্ষার মধ্য দিয়েও ভারতীয় চিন্তাধারার বাস্তবরূপ

প্রদানের জন্য শিক্ষার প্রদানের জন্য ব্যবস্থা এই সমিতির অন্যতম সমাজ-সেবা। সমিতির কর্তৃপক্ষ সংস্কৃত বিদ্যালয় (চতুষ্পাঠী) স্থাপন করে যেমন, আধ্যাত্মিক জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে প্রয়াসী আবার আধুনিক বিশ্বের সহিত হাত মিলিয়ে থাকার জন্য আধুনিক শিক্ষার জন্যও ব্যবস্থা রেখেছেন। ইহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক মিলন তীর্থরূপে পরিগণিত হইতেছে। সঙ্কীর্ণ জাতি-ভেদ, ভাষা-বিভেদ ভুলিয়া যাহাতে মহৎ জীবন লাভ করা যায়—তাহারই প্রচেষ্টা। এখানে রাজনৈতিক কোনরূপ কার্য্যকলাপ স্থান পায় না। সঙ্কীর্ণতার কোন গণ্ডী নাই। যোগ্যতার যথাযথ মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া পরস্পর পরস্পরকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা যাহাতে প্রদান করা যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই সম্মিলীত হইয়া বিশ্ব-প্রীতি-সূচনার পদক্ষেপ। সমাজে যাহারা উপেক্ষিত—ঘৃণিত তাহাদিগকের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া জীবনকে গড়িয়া তোলার প্রেরণা দান এবং নৈতিক অধঃপতন হইতে যাহাতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি তার জন্য অনলস প্রচেষ্টা—এই সমিতির এক মহৎ অবদান।

আজকের সমাজে যেরূপ নৈতিক চরিত্র অধঃপতনের প্রবণতা দেখা দিয়েছে তাহাতে সুদূর প্রসারি দৃষ্টি-ভঙ্গী রেখে মরণের বিথীকায় জীবনের উচ্ছ্বাস প্রদান আর জীবনের যাতনায় সুষুপ্তি হইতে জাগরণ এবং তারই মাঝে আশার বাণী নিয়ে অমৃতের সন্ধান দান—ইহা এক দিশাহারা সমাজকে নিশীথের আঁধার রাত্রে আলোক-বর্ত্তিকা প্রদানের সমতুল।

আমরা প্রায় প্রত্যেকেই নিজে শান্তি পেতে সর্ব্বদা চেষ্টিত। শান্তি আমরা চাই—এই নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু শান্তি আমরা দেব—ইহা ক'জনে বাঞ্ছা করেন? ক'জনের হৃদয়ে ইহা স্ফুরণ ঘটে? ক'জন এর জন্য প্রতি-নিয়ত চেষ্টা করেন? কেহ বা প্রতিষ্ঠার আশায়, কেহ বা অর্থ লুলুপতার দৃষ্টি লইয়ে, কেহ বা সমাজে গণ্য-মান্য সাজিতে, কেহ বা হুকুমের অধিশ্বর হইতে, কেহ বা সমাজে পূজ্য হইয়া নাম কিনিতে ইত্যাদি। কতজন যে কত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজ-জীবনে সমাজ-সেবী হইতে চায় তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ ভাবের যাহাতে প্রবণতা না হয় হয় তজ্জন্য এই সমিতির উর্দ্ধতনগণ সাবধান বাণী শুনাইতে কুণ্ঠিত হন না।

কালের দুর্ব্বার গতির সঙ্গে সামাজিক জীবনের গতিবিধিও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কালোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গী রাখিলেও মূলবস্তু বা নিত্যবস্তুর বাস্তব-সন্ধান আমাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে। তজ্জন্যই এই সমিতির

লক্ষিতব্য হইল এই যে, ভাবপ্রবণতা না হইয়া বাস্তবদৃষ্টিভঙ্গী রেখে আমাদিগকে সমাজ-জীবনে বা জীবন-যুদ্ধে এগুতে হবে। অধিকারী-ভেদে প্রত্যেকের অবদান নিশ্চয় কখনই এক হইতে পারে না। সমস্ত অবদানের সারবস্তু অণু অণু করে সংমিশ্রনের পর তবেই সমাজ-জীবন সুন্দর রূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং সবই যেমন এক নয়, তেমনি আবার সবারই প্রয়োজন নাই—ইহাও বলা যায় না। তবে অবদান-ভেদে যেমন তারতম্য থাকবে, মর্য্যাদারও বৈশিষ্ট্য অবশ্যই স্বীকার্য্য।

এখন এই সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ যে-ভাবে দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রীহরিকথা, আত্মতত্ত্ব-কথা বা জৈবধর্ম্মের অর্থাৎ জীবাত্মার স্বরূপের কথা, প্রকৃত শান্তির কথা প্রচার করিতেছেন তাহাতে বহু লক্ষ লোক সেই বাণী শ্রবন করিয়া যেরূপভাবে আপ্লুত হইয়াছেন এবং হইতেছেন—ইহা নিশ্চয়ই বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবানের নিকট হইতে তিনি নিশ্চয়ই করুণা লাভ করিবেন। এমনকি অদূর ভবিষ্যতে মহামান্য রাষ্ট্রপতিও হয়তো স্বামীজীর মহৎসেবার জন্য অভিনন্দিত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমি মহারাজজীর দীর্ঘ ও সুস্থজীবন ভগচ্চরণে প্রার্থনা করি।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান সমাজ-জীবনের যাহা পরিস্থিতি তাহাতে এইরূপ বহুমুখী সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ প্রয়োজন। যাহা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সর্ব্বদাই সমাজ-কল্যাণ সাধন করিতেছেন। সুতরাং ইহার সার্ব্বিক সহযোগিতার জন্য জনগণের নিকট অনুরোধ জানাই।

এই সমিতি রাজনৈক সংযোগ না করিলেও সরকারী ও বেসকারী সকলধরণের লোকের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি ভারত রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ শাসক অধিকর্ত্তা **মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রীজৈল সিং** এই-সমিতিকে যে-পত্র দিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে শ্রীপত্রিকার পরিচালক-বিভাগকে অনুরোধ জানাইতেছি। সময়ান্তরে এই সমিতির আরও বিভিন্ন কার্য্যাবলী প্রকাশ করার আশা রাখিলাম।

—শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়,
সভাপতি, নবদ্বীপ ধর্ম্মরক্ষিণী সভা,
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, भारत

RASTRAPATI BHAVAN, NEW DELHI INDIA

2nd. August, 1982

I thank you most heartily for your congratulations on my assumption of office as President of India. I am sure your good wishes will help me immensely living upto the faith and confidence reposed in me by the Nation.

With best wishes,

Sd./-Zail Singh
(Zail Singh)

To

Swami Bhakti Vedanta Acharyya
Shri Goudiya Vedanta Samiti,
Shri Devananda Goudiya Math,
P.O. Nabadwip—741302
Dist. Nadia (W. Bengal).

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

১৪শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
ফোন—২৪৭

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বিকেয়ম—

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ৩০শে পদ্মনাভ, ১৪ই কার্ত্তিক (ইং ১।১১।৮২) সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তৎশাখা মঠসমূহে ১৪শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার-দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—১২ই আশ্বিন, ১৩৮৯

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

১৪ই কার্ত্তিক, ইং ১।১১।৮২ সোমবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের
অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩৪শ বর্ষ | ১৫ দামোদর, প্রণতি, ৪৯৬ গৌরাব্দ | ২৯ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৬।১১।১৯৮২ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকম্

[শ্রীল-কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

অম্বুদাঞ্জনেন্দ্রনীল-নিন্দি-কান্তি-ডম্বরঃ
কুঙ্কুমোদ্যদর্ক-বিদ্যুদংশু দিব্যদম্বরঃ।
শ্রীমদঙ্গ-চর্চ্চিতেন্দুপীতনাক্ত-চন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ॥ ১॥

যাঁহার কান্তিচ্ছটা নব-জলধর, দলিত কজ্জল ও ইন্দ্রনীলমণিকেও তিরস্কার করিতেছে, যাঁহার বসন কুঙ্কুম, উদয়োন্মুখ সূর্য্য ও বিদ্যুৎ হইতেও দীপ্তিমান্, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ কর্পূর ও কুঙ্কুমযুক্ত চন্দনে চর্চ্চিত, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন॥ ১॥

গণ্ড-তাণ্ডবান্বিত-পণ্ডিতাণ্ডজেশ-কুণ্ডল-
শ্চন্দ্র-পদ্মষণ্ড-গর্ব্ব-খণ্ডনাস্য-মণ্ডলঃ ।
বল্লবীষু বর্দ্ধিতাত্ম-গূঢ়ভাব-বন্ধনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি দাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দন ॥ ২ ॥

যাঁহার গণ্ডদ্বয়ে মকর-কুণ্ডল পরম নিপুণতার সহিত মনোহর নৃত্য করিতেছে, যাঁহার শ্রীমুখ-মণ্ডলচন্দ্র ও পদ্ম-সমূহের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছে এবং যিনি গোপাঙ্গনা-সমূহে স্বীয় নিগূঢ় ভাব অর্থাৎ প্রেম বর্দ্ধিত করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ২ ॥

নিত্যনব্য-রূপ-বেশ-হার্দ্দ-কেলি-চেষ্টিতঃ
কেলিনর্ম্ম-শর্ম্মদায়ি-মিত্রবৃন্দ-বেষ্টিতঃ ।
স্বীয়-কেলি-কাননাংশ-নির্জ্জিতেন্দ্র-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি দাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৩ ॥

যাঁহার মনোহর রূপ, বেশ, প্রেমকেলি ও প্রেমচেষ্টা নিত্য নূতন, যিনি ক্রীড়া-কালীন সুখদায়ক সুহৃদবৃন্দে পরিবেষ্টিত এবং যাঁহার কেলি-কাননের কিরণমালা ইন্দ্রের নন্দন-কাননকেও পরাভব করিয়াছে, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৩ ॥

প্রেমহেম-মণ্ডিতাত্ম-বন্ধুতাভিনন্দিতঃ
ক্ষৌণীলগ্ন-ভাল-লোকপাল-পালি-বন্দিত ।
নিত্যকালসৃষ্ট-বিপ্র-গৌরবালি-বন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি দাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দন ॥ ৪ ॥

প্রেমরূপ হেম-মণ্ডিত বন্ধুবর্গ যাঁহার অভিনন্দন করিতেছেন, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ভূতলে মস্তক অবনত করিয়া যাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন এবং যিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালাদি যথাসময়ে বিপ্রগণ ও গুরুবর্গকে প্রণাম করিয়া থাকেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৪ ॥

লীলয়েন্দ্র-কালিয়োষ্ণ-কংস-বৎস-ঘাতক-
স্তত্তদাত্ম-কেলি-বৃষ্টি-পুষ্ট-ভক্তচাতকঃ ।

বীর্য্যশীল-লীলয়াত্ত ঘোষবাসি-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি-দাস্যদোহস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৫ ॥

যিনি ইন্দ্র ও কালিয়ের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, কংস ও বৎসাসুরকে ধ্বংস করিয়াছেন, এবং যিনি সেই ইন্দ্রাদির গর্ব্ব-খণ্ডনাদি-রূপ কেলিসুধা-ধারা-বর্ষণ-দ্বারা স্বীয় ভক্তরূপ চাতকগণকে পরিপুষ্ট করিতেছেন, তথা যিনি স্বীয় শৌর্য্য-বীর্য্যাদি দ্বারা আভীরপল্লী-নিবাসী গোপগণকে আনন্দিত করিয়াছেন, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৫ ॥

কুঞ্জ রাসকেলি-সীধু-রাধিকাদি-তোষণ-
স্তত্তদাত্ম-কেলি-নর্ম্ম-তত্তদালি-পোষণঃ।
প্রেমশীল-কেলি-কীর্ত্তি-বিশ্বচিত্ত-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি-দাস্যদোহস্তু মে স বল্লবেন্দ্র নন্দনঃ ॥৬॥

যিনি কুঞ্জ মধ্যে রাসক্রীড়া-রূপ অমৃত-সিঞ্চনে শ্রীরাধিকার সন্তোষ বিধান করেন ও যিনি সেই স্বীয় রাসক্রীড়া-জনিত হাস্য-পরিহাসাদি-দ্বারা শ্রীরাধিকার সখীগণকে পরিতুষ্ট করেন এবং যাঁহার প্রেম, চরিত্র ও কেলি-সমূহের কীর্ত্তি-রাশি নিখিল জগজ্জনের মানস পবিত্র করিতেছে, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥৬॥

রাসকেলি-দর্শিতাত্ম-শুদ্ধভক্তি-সৎপথঃ
স্বীয়-চিত্র-রূপবেশ-মন্মথালি-মন্মথঃ ;
গোপিকাসু নেত্রকোণ-ভাববৃন্দ-গন্ধনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি-দাস্যদোহস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৭ ॥

যিনি রাসলীলা-সমূহ-দ্বারা ভক্তগণকে স্বীয় শুদ্ধভক্তিময় সৎপথ প্রদর্শন করিতেছেন, যাঁহার মনোহর রূপ ও বেশ দ্বারা মন্মথেরও মন মথিত হইতেছে এবং যিনি স্বীয় নয়ন কোণের বঙ্কিম দৃষ্টি-দ্বারা গোপিকাগণের হৃদয়ে বিবিধ ভাব-তরঙ্গ উদ্বেলিত করিতেছেন, সেই গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৭ ॥

পুষ্পচায়ি-রাধিকাভিমর্ষ-লব্ধি-তর্ষিতঃ
প্রেমবাম্য-রম্য-রাধিকাস্য-দৃষ্টি-হর্ষিতঃ।

রাধিকোরসীহ লেপ এষ হারিচন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রি দাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধা পুষ্প-চয়নার্থে আগমন করিলে যিনি তাঁহার অঙ্গ-স্পর্শের নিমিত্ত ব্যাকুল হন, প্রেমোৎপন্ন বামাভাব অর্থাৎ প্রতিকূলতা বশতঃ পরম রমণীয় শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিয়া যাঁহার আনন্দ-সাগর পরিবর্দ্ধিত হয় এবং যিনি শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে পরম সুগন্ধি ও পরম সুখ-জনক চন্দন-লেপ-সদৃশ, সেই গোপেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে স্বীয় পাদপদ্মের দাস্য দান করুন ॥ ৮ ॥

অষ্টকেন যস্ত্বনেন রাধিকাসু-বল্লভং
সংস্তবীতি দর্শনেঽপি সিন্ধুজাদি-দুর্ল্লভং।
তং যুনক্তি তুষ্টচিত্ত এষ ঘোষ-কাননে
রাধিকাঙ্গ-সঙ্গ-নন্দিতাত্ম-পাদ-সেবনে ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি এই অষ্টক-দ্বারা শ্রীরাধিকার প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে স্তব করেন, লক্ষ্মী প্রভৃতির পক্ষেও যাঁহার দর্শন সুদুর্ল্লভ, সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা সহ আলিঙ্গিত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় পরমানন্দময় শ্রীপাদপদ্ম-সেবনে নিযুক্ত করেন ॥ ৯ ॥

অপ্রাকৃত

শাস্ত্রে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই পাঁচটী অর্থ বর্ণিত আছে। বিভুসম্বিৎ ঈশ্বর, অণুসম্বিৎ জীব, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আশ্রয় দ্রব্যই প্রকৃতি, ত্রৈগুণ্যশূন্য জড়দ্রব্য কাল ও পুরুষ-প্রযত্ন-নিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদিশব্দ-বাচ্য কর্ম্ম। রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সম্মিলনে অব্যক্ত প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে গুণত্রয় উদ্ভূত, তাহাতেই নশ্বর জগৎ প্রকাশিত। এজন্য হরিবিমুখ অণু-সম্বিৎ বদ্ধজীবের ভোগ্য গুণত্রয়নির্ম্মিত জগৎ প্রাকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। যেখানে নশ্বরতা নাই, সেখানে জীবের ভোগবদ্ধ অনুভূতির অভাব। তথায় নিত্যধর্ম্ম প্রবল, প্রাকৃত গুণত্রয়ে অণুসম্বিৎ ধর্ম্মের মিশ্রভাব বর্ত্তমান। অবিমিশ্র অণুসম্বিৎ প্রাকৃত গুণ গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত অদ্বয়ভাবে মিশ্রিত হন না। যেখানে অণুসম্বিৎ গুণ সহ মিশ্রভাবাপন্ন তথায় উহা বদ্ধাভিমান ও নশ্বর-ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে নিত্যকাল বর্ত্তমান, অবিমিশ্র চেতন বর্ত্তমান। তথায় অণুচিদ্ধর্ম্মে অচিৎ গুণত্রয় স্পর্শ করিতে

অসমর্থ। অচিৎ শব্দের অর্থ অজ্ঞান, অর্থাৎ তাহাতে অবিমিশ্র চিৎএর লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। প্রাকৃত জগতে আনন্দ-ধর্ম্ম নিত্য নহে এবং অবিমিশ্র চেতনের অভাবপ্রযুক্ত তদ্বিপরীত গুণবিশিষ্ট। নশ্বর জগতের মিশ্রানন্দে প্রীতির পূর্ণাদর্শ নাই। প্রকৃতির অতীত রাজ্যে অর্থাৎ যথায় গুণত্রয় নাই, সেইস্থলে অখণ্ড নিত্যকাল অবিমিশ্র চেতন ধর্ম্ম ও নিরবচ্ছিন্ন অবিমিশ্র আনন্দ বর্ত্তমান। সেজন্য অপ্রাকৃত রাজ্যকে 'সচ্চিদানন্দ' অভিধানে প্রাকৃত জগতের দর্শনে সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়। প্রাকৃত জড়জগৎ গুণত্রয়ের লীলাভূমি হওয়ায় ইহা বদ্ধজীবের বিহার-ক্ষেত্র। এখানে বিভুচিৎএর সচ্চিদানন্দ প্রকাশত্রয়ের নিত্যকাল অবিমিশ্র চিদানন্দ প্রকাশিত নহে। এখানে খণ্ড-কালের অভ্যন্তরে, খণ্ডদেশের মধ্যে, খণ্ড পাত্র রূপে যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে অপ্রাকৃত বস্তুর সম্যক্ ধারণা করাইতে অসমর্থ। এজন্যই প্রকৃতির অন্তর্ভূক্ত দেশকে মায়িক এবং প্রকৃতির বহির্ভূত অবকাশকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া প্রচারিত আছে। বদ্ধ-জীব বাহ্যজ্ঞানে বৈকুণ্ঠবস্তুর ধারণা করিতে অসমর্থ। কিন্তু বহিঃপ্রজ্ঞা-দ্বারা অচিজ্জগতের অন্যতম দৃশ্যবস্তুজ্ঞানে বৈকুণ্ঠবস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার প্রয়াস পরিহার করিলে তাহার সুপ্ত অবিমিশ্র অণুসম্বিৎ নিত্যাধিষ্ঠানে বৈকুণ্ঠ দর্শন হইতে পারে। বৈকুণ্ঠবস্তুতে পূর্ণ চিদ্ধর্ম্ম অবস্থিত হওয়ায় অচিৎএর ন্যায় তাহার স্বতঃকর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। বদ্ধজীব মহত্তত্ত্ব হইতে নিঃসৃত অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃত জগতের সহিত পঞ্চতন্মাত্রযোগে অনিত্য সম্বন্ধে ধাবিত হয়। সে সময়ে অণুসম্বিতের কেবলাবৃত্তি ভগবৎসেবা সুপ্ত থাকায় তদভাববৃত্তিতে কর্ম্ম ও জ্ঞান-পথে বিচরণ করিয়া যথাক্রমে ভোগ বা ত্যাগে লিপ্ত বা উদাসীন হয়। অচিৎ ভোগ বা অচিৎ ত্যাগ এই বৃত্তিদ্বয়কে কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ অভক্তি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়েই মায়িক বৃত্তি। ভক্তিই একমাত্র বৈকুণ্ঠবৃত্তি। ভক্তিতে অণুসম্বিদের ভোগবৃত্তি ও ভোগ-ত্যাগবৃত্তি নাই। তাহার ভোগ বা ত্যাগ-বৃত্তির পরিবর্ত্তে নিত্য ভোগ্যবুদ্ধি ও বিভুসম্বিতে ভোক্তৃবুদ্ধি প্রবল। যে নিত্যকাল চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠে বিভুসম্বিতরূপে নিত্য-ভোক্তা নিত্য অবিমিশ্র অণুসম্বিৎ জীবকে ভোগ করেন তাহা নশ্বর স্বর্গ বা কর্ম্মভূমি নহে, অথবা ত্যাগপর নির্ব্বিশেষ রাজ্য নহে। সেই দেশের নাম অপ্রাকৃত বা বৈকুণ্ঠ।

অপ্রাকৃত দেশকে পরব্যোম বলে। প্রাকৃত দেশকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। প্রাকৃতকালকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানাত্মক খণ্ডকাল বা নশ্বর ধর্ম্মবিশিষ্ট বলে। অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠের কাল অখণ্ড বা নিত্য অর্থাৎ তথায় ভূতভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিবিধ খণ্ডকালের যুগপৎ অবস্থান। অপ্রাকৃত পাত্র অদ্বয় বিভুসম্বিৎ ও অসংখ্য অণুসম্বিৎ। প্রাকৃত পাত্র অসংখ্য গুণত্রয়বিপন্ন অণুসম্বিৎ।

অণুসম্বিদের ধর্ম্মে নিত্য অণুসম্বিৎ অধিষ্ঠান আছে। অণুত্ব-প্রযুক্ত প্রাকৃত জগতে আসিবার যোগ্যতা খণ্ডকালের অভ্যন্তরে সিদ্ধ। নশ্বর জগতে বদ্ধাভিমান তাহার নিত্যকালের জন্য নহে, যেহেতু জড়ব্যোম নশ্বরতা ধর্ম্মের অবস্থান হেতু ভোক্তা বদ্ধজীবের প্রতীতিতে কালপ্রভাবে উহা পরিবর্ত্তনশীল। পরব্যোমের দ্রষ্টা নিত্যধর্ম্মবিশিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনশীল। প্রাকৃত রাজ্যে প্রত্যেক অণুসম্বিৎ জীবই অজ্ঞানতা বশতঃ বিভুসম্বিদের স্বায়ত্তীকৃত ভোক্তৃধর্ম্মে চেষ্টাবিশিষ্ট, কিন্তু অণুত্বপ্রযুক্ত বৈভবশক্তির অভাবে পরিভূত। সেই অপ্রাকৃত রাজ্যকে কৃষ্ণের বিহারস্থলী বৃন্দাবন বলে। তথায় পাত্ররাজ ব্রজেন্দ্রনন্দন হ্লাদিনীসার-সমবেত-বিগ্রহ বৃষভাণু-নন্দিনীর সহিত চিদ্বিলাসবিশিষ্ট হইয়া অনন্ত স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ পার্ষদ অণুসম্বিৎগণের দ্বারা নিত্যকাল সেবিত। সেব্য বিষয়জাতীয় বিভুসম্বিৎ এবং স্বাংশ আশ্রয়জাতীয় বিভুসম্বিৎশক্তি নানা প্রকারে পাঁচটী রস বিস্তার করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধামের ন্যায় নীরসতা তথায় নাই, পরন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময়রস পূর্ণমাত্রায় বিলাসবিশিষ্ট। প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা অপ্রাকৃতের ধারণা অসম্ভব। ভগবানের এক পাদ বিভূতি হইতে প্রাকৃত জগৎ এবং ত্রিপাদ বিভূতি হইতে অপ্রাকৃত জগৎ। সুতরাং এক পাদ-দ্বারা ত্রিপাদ-বৈভব আয়ত্বাধীন হয় না।

প্রাকৃত জগতে অণুসম্বিৎ জীব দেহ ও মনের দ্বারা আচ্ছন্ন। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত জগতে স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিদ্বয় দ্বারা অণুসম্বিদের নয়ন আবরণ করিয়াছে। দেহ ও মনের বৃত্তিদ্বারা ভ্রমণ করিতে গেলে কর্ম্ম ও জ্ঞান-রাজ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতে বদ্ধজীবের প্রাকৃত দর্শন ঘটে। কর্ম্মজ্ঞানাবরণ-মুক্ত হইলে অণুসম্বিৎ জীব কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া বিভুসম্বিৎ কৃষ্ণের অনুকূলভাবে অনুশীলন করেন। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান অণুসম্বিৎ জীবকে প্রতিকূলভাবে কৃষ্ণানুশীলন করায়। সেজন্য অনাত্মমার্গরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। নিত্য আত্মবৃত্তির অনুসরণীয় পথই ভক্তিপথ। তাহা অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে অবস্থিত, কৃষ্ণসেবা বিস্মৃতি ফল জীবের ভোগময়ী

ও ত্যাগময়ী প্রবৃত্তি পুনরায় অবিমিশ্র অণুসম্বিৎ কৃষ্ণসেবন-বৃত্তি ও কৃষ্ণ-সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া অপ্রাকৃত ভক্তিপথে চলিতে থাকিলে প্রাকৃত-সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হইয়া উঠেন। প্রাকৃত কর্ম্ম বদ্ধজীবের দেহ-মনের প্রাপ্য। প্রাকৃত নির্ব্বিশেষজ্ঞান জ্ঞান জীবের দেহ ও মনের ধ্বংসবিষয়ক আত্মার ধর্ম্মে অবিমিশ্র অপ্রাকৃত অবস্থিত। বিভুত্ব ও অণুত্ব বিচারে সেই আত্মবস্তু বিলাসময়। তাদৃশ বিলাসে কোনপ্রকার প্রাকৃত, হেয়, পরিচ্ছিন্ন ও অনিত্য ভাব নাই। প্রাকৃত রাজ্যে ঐগুলিই অবস্থিত। অণুসম্বিৎ জীবের অপ্রাকৃত সহজধর্ম্মে ভক্তি—প্রেমভক্তি আছে। অণুসম্বিদের প্রাকৃত জগতে অবস্থান-প্রাকৃত সহজধর্ম্ম তাহার অপ্রাকৃত বুদ্ধিকে আবরণ করে। অপ্রাকৃত গুরু অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে বদ্ধজীবকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তখনই অপ্রাকৃত বিবেক উদিত হয়। অপ্রাকৃত বিবেকাভাবে জীব প্রাকৃতবিবেকানন্দে থাকেন।

—জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর**

সাধুবৃত্তি

সাধু-বৃত্তি প্রবন্ধের আলোচ্য-বিষয়

'উৎসাহ', 'নিশ্চয়' 'ধৈর্য্য', 'তত্তৎ-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তন' ও 'সঙ্গ-ত্যাগ'-বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ প্রবন্ধ পূর্ব্বে লিখিয়াছি। সম্প্রতি 'সাধু-বৃত্তি'-বিষয়ে এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে। গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী-বৈষ্ণব-ভেদে সাধু দুই প্রকার। সেই সাধুদিগের যে বৃত্তি অবলম্বিত হইবে, তাহা গৃহস্থ ও গৃহত্যাগীর উপযোগী বৃত্তি পৃথক্ হইলেও কতকগুলি বৃত্তি উভয়ের উপযোগী, তাহাও পৃথক্‌রূপে বিবেচিত হইবে।

বৃত্তি দুই প্রকার—প্রবৃত্তি ও জীবন; তন্মধ্যে স্বভাব-জনিত বৃত্তিই ধর্ম্ম

'বৃত্তি'-শব্দের দুই অর্থ, অর্থাৎ 'প্রবৃত্তি' ও 'জীবন'। 'স্বভাব'কেই প্রবৃত্তি বলা যায়। সেই স্বভাব-জনিত প্রবৃত্তিই জীবের ধর্ম্ম। সপ্তম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে (৩১ শ্লোকে) বলিয়াছেন,—

প্রায়ঃ স্বভাব-বিহিতো নৃণাং ধর্ম্মো যুগে যুগে।
বেদ-দৃগ্‌ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ কর্ম্মকৃৎ॥

সেই স্বভাব-জাত বৃত্তিতে বর্ত্তমান থাকিয়া মনুষ্য জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে, নির্গুণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারেন। অন্যথা অধর্ম্মে পতিত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না। সপ্তমে বলেন,—

বৃত্ত্যা স্বভাব-কৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥ (ভাঃ ৭।১১।৩২)

নির্গুণতার নামই ভক্তি

নির্গুণতা শব্দে ভক্তিকে বুঝায়। যথা একাদশে,—

তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্ভবম্।
গুণ-সঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্ত বিচক্ষণাঃ॥ (ভাঃ ১১।২৫।৩৩)

'নির্গুণং মদপাশ্রয়ং'—এই ভগবদ্বাক্য হইতে স্থির হইয়াছে যে, ভক্তি হইতে যাহা কৃত হয়, তাহাই নির্গুণ।

রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্ব-সংসেবয়া মুনিঃ।
সত্ত্বঞ্চাভিজয়েৎ যুক্তো নৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ॥ (ভাঃ ১১।২৫।৩৪-৩৫)

নির্গুণ হইবার উপায়

অতএব সাত্ত্বিক দ্রব্য, ক্রিয়া, কাল, দেশ সমুদায়ে ভগবদ্ভক্তি সংযুক্ত করিয়া জীবন-যাত্রা করিতে পারিলে মনুষ্য নির্গুণ হইতে পারেন। সাত্ত্বিক-প্রবৃত্তিতে মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার এবং সেই অধিকারে স্থিত হইয়া জীব ক্রমশঃ নির্গুণ হইয়া থাকেন। মনুষ্যদিগের সাধারণ সাত্ত্বিক-প্রবৃত্তি সপ্তম স্কন্ধে (ভাঃ ১১।৮।১২) কথিত হইয়াছে। যথা,—সত্য, দয়া, তপঃ, শৌচ, তিতিক্ষা (সহ্য-গুণ), ঈক্ষা (যুক্তাযুক্ত-বিবেক), শম (মনের সংযম) দম (ইন্দ্রিয়-দমন), অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায় (জপ), সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শী জনের সেবা, গ্রাম্য-কথা হইতে নিবৃত্তি, বিপর্য্যয়-ইহেক্ষা (নিষ্ফল-তর্ক-নিবৃত্তি), বৃথালাপ নিবৃত্তি, আত্মবিমর্শন (আত্মা ও অনাত্মা-বিচার), অন্নাদির বিভাগ, সকল-লোকে ভগবৎ-সম্বন্ধ-বুদ্ধি, তথা ভগবৎ-শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা, নতি, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন।

চারি প্রকার বর্ণ ও চারি প্রকার আশ্রমের ধর্ম্ম ও গুণ

এই ত্রিশটি প্রবৃত্তির তারতম্য অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিপ্রকার বর্ণ এবং গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই চারি-প্রকার আশ্রম হইয়াছে। যথা একাদশে,—

ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা, তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ।
গৃহিণো ভূত-রক্ষেজ্যা, দ্বিজস্যাচার্য্য-সেবনম্ ॥ (ভাঃ ১১।১৮ ৪২)

শম ও অহিংসা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তপ ও ঈক্ষা বাণপ্রস্থের ধর্ম্ম। ভূত-রক্ষা ও পূজা গৃহীর ধর্ম্ম। গুরুসেবা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। বর্ণ চতুষ্টয়ের জীবন-বৃত্তি এইরূপে সংক্ষিপ্তে লিখিত হইয়াছে,—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ—এই ছয়টী ব্রাহ্মণের কর্ম্ম. তন্মধ্যে অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ-দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া উচিত। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি—প্রজা-পালনে দণ্ড, শুল্কাদি-দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য—বৈশ্যের বৃত্তি। কেবল দ্বিজ-শুশ্রূষাই শূদ্রের জীবিকা। সঙ্কর-জাতির কুল-প্রচলিত বৃত্তিই জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়।

দেহ-মনকে ভজনের অনুকূল করার নিয়ম

এই-সমস্ত ভাগবত-সিদ্ধান্ত হইতে বুঝিতে হইবে যে, মানবগণের এ জগতে অবস্থিতি-কাল-পর্য্যন্ত হরিভজনই একমাত্র উদ্দেশ্য—আর কোন উদ্দেশ্য নাই। স্থূলদেহ ও লিঙ্গদেহকে ঐ ভজনের অনুকূল করিতে না পারিলে ভজন হইতে পারে না। সেই দেহ-দ্বয়ের আনুকূল্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে কতকগুলি ব্যবস্থার প্রয়োজন। প্রথমে স্থূলদেহের সংরক্ষণার্থে গৃহ-দ্বার, বস্ত্র দ্রব্য ও অন্ন-পানাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়। লিঙ্গদেহের উন্নতির জন্য সদ্বিদ্যা ও সদ্বৃত্তির প্রয়োজন। দেহদ্বয়কে সম্পূর্ণরূপে ভক্তির অনুকূল করিতে হইলে, তাহাদের নির্গুণ-স্থিতির প্রয়োজনতা। অনাদি-কর্ম্মফলে জীবের যে স্বভাব ও বাসনা জন্মে, তাহাতে সত্ত্ব-রজ-তম—এই তিন গুণের মিশ্রভাব অবশ্য থাকে। প্রথমে সত্ত্ব-গুণের সমৃদ্ধি-দ্বারা রজ-তম-গুণদ্বয়কে খর্ব্ব ও পরাজিত করিয়া সত্ত্বের প্রাধান্য স্থাপন করা উচিত। সেই সত্ত্বকে ভজনের সম্পূর্ণ অধীন করিতে পারিলে তাহাই নির্গুণ হয়। এই ক্রম-অবলম্বন-দ্বারা ভজন-যোগ্য দেহ, মন ও অবস্থা সাধিত হয়।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা

আদৌ মানবের স্বভাব-জনিত দোষ-গুণের মধ্যে অবস্থিতি-কালে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা। **বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূল তাৎপর্য্য এই যে,—মানব ক্রমে ক্রমে তদবলম্বনে ভজন করিবার যোগ্য হইবেন।** শ্রীমন্মহাপ্রভু নিম্নলিখিত ভাগবত-শ্লোক সনাতনকে বলিয়াছিলেন,—

মুখ-বাহূরু-পাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্-ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ। (ভাঃ ১১।৫।২-৩)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হরিভজন, নচেৎ তাহা নিষ্ফল

যখন রামানন্দ বলিলেন যে, সাধ্য-সাধন বিধি এই,—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ-কারণম্ ॥ (বিঃ পুঃ ৩।৮।৯)

তখন শ্রীমহাপ্রভু এই বিধিকে 'বাহ্য' বলিয়া তদপেক্ষা উচ্চ সিদ্ধান্ত বলিতে বলেন। মহাপ্রভুর তাৎপর্য্য এই যে,—হে রামানন্দ! স্থূল-লিঙ্গ-দেহকে নিয়মিত করিবার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। যদি কেহ কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া হরিভজন না করে, তবে তাহার কি লাভ হইল? সুতরাং বর্ণাশ্রম-বিধি বদ্ধজীবের একমাত্র শুদ্ধ-জীবনোপায় হইলেও তাহা 'বাহ্য'। যথা,— ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ (ভাঃ ১।২।৮)

দেহ-ত্যাগ-পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনীয়

ইহা দ্বারা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না যে, মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে দূরে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। যদি তাহাই হইত, তবে তাঁহার জীবন-লীলায় গৃহস্থ-অবস্থায় গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস-অবস্থায় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া তিনি সর্ব্বজীবকে শিক্ষা দিতেন না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যাবদ্দেহ অবশ্য আশ্রয়ণীয়; কিন্তু, তাহা সর্ব্বদা ভক্তির সম্পূর্ণ অধিকারে ও অধীনে থাকিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম 'পরোধর্ম্মের' ভিত্তি স্বরূপ। 'পরোধর্ম্মের' পরিপক্কতা হইলে উপেয়-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপায়ের ক্রমশঃ অনাদর হয়। আবার, দেহ-ত্যাগের সহিত তাহা পরিত্যক্ত হয়।

রামানন্দ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকের শেষার্দ্ধে আছে যে, "বিষ্ণু-রারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষ-কারণম্।" তাহাতে জানিতে হইবে যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবম্বন ব্যতীত সংসারী জীবের হরি-ভজনের অনুকূল আর কোন জীবন-যাপন পন্থা নাই। ইহাকে ভক্ত-জীবনের একমাত্র পন্থা বলা যায়।

জন্মের দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হয় না—
স্বভাবের দ্বারা হয়

মানব স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সঙ্কর ও অন্ত্যজ—এই কয়-ভাগে বিভক্ত। কোন দেশে বর্ণাশ্রম স্পষ্টরূপে না থাকিলেও অঙ্কুররূপে আছে। যাহার যে স্বভাব, তাহার সেই বৃত্তি ও তদনুসারে তাহার জীবিকোপায় হইয়া থাকে। অন্যের বৃত্তি ও অন্যের জীবিকা অবলম্বন করিলে অমঙ্গল হয়, এমত কি, হরিভজনের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। **জন্মই ইহাতে একমাত্র কারণ নয়। স্বভাবই একমাত্র কারণ।** সপ্তম স্কন্ধে লিখিয়াছেন,— যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।

যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥ (ভাঃ ৭।১১।৩৫)

শ্রীধরস্বামী টীকায় বলিয়াছেন,—**শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি-ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতি-মাত্রাদিত্যাহ যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, ন তু জাতি-নিমিত্তেনেত্যর্থঃ।**" এতদ্ভূত সনাতন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সর্ব্বদা অবলম্বনীয়। ইহা প্রায়ই ভক্তির উপযোগী। চতুর্ব্বর্ণ ও সঙ্কর-জাতি—সকলেই সাত্ত্বিক স্বভাবকে উন্নত করিতে যত্নাগ্রহ করিবেন। অন্ত্যজ ব্যক্তির যদি কোন সুকৃতি-ক্রমে ভাগ্যোদয় হয়, তবে শূদ্রাচারে থাকিয়া সত্ত্ব-গুণের উন্নতি সাধন করিবে। সকলেই সাধুসঙ্গ-কৃপায় ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়া উন্নত সত্ত্বকে নির্গুণ-অবস্থায় আনিবেন। ইহাই সনাতন ধর্ম্মের ক্রম। ভক্তি থাকিলে সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম, ভক্তি না থাকিলে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণেরও জীবন বৃথা।

পূর্ব্বাপর আচার-মধ্যে পরবর্ত্তী মহাপ্রভুর
শিক্ষাচারই গ্রহণীয়

একটী কথা এস্থলে উদাহৃত হউক। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন,— "মহাজনের যেই পথ, তা'তে হব অনুরত, **পূর্ব্বাপর** করিয়া বিচার।" শ্রীমহাপ্রভুর আগমনের পূর্ব্বে যে-সকল ঋষি প্রভৃতি মহাত্মাগণ আচরণ শিক্ষা দিয়াছেন, সে-সকলকে পূর্ব্ব-মহাজনের আচার দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তী মহাজনের আচার। **পরবর্ত্তী আচারই শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয়।** জীব-শিক্ষার জন্য প্রভু ও প্রভুর অনুগত জনের যে আচার, তাহাই সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয়।

গৃহস্থের ব্যবহার ও বৃত্তি—(ক) বিবাহ ও কুটুম্ব-ভরণ

সদ্-বৃত্তি কি ?—ইহা জানিতে হইলে, শ্রীচৈতন্যের অনুগত-জনের আচার দ্রষ্টব্য। যতদূর পারি, তাহা সংক্ষেপে এই প্রবন্ধে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব। আদৌ গৃহস্থের ব্যবহার ও বৃত্তি যাহা প্রভু ও প্রভু-ভক্তের চরিতে পাওয়া যায়, তাহা লিখিতেছি,—

ভজনের সহায়-স্বরূপ গৃহস্থ-ব্যক্তির গৃহিণী-সংগ্রহ। প্রভু বলিলেন,—

গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহ-ধর্ম্ম।
গৃহিণী বিনা গৃহ-ধর্ম্ম না হয় শোভন ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৪।২৫-২৬)

গৃহিণীর সহিত ধর্ম্ম-সংসার করিতে গেলেই কৃষ্ণের দাস-দাসীরূপ পুত্র-কন্যার উদয় হয়। তাহাদিগকে প্রতিপালন করার নাম কুটুম্ব-ভরণ। এই-সব কার্য্যে ধর্ম্মের সহিত অর্থ-সঞ্চয়ের প্রয়োজন। তৎসম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—প্রভু বলে,—"পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার ?" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৪১)
'গৃহস্থ' হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৯৫)

(খ) গৃহস্থের বিদ্যা-শিক্ষা ও অতিথি-সেবা

উপযুক্ত বয়সে বিদ্যা-শিক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু, বহির্ম্মুখ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করা উচিত নয়। প্রভু বলিলেন,—

পড়ে কেনে লোক ?—কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল, তবে বিদ্যায় কি করে ॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১২।৪৯)
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥
* * * * * *
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।২৪১-২৪২)

'অতিথি-সেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম'—ইহা প্রভুর আজ্ঞা,—

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
"অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূল-কর্ম্ম ॥
অকৈতবে চিত্তসুখে যা'র যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি' অতিথিতে ভক্তি ॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।২১, ২৬)

(গ) গৃহস্থ সরলতা, গুরুজন-সেবা, বৈরাগ্য এবং পরোপকার শিক্ষা করিবে

সকলের সহিত গৃহস্থ 'সরল'-ব্যবহার করিবেন ; কুটী-নাটী, কপটতা কোনপ্রকারে হৃদয়ে রাখিবেন না। প্রভু কহিলেন,—

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটী-নাটী পরিহরি' একান্ত হইয়া ॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৪২)

গুরুজনের সেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। প্রভু কহিলেন,—

গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ-মাতৃ সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হ'বেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৪।২০)

গৃহস্থ বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হৃদয়ে শিক্ষা করিবেন, কিন্তু বেশাদির দ্বারা বৈরাগী সাজিবেন না। প্রভু বলিলেন,—

স্থির হইয়া ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৭-২৩৯)

পর-উপকার ধর্ম্ম গৃহস্থের নিতান্ত কর্ত্তব্য। প্রভু বলেন,—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম-সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৯।৪১)
নাচ, গাও, ভক্ত-সঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৭।৯২)

ইহাতে ভক্তি-আলোচনা-কার্য্যে কপট-সঙ্গ নিষেধ হইয়াছে। **নগর-কীর্ত্তনেও শুদ্ধ-ভক্ত-সঙ্গে নৃত্য-গীতের উপদেশ। অভক্ত-সঙ্গে কীর্ত্তনাদি না করা প্রয়োজন।** (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

কোন্ নামের মহিমা অপার ?

কোন্ নামের অপূর্ব্ব মহিমা,
গেয়ে গেছেন বেদ-পুরাণ ?
কোন্ নামের গুণেতে হয়,
ত্রিতাপ জ্বালার নিবারণ ?
কোন্ নাম বলি 'ব্যাঘ্র' নাচে,
হিংসা ত্যজি অনিবার ?
সে' নাম ভাই ভগবানের,
রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

কোন্ নামেতে পাষাণ গলে,
দ্রবীভূত হয় সবার মন ?
কোন্ নাম বলি' বীর হনুমান,
করলেন ভাই লঙ্কাদাহন ?
যবন হয়েও হরিদাস ঠাকুর,
কোন্ নাম বলেন বারম্বার ?
সে' নাম ভাই ভগবানের,
রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

কোন্ নামেতে মত্ত হলেন,
স্বয়ং প্রভু ভগবান ?
কোন্ নাম ল'য়ে ভক্তবৃন্দ,
জগতে করেন প্রেমদান ?
কোন্ নাম বলি' ধ্রুব-প্রহ্লাদ,
ধরায় হলেন চির অমর ?
সে' নাম ভাই ভগবানের,
রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

কোন্ নামের মহিমা ভাই,
(প্রভু) উপদেশিলে অর্জ্জুনে ?
কোন্ নাম ভাই বীণাযন্ত্রে,
নারদ ঋষি গান রাত্রি-দিনে ?
সত্যভামা-ব্রতের সময় ;
শ্রেষ্ঠতা হলো কোন্ নামের ?
সে' নাম ভাই ভগবানের,
রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

কোন্ নামের মধুর মহিমা ;
অনন্ত গায়েন সহস্রমুখে ?
কোন্ নাম ভাই সবাই স্মরেণ,
যখন পড়েন প্রচুর দুঃখে ?
ব্রহ্মা-শিব ধ্যান করেন ভাই ;
অহর্নিশি কোন্ নামের ?
সে' নাম ভাই ভগবানের,
রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

কোন্ নামের আকর্ষণে (ব্রজের) গোপী.
আত্মীয়-স্বজনে করল ত্যাগ ?
কোন্ নামেতে পাগল হয়ে,
(রাধারাণী) মাথায় নিল কলঙ্কের ভাগ ?
কোন্ নামের প্রভাবে ভাই ;
ভক্ত' রূপ লভেন প্রভুর ?
সে' নাম ভাই ভগবানের,
রাম হরি শ্রীকৃষ্ণের ॥

—শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যার পর)

জীবের স্বরূপ ও মায়াভিনিবিষ্ট হওয়া সম্পর্কে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হয়েছে,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তাঁরে দেয় সংসার-দুঃখ।"

নবযোগেন্দ্রর অন্যতম কবি বলেছেন,—"দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ ঈশাদপেতস্য" অর্থাৎ—"ঈশ্বর-বৈমুখ্য দোষে ঈশ্বর-বিষয়ক অজ্ঞান হেতু জীবের সংসার প্রাপ্তি। জীবশক্তি তটস্থা। তট নিতান্ত সূক্ষ্ম স্থান—তট তো আশ্রয় স্থান নয়। তটের একদিকে চিদ্‌জগৎ অন্যদিকে জড় জগৎ। তটস্থ জীবের স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন স্বতন্ত্রতা হেতু তা'কে একদিকে ঝুঁকে পড়্‌তে হ'ল; চিজ্জগৎ অথবা জড় জগতের দিকে আশ্রয় নিতে হ'ল। ভগবান্ জীবের এই স্বতন্ত্রতায় বাধা দেন না। সৃষ্টির প্রথমে কোন জীবেরই কর্ম্ম ছিল না। চিজ্জগৎ ও জড়জগতের মধ্যস্থান তটস্থ সন্ধিস্থলে অবস্থানের জন্যই জীবের কর্ম্মবাসনার উদয় হ'ল। চিজ্জগতে আশ্রিত জীবগণ নিত্যমুক্ত; আর জড়জগতে আশ্রিত জীবগণ নিত্যবদ্ধ। জীবের যেহেতু চেতনা-শক্তি রয়েছে তাই সে কামনার বশীভূত হয়ে পড়্‌ল। নিত্য মুক্তপুরুষগণ ভগবৎ-সেবাকামী হয়ে গোলোক-বৈকুণ্ঠে ভগবৎ-সেবায় নিমগ্ন হ'লেন; তাঁরা বিশুদ্ধ চিন্ময় এবং নিত্যকাল চিজ্জগতেই অবস্থান করে ভগবৎপার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায় গরুড়াদি ভক্তগণ নিত্য-মুক্ত তটস্থ জীবরূপে ভগবদ্ধামে বিরাজ করছেন। তাঁদের ভগবৎ-প্রীতিমূলা কামনা নিষ্কাম—সে-কামনার মধ্যে নিজের ইন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা বা কোন ইতর কামনা নেই। মায়াশক্তি সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই জানেন না এবং মায়াশক্তির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকারও নেই। তবে মুক্তপুরুষগণ বা ভগবদ্ভক্তগণ এই ভূলোকে বদ্ধজীবকে ভগবৎ উন্মুখ করার জন্যই ভগবৎ আদেশে মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হ'ন। নিত্যমুক্ত জীবের সংজ্ঞায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় কৃত "জৈবধর্ম্ম" গ্রন্থে উক্ত হয়েছে,—"যে সকল জীব মায়াবদ্ধ হ'ন নাই—তাঁহারা নিত্যমুক্ত। তাঁহারাও দুই প্রকার—ঐশ্বর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীব ও

মাধুর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীব। ঐশ্বর্য্যগত—নিত্যমুক্ত জীবেরা পরব্যোম্পতির পার্ষদ এবং পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণের কিরণ-কণ। মাধুর্য্যগত নিত্যমুক্ত জীবগণ গোলোক-বৃন্দাবননাথের পার্ষদ; তাঁহারা ভদ্ধামস্থ বলদেবের কিরণ-কণ।"

নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধজীব—উভয়েই অণুচেতন। অণুচেতনের ধর্ম্ম—পূর্ণচেতন ভগবানের সেবা করা। নিত্যমুক্ত জীবগণ ভগবৎ সেবোন্মুখ হওয়ায় ভগবানেয় চিচ্ছক্তি বিলাসের অনুগৃহীত। কিন্তু নিত্যবদ্ধ জীবগণ ভগবানের সেবায় পরাঙ্মুখ হওয়ায় তাঁরা অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির সহায়তা পেল না; ফলে বহিরঙ্গা বৃহৎশক্তি মায়ার কবলে কবলিত হ'ল। বদ্ধ-দশাপ্রাপ্ত জীবগণ ভগবৎ সেবা না ক'রে পুণ্য, অর্থ, কামিনী, প্রতিষ্ঠা, মোক্ষ প্রভৃতি অনিত্য মায়িক বিষয়গুলির প্রতি কামনা করে বস্‌ল। নিজ স্বার্থের জন্য কামনা—সকাম-কামনা,—এ তো নেহাৎ ইতর কামনা। নিত্যবদ্ধ জীবেরা ভগবানের কিরণ-কণ ও নিত্য কিঙ্কর হ'য়েও পরমাত্মারূপী কৃষ্ণের নিত্য-সেবার গুরুত্ব বুঝ্‌তে পারেন না; ভগবৎ-সেবা বাদ দিয়ে অন্য কাজকেই বড় বলে মনে কর্‌ল। জীব ভগবানের অধীন হ'য়েও নিজের স্বতন্ত্রতার প্রয়োগ করে যে যে-কার্য্য কর্‌তে লাগ্‌ল, সেই সেই কার্য্যের সুখ-দুঃখ অনুভবের কর্ত্তা বা হেতু-কর্ত্তা হ'ল।

বদ্ধ দশাপ্রাপ্ত জীব স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগে জড়মায়া কর্ত্তৃক পরিচালিত

ভগবান্ অন্তর্য্যামীসূত্রে জীবের হৃদয়ে অবস্থান কর্‌লে তিনি সাক্ষাদ্ভাবে নিজ কর্ত্তৃত্বে বদ্ধজীবকে চালনা করেন না। বদ্ধজীব তো ভাল-মন্দ কাজ করে থাকে। ভগবান্ যদি নিজ কর্ত্তৃত্বে জীবকে চালনা কর্‌তেন তা'হলে তো জীব পাপকার্য্য কর্‌ত না, শুধু ভগবৎ সেবাই কর্‌ত। কেননা পরম পবিত্র সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ কখনও পাপ-কার্য্য বা অসৎ কার্য্য করাতে পারেন কি? যন্ত্রচালক যেমন যন্ত্রের কল টিপে চালিয়ে দেয়, তেমনি ভগবান্ যদি জীবকে স্বতন্ত্রতা না দিয়ে জড়যন্ত্রবৎ নিজের আয়ত্তে পরিচালনা করতেন, তা'হলে জীবকে আবার তাঁর শরণ গ্রহণ কর্‌বার জন্য গীতাশাস্ত্রে "ত্বমেব শরণং গচ্ছ",—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—" প্রভৃতি শ্লোকে উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হ'ত না। বেদ, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে ভগবান্ জীবকে তাঁর সেবা কর্‌বার জন্য কত উপদেশ দিয়েছেন। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর ভক্ত অর্জ্জুনকে বলেছেন,—

"স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥"

অর্থাৎ—"হে কৌন্তেয়! মোহবশতঃ তুমি এক্ষণে যে কর্ম্ম কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছ না, স্বভাবজাত স্বকর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে অবশভাবেই তাহা কর্‌তে প্রবৃত্ত হবে।"

উক্ত শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান্ স্বয়ং জানাচ্ছেন যে, জীবের কর্ম্ম করা বা না করার স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং স্বাধীন ইচ্ছা আছে বলেই জীব স্বতন্ত্রতা বৃত্তির অবশ্যই অধিকারী। উক্ত শ্লোকে "স্বেন কর্ম্মণা" শব্দে জীবের স্বভাবজাত নিজ কর্ম্মে থাকার জন্য জীব আদৌ অস্বতন্ত্র বস্তু নয় বলেই প্রতিয়মান হচ্ছে। অতঃপর উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান্ বল্‌ছেন,— "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

অর্থাৎ—"হে অর্জ্জুন! পরমাত্মা সর্ব্বান্তর্য্যামী যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় সকল জীবকে মায়ার দ্বারা বিভিন্ন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থান কর্‌ছেন।"

বর্ত্তমান শ্লোকটির সহিত পরবর্ত্তী শ্লোকের সঙ্গতি রেখে বিচার কর্‌লে বুঝা যায় যে, ভগবান্ পরমাত্মারূপে সকল বদ্ধজীবের হৃদয়েও আছেন সত্য; কিন্তু তিনি সকল বদ্ধজীবকে নিজের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বে পরিচালনা না করে নিজ মায়া-শক্তির দ্বারা জীবের পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলানুসারে বিভিন্ন ভাবী কর্ম্মে নিয়োজিত করে থাকেন এবং জীব অবশভাবে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় নিজ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে থাকেন। অতএব বদ্ধজীব ভগবানের ইচ্ছায় জড়-মায়ার দ্বারাই ভ্রামিত বা পরিচালিত হয়ে থাকে; বদ্ধজীবের পক্ষে ভগবান্ কর্ত্তৃক সাক্ষাদ্ভাবে পরিচালিত হ'বার সৌভাগ্য মিলে না।

এক্ষণে জীব হেতু-কর্ত্তা ও জীব-হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মারূপী ভগবান্ প্রযোজক কর্ত্তা। জীবের কর্ম্মফলানুসারে ভগবান্ জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করায় ভগবানের বৈষম্য দোষ হয় না। যথা বেদান্তসূত্রে,—

"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন কর্ম্মসাপেক্ষত্বাৎ"

অর্থাৎ—"ভগবানে বৈষম্যজনিত দোষ স্পর্শ করতে পারে না। যেহেতু কর্ম্মফলদাতা ভগবান্ কর্ম্মফলানুসারে জীবকে সুখ-দুঃখ প্রদান করে থাকেন, তাহাতে প্রযোজক কর্ত্তা ভগবানের দোষারোপ কিরূপে সম্ভব হ'তে পারে?"

আমরা ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় নিজ নিজ কর্ম্মফলের প্রাপ্য বস্তু পাচ্ছি। শ্রীমদ্-ভাগবতে নন্দ মহারাজ ভক্ত উদ্ধবকে বলেছিলেন,—

"কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈর্রতি র্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥" (ভাঃ ১০।৪৭।৬৭)

অর্থাৎ—"ঈশ্বরের ইচ্ছায় কর্ম্মফলে যে কোন স্থানে ভ্রমণ করি না কেন,—যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও দান দ্বারা তোমাদের সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যেন আমাদের রতি থাকে।"

ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতে পাই,—"স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্"—অর্থাৎ "জীব স্বীয় (স্বকৃত) কর্ম্মের ফল ভোগ করে।"

কর্ম্মবদ্ধ জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপব্যবহার করে আত্মেন্দ্রিয় তর্পণের পথে নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হ'ল। পরমাত্মা ভগবানের সেবাই যে আত্মবৃত্তি, তাহা ভুলে গিয়ে অনাত্ম বস্তু দেহ-মনকে তথা স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরকে আত্মা মনে করে তৎসেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়্ল। জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাই সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,—অনাত্ম বৃত্তিতে সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়া যদি আত্মার বৃত্তি হ'ত, তা'হলে সকলেই আমার সঙ্গে গমন কর্ত। আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম ধারণা এবং আমার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ এখানেই পড়ে থাকে।"

ব্রহ্মার ভবন পর্য্যন্ত যাতায়াতে জীবের উদ্ধার নাই

ব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত লোক এমনকি ব্রহ্মার ভবন সত্যলোক পর্য্যন্ত অনিত্য। সুকৃতি বলে সত্যলোক পর্য্যন্ত লাভ হ'লেও পুনর্জন্ম হ'তে নিস্তার পাওয়া যায় না। ভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন,—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥" (গীতা ৮।১৬)

অর্থাৎ—"হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হ'তে যাবতীয় লোক বা লোকবাসীর পুনরাবর্ত্তন অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়; কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হ'লে আর পুনর্জন্ম হয় না।" ব্রহ্মার পরমায়ুও নির্দ্দিষ্ট। ভূ,-ভুবঃ-স্ব—এই তিন লোকের ঊর্দ্ধে মহঃ, জন, তপঃ, সত্য নামে যে চারিলোক বিদ্যমান, সেই চারিলোক অবশ্যই অধঃভাগের অন্যান্য তিনলোক অপেক্ষা অধিক কল্পকাল ব্যাপি' স্থায়ী; কিন্তু নিত্য নহে। গীতাশাস্ত্রে "সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো—"

শ্লোকে জানা যায় যে, মানব-পরিমিত সহস্রচতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন ও তদনুরূপ একরাত্রি,—এই প্রকার হিসাবে পক্ষ-মাস-বর্ষ গণনা করে ক্রমে শতবর্ষকাল অতীত হ'লে ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হয়। ব্রহ্মারও মুক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-সাপেক্ষ। মহাজন-পদাবলীতে গীত হয়,—"ব্রহ্মা জপেন চতুর্ম্মুখে—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥" ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা হ'য়েও ভগবদ্ভজনের দ্বারাই মুক্তি পেয়ে থাকেন। ব্রহ্মলোকবাসীর যখন এই প্রকার অবস্থা, তখন এই ভূলোকবাসীর নিত্যতা কোথায়? তা'ছাড়া গোলোক-বৃন্দাবন ও পরব্যোম বৈকুণ্ঠধাম ব্যতীত সত্যলোক প্রভৃতি মায়িক ভুবনের সর্ব্বত্রই পাঁচটী অপগুণ; যথা—ত্রিতাপ যন্ত্রণা, অহঙ্কার, অজ্ঞান, পরহিংসা ও ক্রোধ প্রকাশ পায়। জড়মায়া বা মহামায়াই সত্যলোক থেকে পাতাল পর্য্যন্ত চৌদ্দভুবনরূপ কারাগারের রক্ষা-কর্ত্রী। কাজেই পুণ্যবলে সত্যলোক বা ব্রহ্মার ভবনে গেলেও মহামায়ার বন্ধন থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

বৈচিত্র্যই দর্শনের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক বিশ্বে একটি মত প্রচলিত হইয়াছে, তাহা সাম্যবাদ বা সমন্বয়বাদ। শিক্ষিত সমাজে ইহার বিশেষ আদর পরিলক্ষিত হইলেও সনাতন হিন্দু-সমাজের সূক্ষ্মবিচারের নিক্তিরে মান নির্ণয় করিতে গেলে ইহার মূল্যায়ন-সাপেক্ষে সুবিধাবাদের খনিজ সামগ্রী বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হয়।

আবার অনেকে আছেন, যাঁহারা 'সম্প্রদায়'-শব্দ শুনিবামাত্র নাসিকা কুঞ্চন করেন বা চটিয়া উঠেন; তাঁহারা বলিয়া থাকেন, সম্প্রদায়-বিভাগদ্বারা মতভেদ এবং মতভেদ-দ্বারা ধর্ম্ম-বিবাদ সমাজকে নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু বৈচিত্র্যময় জগতে বিচিত্রতা থাকাটা কি অস্বাভাবিক? বা বৈচিত্রতা থাকিবে না—ইহাই বা কি করিয়া সম্ভব?

সুতরাং গণ-গড্ডলিকার আবর্ত্তে ভেসে যথাযথ ভাবে পর্য্যালোচনা না করাটা কিরূপ বুদ্ধিমত্তা তাহা অবশ্যই বিচার্য্য। বৈদিক চিন্তাধারায় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উহার হেয়তা (vileness) ও উপাদেয়তা (admissibi-

lity) অবশ্যই অনুভবের বিষয় হইবে—চাই শুধু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও অনলস সাধনা।

কালের দুর্ব্বার আবর্ত্তনে আমরা নিয়তই পরিবর্ত্তন অনুমান করিতে পারিতেছি, সুতরাং সে-দিক দিয়া বিচার করিলে 'সব সমান' ইহার যথার্থতা রক্ষিত হয় না। কারণ সকল সমানই যদি হইবে তবে পরিবর্ত্তন বা সমান-ভাব হইবে না কেন? আর যদি তাহা হওয়া সম্ভব নয়, তবে সবই যে সমান ইহারও কোন বাস্তব ভিত্তি থাকিতে পারে না। এক কথায় যত দিক দিয়াই পর্য্যালোচনা করা হউক না কেন, উহা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

এখন জগতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গণের সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, অনন্ত বিশ্বের অনন্ত পরিস্থিতি যেমন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে মানব সমাজেও অধিকারী সম্বন্ধে সম্প্রদায়ের রূপ ধারণ করিয়াছে। যিনি যতটুকু উন্নত চিন্তাধারায় পৌঁছিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের বিচার বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম অবস্থায় পৌঁছিতে পেরেছে। অতএব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে তুলনামূলক ভাবে উৎকর্ষতা (superiority) অবশ্যই স্বীকৃত হওয়া স্বাভাবিক। তাই কাহার কি চরম লক্ষ্য (ultimate goal) তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বা অনুসন্ধান করিলে উপাদেয়তা পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত একই সম্প্রদায়ে ভাবের আদান-প্রদানে বৈচিত্র্যতার মধ্যে বৈশিষ্ট্য বিচার করিলে স্বাভাবিক গতিতেই উহার মূল্যায়ন অনুমিত হইবে এবং তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে আর সঙ্ঘাতের কোন কারণ থাকিবে না।

মানব যতদিন স্থূল-দৃষ্টি লইয়া জড়-ভোগে বিভোর থাকিবেন এবং এক গণ্ডিতে সাম্যতার বিচার আনয়নে উদগ্রীব থাকিবেন ততদিনেই সঙ্ঘাত শুধু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা সম্ভব নহে। পরিবর্ত্তন-শীল বা ধ্বংসশীল জগতে দেহ ও মনের ধর্ম্ম কখনও চিরস্থায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে না। তদুপরি উক্ত জড়ের ধর্ম্মগুলি নৈমিত্তিক বা তাৎকালিক। চিৎ ও জড়—ইহা সম্পূর্ণভাবে বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত। এমতাবস্থায় উহার পরিণতি সর্ব্বক্ষেত্রেই এক—ইহা কখনই প্রযোজ্য নহে।

সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা যে ধর্ম্ম-বিভাগ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে দেখা যায় এইগুলি নৈমিত্তিক ধর্ম্মের পরিণতি। আত্মধর্ম্মের নামই বৈষ্ণবধর্ম্ম।

জীবজগতের প্রাণী মাত্রেরই আত্মধর্ম্মের কথা বলিতে যাওয়ার অর্থই জীবের ধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্মকে বুঝায়। জীব যেহেতু নিত্য ; সুতরাং তাহার ধর্ম্মও নিত্য। কিন্তু দেহ বা মন যেহেতু অনিত্য তজ্জন্য ইহার ধর্ম্মও অনিত্য বা নৈমিত্তিক। অথচ 'ধর্ম্ম' সম্পর্কে বলিতে গিয়া বলা হইয়াছে ধৃ-ধাতুর উত্তরে মন্ প্রত্যয় করিয়া 'ধর্ম্ম'-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে—যাহার অর্থ ধারণ বা রক্ষণ করার ক্ষমতা। এই ধারণ (capacity) ক্ষমতা যদি নিত্যকালের জন্য হয়, তবে তাহা নিত্যধর্ম্ম নচেৎ নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। যেমন জল বলিলে আমরা একটি তরল পদার্থকে বুঝি—যাহার বর্ণ নাই, স্বাদ নাই, গন্ধ নাই, নির্দ্দিষ্ট কোন আকার প্রভৃতি নাই সেই তরল পদার্থকে জল বলা হয়। কিন্তু দুগ্ধ, কেরোসিন প্রভৃতিও তো তরল পদার্থ অথচ ঐগুলিকে কি জল বলা হইবে ? অর্থাৎ কোন বস্তু বলিলে তাহার অবশ্যই একটা সংজ্ঞা (defination) থাকে নচেৎ তাহা যথাযথ ভাবে নির্ণীত করা সম্ভব হয় না। এই জল যখন বায়বীয় অথবা কাঠিন্য অবস্থা লাভ করে তখন কিন্তু উহাকে জল বলা চলে না। কারণ তখন উহা নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া নৈমিত্তিক বা তাৎকালিক অবস্থা ধারণ করে। কোন বস্তুর নির্দ্দিষ্ট অবস্থা পরিমাপ করিতে গেলে ইংরাজীতে তাহাকে বস্তুর ধর্ম্ম (property) বলা হয়। কিন্তু আবার মানুষের ধর্ম্ম বলিলে রিলিজিয়ন (Religion) শব্দকে লক্ষ্য করে। সুতরাং ধর্ম্ম বলিতে গেলেও দেখা যায় তাৎপর্য্যগত বৈশিষ্ট্য আছে।

সনাতন আর্য্য-ঋষিগণ আত্মধর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন এবং সেই আত্মা নিত্য—শাশ্বত—অবিনশ্বর। এই নিত্য আত্মার ধর্ম্মও চিরন্তন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ (গীঃ ২।২৪-২৫)

[(এই) জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য। ইনি নিত্য, সর্ব্বত্রগামী, স্থির ও অবিচলিত এবং সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান। এই আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং জন্মাদি (জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণতি, অপক্ষয় ও বিনাশ হয় না) রহিত বলিয়া কথিত। অতএব জীবাত্মাকে এই প্রকার অবগত হইয়া শোক করিও না।] আরও বলিয়াছেন (গীঃ ২।২০),—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

[এই আত্মা কখনও জন্মে না, বা কখনও মরে না অথবা পুনঃ পুনঃ তাহার উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। কারণ আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, অপক্ষয় রহিত অর্থাৎ নিত্যনবীন অথচ পুরাতন; জন্ম-মরণশীল শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মার বিনষ্ট নাই।]

এই নিত্য শাশ্বত আত্মার ধর্ম্ম নিশ্চয়ই জড়বস্তুর সহিত তুলনাযোগ্য নহে। জড়বাদী বিশ্বে দেহ-মন নিয়েই ব্যস্ত—সুতরাং তাহাদের যে ধর্ম্মচিন্তা উহা কালক্ষোভ্য। সুতরাং জড়বাদী ও চিত্তত্ত্বের অনুশীলনকারীর চিন্তাধারা কি করিয়া এক হইবে? অতএব ধর্ম্মচিন্তায় ভাবধারার ভিন্নতা হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সমস্ত ধর্ম্মই এক বা সমান—আমরা কি করিয়া বলিতে পারি?

এই দৃশ্যমান জগতে মানুষ-পদবাচ্য এক জীববিশেষ থাকিলেও বা দেখিতে পাইলেও প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা এবং কাহার সহিত কাহার সম্পূর্ণভাবে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু, কিছু না কিছু ভেদ দৃষ্টি গোচর হয়। তাহা না হইলে এক ব্যক্তির পিতা, পুত্র, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি একাকার হইয়া এক একজনার ক্ষেত্রে আর একজন পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু যেহেতু বৈচিত্র্য রয়েছে সেই হেতু ঐরূপ মারাত্মক ভ্রান্তির হাত হইতে জীবগণ রেহাই পাইয়াছেন। চিত্তত্ত্বের ক্ষেত্রেও সেইরূপ পৃথক্ সত্তা ও বৈশিষ্ট্য থাকা স্বাভাবিক। কেননা বৈসাদৃশ্য লইয়াই তো সব কিছু।

চিন্তাধারার দিক দিয়াও বিরাট ব্যবধান অনুভূত হয়। যেমন আমরা হয়তো বলিতে যাই, সবই এক মানুষ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যোগ্যতা, অবদান প্রভৃতি নিশ্চয়ই সকলেরই এক—ইহা দেখা যায় না। সুতরাং যে দিক দিয়াই বিচার করা হউক না কেন, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পাশাপাশি থাকবেই। অতএব সাম্যবাদ কথাটিই একটা নিম্নস্তরের পরিভাষা-বিশেষ। ইহার দ্বারা ভ্রান্ত জীবকে বিভ্রান্ত করা যায় বটে, কিন্তু বাস্তব সত্যের স্থাপনা করা সম্ভব নহে।

কালের বিবর্ত্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবক্তাগণ আসিয়াছেন তবে তাঁ'দের অবদানবৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন বিচার অবশ্যই অনুধাবন-যোগ্য। শুধু আর্য্যবর্ত্তের বৈদিক ধর্ম্মের বিভিন্ন আচার্য্য বা মতস্থাপকগণের জীবন ও প্রচার-ধারা

দেখিলেও সমন্বয়ের মধ্যে তাঁহাদের চিন্তাধারা বৈসাদৃশ্যরূপে বৈশিষ্ট্যপূর্ণতাই পরিলক্ষিত হয়। যখন তটস্থ হইয়া আমরা সে-বিষয়ে বিশ্লেষণ করিতে যাইব তখন তারতম্যানুসারে উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হইবে। মানব-সমাজের চিন্তা-ধারার গণ্ডী ক্রমঃপন্থায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করিবার জন্যই যেন বিশ্বনিয়ন্তা বিভিন্ন দূত বিভিন্নভাবে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, সবই সমান। কারণ অবদানের তুলনা যেহেতু কখনই এক পর্য্যায়ভূক্ত নহে। এই যে দিব্যজীবনের পথপ্রদর্শকগণ যে-বাণী রেখে গিয়েছেন তাঁহাদের সকলের লক্ষ্য মূলতঃ এক নহে—যদিও তাহারা ঈশ্বরেরই প্রেরিত। তবে কেহবা অন্বয় ও কেহবা ব্যতিরেক ভাবে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যই সাধিত করিয়াছেন। ইহার কতকগুলি সাময়িক প্রয়োজন ও কতকগুলির নিত্যপ্রয়োজন আছে। এ-গুলিকে নিত্য ও নৈমিত্তিক বলা যায়। নৈমিত্তিক ধর্ম্মমতগুলি প্রকারান্তে গৌণভাবে নিত্যধর্ম্মেরই পরিপোষক। বলিতে কি, এই সাময়িক মতগুলি ব্যতীত নিত্যধর্ম্মের সংরক্ষণ বা প্রচার কার্য্য হইত না। এস্থলে আমি ভারতীয় বৈদিকগণের ক্রমপন্থার দিগ্‌দর্শন করিতে যাইতেছি। কারণ পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মগুরুর ধারা বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত বৃহদাকার ধারণ করিবে। তাই যদি কখন সুযোগ হয় তবে আরও বিষদভাবে আলো-চনার আশা রহিল।

সত্যদ্রষ্টা মহাজনগণের কৃপায় জীব ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্মগুলিকে পরিত্যাগ করত নিত্যধর্ম্মের যাজন করেন। আবার আসুরিক বৃত্তিসমন্বিত ব্যক্তিগণ ভগবানের দৈবীমায়ায় বিমোহিত হইয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্মগুলিরেই অনুশীলন করিতে আগ্রহান্বিত হন। সুতরাং অধি-কারের তারতম্যানুসারে সাধকগণ নিজ নিজ পন্থা নির্দ্ধারণ করিয়া যথাভিত-পথ বা স্থান লাভ করেন।

চার্ব্বাকের নিরীশ্বরবাদ, শ্রীবুদ্ধদেবের শূন্যবাদ, আচার্য্য শ্রীমৎ শঙ্করের ব্রহ্মবাদ এবং পরবর্ত্তিকালে শ্রীরামানুজ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীনিম্বাদিত্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যে ভক্তিবাদের আলোকপাত করেন তাহা ক্রমপন্থায় নবোদ্ভাসিত দিগন্তের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে। চার্ব্বাকের দুর্নীতি-গ্রস্থ নিরীশ্বরবাদ এবং ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে বেদের কর্ম্মকাণ্ড-বহুমাননকারিগণের হিংসাত্মক রক্তের লোলুপতা ভোগী জীবকুল বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া যখন দেবের দোহাই দিয়ে অসংখ্য প্রাণীর রক্তে যজ্ঞবেদী প্লাবিত

করিতেছিলেন তখন জীব-দুঃখে কাতর হইয়া অহিংসার বাণী দান করিতে শ্রীবুদ্ধদেব আসেন। যেহেতু স্বার্থান্বেষী ভোগী মানবগণ বেদের দোহাই দিয়া তাহারা এই নৃশংস কার্য্য করিতেছিলেন, তাই তিনি তাহাদের হাত হইতে বেদ কেড়ে লইবার জন্য বেদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিলেন। চতুর্দ্দিকে প্রবলভাবে বিপুল উৎসাহের সহিত অহিংসা-ধর্ম্মের প্রচার হইতে লাগিল। অসংখ্য লোক দলে দলে এই অহিংসায় ব্রতী হইয়া নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিলেন।

এরপর উপযুক্ত সময় বুঝিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য জগতে আসিলেন। সাধকের নৈতিক জীবনকে ভিত্তি করিয়া জড়েন্দ্রিয়াদির অনুভবনীয় জড়াতিরিক্ত একটি চিৎসত্তার সংবাদ জীবকে প্রদান করিলেন। শ্রীবুদ্ধদেব যে-ক্ষেত্রের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাহাতে যেন গৃহের ভিত্তি নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জড়াতীত চিৎসত্তাকে একমাত্র নিত্য ও অদ্বিতীয়রূপে স্থাপন করিয়া তাঁহার বেদবেদ্যত্ব প্রমাণকল্পে শ্রুতিকে অপৌরুষেয় প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বুদ্ধদেবের অহিংসা ধর্ম্ম-মত গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ নিরীশ্বর বৌদ্ধবাদ এবং তৎসহ কর্ম্ম-কাণ্ডীয় কুমারিল ভট্টাদির দর্শনকে নির্ম্মূল করিবার মানসে উহার বিরোধিতা করিয়া প্রবল মতবাদ প্রচার করেন; তৎ ফলস্বরূপে নিরীশ্বরবাদ নিরস্ত হইলে ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রায় ক্ষীয়মান হইল। বেদ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারত পুনরায় সামগানে মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রীশঙ্করের এই কার্য্যে দুইটী ফল প্রদান করিলেন, যথা—একটি আসুরিকবৃত্তি-মোহন-পূর্ব্বক ভক্তিপথ সংরক্ষণ আর অপরটি শ্রুতির অপৌরুষেয়ত্ব স্থাপন করিয়া বেদ-বিচার-দ্বারা ভক্তিপথ দৃঢ়ীকরণ।

তদনন্তর আচার্য্য শঙ্করের স্থাপিত ভিত্তিতে শ্রীরামানুজ-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয় শঙ্করাচার্য্যেরই ভূমিতে আগমন করিয়া ভক্তিধর্ম্মের সৌধ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তাঁহারা শ্রীশঙ্করের প্রতিপাদিত শ্রুতির স্বতঃ প্রামাণ্য গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদরূপ ভক্তিবিরোধী মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত-তত্ত্বরূপ অশনি সঙ্কেত করিলেন। মায়াবাদের যশঃপ্রভা মলিন হইয়া পড়িল। কোটী-কোটী নরনারী মায়াবাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কৃষ্ণদাস্য অঙ্গীকার করিলেন।

কালের দুর্ব্বার গতির সঙ্গে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে এইবার আসিলেন অনর্পিতচরী উন্নত-রসোজ্জ্বলা স্বভক্তি সমর্পণকারী করুণাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ভক্তি-সৌধের উপর রমণীয় শিখর নির্ম্মাণপূর্ব্বক উহা যেন বিচিত্র কারুকার্য্যে শোভিত করিলেন। সুনিপুণ শিল্পীরাজের হস্তে ভক্তিসৌধ প্রেমধারায় স্নাত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

সুতরাং 'যত মত, তত পথ'—অর্থে সকলেরই এক গন্তব্যস্থল ইহা বুঝায় কি? কারণ 'মত' এবং 'পথ' যদি দুইটিই এক বচনান্ত রূপে স্বীকার করা হয় তবে উহা স্বীকার্য্য হইতে পারে। কিন্তু 'যত' এবং 'তত' দুই-ই সম বচনান্ত অর্থাৎ বহুবচনান্ত। এ ক্ষেত্রে গন্তব্যস্থল এক বচনান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইলে আর পথ বহু বচনান্ত বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া হয় তবে কথার সামঞ্জস্য কোথায়? সুতরাং উক্ত কথার তাৎপর্য্য থাকিলেও কার্য্যতঃ উহা কত জনে স্বীকার করেন? অতএব ভাষা যেখানে ভাবের অভিব্যক্তি সেক্ষেত্রে তাহার সঙ্গতি অবশ্যই স্বীকার্য্য।

পরিশেষে ইহাই বলিতে চাই যে, আমরা হুজুগে না মাতিয়া বিষয়-বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবগুলি বিচার-বিবেচনাপূর্ব্বক যেন তদনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। জগতে বহু ধরণের দৃষ্টান্ত রয়েছে তার দোষ-গুণ (Merits & demerits) বিচার করিয়া তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু তাহা বিবেচনা না করিয়া সবই এক—ইহা বলিবার কতটুকু যৌক্তিকতা রয়েছে তাহা সুধীবৃন্দই বিচার করিবেন। আমার অনিচ্ছাকৃত ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিতে বিনীত নিবেদন জানাই।

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পা'বে চমৎকার॥"

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্-
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

—স্বামী ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যার পর)

ভগবানের ভগবত্তার পরিচয়

অনেকস্থলে দেখা যায়, ভগবান্ নিজ ঐকান্তিক ভক্তগণকে বিষতুল্য বিষয় একেবারে না দিয়া শুধু ভজনানন্দেই তাঁহাকে ভরপুর রাখেন। ভগবানের পরম ভক্ত শ্রীবিদুর মহাশয় তাহার প্রমাণ। তিনি ভিক্ষার দ্বারা নিত্য জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। কখনও নিজে ধনাদি প্রার্থনা করেন নাই। ভগবানও তাঁহাকে তাহা দেন নাই। ভগবানের এই যে কোন ভক্তকে রাজ্যাদি দান, আবার কোন ভক্তকে দারিদ্র্য-দুঃখমধ্যে রাখা—উভয়ই তাঁহার কৃপা নামে অভিহিত; এবং ইহাই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থঃ ঈশ্বরঃ"—তিনি দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন এবং দিয়াও ফিরাইয়া লইতে পারেন।

এই ভগবদ্-ভজন-বৈশিষ্ট্যের দৃষ্টান্তস্থল রাজা উত্তানপাদ-পুত্র ধ্রুবই রহিয়াছেন। তিনি শুধু রাজ্য-কামনায় ভগদ্ভজন করিয়াছিলেন; ভগবান্ তাঁহাকে রাজ্য ও শ্রীচরণপদ্মরূপ ধ্রুবলোকে স্থান দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। হরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধ্রুবের বাক্য হইতেই তাহার কৃতার্থতা ও ভগবদ্ভজনের বৈশিষ্ট্য—এই দুইটী বিষয়ের সকল প্রশ্নেরই সমাধান হইয়া যায়। যথা,—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং, ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং, স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥

(হঃ সুঃ ৭।২৮)

ধ্রুব কহিলেন,—হে প্রভো! আমি রাজ্য-সুখাভিলাষী হইয়া আপনার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কারণ তদতিরিক্ত অপর কোনও সুখ আছে বলিয়াই আমি জানিতাম না। আমি ঘোর বিষয়ী ও কামী হইয়া আপনার ভজনে রত হইলেও শ্রীনারদের মত সদ্গুরুর কৃপায় দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণের দুষ্প্রাপ্য আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে দীনদয়ার্দ্র প্রভো! আজ কাচ সংগ্রহ করিতে যাইয়াও আমি দিব্যরত্ন-স্বরূপ আপনাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বস্তু-বৈশিষ্ট্য-জ্ঞানহীন আমার তুচ্ছ জাগতিক বিষয়-কামনারূপ ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। অতএব, হে দয়াময়! সম্প্রতি আমি আর কোন বস্তুই প্রার্থনা করিব না। আপনার শ্রীচরণ-সেবাই আমার একমাত্র কাম্য জানিবেন।

ভগবৎ-সেবাই শুদ্ধভক্তের একমাত্র প্রার্থনীয়

পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রদর্শিত অনন্যভাবে ভগবদ্-ভজনের এই যে যোগ-ক্ষেম লাভরূপ ফল, শুদ্ধভক্ত-ভূমিকায় আরূঢ় বিবেকী ভক্তগণ কিন্তু উহার হেয়ত্ব-বোধে ভগবৎ-প্রদত্ত হইলেও গ্রহণ করিতে চান না। প্রথমতঃ ধ্রুব সে-স্তরে আরোহণ করেন নাই, এইরূপ অভিনয় করিয়াই রাজ্যাভিলাষী হইয়াছিলেন। নারদের ন্যায় সদ্‌গুরুর কৃপার ফলে দিব্যজ্ঞানের উদয়ে বিশুদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়া ভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবারূপ :শ্রেয়ঃকেই বরণ করিয়াছিলেন। পরে ভগবানের অনুরোধে বা আদেশে তাঁহার প্রীতির জন্য যোগ-ক্ষেমরূপ রাজ্যসুখ স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র। নির্ব্বিচারে ভগবদাদেশ পালন করাই ভক্তের একমাত্র কর্ত্তব্য। সুতরাং ধ্রুব তাহা গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবদাদেশ পালন-রূপ সেবা করিয়াছিলেন।

কঠোপনিষদে যোগ-ক্ষেম সম্বন্ধে বিশদভাবে কথিত হইয়াছে। যথা,—

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে, প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমান্ বৃণীতে ॥
(কঠ ১।২।২)

এ-জগতে 'শ্রেয়ঃ' ও 'প্রেয়ঃ' নামে দুইটী বস্তুই মানুষের আশ্রয়নীয় রহিয়াছে। বুদ্ধিমান জনগণ উভয়ের পরিণাম সম্পূর্ণভাবে অবগত হইয়া থাকেন; অর্থাৎ 'শ্রেয়ঃ' বস্তুটী মুক্তির কারণ এবং 'প্রেয়ঃ' বস্তুটী বন্ধনের কারণ—এইরূপ বিচার করেন। সুতরাং তাঁহারা প্রেয়ঃকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকেই গ্রহণ করেন। বিবেকহীন মন্দবুদ্ধি জনগণ পুনরায় শ্রেয়ঃকে পরিত্যাগ করিয়া যোগ-ক্ষেমরূপ 'প্রেয়ঃ' বস্তুকে বরণ করেন।

এই পরম কল্যাণদায়ক শ্রেয়োলাভের চেষ্টাই যে সকলের করণীয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১।৯।২৯) নির্দ্দেশ করিয়াছেন।—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে, মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ, নিঃশ্রেয়সায় বিষয় খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥

অনেক জন্মের পর এই সুদুর্লভ মানব-জন্ম লাভ করা হইয়াছে। এই মানব-জন্ম অনিত্য হইলেও সম্যক্ পরমার্থ-প্রদানকারী। বিষয়-ভোগ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যথেষ্টই হইয়াছে ও পরে হইবে; সেইজন্য ধীরবুদ্ধি জনগণ ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া এবং মৃত্যু সন্নিকট ভাবিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বপর্য্যন্ত পরম-কল্যাণ লাভের নিমিত্তই চেষ্টা করিবেন।

সর্ব্বফল-কামনায় একমাত্র শ্রীহরিই আরাধ্য

অনন্যভাবে ভগবদ্ভজনের বৈশিষ্ট্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। অন্য দেবতার ভজনে প্রকৃত সুফল লাভ হয় না জানিয়া সকাম অবস্থাতেও ভগবদ্ভজনই মানবের একমাত্র করণীয়রূপে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেবও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

অর্থাৎ—একান্ত ভক্ত, স্ত্রী-পুত্র-ধন-স্বর্গাদি যে-কোনও কামনাযুক্ত এবং মোক্ষকামী প্রভৃতি সকল সুবুদ্ধিজনগণই ঐকান্তিক ভক্তিযোগের সহিত পরম-পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর ভজন করিবেন।

অন্য দেবতার ভজন পরম মঙ্গলদায়ক নহে। কারণ সে-সকল দেবতাগণ আশু সেই সেই ফলদাতা হইলেও সে-সকল ফল ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাঁহাদের আরাধনায় ক্ষণভঙ্গুর অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইলেও, পরমার্থ-লাভে বঞ্চিত হয় মনে করিয়াই সর্ব্বজ্ঞ ঋষি শ্রীশুকদেব নানাদেবতার ভজনে নানারূপ ফল নির্দ্দেশ করিয়া উপসংহারে এই শ্লোকটীর অবতারণা করিয়াছেন। এই শ্লোকস্থ মোক্ষকামীর মুক্তি-কামনাটী সর্ব্বকামান্তর্গত হইলেও, মুমুক্ষুগণ নিজকে নিষ্কাম বলিয়াই অভিমান করেন। তাঁহাদের এই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য ঋষিবর পৃথক্-উক্তির দ্বারা মুক্তি কামনার সকামত্বই জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে,—বেদে দেবতাকাণ্ডে এবং পুরাণাদিতে নানা দেবতার্চ্চন ও তাহার ফলশ্রুতি ভূয়োভূয়ঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সর্ব্বাবস্থায় ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য হইলে, সে-সকল বেদ-পুরাণ-বাক্যাদি কি নিরর্থক হইবে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—বেদ-পুরাণাদির ঐ সকল বাণী তত্তৎ অধিকারিগণের চিত্ত মার্জ্জিত করিয়া সাধুসঙ্গ-প্রভাবে ভক্তিপথে প্রবেশের ক্রমসোপান মাত্র; অবশ্য-কর্ত্তব্য বা নিত্য-কর্ত্তব্যস্বরূপ চরম উপদেশ নহে। পিতা যেমন দুষ্ট পুত্রকে রোগমুক্ত করিবার জন্য মিষ্ট লড্ডুকাদি-দানের লোভ দেখাইয়া তিক্ত ঔষধ পান করাইয়া থাকেন, সেইরূপ বেদ-পুরাণও অনাদিকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ সর্ব্বদা বিষয়াসক্ত মানবগণকে প্রথমতঃ তাহাদের আশু ভোগের বস্তু প্রদানকারী নানা দেবতার উপাসনার উল্লেখদ্বারা ভজন-প্রবৃত্তিটি জাগাইয়া দিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার হেয়ত্ব নির্ণয়পূর্ব্বক হরিভজনেরই সর্ব্বত্র উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যথা,—

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্। (ভাঃ ১০।৮১।১৯)

অর্থাৎ— শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবনই মানবগণের স্বর্গস্থ, মর্ত্তস্থ ও পাতালস্থ যাবতীয় ঐশ্বর্য্য-ভোগ, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি এবং মুক্তিলাভের একমাত্র মূল কারণস্বরূপ হইয়া থাকে।

শ্রীহরির প্রীতিতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রীতি

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেও যাগ-যজ্ঞাদি বা অন্য-দেবতার্চ্চনাদি সমস্ত কার্য্যই সর্ব্ব-মূলাধার শ্রীহরির প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হইত ; যেহেতু তাঁহার প্রীতিতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সন্তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। যথা,—

প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥ (মৎস্য পুঃ)

হে পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীহরি, আপনি যজ্ঞাদি সকল কার্য্যে একমাত্র ঈশ্বর। অতএব আমার এই কৃতকার্য্যের দ্বারা আপনি প্রীত হউন। আপনি তুষ্ট হইলেই সর্ব্বজগৎ তুষ্টিলাভ করে, এবং আপনি প্রীত হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সকলেরই প্রীতি-বিধান হইয়া থাকে।

এই বিষয়ে বহু বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। মহাভারতের বনপর্ব্বে দেখা যায়— কুরুরাজ দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকে দ্বাদশ বর্ষের জন্য বনবাসে পাঠাইয়াও তৃপ্ত হন নাই ; তাঁহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে একদিন সশিষ্য দুর্ব্বাসা ঋষিকে দ্রৌপদীর আহারান্তে অতিথি হইবার জন্য অনুরোধ করেন। সে-মতে দশ হাজার শিষ্যসহ দুর্ব্বাসা ঋষি পাণ্ডব-শিবিরে দ্রৌপদীর ভোজনান্তে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে পর, পঞ্চপাণ্ডবসহ দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। সকলে মিলিয়া আকুলপ্রাণে তাঁহাকে ডাকার ফলে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে নিজে-দের উপস্থিত বিপদের কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সে-বিষয়ে কোন কিছুই না বলিয়া নিজে অত্যন্ত ক্ষুধিতের অভিনয়পূর্ব্বক রন্ধনপাত্র-সংলগ্ন একটী অন্নের কণিকা ও শাক-কণিকা ভোজন করিয়া তৃপ্তির উদ্গার দিবার সঙ্গে সঙ্গে সশিষ্য দুর্ব্বাসার ভোজনকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। তাঁহাদের আর জল-বিন্দু গ্রহণের শক্তি রহিল না।

আরও দেখা যায়,— রাজা উত্তানপাদ-পুত্র ধ্রুব পিতার ক্রোড়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে দেখিয়া নিজেও পিতৃক্রোড়ে বসিতে চাহিলেন। রাজার অতীব

আদরিণী পত্নী সুরুচি, সতীনী-পুত্র তাহার পুত্রের স্থান অধিকার করিতে চাহে দেখিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—ওহে ধ্রুব ! যদি রাজক্রোড়ে বা রাজসিংহাসনে বসিতে বাসনা থাকে, তবে শ্রীহরির আরাধনা করত আমার উদরে জন্মগ্রহণ কর, তাহা হইলেই তোমার আশা পূর্ণ হইবে। আদরিণী পত্নীর ভয়ে রাজা উত্তানপাদ কিছুই বলিলেন না এবং পুত্রকেও ক্রোড়ে করিলেন না। ধ্রুব ক্রন্দন করিতে করিতে সুনীতি মায়ের কাছে উপস্থিত হইলে পর, মাতা সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন – ধ্রুব, সুরুচির কথা সত্য, তুমি হরিভজন করিলে তৎকৃপায় এই জন্মেই তোমার পিতার রাজ্য হইতেও উত্তম রাজ্যের অধিশ্বর হইতে পারিবে।

মাতার কথায় পাঁচ বৎসরের শিশু শ্রীহরিভজনের ঐকান্তিকতা লইয়া বনে গমন করিলেন। তাহার হরিভজনের ঐরূপ আগ্রহাতিশয্যের ফলেই দেবর্ষি নারদ কৃপা করিয়া তাহাকে দীক্ষা দানপূর্ব্বক ভজন-প্রণালীর উপদেশ করিলেন। সে-মতে ধ্রুব কায়িক উপবাসাদি কঠোরতার সহিত মন্ত্রজপ করিবার ফলে ছয় মাস মধ্যেই সিদ্ধি লাভ করিয়া ভগবদ্দর্শন লাভ করেন। তখন জাগতিক ভোগের হেয়ত্ব বোধ করিয়া ধ্রুব ভগবৎ-সেবা প্রার্থনা করিলেও ভগবানের আদেশে কিছুদিন রাজ্য পরিচালনাদি রাজসুখ-ভোগের জন্য যখন পিতৃরাজ্যে আগমন করেন সেই সময় সুরুচি, যিনি পূর্ব্বে সতীনী-পুত্র বলিয়া বিষ-দৃষ্টিতে দেখিতেন আজ তিনি শত্রুতা ভুলিয়া তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিতে চলিলেন। ইহার মূলে 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্' এই শাস্ত্র-বাণীরই সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রীহরির পূজাতেই সকলের পূজা ও তুষ্টি

ভগবানের মায়ামুগ্ধ জীব-নিচয়মধ্যে মানবগণেরই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তন্মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে যদি কোনও মানব সদ্‌গুরুর যাদৃচ্ছিকী কৃপা লাভ করিয়া একমাত্র ভগবৎ পূজাদিতে রত হন, তবে তাঁহার আর অন্য কাহারও পৃথক্‌ভাবে পূজা করিতে হয় না। ভগবৎ পূজাতেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকলের পূজা ও তুষ্টি বিধান হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুযামল-সংহিতায় ইহা স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। যথা,— যৎ পূজনেন বিবুধাঃ পিতরোঽর্চিতাশ্চ
তুষ্টা ভবন্তি ঋষি-ভূত-সলোকপালাঃ
সর্ব্বে গ্রহাস্তরণি-সোম-কুজাদিমুখ্যা-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ—যাঁহারা পূজার দ্বারা দেবতাসকল, পিতৃগণ, ঋষিগণ, ভূতসকল, ইন্দ্রাদি-লোকপালগণ, সূর্য্য-চন্দ্র-মঙ্গলাদি স্বগণসহিত নবগ্রহগণ এবং বৈনায়কাদি মাতৃগ্রহ-বালগ্রহ প্রভৃতি সমুদয় গ্রহগণ সকলেই সম্পূর্ণরূপে পূজিত ও পরিতুষ্ট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের আমি ভজন করি।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতও একটী সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন—

যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন, তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং, তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুরূপে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা ও পত্র-পুষ্পাদি সঞ্জীবিত হয়, এবং মূলদেশ ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে পৃথক্‌ভাবে জলসেচন করিলে সকলে শুকাইয়া যায়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে অর্থাৎ অন্নাদি উদরস্থ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই যেরূপ তৃপ্তি সাধিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অন্ন লেপন দ্বারা কাহারও তৃপ্তি বিহিত হয় না। সেইরূপ একমাত্র সর্ব্বমূলাধার শ্রীভগবানের পূজার দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে; তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ পূজার প্রয়োজন হয় না। শ্রীস্কন্দ-পুরাণেও তাহাই বর্ণন করিতেছেন। যথা,—

অর্চ্চিতে দেবদেবেশ অব্জ-শঙ্খ-গদাধরে।
অর্চ্চিতাঃ পিতরো দেবা যতঃ সর্ব্বময়ো হরিঃ॥

অর্থাৎ—পদ্ম-শঙ্খ-গদাধর দেবদেবেশ শ্রীভগবান্ অর্চ্চিত হইলে দেবগণ এবং পিতৃগণ সকলেই অর্চ্চিত হন, যেহেতু শ্রীহরি সর্ব্বময় অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর বলিয়া দেবগণ ও পিতৃগণ সকলের মূল-স্বরূপ হন। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বীয় উত্তর গীতায়ও স্বয়ং ভগবানের এইরূপ উক্তি দেখা যায়। যথা,—

দেবাদীনাঞ্চ পূজ্যোঽহং বর্ণাদীনাং ধনঞ্জয়।
মৎপূজনেন সর্ব্বর্চ্চো স্যাদ্ধ্রুবং নাত্র সংশয়ঃ॥

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন! আমি তেত্রিশ কোটী দেবতাগণের, ঋষিসকলের, পিতৃগণের, দৈত্য-দানবাদি অসুরগণের, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের, আশ্রমীমাত্রের অন্ত্যজাদি সকল জাতিরই একমাত্র পূজনীয় জানিবে। অতএব আমার পূজাতেই ইহাদের সকলের নিশ্চিতরূপে পূজা সিদ্ধ হয়। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তবে যদি কোমলশ্রদ্ধ কোনও ভক্ত ভক্তিমার্গে প্রবেশার্থ অন্যদেবে ঈশ্বর-বুদ্ধিরহিত হইয়া ভগবদ্বিভূতিরূপে তাঁহাদিগকে জানিয়া ভগবৎ প্রসাদাদির দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনাদি করেন, তথাপি সেই সেই দেবতার নিকট ধন-পুত্র-কলত্রাদি প্রার্থনা না করিয়া একমাত্র কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করিবেন। 'অন্যদেবে মাগি নিবে কৃষ্ণভক্তি-বর'।

সেইরূপ গৃহস্থ-বৈষ্ণব লোকনিন্দাদি নিবারণার্থ পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে হইলেও ভগবৎ প্রসাদান্নাদিদ্বারা সম্পন্ন করিবেন। কখনও স্মার্ত্তমত-অবলম্বীদিগের মত আমিষাদি দিবেন না এবং একাদশ্যাদি উপবাস-দিবসে শ্রাদ্ধ করিবেন না। এই বিষয় পত্রিকায় পূর্ব্বে বিশদভাবেই আলোচিত হইয়াছে।

শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পিতৃশ্রাদ্ধাদি ও অন্য দেবতার্চ্চনাদি বর্জ্জনীয়

শুদ্ধ-ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবের একমাত্র সেব্য শ্রীহরির অর্চ্চন-বন্দনাদি, মন্ত্র-জপ, লীলাকথা-শ্রবণাদি এবং ভগবদ্ভক্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পূজাদি ব্যতীত অন্য কোনও কৃত্য নাই। বরং তাঁহার পক্ষে অন্যদেবতার্চ্চনাদি, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি, অভিলষিত ফল-কামনাপূর্ব্বক সঙ্কল্প-বাক্যাদি এবং কুশধারণ প্রভৃতি বহু কার্য্যই বর্জ্জনীয়রূপে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

সঙ্কল্পঞ্চ তথা দানং পিতৃ-দেবার্চ্চনাদিকম্।
বিষ্ণুমন্ত্রোপদিষ্টশ্চেন্ন কুর্য্যাৎ কুশধারণম্॥ (স্কন্দ পুঃ রেবাখণ্ড)

অর্থাৎ—বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত মানবমাত্রেরই অভিলষিত ফল কামনাপূর্ব্বক সঙ্কল্প-বাক্য, সেইরূপ ভূম্যাদি দান, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ-তর্পনাদি, গণেশাদি সকল দেবতাগণের পূজা, নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যাদি নামাপরাধজনক সমস্ত কর্ম্ম, কুশধারণ এবং ভগবদ্ধর্ম্মে নিষিদ্ধ অন্যদেবতার প্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ-রূপ নিষিদ্ধ যে-সকল কর্ম্ম, সে-সকলই অকরণীয় জানিবে। এ বিষয়ে বশিষ্ট-সংহিতায়েও দেখা যায়,—

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্পমেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী॥

অর্থাৎ—বৈষ্ণব গৃহস্থগণ নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্ম, দান, সঙ্কল্প, দেবতার্চ্চন ও পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিবেন না।

রুদ্রযামলেও বর্ণিত আছে,—বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুভিন্ন অপর দেবতার যদি মনে মনেও পূজা করেন, তাহা হইলে এই অপরাধ-হেতু তিনি নিশ্চিত অধঃপতিত হন। বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ বলেন—শুদ্ধবৈষ্ণব কুশধারণ, সঙ্কল্প আচরণ, কাম্য-মার্গের অনুসরণ ও শিবাদি দেবতার পূজার অনুষ্ঠান—ঐসকল কিছুই করিবেন না।

পদ্মপুরাণও বলিতেছেন,—শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সঙ্কল্প, দান, কামনা, প্রায়শ্চিত্ত (স্মার্ত্ত-বিধানোক্ত), যাগ-যজ্ঞাদি কিছুই করিতে হয় না। কিন্তু ভগবৎ পূজার আনুসঙ্গিক বৈষ্ণবের পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের সেবক সর্ব্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র। বৈষ্ণব কুশধারণ করিবেন না এবং কামনাযুক্ত সঙ্কল্পশূন্য হইবেন, কারণ তাঁহার অন্তরে বাহিরে শ্রীহরি রহিয়াছেন। বৈষ্ণব অন্য দেবতাগণের পূজা করিবেন না। তাঁহাদিগকে প্রণাম ও দর্শন করিবেন না। তাঁহাদিগের গান, নিন্দা, স্মরণ ও উচ্ছিষ্ট ভোজন কিছুই করিবেন না। হে নারদ! অনন্য-শরণ, নিষ্ঠাবান্, মননশীল বৈষ্ণব অন্যদেব-সেবকের সঙ্গটী পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন। শ্রীসনৎকুমার সংহিতায়েও দেখা যায়,—

নান্যঞ্চ পূজয়েদ্দেবং ন নমেত স্মরেন্ন চ।
ন পশ্যের চ গায়েচ্চ ন চ নিন্দেৎ কদাচন॥
নান্যোচ্ছিষ্টঞ্চ ভুঞ্জীত নান্যশেষঞ্চ ধারয়েৎ।
অবৈষ্ণবানাং সম্ভাষা বন্দনাদি বিবর্জ্জয়েৎ॥

অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ কখনও অন্যদেবতার পূজা, প্রণাম, স্মরণ, দর্শন, গান, স্তুতি, নিন্দা, এসকলের কিছুই করিবেন না এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন ও অবশেষ নির্ম্মাল্যাদি ধারণ সমস্তই ত্যাগ করিবেন। এবং অবৈষ্ণব-মানব-গণের সহিত সম্ভাষণ-বন্দনাদি পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবেন।

বৈষ্ণবগণ কাহারও নিকট ঋণী নহেন

অত্রাবস্থায় প্রশ্ন হইতে পারে—মনুসংহিতায় প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র বা প্রামাণ্য পুরাণাদি-শাস্ত্রে দেখা যায়,—ব্রাহ্মণাদি সমস্ত বর্ণাশ্রমী জন্মমাত্রেই নানা স্থানে ঋণী হইয়া থাকে এবং তাহাদের অধীনত্ব লাভ করে। যথা,—

দেবতা-পিতৃ-বন্ধুনামৃষি-ভূত-নৃণাস্তথা।
ঋণী স্যাত্তদধীনশ্চ বর্ণাদির্জন্মমাত্রতঃ॥ (বিষ্ণু সংহিতা)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত যে-কোনও মনুষ্য জন্মমাত্রেই দেবতাগণ, পিতৃগণ, পিতামাতা প্রভৃতি বন্ধুগণ, ঋষিসকল, অপর সর্ব্বপ্রাণিগণ ও মনুষ্য (অতিথি) সকল—এই ছয়টী স্থানে ঋণী হইয়া থাকে। এবং তাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য

আচরণের দ্বারা সকলের অধীনত্ব প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রে এইসকল ঋণ-মুক্তির উপায়ও বলা হইয়াছে। যথা,—

ঋণং দেবস্য যাগেন ঋষীণাং পাঠকর্ম্মণা।
সন্ততা পিতৃলোকানাং শোধয়িত্বা পরিব্রজেৎ ॥

অর্থাৎ যজ্ঞাদি কার্য্যদ্বারা দেবঋণ, বেদাদিপাঠের দ্বারা ঋষিঋণ এবং পুত্র উৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া সন্ন্যাসাদি গ্রহণ করিবে। সেইরূপ আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণে বন্ধুঋণ, পশুপক্ষী প্রভৃতির উদ্দেশে অন্নাদি দানরূপ ভূতযজ্ঞদ্বারা ভূতঋণ এবং অতিথি সৎকারাদি কার্য্যদ্বারা মনুষ্যঋণ উত্তীর্ণ হইতে হয়। নতুবা এই সকল অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য অকরণ-জন্য নিশ্চয়ই গৃহস্থাশ্রমী মানবমাত্রই পাপভাগী হইবেন।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে কর্ত্তব্য এই যে, ভগবন্নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত ঐকান্তিকভাবে ভজননিষ্ঠ গৃহস্থাদি বর্ণাশ্রমী ভিন্ন সাধারণ স্মার্ত্তমতাবলম্বী বর্ণাশ্রমীর জন্যই সেইসকল শাস্ত্রবচন প্রযোজ্য। বিষ্ণুভক্ত এবং নিত্যভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবের যে এ'সব কিছুই করিতে নাই, শ্রীমদ্ভাগতই তাহা বর্ণন করিতেছেন। যথা,—

দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৃণাং, ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৪১)

অর্থাৎ, করভাজন ঋষি বলিতেছেন,—ওহে নিমি মহারাজ, যিনি শুদ্ধভক্তের ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করত সর্ব্বতোভাবে একমাত্র আশ্রয়ণীয় মুকুন্দেরই শরণাগত হইয়াছেন, অর্থাৎ সর্ব্বদা ভগবদ্-ভজন-নিষ্ঠ; তিনি দেবতাগণ, ঋষিগণ, ভূত-সকল, স্ত্রী-পুত্রাদি আপ্তজন, অতিথি বা অভ্যাগতজন ও পিতৃগণ এই সকলের কাহারও নিকট ঋণী নহেন এবং তিনি তাঁহাদের কিঙ্করও হন না। এই শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য দ্বারা শুদ্ধভক্তগণের নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত অবশ্য করণীয়রূপে বিহিত কর্ম্মের অকর্ত্তব্যত্ব উক্ত হইল।

অনন্যভক্তের পাপাদি অনর্থ বিঘ্নকারী হয় না

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে,—এই সকল নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমী মাত্রেরই 'ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে' ইত্যাদি শ্রীগীতাবাক্য এবং 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা' ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যের দ্বারা ভগবান্ নিজেই অবশ্য-করণীয়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহার বাক্যের অন্যথা আচরণে নিশ্চই সেবাপরাধী হইতে হইবে। এইরূপ সাধারণ কর্ম্মিগণের

কর্ম্মাসক্তিরূপ ভ্রান্তি নির্ম্মূল করিবার জন্যই নিমি রাজের অন্তরে এইপ্রকার প্রশ্নোদয় হইলে করভাজন ঋষি রাজার প্রশ্নের কথা স্বতঃই অন্তরে জানিয়া অনন্যভক্তের যদি কখনও কোন নিষিদ্ধ (পাপ) বা সেবাপরাধ-জনক কর্ম্ম দৈবাৎ হইয়া যায়, তথাপি তাঁহার তজ্জন্য স্মার্ত্তবিধানোক্ত প্রায়শ্চিত্তাদির প্রয়োজন নাই, ইহা পরবর্ত্তী শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়া দিতেছেন। যথা,—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য, ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্, ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥
(ভাঃ ১১।৫।৪২)

অর্থাৎ—যিনি অনন্যভাবে ভগবানের পদকমলযুগলের আরাধনা করেন, তাদৃশ প্রিয়ভক্তের এই সকল নিত্যনৈমিত্তিকাদি বিহিত কর্ম্মের অকরণে কোনও পাপই হয় না। নিষিদ্ধ মহাপাতকাদি পাপকার্য্য-জন্য পাপ, এবং ভগবদাদেশাদি লঙ্ঘন জন্য সেবাপরাধ না হইবার কারণ কি? তদুত্তরে ঋষি বলিতেছেন,—শ্রীভগবান্—'হরি' অর্থাৎ পাপাদি হরণকারী। এবং তিনি 'পরেশ'। 'পরেশ' শব্দের তাৎপর্য্য, পরশমণি যেমন স্পর্শমাত্র লৌহকেও স্বর্ণে পরিণত করে, সেইরূপ ভক্তের হৃদয়স্থ ভগবান্ পাপী-তাপী সকলকেই স্বতুল্য পবিত্র করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভক্তের যদি দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধ কর্ম্মাদি জন্য পাপাদি উপস্থিত হয়, তখন ভক্তের হৃদয়স্থিত ভগবান্ তাঁহার সে পাপাদি তৎক্ষণাৎ নাশ করিয়া তাঁহাকে বিশুদ্ধ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল করেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায়েও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥ (গীঃ ১৮।৬৬)

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে পূর্ব্বশ্লোকে একমাত্র তাঁহারই পূজা, চিন্তা, সেবন ও প্রণামাদি করিবার উপদেশ প্রদান করত গীতার সার বাণীরূপে সকল প্রশ্নের সমাধানার্থ বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি বিধি-বাক্যের কিঙ্করত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার প্রতি ভক্তির দ্বারাই তোমার সকল কৃত্য সম্পন্ন হইবে। কর্ম্মত্যাগ জন্য পাপ হইবে বলিয়া দুঃখ করিও না। তথাপি যদি পাপ হইবে বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও আমি তোমাকে সেইসকল পাপ হইতে মুক্তিদান করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
১৪শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসব

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-সংরক্ষক চিদ্বিলাস আচার্য্যভাস্কর বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠ ও গৌড়ীয়মঠ-সমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীরূপানুগবর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অন্যতম প্রিয়পার্ষদপ্রবর শ্রীচৈতন্যাম্নায় দশম অবস্তন আচার্য্য-



কেশবী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের চতুর্দ্দশ-বর্ষপূর্ত্তি তিরোভাব-মহামহোৎসব বিগত ৩০ পদ্মনাভ, ১৪ কার্ত্তিক (ইং ১।১১।৮২) সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উদ্যাপীত হইয়াছে।

এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গে অনাবৃষ্টিজনিত যে বিষাদের ছায়া জন-জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে তৎসহ এই বিরহ-বেদনা যেন আরও গভীরতম অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার বিরহ-ব্যথা ভক্তহৃদয়কে যেরূপ দগ্ধিভূত করিতেছিল, তৎসহ প্রকৃতির নিষ্ঠুর প্রত্যাঘাত তদীয় বিরহ-জ্বালাকে বার-

বার স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। তজ্জন্যই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ এই বিরহ-মহোৎসব সজ্জনসুধী তথা ভক্তবৃন্দ ব্যতীতও দীন-দরিদ্র অনাথ-দুস্থ প্রভৃতি সকলপ্রকার জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে প্রসাদ বিতরণের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

এই বিরহ-তিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৩ কার্ত্তিক (ইং ৩১।১০।৮২) রবিবার হইতেই বিশেষভাবে প্রস্তুতি লওয়া হয়। আশ্রমের প্রবেশদ্বার পত্র-পুষ্প-পতাকা-কদলীবৃক্ষ-রোপণ, ঘটস্থাপন প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যাদি অনুষ্ঠান করা হইলে সন্ধ্যায় অধিবাস-উৎসব উদ্‌যাপন ব্যতীত অবিদ্যা-হরণ কীর্ত্তন-সদনে এক মহতী সভার আয়োজন করা হয়। এই সভার উদ্বোধনীর ভাষণে সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সমিতির সেবকবৃন্দকে উদ্দীপনাময়ী এক ভাষণে বলেন যে, অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যধামে প্রয়াণ করিলে বাহ্যত যদিও আমরা তাঁহার স্থূল দর্শন পাইতেছি না, কিন্তু তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশ হৃদয়ে ধারণ করত আমরা যদি সেবায় ব্রতী হই তবে নিশ্চয়ই তাঁহার মনোভীষ্ট পূরণ করা হইবে। কাহারো প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন মানেই তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশ পালন ও তাঁহার মনোভীষ্ট পূরণে ব্রতী হওয়া। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেব বলেছিলেন,—এই সংসার-সাগর হইতে মায়াবদ্ধ জীবগণকে উত্তোলনের বা উদ্ধারের জন্য আমাদিগকে শ্রীহরিজনগণের সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ হইতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

ভারতভূমিতে জন্ম হইল যাহার।
জন্ম সার্থক করি কর পরোপকার॥

সুতরাং এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, অন্যের উপকার বা মঙ্গল করিতে গেলে তৎপূর্ব্বে নিজের ক্ষমতা বা অধিকার অর্জ্জন করিতে হইবে। তজ্জন্য সেবাময় জীবন লাভ করত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের কৃপালাভের জন্য সেবায় অতন্দ্রপ্রহরিরূপে নিজকে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। "অন্তর নিষ্ঠা করি কর বাহ্য-ব্যবহার।" শ্রীগৌরসুন্দরের অমৃতময় বাণী হৃদয়ে ধারণ করত নিষ্কপটে পরোপকারার্থে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হ'বে। এর জন্য চাই অনলস সাধনা —বিরামহীন ধৈর্য্য।

স্বরূপ উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত জনসমাজের প্রকৃত মিলনের জাগরণ আসিবে না। এর জন্য আমাদের প্রত্যেকের নিকট এগিয়ে যেতে হবে; তাঁদেরকে দিতে হবে অমৃতের বাণী—তাহাদিগকে জানাইতে হইবে 'জীবগণ,

আমরা অমৃতের সন্তান'। জড়ীয় ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য আমাদের জীবনে দ্বন্দ্ব, প্রবঞ্চনা—ইহাদ্বারা নিত্যশান্তি তো আসিবেই না পরন্তু সাময়িক শান্তি আসাও দুষ্কর। কেননা নিজেকে অন্যের জন্য বিলিয়ে দিতে না পারিলে অন্যের কি উপকার করা যেতে পারে? মায়াবদ্ধ জীবনিচয় অজ্ঞানতারূপ কুহলিকায় পতীত রয়েছে—তাহাদিগকে জাগরণের বাণী শুনাইতে হইবে। কিন্তু তাহারা এমনি কি শুনিবেন? এই জন্যও বুভুক্ষু, মুমুক্ষ ব্যক্তির নিকটেও ছুটে গিয়ে কাহাকেও বা মহাপ্রসাদ দান করিয়া ভগবানের অসমোর্দ্ধ দয়ার নিদর্শন দেখাইতে হইবে, আর কাহাকেও বা ভগবানের অসীম প্রেমের কথা জানাইতে হইবে। আমরা শুধু খেয়ে নিলাম আর মল পরিত্যাগ করিলাম—এইরূপ খাওয়া ও বিষ্টাত্যাগ নিয়াই ব্যস্ত থাকা যথার্থ মানবের কর্ত্তব্য নহে।

এই জন্যই শ্রীপদ্মপুরাণ বলিয়াছেন,—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাম্।
ধর্ম্মহিতেষামাধিক বিশেষো ধর্ম্মহীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

এক্ষেত্রে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া শুধু আহার-নিদ্রা-ভয় ও কাম-ক্রিয়া লইয়া থাকা মানেই পশুতুল্য বা ইতরবৃত্তি। কিন্তু ধর্ম্মযাজনই মানবরূপী জীবের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং জগতে বাঁচিয়া থাকিতে গেলে বা জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য খাদ্যাদি গ্রহণ করিলেও মানব সমাজের ইহাতেই কর্ত্তব্য শেষ হয় না। ইঁহারা উন্নতচিন্তা লইয়া জড়-জগতের চিন্তা ব্যতীতও সূক্ষ্মচিন্তায় বিভাবিত হইবেন ইহা সর্ব্বতোভাবে কাম্য।

প্রভুপাদ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী বলিয়াছেন,—'এক বিষয়ান্ধ ব্যক্তিকে আত্মচেতনা করিতে গেলে গ্যালন গ্যালন রক্ত নষ্ট করিতে হয়, তবেই হয়তো সুকৃতিবলে হরিভজন-পিপাসু হন। এমতাবস্থায় শুধু খাও-দাও আর আনন্দ কর—এরূপ বিচার গ্রহণযোগ্য নহে।

তাঁহার দীর্ঘ ভাষণকালে তিনি বলেন,—আমরা সমাজের সেবা করব ঠিকই, কিন্তু ইহা এমনভাবে করব যাহা ভগবৎসেবার অনুকূল হয়। নৈতিক-জীবন সমাজকে আনন্দ দান করিতে পারে—শান্তি দিতে পারে; কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল জীবন সমাজ-জীবনকে উদ্বেগ প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং সমাজ-সেবার নামে যেন ব্যভিচারিতার উদ্ভব না হয়—সেদিকেও সজাগ থাকা বাঞ্ছনীয়। পরিশেষে মহাজন-গীতি কীর্ত্তনান্তে সভা সমাপ্ত হয়।

১লা নভেম্বর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারতি সমাপ্তান্তে শ্রীগুরু-বন্দনা, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চ-তত্ত্বাত্মক-বন্দনা, বিরহ-সূচক কীর্ত্তনাদি হইলে বাণী-সংরক্ষণ যন্ত্র

সাহায্যে শ্রীল গুরু মহারাজের হরিকথা পরিবেশিত হয়। মধ্যাহ্নের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সমাধিপীঠে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণান্তে বিশেষ ভোগ নিবেদিত হইলে মধ্যাহ্নারতি সমাপ্ত করিয়া নিমন্ত্রিত বৈষ্ণববৃন্দ, সজ্জন-সুধী ভক্তবৃন্দ তথা আগত দীন-দুঃখী সকলকেই অকাতরে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। আগত সহস্র সহস্র জনসাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহাদিগের শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণেরই উদ্দেশ্য নহে —পরন্তু তাঁহাদের ইহ এবং পরকালের যাহাতে উপকার হয় তজ্জন্যই ভগবদ্-পার্ষদের তিরোধান-তিথিকে উপলক্ষ করিয়া ভাত-ডাল ক্ষুধা নিবারণের জন্য দান না করিয়া মহাপ্রসাদরূপে জনসাধারণকে বিতরণের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। কেননা তদ্দ্বারা ইহ ও পারলৌকিক দুই-কালেরই উপকার হওয়া সম্ভব। বৈষ্ণবগণ তজ্জন্যই ভগবদ্ উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন প্রসাদরূপে বিতরণ করেন।

এই দিন গোধূলি-লগ্নে সন্ধ্যারতি আরম্ভ হয় এবং আরতি অন্তে মহাজন-গীতি কীর্ত্তন হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি তাঁহার অগ্রজ সতীর্থের জীবনাদর্শের মহিমা ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া অস্মদীয় শ্রীল গুরু-মহারাজের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিয়া বলেন, "শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পূরণেই যাঁহার এক-মাত্র জীবনের ব্রত ছিল—সেই জীবদুঃখে দুঃখী অমন্দোদয়-দয়াকারী শ্রীল কেশব মহারাজ যেন আশীর্ব্বাদ করেন—যাহাতে বাকী জীবনটি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবায় নিয়োজিত থেকে কাটাইতে পারি।

তদনন্তর শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যাটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীনবহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিব ব্রহ্মচারী, শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আরও অনেকে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহিমা বর্ণন করেন।

পরিশেষে সমিতির আচার্য্যদেব শ্রীমৎ বামন মহারাজ শ্রীল গুরুপাদ-পদ্মের দার্শনিক বিচার-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করিলে সভার কার্য্য কীর্ত্তনমুখে সমাপ্ত হয়।

—শ্রীযদুবরদাস ব্রহ্মচারী

। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ।

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ।

৩৪শ বর্ষ | ১৫ কেশব, কারণোদশায়ী, ৪৯৬ গৌরাব্দ | ১০ম সংখ্যা
৩০ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৬।১২।৮২

সানুবাদং

শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহারিণঃ দ্বিতীয়াষ্টকম্

[শ্রীমদ্-রূপ-গোস্বামি-বিরচিতম্]

॥ নমঃ শ্রীকুঞ্জবিহারিণে ॥

অবিরত-রতি-বন্ধু-স্মেরতা-বন্ধুর-শ্রীঃ
কবলিত ইব রাধাপাঙ্গ-ভঙ্গী-তরঙ্গৈঃ ।
মুদিত-বদন-চন্দ্রশ্চন্দ্রকাপীড়-ধারী
মুদির-মধুর-কান্তির্ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥১॥

কন্দর্প-বিলাসহেতু যাঁহার মুখমণ্ডলে মন্দ-মন্দ হাস্য সর্ব্বদা শোভা পাইতেছে, যিনি শ্রীরাধিকার কটাক্ষ-ভঙ্গীরূপ তরঙ্গদ্বারা যেন কবলিত হইতেছেন,

যাঁহার বদনচন্দ্র সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত, যিনি মস্তকে শিখিপুচ্ছ ধারণ করিতেছেন এবং নবীন-মেঘের ন্যায় মধুরকান্তি ধারণ করিয়াছেন সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী কুঞ্জ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥১॥

তত শুষির-ঘনানাং বাগ-মানদ্ধ-ভাজাং
জনয়তি তরুণীনাং মণ্ডলে মণ্ডিতানাং।
তটভুবি নটরাজ-ক্রীড়য়া-ভানু-পুত্র্যা
বিদধদতুলচারীর্ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥২॥

যমুনাতটে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ব্রজরমণীগণ মৃদঙ্গ, বীণা, বেণু, কাংস্য প্রভৃতির বাদ্য আরম্ভ করিলে, যিনি উত্তম নটের ন্যায় সুন্দর নৃত্য করিতে থাকেন, সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী কুঞ্জ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥২॥

শিখিনি কলিত ষড়্জে কোকিলে পঞ্চমাঢ্যে
স্বয়মপি নব-বংশ্যোদ্গায়ন্ গ্রাম-মুখ্যং।
ধৃত-মৃগ-মদ-গন্ধঃ সুষ্ঠু গান্ধার-সংজ্ঞং
ত্রিভুবন-ধৃতিহারী ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৩॥

ময়ূরগণ ষড়্জ স্বর আরম্ভ করিলে, কোকিলগণ পঞ্চম-স্বরের আলাপ করিতে লাগিলে যিনি সর্ব্বাঙ্গে মৃগমদগন্ধ ধারণ করিয়া অভিনব বংশীদ্বারা গান্ধার নামক উৎকৃষ্ট স্বরগ্রাম মূর্চ্ছনা পূর্ব্বক ত্রিভুবনের ধৈর্য্য হরণ করেন, সেই শ্রীকুঞ্জবিহারী কুঞ্জ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৩॥

অনুপম-কর-শাখোপাত্ত-রাধাঙ্গুলীকো
লঘু লঘু কুসুমানাং পর্য্যটন্ বাটিকায়াং।
সরভসমনুগীতশ্চিত্র-কণ্ঠীভিরুচ্চৈ-
র্ব্রজ-নব-যুবতীভির্ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৪॥

যিনি আপনার সুকোমল বামকরাঙ্গুলীদ্বারা শ্রীরাধিকার দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্ব্বক পুষ্পবাটীকায় মন্দমন্দ পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং তৎসঙ্গে মধুরকণ্ঠী ব্রজযুবতীগণ আনন্দভরে যাঁহার গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৪॥

অহি-রিপু-কৃত-লাস্যে কীচকারব্ধ-বাদ্যে
ব্রজগিরি-তটরঙ্গে ভৃঙ্গ-সঙ্গীত-ভাজি।

বিরচিত-পরিচর্য্যশ্চিত্র-তৌর্য্যত্রিকেণ
স্তিমিত-করণ-বৃত্তির্ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৫॥

গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের অধিত্যকা-রূপ রঙ্গস্থলে ময়ূরের নৃত্য, কীচকের (ছিদ্রিত বাঁশের) বাদ্য ও ভ্রমরের সঙ্গীত আরম্ভ হইলে, বোধ হয় যেন গোবর্দ্ধন পর্ব্বত স্বয়ং তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিতেছেন, এইরূপ পরিচর্য্যায় যাঁহার অন্তঃকরণ বা ইন্দ্রিয়সমূহ আর্দ্র হইয়া থাকে সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৫॥

দিশি দিশি শুক-শারী-মণ্ডলৈর্গূঢ়লীলাঃ
প্রকটমনুপঠদ্ভির্নির্ম্মিতাশ্চর্য্য-পূরঃ ।
তদতিরহসি বৃত্তং প্রেয়সী-কর্ণমূলে
স্মিত-মুখমভিজল্পন্ ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৬॥

কুঞ্জের চতুর্দ্দিকে বিরাজমান শুকশারিগণ শ্রীকৃষ্ণের নির্জ্জনকৃত গূঢ়-লীলা সকল সুস্পষ্টরূপে পাঠ করিতে লাগিলে, তৎশ্রবণে যিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া ঐ শুকশারি-গণ উক্তিসকল প্রেয়সী শ্রীরাধিকার কর্ণমূলে সহাস্যবদনে ব্যক্ত করেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৬॥

তব চিকুর-কদম্বং স্তম্ভতে প্রেক্ষ্য কেকী-
নয়ন-কমল-লক্ষ্মীর্বন্দতে কৃষ্ণসারঃ ।
অলিরলমল-কান্তং নৌতি পশ্যেতি রাধাং
সুমধুরমনুশংসন্ ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৭॥

"হে রাধিকে ! দেখ ময়ূরগণ তোমার বিবিধ কুসুমাকীর্ণ কেশপাশ সন্দর্শন করিয়া (আমাদিগকে পুষ্পসকল ঈদৃশ শোভাসম্পন্ন নহে, এই বলিয়া) স্তব্ধ হইতেছে, কৃষ্ণসার নামক মৃগেরাও তোমার নয়নপদ্মের শোভাকে প্রশংসা করিতেছে এবং ভ্রমরগণ তোমার অলকাবলী অর্থাৎ চূর্ণিত কুন্তলকে অতিশয় স্তব করিতেছে"—যিনি শ্রীরাধিকাকে এই প্রকার বাক্য কহেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৭॥

মদন-তরল-বালা চক্রবালেন বিম্ব-
ত্রিবিধ-বরকলানাং শিক্ষয়া সেব্যমানঃ ।

স্খলিত চিকুর-বেশে স্কন্ধ-দেশে প্রিয়ায়াঃ
প্রথিত-পৃথুল-বাহুর্ভাতি কুঞ্জে-বিহারী ॥৮॥

পুষ্পমালা-রচনাদি শিল্পকার্য্য-শিক্ষাচ্ছলে যিনি স্মরবিলাস-চতুরা ললিতা প্রভৃতি ব্রজরমণীগণকর্ত্তৃক সেবামান এবং আলুলায়িত-কেশী প্রেয়সী শ্রীরাধিকার স্কন্ধদেশে বাহু অর্পণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে বিরাজ করিতেছেন ॥৮॥

ইদমনুপম-লীলা-হারি-কুঞ্জে-বিহারি-
স্মরণ-পদমধীতে তুষ্টধীরষ্টকং যঃ।
নিজগণ-বৃতয়া শ্রীরাধয়া রাধিতস্তং
নয়তি নিজপদাব্জং কুঞ্জ-সম্রাধিরাজঃ ॥৯॥

প্রত্যেক পদে কৃষ্ণলীলা প্রকাশ থাকায় অতি-মনোহর ও শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ, পদ্ধতি-স্বরূপ এই পদ্যাষ্টক যিনি সন্তুষ্ট চিত্তে পাঠ করেন, শ্রীরাধিকা ও শ্রীরাধিকার সখীগণকর্ত্তৃক আরাধিত সেই নিকুঞ্জাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিজপাদপদ্মে স্থান প্রদান করেন ॥৯॥

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর

ঠাকুর নরোত্তমের পারম্পর্য্যে চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের স্থান

শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে ব্রজবাসী গোস্বামিগণের নাম অনেকেই অবগত আছেন। তাঁহাদের অপ্রকটের পর শুদ্ধভক্তিস্রোত শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্যপারম্পর্য্যে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর চতুর্থ অধস্তন।

ঠাকুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যকালীয় সংরক্ষক ও আচার্য্য

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের কথা ন্যূনাধিক জানেন। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা করেন, গীতা শাস্ত্রের আলোচনা করেন ও গোস্বামি-মতের আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অলৌকিক কৃতিত্বের কথা শুনিয়া থাকিবেন। আমাদের এই ঠাকুরটী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যকালীয় সংরক্ষক ও আচার্য্য এখনও সাধারণ বৈষ্ণবগণের মধ্যে চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের তিনখানি গ্রন্থসম্বন্ধে সে কিম্বদন্তী আছে, তাহা এই—"কিরণবিন্দুকণা, এই নিয়ে বৈষ্ণবপণা"। তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকটীও সর্ব্বত্র গীত হইতে শুনা যায়।

বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্মপ্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ ॥

অর্থাৎ এই বিশ্বনাথ বিশ্ববাসী সকলকেই ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বলিয়া তিনি বিশ্বনাথ। ভক্তমণ্ডলীতে অবস্থিত বলিয়া তাঁহাদের নাম চক্রবর্ত্তী। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় মধুররসে পারঙ্গত রসিকচূড়ামণি ভক্তরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বাস্তবিকই তিনি তাহাই। কিন্তু হরিবিমুখ জড়জগতে যে কঠিন বিধি জীবকে সর্ব্বদা আবরণ করিতেছে, সেই শক্তির সেবকগণ এই রসিকবরকেও জড়-রসকূপে বলপূর্ব্বক ফেলিয়া দিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার পারমার্থিক চেষ্টা বুঝিতে না পারিয়া অনেক 'প্রাকৃত সহজিয়া' তাঁহাকে 'সহজিয়া-কুলভূষণ' বলিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বৈষ্ণবাচার্য্য। তাঁহার পাণ্ডিত্যের ফল গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগৎ যে পরিমাণে লাভ করিয়াছেন, তাহা অবর্ণনীয়।

ঠাকুরের কুলের ও গুরুদেবের পরিচয়

শ্রীল বিশ্বনাথ, নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাঢ়ীয়শ্রেণীর বিপ্রকুলে উদ্ভূত হন। ইনি কাহারও মতে হরিবল্লভ নামেও খ্যাত ছিলেন। তাঁহার দুইটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামভদ্র ও রঘুনাথ নামে কথিত হইতেন। বাল্যকালে দেবগ্রামে থাকিয়া ব্যাকরণ পাঠ সমাপন পূর্ব্বক মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ গ্রামে তিনি গুরুগৃহে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গমন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী তাঁহার গুরু। এই শ্রীরাধারমণ শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণের শিষ্য ছিলেন।

ব্রজধামের বিভিন্ন স্থানে বাস ও গ্রন্থ রচনা

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার গুরুদেবের স্তোত্র, পরম গুরুদেবের স্তোত্র, পরাৎপর গুরুদেবের স্তোত্রাষ্টক ও পরম পরাৎপর গুরুদেবের স্তোত্রাষ্টক রচিত করিয়াছেন। এইগুলি তাঁহার স্তবমালামৃতলহরী নাম্নী গ্রন্থে অপর বহু স্তোত্র সমূহের সহিত গুম্ফিত আছে। শ্রীগুরুকৃপাবলে তিনি ব্রজধামে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থগুলি বর্ত্তমান সময়ে দুষ্প্রাপ্য;

দুই-চারিখানি ব্যতীত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম আদরের সম্পত্তি হইয়াছে। তিনি কোন সময়ে শ্রীগোবর্দ্ধনে, কোন সময়ে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে, কোন সময়ে শ্রীঘাটে এবং কোন সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গোকুলানন্দপল্লীতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থের শেষভাগে এই সকল কথা স্পষ্ট উদাহৃত আছে।

ঠাকুরের স্থিতিকাল ৭০ বৎসর

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের উদয়কাল নির্ণয়বিষয়ে আমরা শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থের শেষভাগে দেখিতে পাই যে, তিনি ১৬০১ শকাব্দের ফাল্গুন পূর্ণিমা দিবসে ঐ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। আর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা সারার্থদর্শিনীর মধ্যে দেখা যায় যে, ঐ টীকা লেখার কাল ১৬২৬ শকাব্দের মাঘ মাস। সুতরাং তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৫৬০ শকাব্দ ধরিলে এবং অপ্রকটকাল ১৬৩০ শকাব্দ অনুমান করিলে সপ্ততি বর্ষকাল তিনি এই প্রপঞ্চে বিচরণ করিয়াছিলেন জানা যায়।

ঠাকুরের পারম্পর্য্য-পরিচয়

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য বালুচর গাম্ভিলা নিবাসী শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভগবদিচ্ছাক্রমে কোন পুত্রসন্তান লাভ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামক বারেন্দ্রশ্রেণীর এক ব্রাহ্মণ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রসিদ্ধ শিষ্য ছিলেন। সেই ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণকে শ্রীগঙ্গনারায়ণ দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই শ্রীকৃষ্ণচরণই শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পরমগুরু। সারার্থ দর্শিনীতে শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রারম্ভটীকায় আমরা এই শ্লোকটী দেখিতে পাই,—

শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্ নত্বা গুরুগুরুপ্রেম্নঃ।
শ্রীল নরোত্তমনাথশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি॥

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম শ্রীকৃষ্ণ, নাথ শব্দে শ্রীলোকনাথ বুঝাইতেছে।

ঠাকুর কর্ত্তৃক বিশৃঙ্খল রাগমার্গে অন্যায় স্মরণাদির প্রতিবাদ

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ন্যায় সুবিস্তৃত সংস্কৃত গ্রন্থরাজির লেখক গৌড়ীয় আচার্য্যগণের মধ্যে অল্পই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি এই বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য লিখিবার পরও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের দুইটী হিতকর কার্য্যে ব্রতী

হইয়াছিলেন। সেই দুইটীই প্রচারমূলে কীর্ত্তনের কার্য্য। শ্রীনিবাস আচার্য্য-কন্যা শ্রীল হেমলতা ঠাকুরাণী, শ্রীরূপ কবিরাজ নামক একটী উদাসীন শিষ্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ হইতে বর্জ্জন করেন। সেই রূপ-কবিরাজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অতিবাড়ী নামক উপশাখার মধ্যে গণিত হন। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের প্রতিকূলে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ত্যাগী ব্যক্তি একমাত্র আচার্য্যের কার্য্য করিতে সমর্থ। গৃহস্থগণের মধ্যে ভক্তাচার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধিমার্গের সম্পূর্ণ অনাদর করিয়া বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ রাগমার্গ প্রচারই তাঁহার চেষ্টা ছিল। শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অসহযোগে স্মরণাদি সম্ভবপর—এই গোস্বামিপ্রতিকূলপন্থা কবিরাজ মহাশয় প্রচার করেন। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সারার্থদর্শিনীতেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। উহা শ্রীজীব গোস্বামিলিখিত ভক্তিসন্দর্ভের অনুগত পথমাত্র।

ঠাকুরের প্রচার "গোস্বামী" উপাধি গুণের পরিচয়—বংশের নহে

শ্রীরূপ-কবিরাজ আচার্য্যবংশে অথবা শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরভদ্রের শিষ্যবংশে এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ত্যাজ্য পুত্রগণের বংশে গৃহস্থ হইয়া "গোস্বামী" উপাধি প্রদান করা শিষ্যদিগের উচিত নহে, এই কথা প্রচার করিলে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া আচার্য্যবংশের যোগ্য অধস্তন গৃহস্থ সন্তানের আচার্য্যের কার্য্য করা অসঙ্গত নহে প্রমাণ করেন। পরন্তু বংশপারম্পর্য্যক্রমে ধন-শিষ্যাদির লোভে অযোগ্য আচার্য্য-কুলোৎপন্ন সন্তানগণের নিজ নিজ নামের পশ্চাদ্ভাগে গোস্বামী-শব্দ সংযোজন করা নিতান্ত অবৈধ বলেন। তজ্জন্য তিনি নিজে আচার্য্যের কার্য্য করিলেও নিজ নামের সহিত স্বয়ং গোস্বামী শব্দ সংযোগ করেন নাই। উহা মূর্খ বিচারহীন আচার্য্যসন্তানগণের অনভিজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছিলেন।

যে-কালে আচার্য্যসন্তানগণ নিজ নিজ নামের পার্শ্বে "গোস্বামী" শব্দ লিখিয়া স্ব-স্ব অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছিলেন এবং শাস্ত্রবিমুখ হইয়া বংশ-পারম্পর্য্য নামাইতেছিলেন সেইকালে জয়পুরের গল্‌তা গ্রামে শ্রীগোবিন্দ-দেবের মন্দিরে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রতিপক্ষে এক বিপুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন। সেইকালে জয়পুররাজ শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদিগকে শ্রীল রূপগোস্বামীর অনুগত জানিয়া

শ্রীরামানুজীয়গণের সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করেন। এই ঘটনা ১৬২৮ শকাব্দায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অতিবৃদ্ধ বয়সে সংঘটিত হওয়ায় তাঁহারই পরামর্শক্রমে তাঁহার ছাত্র-প্রতিম গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকুলমুকুট শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীবিদ্যা-ভূষণের ছাত্র শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব জয়পুরের বিচার-সভায় গমন করেন।

বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর নিরাকৃত পারম্পর্য্যের অনুমোদন

জাতি-গোস্বামিগণ, আপনাদিগের শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের আনুগত্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক পরিচয় বিস্মৃত হইয়া বৈষ্ণববেদান্তে অনাদর করায় যে বিপত্তি ঘটিয়াছিল তাহার নিরাকরণ জন্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সম্প্রদায়মতে একখানি স্বতন্ত্র ভাষ্য রচনা করিতে বাধ্য হন; এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েরপারম্পর্য্য নিরাকরণে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অনুমোদন লাভ করেন। এই কার্য্য শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারের দ্বিতীয় নিদর্শন। বিশেষতঃ অশৌক্র-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবা-চার্য্যের সংস্কারের অনুমোদনের ইহাই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের রচিত পরিচিত গ্রন্থরাজির তালিকা

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর নানাগ্রন্থ লিখিয়াছেন তাঁহার রচিত গ্রন্থের তালিকা আমারা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাই এখানে লিখিলাম।

১। ব্রজরীতিচিন্তামণি ২। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা ৩। প্রেমসম্পুটং (খণ্ডবাক্য) ৪। গীতাবলী ৫। সুবোধিনী (অলঙ্কারকৌস্তুভটীকা) ৬। আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জ্বলনীলমণিটীকা) ৭। গোপালতাপনীটীকা ৮। ৯। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতমহাকাব্যং. ১০। শ্রীভাগবতামৃত-কণা, ১১। উজ্জ্বল-নীলমণেঃ কিরণলেশঃ ১২। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধোর্বিন্দুঃ ১৩। রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা ১৪। ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী (দুষ্প্রাপ্য) ১৫। মাধুর্য্যকাদম্বিনী ১৬। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুটীকা ১৭। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিটীকা ১৮। দানকেলিকৌমুদিটীকা ১৯। শ্রীললিতামাধব নাটকটীকা ২০। বিদগ্ধমাধব নাটকটীকা ২১। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-টীকা সম্পূর্ণ ২২। ব্রহ্মসংহিতার টীকা ২৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সারার্থবর্ষিণী টীকা ২৪। সারার্থদর্শিনী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা।

স্তবামৃতলহরীধৃত—(১) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকং, (২) মন্ত্রদাতৃ গুরোরষ্টকং, (৩) পরমগুরোরষ্টকং, (৪) পরাৎপরগুরোরষ্টকং (৫) পরমরূপাৎপরগুরোরষ্টকং, (৬) শ্রীলোকনাথাষ্টকং, (৭) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকং, (৮) স্বরূপচরিতামৃত, (৯) স্বপ্নবিলাসামৃতং, (১০) শ্রীগোপালদেবাষ্টকং, (১১) শ্রীমদনমোহনাষ্টকং, (১২) শ্রীগোবিন্দাষ্টকং, (১৩) শ্রীগোপীনাথাষ্টকং, (১৪) গোকুলানন্দাষ্টকং, (১৫) স্বয়ং ভগবত্তাষ্টকং, (১৬) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকং, (১৭) জগন্মোহনাষ্টকং, (১৮) অনুরাগবল্লী, (১৯) বৃন্দাদেব্যষ্টকং, (২০) শ্রীরাধিকাধ্যানামৃতং, (২১) শ্রীরূপ-চিন্তামণি, (২২) নন্দীশ্বরাষ্টকং, (২৩) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকং, (২৪) গোবর্দ্ধনাষ্টকং, (২৫) সঙ্কল্পকল্পদ্রুম (শতকং), (২৬) শ্রীনিকুঞ্জবিরুদাবলী (বিরুদ্‌বাক্য), (২৭) সুরতকথামৃত (আর্য্যশতকং), (২৮) শ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকং—

—জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ

সাধু-বৃত্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩০৫ পৃষ্ঠার পর)

গৃহস্থের নির্ভরশীলতা ; অসৎসঙ্গ-ত্যাগ করা প্রয়োজন

গৃহস্থ সকল-কর্য্যে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। প্রভু বলিয়াছেন—

শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৮।৫৫)

গৃহস্থ বিশেষ সতর্কতার সহিত অসৎসঙ্গ অর্থাৎ অবৈষ্ণব-সঙ্গ, স্ত্রী ও স্ত্রৈণসঙ্গ ত্যাগ করিবেন। প্রভু কহিলেন,—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, 'কৃষ্ণভক্ত' আর ॥ (চৈ চঃ মঃ ২২।৮৪)

গৃহস্থ পরস্ত্রী বা বেশ্যাতে লোভ করিবে না। যথা, প্রভুর চরিত্র কৃষ্ণদাস বিষয়ে,— গোসাঞির সঙ্গে যে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টথারি-সহ তাঁহা হৈল দরশন ॥
স্ত্রী-ধন দেখাইয়া তা'র লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৯,২২৬-২২৭)

প্রভু কেশে ধরি সেই ব্রাহ্মণকে স্ত্রীলোভ হইতে রক্ষা করিলেন। 'সরল বিপ্র' অর্থে দুর্ব্বল-হৃদয় ব্রাহ্মণ কুমার।

গৃহস্থ স্বধর্ম্মানুসারে অর্থোপার্জ্জন করিবেন — পাপের দ্বারা নহে

গৃহস্থ-বৈষ্ণব স্বধর্ম্ম-অনুসারে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিবেন। কোন পাপদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিয়াছেন,—

শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস, সব নিমু মুঞি॥
পর-হিংসা, ডাকা, চুরি—সব অনাচার।
ছাড় গিয়া, ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্ম-পথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্যের করিবা পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু, চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্ম-পথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৫।৬৮৫-৬৮৮)

লক্ষ-নাম-গ্রহণকারীই সদ্‌গৃহস্থ ; তাঁহার গৃহ ব্যতীত অন্যত্র প্রসাদ গ্রহণ গৃহীর নিষেধ

তিনিই সদ্‌গৃহস্থ যিনি প্রত্যহ লক্ষ 'নাম' গ্রহণ করেন। তাঁহার গৃহেই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করিবেন।

প্রভু কহিলেন,—

প্রভু বলে,—জান, লক্ষেশ্বর বলি কারে?
প্রতিদিন লক্ষনাম যে গ্রহণ করে॥
সে জনের নাম আমি বলি **'লক্ষেশ্বর'**।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।১২১-১২২)

ধর্ম্মাচার-সম্বন্ধে বৈষ্ণব ও স্মার্ত্তে ভেদ নাই

প্রভু বলিয়াছেন,—

অধম জনের যে আচার, যেন ধর্ম্ম।
অধিকারী-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে॥

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৯।৩৮৮-৩৮৯)

তাৎপর্য্য এই যে, বৈষ্ণবের হৃদয়-নিষ্ঠা পৃথক্। স্মার্ত্তের সহিত তাঁহার কর্ম্ম এক হইলেও যিনি বৈষ্ণব, তিনি বৈষ্ণবের হৃদয়-নিষ্ঠা জানিতে পারেন। যিনি তাহা বুঝিতে পারে না, তাঁহার বৈষ্ণবাদর হয় না এবং তাহাতে তাঁহার অধোগতি হয়।

গৃহস্থের প্রকৃত ধর্ম্ম; আত্মহত্যা করা মহাপাপ

গৃহস্থের ধর্ম্ম প্রভু বলিয়াছেন,—

প্রভু কহে,—'কৃষ্ণ-সেবা', 'বৈষ্ণব-সেবন'।
'নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন'॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১০৪)

ধর্ম্মজীবনের সহিত দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করত উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা কুটুম্বগণের সহায়তায় 'কৃষ্ণ-সেবা', 'বৈষ্ণব-সেবা' ও 'নিরন্তর নাম-সঙ্কীর্ত্তন' করা গৃহস্থের ধর্ম্ম। 'বৈষ্ণব-সেবা'-সম্বন্ধে কথা এই যে—নিষ্কপট ভক্ত ত্রিবিধ। উঁহাদের সেবনই বৈষ্ণব-সেবা। নিমন্ত্রণ করিয়া বৈষ্ণব একত্র করিবার আবশ্যক নাই। যখন যে বৈষ্ণব কার্য্য-গতিকে আইসেন, তাঁহাকে যথা-যোগ্য যত্নের সহিত সেবা করিবেন। **অনেককে একত্র করিলে অপরাধ হয়।** যথা,—

বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৯৭)

দীন-জনের প্রতি দয়া করা গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য, যথা,—

দীনে দয়া করে—এই সাধু-স্বভাব হয়॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩৫)

গৃহস্থ-বৈষ্ণব কোন সামান্য ধর্ম্মোদ্দেশে বা ক্রোধাবেশে দেহত্যাগের ইচ্ছা করিবেন না। যথা, প্রভুবাক্য,—

দেহত্যাগাদি যত, সব—তমোধর্ম্ম।
তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৫৭)

বৈষ্ণবধর্ম্মে বর্ণাশ্রমের দ্বারা উচ্চ-নীচতা হয় না—গৃহস্থ-ধর্ম্মে হয়

কৃষ্ণভজন-সম্বন্ধে বর্ণ, জাতি ইত্যাদির ছোট বড় অবস্থা হয় না। সংসার-ধর্ম্মে বর্ণাদি-দ্বারা ক্রিয়াধিকার-ভেদ আছে এবং উচ্চ-নীচতা ক্রমে বুদ্ধিভেদ হয়। কিন্তু ভজন-বিষয়ে সে তারতম্য নাই। যথা, প্রভুবাক্য,—

নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥

যেই ভজে, সেই বড় অভক্ত—হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৬-৬৭)

অন্যত্র,—(চৈঃ চঃ অঃ ৫।৮৪)

সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচ-শূদ্র-দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণব গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যাহা অনায়াসে পা'ন তাহাতে সুখবোধ করা উচিত, যথা,—

সবা হৈতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাক-ব্যঞ্জন।
পুনঃ পুনঃ যাহা প্রভু করেন গ্রহণ ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।২৯৪)

শ্রীচৈতন্যাশ্রয়, পরোপকার, তুলসীসেবন একান্ত কর্ত্তব্য

গৃহস্থ-বৈষ্ণব কৃষ্ণকে সর্ব্বেশ্বর জানিয়া একান্ত ভজন করিবে, স্মার্ত্তাদি সম্প্রদায়ে যে-সকল দেবতা পূজিত হন, তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন না। যথা,—

না মানে চৈতন্য-পথ, বোলায় 'বৈষ্ণব'।
শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তা'র সব ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ২।২৪৩)

স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াও পরোপকার করা গৃহস্থের ধর্ম্ম। যথা,—

আপনার ভাল হউ যেতে জন দেখে।
সুজন আপনা ছাড়িয়াও পর রাখে ॥ (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৩৬৫)

গৃহস্থ-বৈষ্ণব তুলসী সম্মান করিবেন। যথা,—(চৈঃ ভাঃ অঃ ৮।১৫৯-১৬০)

সংখ্যা-নাম লইতে যে-স্থলে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পারে ॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা-নাম।
এ ভক্তি-যোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন?

কালীদাসের অসংখ্যাত হরিনাম গ্রহণ সকলেরই আদর্শ; অন্যায়ভাবে গৃহস্থের অর্থোপার্জ্জন নিষিদ্ধ

ভক্তিযুক্ত গৃহস্থই ধন্য, ভক্তিহীন গৃহস্থ ছার। গৃহস্থ যে-কিছু সাংসারিক ব্যবহার করিবেন, সকল কার্য্য কৃষ্ণ-নামাশ্রয়ে করিবেন, তদ্বিষয়ে কালীদাস নামক মহাজনের চরিত্র, যথা,—

মহাভাগবত তিহোঁ সরল উদার।
কৃষ্ণনাম-সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার ॥

কৌতুকেতে তেহোঁ যদি পাশক খেলায়।
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' করি পাশক চালায়॥
(চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৬-৭)

অন্যায় উপার্জ্জন ও অসদ্ব্যয় সকলের পক্ষে পরিত্যাজ্য ও উৎকোচাদি গ্রহণ করা কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ। যথা, প্রভুর বাক্য,—

রাজার বর্ত্তন খায়, আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥
*　　*　　*　　*
'ব্যয় না করিহ কভু রাজার মূলধন॥'
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্ম-কর্ম্মে ব্যয়॥
অসদ্ব্যয় না করিহ, যা'তে দুইলোক যায়॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৯।৯০ ; ১৪২-১৪৪)

গৃহস্থ, ভক্তিমান সচ্চরিত্র গুরু করিবেন। যথা—(চৈঃ ভাঃ মঃ ২১।৬৫)

গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ।

অপরাধ হইতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন॥

বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না হয়, ইহাতে গৃহস্থ বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। যথা, প্রভুবাক্য,—　যে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা'র।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২২।৩৩)

ভক্তসেবা গৃহস্থের প্রধান কর্ম্ম। যথা, (চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৫৬-৬০),—

বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালীদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা॥
'ভক্ত-পদধূলি', আর 'ভক্ত-পদ জল'।
'ভক্ত-ভুক্ত-শেষ'—এই তিন সাধনের বল॥

সম্পূর্ণ ভক্ত হইবার পূর্ব্বে গৃহস্থের কর্ত্তব্য

গৃহস্থ-ভক্ত যতদিন পূর্ণ-ভক্ত-চরিত্র লাভ না করেন, এবং স্বভাব-জনিত কাম্যবস্তু-ভোগ না ঘুচে, ততদিন যে-প্রকার-ভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশে (২০।২৭-২৮) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। যথা,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্ব-কর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু-র্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি জাতশ্রদ্ধ হইলেই কৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যথা—

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৬৪)

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের ক্রমশঃ এই সব গুণ অবশ্যই হইবে,—

বৈষ্ণবের ২৭টী গুণ ও অন্যান্য কৃত্য

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈক-শরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭)

গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ। (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৩)

* * * *

অনেক অঙ্গ-সাধনের মধ্যে পঞ্চাঙ্গে বিশেষ যত্ন চাই। যথা,—

সাধু-সঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরা-বাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল-সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১২৫-১২৬)

ক্রমে ক্রমে রাগ-মার্গে প্রবেশ আপনা হইতে হয়

ক্রমে-ক্রমে বিধিবাধ্য-অবস্থা খর্ব্ব করিয়া রাগানুষ্ঠান করিবে। ভাগবত-রাগ উদয় হইলেই অনেক বিধির স্বয়ং নিবৃত্তি হয়, এবং প্রায়শ্চিত্তের অনাবশ্যক হয়। ইহারই মধ্যে ভেদ এই,—

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী ॥
বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তা'র কভু নহে মন ॥

অজ্ঞানে যদি হয় 'পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তা'রে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত॥
(চঃ চঃ মঃ ২২।১৩৬-১৩৮-১৩৯)

ভক্ত-গৃহস্থের ভক্তি-সম্বন্ধ জ্ঞান ও ভক্তিজনিত-বিরক্তি-ব্যতীত অন্য জ্ঞানবৈরাগ্যের জন্য যত্ন করা উচিৎ নয়। কৃষ্ণভজন যত্নাগ্রহের সহিত আরম্ভ করিলে সকল-মঙ্গল উদয় হয়। যথা শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪১—

জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ।

ভক্তির ক্রম বা ক্রমোন্নতি; নবধা ভক্তি পালনীয়

কৃষ্ণ ভক্তির ক্রম এই। ইহা যত্নপূর্ব্বক সাধন করিতে হয়।

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধন-ভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন'॥
'অনর্থ' নিবৃত্তি হইলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
'রুচি-ভক্তি' হইতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
'আসক্তি' হইতে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হইলে ধরে 'প্রেম'-নাম।
সেই 'প্রেমা'—প্রয়োজন, সর্ব্বানন্দ-ধাম॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।১০-১৩)

গৃহস্থ-বৈষ্ণব দশবিধ নামাপরাধ বহু যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিবেন।—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে 'নাম' লৈলে পায় প্রেম-ধন॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৪।৭০-৭১)

কেবল দুগ্ধপান-রূপ বৈরাগ্য ও সোঽহং-চিন্তা ভক্তি নহে

কেবল ধর্ম্মাচারের উপর নির্ভর না করিয়া গৃহস্থ শুদ্ধ ভক্তি অবলম্বন করিবেন। যথা, প্রভুবাক্য,—

মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি ?
পয়ঃ পান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি ? (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৪১)

জীবের দাস্য-ভাবই ভাল, ঈশ্বর-ভাব অতিশয় মন্দ ; যথা —

উদর-ভরণ লাগি' এবে পাপী সব ।
লওয়ায় 'ঈশ্বর আমি'—মূলে জরদ্গব ॥

কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ—ইহারে লইয়া ।
বলয়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণুমায়া-মুগ্ধ-হঞা ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৪৮০-৪৮২)

গৃহস্থের আদর্শ-জীবন ও জীবনী

মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর গণের গৃহস্থ-চরিত্র দেখিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণব আপনার চরিত্র গঠন করিবেন। জীবন-যাত্রা ও জীবনোপায় সংগ্রহার্থে প্রভুর ভক্তগণ ও প্রভু স্বয়ং যে চরিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাই ভক্ত-গৃহস্থের অনুসরণীয়। কৃষ্ণকাম হইয়া যে-কার্য্যই করুন, তাহাই ভাল। অবান্তর ফল-কামনা ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যাহাই করিবেন, তাহাতে সংসারী হইয়া পড়িবেন। ভক্ত-লোকের পক্ষে গৃহস্থ থাকা বা গৃহ ত্যাগ করা—একই কথা। রায়-রামানন্দ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীবাস পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, সত্যরাজ খান ও অদ্বৈতপ্রভু গৃহস্থভাবে নির্দ্দোষের সহিত জীবিকা নির্ব্বাহের পথ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রকার-ভেদ-ক্রমেই গৃহস্থ ও গৃহ-ত্যাগীর ভেদ। ভক্তের পক্ষে গৃহ যদি ভজনের অনুকূল হয়, তবে তাঁহার গৃহ ত্যাগ করা উচিত নয়। বৈরাগ্যের সহিত গৃহস্থ থাকাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তবে যখন গৃহ ভজনের প্রতিকূল হয়, তখনই গৃহ-ত্যাগের অধিকার জন্মে। সেই সময় যে গৃহে বিরাগ হয়, তাহা ভক্তি-জনিত বলিয়া সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হয়। এই বিচার-ক্রমেই শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহত্যাগ করিলেন না। এই বিচার-ক্রমেই শ্রীস্বরূপ দামোদর সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। যতনিষ্কপট ভক্ত, এই-বিচারের দ্বারা গৃহে বা বনে অবস্থিতি করিয়াছেন। এই বিচার-ক্রমে যাহার গৃহত্যাগ হইল, তিনি গৃহত্যাগী নিষ্কপট ভক্ত—সর্ব্বদা নামাপরাধে সতর্ক। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

বিরহ-তিথিবাসরে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

শারদ রাতে জ্যোৎস্নারাণী আসি বিমানেতে।
বরি নিলা মোর দেবে অতি অলক্ষিতে ॥
যাত্রাকালে রাধারাণী দিলা নিজমালা।
ধরা ত্যজি গোলোকেতে স্বধামে চলিলা ॥
স্বীয়ধাম-পুষ্টিহেতু 'বিনোদমঞ্জরী।'
মর্ত্ত্যলীলা সাঙ্গ কৈলা অতি ত্বরা করি ॥
কি কহিবে নীচাধম তাঁর গুণগ্রাম।
অলৌকিক অনুপম সর্ব্বগুণধাম ॥
জগন্নাথ-বলদেব-রথযাত্রাকালে।
(তাঁর) হৃদিমাঝে গুমরিয়া কি ভাব উথলে ॥
অদৃষ্টপূর্ব্ব তাঁর নর্ত্তন কৌশল।
জাগাত দ্রষ্টৃ চিত্তে আনন্দ-কোলাহল ॥
(হে দেব!) শরণাগত-বৎসল দিব্যকল্পতরু।
উদ্ধারিলা ভবে কত তপ্তমায়ামরু ॥
তব স্নেহামৃতধারা চির জাগরূক্।
অনুগতজন-চিত্তে নিত্যই উন্মুখ ॥
বজ্রাধিক দৃঢ় ছিল তব অন্তঃস্থল।
কুসুম হইতে পুনঃ অতি সুকোমল ॥
তার সাক্ষী দূরাগত যত বালদল।
(তাঁরা) পিতৃতুল্যস্নেহে গৃহ ভুলিল সকল ॥

কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধরি এলে ধরাধামে।
হিঙ্গুলবরণ পীত নিন্দি তপ্তহেমে ॥
প্রফুল্লবদন সদা দীর্ঘ কলেবর।
ধরণীতে জগজ্জন-মনোমুগ্ধকর ॥
প্রভুপাদাক্রান্ত যবে পরিক্রমাকালে।
তাঁরে রক্ষা করি গুরুনিষ্ঠা শিখাইলে ॥
এতাদৃশী গুরুভক্তি বিরল এ ভবে।
অতিমর্ত্ত্য চরিত্রেই কেবলি সম্ভবে ॥
প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে উজ্জ্বল নিদর্শন—
তিলকান্বিত বিষ্ণুমন্দির-উদ্ভাবন ॥
কোলদেবতা-প্রতিষ্ঠা কৈলা কোলদ্বীপে।
ধন্য হৈল জগদ্বাসী হেরি নবদ্বীপে ॥
মায়াবাদের শিরশ্ছেদ কৈলা সাধন।
বেদান্তের বৈজয়ন্তী করিলা স্থাপন ॥
ভীতি নাহি ছিল কভু সুসত্য বচনে।
দিগ্বিদিক্ কম্পিত হ'ত গম্ভীর গর্জ্জনে ॥
কেশব কাশ্মীরীসম কেশব কেশরী।
ভক্তিবিজয়কীর্ত্তি স্থাপিলা মর্ত্ত্যোপরি ॥
অদ্যাপি সে-সিংহ নাম শুনিলে শ্রবণে।
গৌড়ীয়-গগন সদা কাঁপে ঘনে ঘনে ॥
আজি এ বিরহদিনে আনন্দ প্রচুর।
তব পুণ্য স্মৃতিগানে মঠ ভরপুর ॥
ভাগ্যহীন সন্ন্যাসীর নাহিক সম্বল।
অর্ঘ্যরূপে দিনু পদে অশ্রু-পুষ্পদল ॥

শ্রীগুরুকৃপাপ্রার্থী—
—(ত্রিদণ্ডীভিক্ষু) **ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী** (মহারাজ)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম চিদ্বিলাস

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

চতুর্দ্দশ-বার্ষিক বিরহ-বাসরে

এ-দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

অদ্য শ্রীশারদীয়া রাসপূর্ণিমা তিথি। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের এই চতুর্দ্দশ-বার্ষিকী বিরহ-তিথিতে সর্ব্বাগ্রে আমি তাঁহার শ্রীচরণকমলে ভক্তি-পূর্ণ অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করত তাঁহার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিয়া তদীয় অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত ও উপদেশাবলী কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখে এবং প্রপূজ্যচরণ শ্রীগুরুবর্গের সকাশে তাঁহার অপ্রাকৃত মহিমা যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ এক্ষণে লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

শ্রীগুরুতত্ত্ব নিত্য, ভগবদ্ ইচ্ছায় জীবকল্যাণের নিমিত্ত কখনও অবতীর্ণ হন, কখনও একই কারণে অন্তর্দ্ধান করেন, সেইজন্য শ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত আছে—"এ সব লীলার নাহি পরিচ্ছেদ। আবির্ভাব-তিরোভাব এই কহে বেদ॥" (আঃ ৩।৫২)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজপ্রেমভক্তি প্রদানের নিমিত্ত কখনও কখনও স্বয়ং অবতীর্ণ হন, কখনও বা তদীয় অংশাবতারগণকে, আর কখনও বা নিজ অন্তরঙ্গজনকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীরূপানুগবর এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য চিদ্বিলাস ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীভগবানেরই প্রেরিত তদ্রূপ এক অন্তরঙ্গজন। তিনি নিত্যলীলায় শ্রীরাধাপ্রেষ্ঠ বিনোদমঞ্জরী সখি। এজগতে তিনি বিশ্ববিশ্রুত আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের (যিনি শ্রীবৃন্দাবনলীলায় শ্রীরাধার নয়ননলিনস্বরূপ শ্রীনয়নমঞ্জরী) প্রিয়তম পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হন। এই মহাপুরুষ পূর্ব্ববাংলা

অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বানরীপাড়া গ্রামের একবিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ১২ই মাঘ (ইং ২৪।১।১৮৯৮), সোমবার, মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে এ পৃথিবীকে ধন্য ও পবিত্র করত অবতীর্ণ হন।

তাঁহার পিতার নাম শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ ঠাকুরতা ও মাতার নাম শ্রীভুবনমোহিনী দেবী। তাঁহারা উভয়ে পরম ধার্মিক ছিলেন, উভয়ে শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা-মন্ত্রাদি গ্রহণ করেন। পিতা-মাতা শিশুর নাম শ্রীবিনোদবিহারী রাখিয়াছিলেন। শিশুর রূপ জ্যোৎস্নার ন্যায় উজ্জ্বল ছিল, সেই জন্য তাঁহারা 'জোনা' বলিয়াও ডাকিতেন।

এখন তাঁহার শিশুকালের একটি অলৌকিক ঘটনার কথা লিখিতেছি। একদিন তদীয় মাতাঠাকুরাণী শ্রীঅঙ্গে তৈল মর্দ্দন করাইয়া শিশুকে রৌদ্রে রাখিয়াছিলেন। তিনি গৃহকর্ম্মে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় শিশুর দিকে বিশেষ ধ্যান দেন নাই। এদিকে একটি অতিকায় চিল আসিয়া ছোঁ মারিয়া শিশুকে উপরে আকাশমার্গে লইয়া গেল। তখন চতুর্দ্দিকে আত্মীয়-পরিজন চিলে শিশু লইয়া গেল বলিয়া কোলাহল করিলে মা গৃহকর্ম্ম ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিলেন, এবং শিশুর জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে চিল অন্বেষণে ছুটিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, চিলটি ঘুরিতে ঘুরিতে নিকটস্থ সরোবরে পদ্মপাতার উপর শিশুকে রাখিয়া উড়িয়া গেল। শিশুটি পদ্মপত্রের উপর ভাসিতেছে দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজন শীঘ্রগতিতে সাঁতার দিয়া শিশুটিকে লইয়া আসেন এবং দেখিলেন শিশুটি দিব্যভাবে হাসিতেছেন, তাঁহার অঙ্গে বিশেষ কোন আঘাত চিহ্ন দেখিলেন না। ভক্তবৎসল ভগবান্ নিজ অন্তরঙ্গকে বিশ্বের কল্যাণ কারণে রক্ষা করিলেন, তাহা না হইলে এ অবস্থায় পদ্মপত্রের উপর কোন শিশুর প্রাণ থাকিতে পারিত না।

বাল্যকাল হইতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের তেজস্বিতা, পরোপকারিতা, পরম ধার্ম্মিকতা ও বাগ্মিতা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। তিনি যখন স্কুলের ছাত্র, সেই সময় সহপাঠিদের লইয়া একটি ধর্ম্মরক্ষিণী সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের রোগে-শোকে সর্ব্বপ্রকার আপদ-বিপদে ছুটিয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বকার্য্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তিনি প্রজাবর্গের প্রতি অত্যন্ত কারুণ্য প্রকাশ করিতেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ১৯১৪

খ্রীষ্টাব্দে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের প্রথমা ও দ্বিতীয়া মহিলা শিষ্যা পরম পূজনীয়া শ্রীমতী সরোজবাসিনী দেবী ও শ্রীমতী প্রিয়তমা দেবীকে লইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে উপনীত হন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন লাভ করেন। পরে স্কুল-কলেজের অধ্যয়নাদি সমাপন করিয়া ইং—১৯১৯ সালে সর্ব্বতোভাবে সংসার পরিত্যাগ করত শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়াছিলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণান্তর শ্রীচৈতন্যমঠে আশ্রমজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তখন হইতে তাঁহার নাম হয় শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী।

শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর বিশ্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেমধর্ম্ম প্রচারার্থে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠ প্রকাশ করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে নয়টি দ্বীপেই মঠ স্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তদীয় অন্যতম প্রিয় পার্ষদ শ্রীল পরমানন্দপ্রভু বলিলেন—"আপনি যে নয়টি দ্বীপে মঠ করিবেন বলছেন—তো লোক কোথায়?" তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন, "কেন আমাদের বিনোদ আছে। সে একাই বহু মঠের ভার নিতে পারে।" এই বাক্যের দ্বারাই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদের যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি হয়। তিনি তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবার জন্য সর্ব্ব-প্রকার মান-অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায়—ট্রামে ট্রামে বাক্স লইয়া ভিক্ষা করিতেন। সকালে সিদ্ধ অন্নপ্রসাদ পাইয়া সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদকে বলিতেন,—"মঠে যে সমস্ত কঠিন কাজ অন্যে করিতে অনিচ্ছুক, সেই সকল সেবাকার্য্য আমায় কৃপাপূর্ব্বক দিবেন।"

সেই সময় মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের বাগান হইতে বিবিধ সব্জী কলিকাতার উল্টাডিঙ্গি মঠে যাইত। শিয়ালদা ষ্টেশন হইতে ব্রহ্মচারিগণ কলিকাতার উল্টাডিঙ্গি মঠে মাথায় করিয়া সব্জীর বস্তা লইয়া যাইতেন। একদা শিয়ালদা-ষ্টেশনে এরূপ সব্জীর-বস্তাসমূহ পৌঁছিলে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম সবচেয়ে ভারী বস্তাটি লইবার জন্য দৌড়িলেন। সেই সঙ্গে শ্রীল সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রভু ও (অধুনা প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী মহারাজ) ছুটিয়া গেলেন। তখন শ্রীল গুরুপাদপদ্ম বলিলেন,—তুমি বয়সে ছোট, তুমি হাল্কা বস্তাটি নাও, ভারী বস্তাটি পারিবে না কষ্ট হইবে। আমি বয়সে বড়, ভারী

বস্তাটি আমিই লইব" এইভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রাণ দিয়া মঠের সেবা করিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে কিছুদিনের মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুরে এক বিরাট গুরু দায়িত্ব শ্রীল গুরুমহারাজের উপর অর্পিত হইল। মায়াপুরের প্রজাগণ মঠের জমি-জায়গা ভোগ করিত অথচ খাজনাদি কিছুই প্রদান করিত না। সেইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ একটু চিন্তিত হইলেন। তখন শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদকে বলিলেন,—"প্রভু! জমিদারী কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয় আমার জানা আছে। আপনি কৃপাপূর্ব্বক এ অধমকে ভার দিলে মঠের প্রাপ্য খাজনা আদায় করিয়া দিতে পারিতাম।" তখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের উপর জমিদারীর ভার অর্পণ করেন এবং শ্রীচৈতন্যমঠের প্রধান সেবক-রূপে (Manager) উন্নীত করেন। উহার পর হইতে মঠের সমস্ত জমিদারী দেখাশুনা ও যাবতীয় বৈষয়িক দায়-দায়িত্ব শ্রীল গুরুমহারাজের উপর অর্পিত হয়। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তখন এই গুরুভার গ্রহণ করিয়া তিনি কয়েক দিবসের মধ্যে তখনকার দিনে ৪০০৲ টাকা খাজনা প্রজাবর্গের নিকট হইতে আদায় করিলেন এবং উহা শ্রীল প্রভুপাদের হস্তে অর্পণ করিলে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের উপর তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। ইহার পর হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের জন্য কোন প্রকার চিন্তা প্রভুপাদকে করিতে হইত না।

শ্রীল গুরুপাদপদ্ম যেমন দুষ্টের নিকট ছিলেন 'বজ্রাদপি কঠোরাণি' তেমনি আবার শিষ্টের নিকট 'মৃদুনি কুসুমাদপি'। প্রজাবর্গের সুখদুঃখে আপদ-বিপদে সর্ব্বাবস্থায় তিনি তাহাদিগকে সহায়তা করিতেন। আজও শ্রীমায়াপুরের অধিবাসিগণ তাঁহার প্রজাবৎসলোর কথা পরস্পর বলাবলি করিয়া থাকেন। তখনকার দিনে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত রাস্তা-ঘাট ভাল ছিল না। যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য ছিল। সেই জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রজাদিগকে কোন বৈষয়িক ব্যাপারে কৃষ্ণনগরে কোর্টে যাইতে নিষেধ করিতেন; স্বয়ংই সুষ্ঠুরূপে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন। প্রজাদের সেজন্য কোন প্রকার অর্থ ব্যয় হইত না। তাঁহার সুশাসনে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রজাগণ অনাবিল আনন্দ ও শান্তিতে জীবন যাপন করিতেন।

শ্রীচৈতন্য মঠের যেখানে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দিরটি হইয়াছে, সেই স্থানটি মঠের হইলেও তখন তত্রস্থ মুসলমানগণ উহা অধিকার করিয়া

মহরমের সময় সেই স্থানে তাজিয়া ফেলিত। এইভাবে তাহারা আরও মঠের অন্যান্য অনেক জমি জায়গা দখল করিয়াছিল। শ্রীল গুরুপাদপদ্ম অসামান্য বুদ্ধি কৌশলে মঠের সম্পত্তিসমূহ পুনরুদ্ধার ও শ্রীচৈতন্য মঠের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি করেন।

সেই সময় মায়াপুরে কোন হাইস্কুল ছিল না। তত্রস্থ ছাত্রগণকে কষ্ট করিয়া গঙ্গা পার হইয়া তখন শহর নবদ্বীপস্থ হাইস্কুলে অধ্যয়ন করিতে আসিতে হইত। সেই জন্য শ্রীগুরুমহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে সেখানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট নামে হাই-স্কুল প্রতিষ্ঠার যত্ন করেন এবং জনসাধারণের শিক্ষালাভের প্রচুর সুযোগ প্রদান করেন। সেই বিদ্যালয়ে ধর্ম্মবিষয়ও শিক্ষা দেওয়া হইত। কেহ ধর্ম্মীয় বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলে তাহাকে প্রমোশন দেওয়া হইত না।

শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন এবং শ্রীল গুরুপাদপদ্মের সতীর্থ ও অভিন্ন সুহৃদ ছিলেন। তিনি যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহারও মূলে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম। শ্রীল গোস্বামী মহারাজ যে কারণে প্রভুপাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহা এক্ষণে বর্ণন করিতেছি।

ধানবাদের একটি রেল অফিসের বড়বাবু শ্রীযুত শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত এবং রেল অফিসার শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনের জন্য বর্ত্তমান শহর নবদ্বীপে প্রথমে উপস্থিত হন। সেখানে শ্রীমন্দিরাদি দর্শনান্তে বেলা দুই ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য-মঠে উপনীত হন। তখন মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীচৈতন্য মঠের ম্যানেজার (Manager) ও শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহপ্রভু মঠ-রক্ষক। উক্ত অফিসার-দ্বয় তাঁহাদের নিকট উপনীত হইলে শুষ্কমুখ অবলোকন করিয়া তাঁহাদের ভোজনাদি কিছুই হয় নাই বুঝিতে পারিলেন এবং এ-পর্য্যন্ত আহারাদি হয় নাই জানিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিলেন, "যান আপনারা স্নান করিয়া আসুন, ইতোমধ্যে আমরা প্রসাদের ব্যবস্থা করিতেছি।" তিনি শ্রীনরহরি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, মাধ্যাহ্নের প্রসাদ কিছুমাত্র নাই। সঙ্গে সঙ্গে ষ্টোভ জ্বালাইয়া অন্ন বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং

ঐ পাত্রের মধ্যে আলু ও ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া ডাল সিদ্ধ করিতে দিলেন। অন্ন ডাল আদি সিদ্ধ হইয়া গেলে সিদ্ধডাল গরম জলে মিশ্রিত করিয়া তেল ফোঁড়ন করিলেন এবং সিদ্ধ আলু দিয়া পোস্তও ভাজা করিয়া দিলেন। উক্ত অফিসারদ্বয় স্নান করিয়া আসিতে না আসিতে অন্ন, ডাল, পোস্ত ও আলুভাজা হইয়া গেল। তখন শ্রীল গুরুপাদপদ্ম শ্রীভগবান্‌কে মানসে উহা নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদ পরিবেশন করিলেন। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ প্রসাদের প্রস্তুতি দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত অবাক্ হইলেন এবং ক্ষুধার সময়ে স্বচ্ছন্দে-পরমানন্দে উদর পূর্ত্তি করিয়া উক্ত প্রসাদ সেবন করিলেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের এইরূপ অভূতপূর্ব্ব আতিথেয়তা দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—"শহর নবদ্বীপে বহু ঠাকুর-বাড়ী দর্শন করিয়াছি কিন্তু কেহই এইরূপ কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইবার জন্য আগ্রহ করেন নাই, কিন্তু আপনারা যাহা করিলেন তাহা অতুলনীয়"। প্রসাদ-সেবান্তে তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট প্রচুর হরিকথা শ্রবণ করিলেন। পরে শ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহাদিগকে শ্রীল প্রভুপাদের চরণসান্নিধ্যে লইয়া আসিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া উক্ত অফিসারদ্বয় অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর জীবনে ভগবৎভজন করাই যে শ্রেয়স্কর তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলেন এবং মঠের সহিত যোগাযোগ রাখিবেন এবং মধ্যে মধ্যে আসিবেন এরূপ বলিলেন। পরে শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তে শ্রীল অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচ-টাকা এবং শ্রীল অতুলচন্দ্র দত্ত একটাকা প্রণামী দিয়া বলিলেন,—আমরা মাসে মাসে, এরূপ পাঠাইয়া দিব।"

তাঁহারা ধানবাদে গিয়া প্রতি মাসেই এইরূপ সেবানুকূল্য পাঠাইতেন, ও মধ্যে মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীহরি কথা শ্রবণ করিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে, এক সময় তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীহরি-নাম মহামন্ত্র ও দীক্ষা লাভ করেন। দীক্ষার পরে শ্রীল অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয় যথাক্রমে শ্রীল অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ ও শ্রীল অতীন্দ্র দাসাধিকারী ভক্তিগুণাকর নামে খ্যাত হন। উহার কিয়ৎকাল পরে অপ্রাকৃত প্রভু সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য মঠে যোগদান করেন, এবং শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ নির্দ্দেশে আসমুদ্র হিমাচল শ্রীহরিকথা প্রচার করেন, এবং বহুবিধ ভাবে প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পূরণ করেন। তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া প্রভুপাদ তাঁহাকে সুদূর ইংলণ্ডে প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়া

ছিলেন। শ্রীল অপ্রাকৃত প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ নামে খ্যাত হন, এবং শ্রীল অতীন্দ্রিয়াধিকারী প্রভু "শ্রীগৌড়ীয় কণ্ঠহার" সংকলন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের মহান্ কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

অস্মদীয় শ্রীশ্রীগুরুপাদ উক্ত দুই মহাত্মা ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয় আসন ও মিসনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি প্রপূজ্যচরণ শ্রীল ভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী মহারাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভাগবতগণকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণাম্বুজে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করেন। শ্রীল গুরুপাদপদ্মের এবম্বিধ বহু সেবাসৌষ্ঠব সন্দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ স্বহস্তে তাঁহাকে 'কৃতিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। 'কৃতিরত্ন' মানপত্রটি পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীশ্রীমায়াপুর চন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণীসভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

শ্রীমহাপ্রভুসেবার্থং শ্রীধাম্নি ভূমিরক্ষকঃ।
প্রজাপালনদক্ষো যঃ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতঃ॥
শ্রীবিনোদবিহার্য্যাখ্য ব্রহ্মচারিবরায় চ।
প্রভুপাদান্তরঙ্গায় সর্ব্বসদ্গুণশালিনে॥
ধামপ্রচারিণী সংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
"কৃতিরত্ন" ইতি খ্যাতমুপাধিভূষণং মুদা॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটস্থ শ্রীনবদ্বীপস্থলে পরে।
শ্রীমায়াপুরধামস্থ যোগপীঠমহত্তমে॥
গুণেষু বসু শুভ্রাংশু শকাব্দেঽস্মিন্ শুভাশ্রয়ে।
ফাল্গুন পূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসরে॥

(স্বাঃ)—শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী,
সভাপতি,—শ্রীধাম প্রচারিণীসভা।

(ক্রমশঃ)

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

একটি পত্র

শ্রীনির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল,
আই-১৬৯৮, চিত্তরঞ্জনপার্ক
নিউদিল্লী—১৯
২৩।৯।৮২
টেলিফোন—64-4025

১) শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্।

২) রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্।

৩) ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ

৪) অন্ধঃ পশ্যতি শাস্ত্রানি শিলাস্তরতি বারিধিম্।
যস্য প্রভাবতো বন্দে তং শ্রীচৈতন্যমীশ্বরম্॥

৫) "তুমি আমি নীলাচলে র'ব একসঙ্গে।
সুখে কাটাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে॥"

৬) গোবিন্দ! গোবিন্দ! হরে মুরারে গোবিন্দ! গোবিন্দ! মুকুন্দকৃষ্ণ।
গোবিন্দ! গোবিন্দ! রথাঙ্গপাণে গোবিন্দ! গোবিন্দ! নমো নমস্তে॥

পরম ভাগবত বিগ্রহেষু—

শ্রীযুত মণ্ডল মহাশয়!

আপনার ১৭।৯ তারিখের চিঠিখানা পাইয়া পরমতৃপ্তিলাভ করিলাম। আপনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত। তাঁহার আদেশ না পাইলে আপনি কখনও "শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা" লিখিতে পারিতেন না। গ্রন্থখানি অপূর্ব্ব হইয়াছে এবং অগণিত ভক্তদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কাছে আপনার স্বাস্থ্য-সুন্দর ঋদ্ধিসমুজ্জ্বল দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমি যে সব প্রশ্ন করিয়াছি, তাহা অতি বিনীতভাবে অর্থাৎ "পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" মনোবৃত্তি নিয়া—জানিবার জন্যই আমার self-education এর purpose এ।

আরও তিনটি প্রশ্ন আমি রাখতে চাই—

১। ঈশান নাগরের "শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ" কি চৈতন্যভাগবত ইত্যাদির মত প্রামাণ্য গ্রন্থ? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে এই গ্রন্থখানি কি চৈতন্যভাগবত-এর আগেও লেখা হইয়াছিল?

২। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহের সঙ্গে, না টোটা গোপীনাথের সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছেন, কোনটা সঠিক? ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ একজায়গায় লিখিয়াছেন যে দ্বিতীয়টাই ঠিক।

৩। 'নামে' কি প্রারব্ধ সম্পূর্ণ কাটে? অথরিটী কী?

আমার পূর্ব্বেকার প্রশ্নের সঙ্গে উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নও জুড়িয়া দিলে অত্যন্ত বাধিত হব।

আপনি যদি কখনও দিল্লীতে আসেন, তবে আমার কুটিরে আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করিলে নিজকে ধন্য মনে করিব। সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে—

শ্রীনির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল

পত্রোত্তর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাং—বড়বহরকুলি; পোঃ—বদলা
জেলা—বর্দ্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)
ইং তাং—১৮।১১।৮২

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্—

প্রিয় মহাশয়! সর্ব্বাগ্রে আমার অন্তরের হার্দ্দ অভিনন্দন গ্রহণ করিবেন। আপনার ২৩।৯।৮২ তারিখের প্রশ্ন সম্বলিত পত্রখানি পাইবার পর আমার শারীরিক অসুস্থতা ও নানা কার্য্য ব্যস্ততা বশতঃ উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়া গেল। আমার এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য মনে কিছু করিবেন না। আপনার এই পত্রখানি পাইবার পূর্ব্বেই আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী পত্রের উত্তর 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার' press-এ চলিয়া যাওয়ায় তৎসহ এই উত্তর সংযোজিত করা সম্ভব হয় নাই। "শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা"—গ্রন্থটি আপনার ভাল লাগিয়াছে জানিয়া তাহাতে অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের অহৈতুকী করুণা ও মহিমা অনুভব করত কৃতার্থবোধ করিতেছি। আপনার এই পত্রখানি পাঠান্তে প্রতীত হইতেছে যে, আপনার ভক্তিজীবন আরম্ভ হইয়াছে। আপনি 'পরিপ্রশ্নেন সেবয়া' মনোবৃত্তি লইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। বস্তুতঃ সন্দেহবাদী ও অহঙ্কার-বশে প্রশ্নের চেষ্টা হইলে তাহা পরিপ্রশ্ন হয় না। সাধুগুরু-পাদপদ্মে যে-সমস্ত সদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত মাদৃশ অধমের পক্ষে পরোক্ষে ও সাক্ষাদ্ভাবে শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছে, তন্মূলে আপনার প্রশ্নত্রয়ের উত্তর যথাকালে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিতেছি।

আপনার ১ম প্রশ্নের উত্তর জানাইতেছি যে, ঈশান নাগরের "শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ" গ্রন্থটি "শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত" প্রভৃতির ন্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে। "শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ"—গ্রন্থখানি প্রাকৃত সহজিয়াগণের কল্পনা-বিলাস বলিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের নিকট অনাদরণীয়। শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ষড়গোস্বামিগণের পরবর্ত্তী বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উক্ত "শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ" গ্রন্থটি অনির্ভরযোগ্য বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, গৌরাঙ্গ-নাগরী প্রভৃতি নবীন মতবাদিগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণব ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের "শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত" গ্রন্থটি প্রাকৃত সহজিয়া মতবাদের অশাস্ত্রীয়তা উদ্ঘাটনপূর্ব্বক অতি উচ্চাসন অধিকার করিয়াছেন।

"ভাগবতে কৃষ্ণ-লীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস॥" (চৈঃ চঃ আদি ১১।৫৫)
"মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥" (চৈঃ চঃ আদি ৮।৩৯)

"শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে" ও তৎ পরিশিষ্টস্বরূপ "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" উক্ত 'শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশ' গ্রন্থটির বা ঐ গ্রন্থে-লেখকের কোনও নামোল্লেখ নাই। "শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত" প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থাদি আমাদের অবিসম্বাদিত নিত্য পাঠ্য।

ঐ প্রশ্নে আরও জানিতে চাহিয়াছেন যে, যদি 'শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ' প্রামাণ্য গ্রন্থ হইয়া থাকে, তবে ঐ গ্রন্থখানি কি "শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত"-এর পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছিল?—তদুত্তর এই যে, যেহেতু "শ্রীঅদ্বৈতপ্রকাশ"—প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে, সেইহেতু ঐ গ্রন্থখানি "শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত" এর আগে বা পরে কিনা তাহা লইয়া আলোচনা অহেতুক ও অবান্তর।

আপনি দ্বিতীয় প্রশ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান রহস্যের যে, দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তদুত্তরে বলিতে হয় যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পক্ষে দুইটিই সম্ভব।

আপনার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাইতেছি যে, ভগবন্নামে প্রারব্ধ সম্পূর্ণরূপে কাটে নিশ্চয়ই; কিন্তু আসলে নাম হইলে তো প্রারব্ধ কাটিবে! 'নাম' যদি নামাপরাধ হইয়া যায় তাহা হইলে প্রারব্ধ কাটিবে না। নামাপরাধ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ উচ্চারিত নামাক্ষরকে শুদ্ধনাম বলা যায় না। শ্রীনাম-ভজনে নামাপরাধ, নামাভাস ও 'নাম'—এই ত্রিবিধ বিচার-বৈশিষ্ট্য; কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের নাম এক ও অভিন্ন। নামের মধ্যেই ভগবত্তা ও শক্তিমত্তা পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। কৃষ্ণনামাদি বৈষ্ণব বস্তু,—তাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন। জীব সেবোন্মুখ হইলে অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপও তন্নাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তি লাভ করেন।

যথা,—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
(ভঃ রঃ-সিঃ পূঃ ২ লঃ ১০৯)

নামের সহিত মায়িক জগতের সম্বন্ধ না থাকিলেও আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই শ্রীনাম গোলোকধাম হইতে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ভগবানের প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া নাম গ্রহণ করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্দ্দৈব যে, ভগবানের নামের সেবনোদ্দেশ্যে নাম-গ্রহণ না করিয়া তুচ্ছ সকাম মায়িক-সুখ ভোগের জন্য নাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িতেছি। কৃষ্ণনামকে নিজেন্দ্রিয় তর্পণের বস্তু মনে করার ফলে তাহা কৃষ্ণভজন না হইয়া মায়ার ভজন হইয়া যাইতেছে। মন যখন ভগবানের সেবা ছাড়িয়া ভোক্তা অভিমানকারী হইয়া কপটতা, অনিত্য ভোগবাঞ্ছা প্রভৃতিতে আবিষ্ট হইয়া পড়ে, তখন মনের অশুদ্ধতার জন্য হরিনাম না হইয়া নামাপরাধ হইয়া যায়। নামাপরাধকে যে নাম বলা সঙ্গত নহে, তৎসম্বন্ধে পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একটি বক্তৃতার কিয়দংশ এস্থলে উল্লেখ করিতেছি ;—"অপরাধযুক্ত নামের ফল—ত্রিবর্গলাভ। যাহারা শ্রীনামের দ্বারা ওলাওঠা নিবারণ প্রভৃতি সাংসারিক মঙ্গলাদি করাইয়া লইতে ইচ্ছুক, তাহারা নামাপরাধী; তাহাদের মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হয় না। নামাপরাধ দূর হইলে কোনও সময় নামাভাস পর্য্যন্ত হইতে পারে।

শাস্ত্রে দশবিধ নামাপরাধের উল্লেখ আছে। নামাপরাধী যে-ফল ভোগ করেন, আত্মা কখনও তাহা গ্রহণ করেন না, উহা দ্বারা দেহ ও মনের তর্পণ হয়। সেইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—'যয়াত্মা সুপ্রসীদতি'। সুতরাং নামাপরাধ ভগবন্নাম নহে। শুদ্ধনামাশ্রিত ব্যক্তির প্রাকৃতাভিনিবেশ বা জাড্য নাই।

অনেক সময় কৃষ্ণের নিকট কোন কারণে অপরাধ হইলে তাঁহার নাম-সেবার ফলে সেই অপরাধ বিদূরিত হয় এবং নামী কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন। ধর্ম্মধ্বজী, যোষিৎসঙ্গী, দুষ্টমত আশ্রয়কারী অভক্ত ব্যক্তি প্রভৃতি অসৎসঙ্গীর সঙ্গে নামাক্ষর উচ্চারিত হইলে তাহাও নামাপরাধমধ্যে গণ্য। "অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮৪)—শাস্ত্রবাণী অনুসারে অন্বয়রূপে সাধুসঙ্গ গ্রহণ ও ব্যতিরেক-রূপে অসৎসঙ্গ-ত্যাগ বিহিত হইয়াছে।

শ্রীনামভজনে পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে উল্লিখিত দশবিধ নামাপরাধ সকল সযত্নে পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে সদাচার ও সতর্কতার সহিত দাস্য ও দৈন্যভরে অবিশ্রান্ত নাম লইতে লইতে শ্রীনামের কৃপাতেই নামাপরাধ দূরীভূত হয়। নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ, পাষণ্ড ইত্যাদি পাষাণরূপ অপরাধ-মধ্যে পড়িলে পদ্মপুরাণোক্ত নামাপরাধ-নিবৃত্তির উপায় অবলম্বন

ব্যতীত তাহা দূরীভূত হয় না। নামাপরাধ বর্জ্জনের উপায় সম্পর্কে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামী প্রভুর রচিত শুদ্ধভক্তি-সুসিদ্ধান্তপূর্ণ অকৃত্রিম "শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত" গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"নামেতে শরণাপত্তি যেই ক্ষণে হয়।
তখনই নামাপরাধের সত্ত্ব হয় ক্ষয়॥
তথাপি প্রমাদে যদি উঠে অপরাধ।
তাহাতেও ভক্তিতে হইয়া পড়ে বাদ॥
অপরাধ প্রমাদেতে হইবে যখন।
নামসঙ্কীর্ত্তন তবে করিবে অনুক্ষণ॥
নামেতে শরণাগতি সুদৃঢ় করিবে।
অনুক্ষণ নামবলে অপরাধ যাবে॥
নামেই নামাপরাধ হইবেক ক্ষয়।
অপরাধ নাশিতে আর কারও শক্তি নয়॥

নামাপরাধ-ক্ষয়পদ্ধতি সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় জানাইয়াছেন,—"কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি-প্রতি অপরাধ করি'।
নামাশ্রয়ে সেই অপরাধ যায় তরি'॥
নাম-অপরাধ যত নামে হয় ক্ষয়।
অবিশ্রান্ত নাম লৈলে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥

নামাপরাধ বিগত হইলে সম্বন্ধজ্ঞানের অপ্রকাশ অবস্থাতেই অজ্ঞতাবশতঃ নামের অশুদ্ধ লক্ষণে নামাভাস হইয়া থাকে। নামাভাসেই প্রারব্ধ ও অনর্থসকল দূরীভূত হয় এবং তখন জিহ্বায় শুদ্ধনাম উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম বা সেবা প্রদান করেন। সদ্‌গুরুদেবের আনুগত্যে ভজন-নৈপুণ্যে শ্রীনামের কৃপায় বা গুরুকৃপায় কষায়সকল বিনষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্ত হইবার অধিকার লাভ হয়। নামাভাসেই যখন প্রারব্ধ খণ্ডন হয়, তখন শুদ্ধনামে যে প্রারব্ধ খণ্ডন হইবেই ইহাতে সন্দেহ কি? নামাপরাধ হইলে নামাভাস ও নামগ্রহণে ফল পাওয়া যায় না।

শ্রীনামের প্রারব্ধ-হরত্ব সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি শাস্ত্র-প্রমাণ ও মহাজনবাণী বিবৃত করিতেছি (ভাঃ ৬।৩।২৪);—

এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম্।"

অর্থাৎ "অতএব শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নাম সকলের সম্যক্ কীর্ত্তনই যে জীবের পাপহরণে উপযোগী, তাহা নহে ; তদীয় নাম-গুণাদির অসম্যক্ কীর্ত্তন বা নামাভাসেই ঐ পাপহরণাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অজামিলই মৃত্যুকালে অসুস্থচিত্তে 'নারায়ণ' বলিয়া নিজ পুত্রকে আহ্বান করিয়াও মুক্তিলাভ করিল।" 'শ্রীমদ্ভাগবতে' (৩।৩৩।৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে,—

"যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎ প্রহ্বণাদ্যৎ স্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥"

অর্থাৎ "দেবহূতি কহিলেন,—হে ভগবান্! যখন তোমার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং তোমাকে নমস্কার ও স্মরণ—ইহার মধ্যে যে কোন ক্রিয়ার কদাচিদ্ অনুষ্ঠান করিলে চণ্ডালও তৎক্ষণাৎ সবন-যজ্ঞের যোগ্য হয়, তখন তোমাকে দর্শন করিলে যে লোক পবিত্র হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

"কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র! মহাপাতক কোটয়ঃ॥" (বিষ্ণুধর্ম্মে)

অর্থাৎ—"হে রাজেন্দ্র! 'কৃষ্ণ' এই মঙ্গলপ্রদ নাম যাঁহার জিহ্বায় উচ্চারিত হন, তাঁহার কোটি কোটি মহাপাতকও ভস্মীভূত হইয়া যায়।" শ্রীমন্মহাপ্রভু "শিক্ষাষ্টক" ১ম শ্লোকে 'ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং'—বলিয়া স্পষ্টভাবে জানাইতেছেন যে, পাপমূলনাশক শ্রেষ্ঠবস্তু নামসঙ্কীর্ত্তনেই সংসারের দাবজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

জাতি-নাশ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত-প্রার্থী সুবুদ্ধিরায়কে বারাণসীতে ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু (চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২৫।১৯১-১৯৩) উপদেশ দিয়াছেন ;—

"প্রভু কহে—ইহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥"

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপ ক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।৬১)

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ "শ্রীনামাষ্টকে" ৪র্থ শ্লোকে লিখিয়াছেন,—

যদ্‌ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নামস্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥

অর্থাৎ "ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-নিষ্ঠা দ্বারাও ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধকর্ম্ম কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু, হে নাথ! জিহ্বাগ্রে তোমার শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি মাত্রেই (নামাভাসেই) সেই প্রারব্ধ-কর্ম্ম সমূলে বিনষ্ট হয়,—ইহা বেদ তার স্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন।" চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।৩৯১

"সর্ব্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।"

শ্রীগৌর-পার্ষদ পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামী প্রভু "শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—প্রারব্ধ খণ্ডন কেবল হরিনামে হয়।

জ্ঞান-কর্ম্মে সেই ফল কভু না মিলয়॥
বিনা হরিকীর্ত্তন, কভু কর্ম্মবন্ধ।
খণ্ডন না হয়, মুমুক্ষতা নহে লব্ধ॥
যে মুক্তি লভিতে আর না হয় কর্ম্মসঙ্গ।
রজ-স্তমোদোষহীন শুদ্ধ মায়া-সঙ্গ॥

* * * *

শ্রদ্ধা করি' নাম হইলে অপরাধ কোটী।
ক্ষমা করে কৃষ্ণ, যদি না থাকে কুটিনাটী॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"নামাভাসে নষ্ট হয় আছে পাপ যত।
নামাভাসে মুক্তি হয় কলি হয় হত॥
নামাভাসে নর হয় সুপংক্তি-পাবন।
নামাভাসে সর্ব্বরোগ হয় নিবারণ॥
সকল আশঙ্কা নামাভাসে দূর হয়।
নামাভাসী সর্ব্বরিষ্ট হৈতে শান্তি পায়॥
যক্ষ, রক্ষ, ভূত, প্রেত, গ্রহসমুদয়।
নামাভাসে সকল অনর্থ দূরে যায়।
নরকে পতিত লোক সুখে মুক্তি পায়।
সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম নামাভাসে যায়।" (হঃ চিঃ)

"নামাভাসে পাপক্ষয়ে শুদ্ধ নাম হয়।
তখনই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম লভয়ে নিশ্চয়।" (হঃ চিঃ)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনের আভাসে সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় এবং সংসার-বন্ধন শিথিল হয়। তখন নামাভাসে মুক্ত হইয়া জীব শ্রীনামকীর্ত্তনের অধিকারী হন।"

কলিযুগধর্ম্ম হরিনামের প্রারব্ধ-হরত্ব সম্পর্কে শাস্ত্রাদিতে আরও অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। যখন নামাভাসেই অনায়াসে ভবভয় ক্ষয় হয় এবং প্রেমের উদয়ে ভবনাশ অর্থাৎ স্বরূপ সিদ্ধি হইয়া থাকে, তখন (শুদ্ধ) নামের কাছে কি প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ থাকিতে পারে?

পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দপ্রভু প্রারব্ধ-অপ্রারব্ধ সমস্ত পাপনাশ সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন,—

"বর্ত্তমান পাপ আর পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত।
ভবিষ্যতে হ'বে যাহা সে সকল হত॥
অনায়াসে হবে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে।
নাম বিনা বন্ধু নাহি জীবের জীবনে॥" (শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)

"বর্ত্তমানস্তু যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দ-কীর্ত্তনানলঃ॥" (লঘু ভাঃ)

এমতাবস্থায় উপরোক্ত মর্ম্মে আপনার অভীপ্সিত বিষয় পাইবেন আশা রাখি।

অদূর ভবিষ্যতে দিল্লী যাইলে আপনার সঙ্গ লাভের ইচ্ছা রহিল। আপনি যদি কখনও নবদ্বীপধাম দর্শনে আসেন, তাহা হইলে তখন আমাদের শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রপূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব সমীপে উপস্থিত হইলে প্রচুর হরি-কথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইবেন। সেই সময় মাদৃশ দরিদ্র পল্লীবাসী হইয়াও আপনাকে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়িত করিয়া আনন্দিত হইবার আশা রাখি। প্রার্থনা করি—শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনাকে কৃপা করুন! নমস্কারান্তে—

শ্রীগৌরজনকৃপালেশপ্রার্থী—
শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণসেবারত ভক্তগণ সর্ব্বদোষমুক্ত

অনন্যভাবে ভগবদ্ভজননিষ্ঠ ভক্তের দৈবাৎ কোন পাপজনক কার্য্য বা সেবা-অপরাধ উপস্থিত হইলেও তাঁহার হৃদয়স্থ ভগবান্ প্রিয়ভক্তের সে সমস্তই অগ্নি যেমন রাশি রাশি তুলাকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ ভগবান্‌ও ভক্তের পাপরাশি ভস্মীভূত করিয়া থাকেন, এবং ভক্তের মনে কোনও সন্দেহের উদয় হইলে প্রত্যক্ষভাবে যে তাহা নিরসন করিয়া দেন, 'অর্জ্জুনমিশ্রের' দৃষ্টান্তদ্বারা গত আশ্বিন (৮ম) সংখ্যায় তাহার কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় তাহা আরও বিশদভাবে বর্ণনে প্রয়াসী হইলাম।

ভগবদ্ভজনেচ্ছু ঐকান্তিক ভক্ত যদি কোনও পাপকার্য্যের আচরণ করিয়াও অর্থাৎ বেদোক্ত দেবতার্চ্চন-পিতৃশ্রাদ্ধাদিরূপ অবশ্য করণীয় নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের অকরণে পাপ হয়—জানিয়াও শুধু ভগবদ্ভজনেই রত থাকেন, তবে তাঁহার এতাদৃশ কার্য্যও দোষণীয় হয় না। পরন্তু ভগবৎ সেবা পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নৈমিত্তিকাদি, অন্য দেবতার্চ্চনাদি বা ইষ্টাপূর্ত্তাদি সমস্ত-ধর্ম্ম-কার্য্যই যে পাপের জনক হইয়া থাকে, তাহা পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—

মন্নিমিত্তাং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১।৭০)

অর্থাৎ আমার ভজন-নিমিত্ত কোনও বেদবিহিত কার্য্যের অনাচরণরূপ ও বেদ-নিষিদ্ধ কার্য্যের আচরণরূপ পাপকার্য্য করিলেও তাহা ধর্ম্মই হইয়া থাকে এবং আমাকে আদর না করিয়া অর্থাৎ আমার ভজন পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার্চ্চনাদি যে কোনও ধর্ম্মকার্য্যই কৃত হউক না কেন, তাহা সমস্তই আমার প্রভাবে পাপজনক হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে শ্রীভগবান্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া ব্রহ্মাও তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—

পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তব ভক্তৈঃ কৃতং হরে।
নিঃশেষকর্ম্ম-কর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে পতেৎ॥

হে শ্রীহরি! আপনার ভক্তগণ যদি বিহিত কর্ম্মের অকরণরূপ পাপকার্য্যের আচরণ করেন, তথাপি তাঁহাদের অনন্য ভজননিষ্ঠার ফলে তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম্ম

বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। আর যদি আপনার অভক্ত মানবগণ সর্ব্বাঙ্গের সহিত সর্ব্ব-কর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করে, তথাপিও তাহারা নরকে পতিত হয়। উক্ত পদ্মপুরাণেই অন্যত্র আরও দেখা যায়—

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মাণাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা বলিতেছেন,—হে কেশব, যিনি তোমার ভক্ত হন তিনি কোন কার্য্য না করিলেও সর্ব্বধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা হইয়া থাকেন। হে অচ্যুত, যিনি তোমার ভক্ত নহেন তিনি বিহিতকার্য্য সম্পাদন করিলেও সর্ব্বপাপের অনুষ্ঠানকারী বলিয়া কথিত হন।

ভগবদ্ভক্তি জন্মগত জাতিদোষ-নাশিনী

এই স্কন্দপুরাণেই বাক্যান্তরে দেখা যায়—বিষ্ণুভক্তের জন্মগত জাতি-বৈশিষ্ট্যদোষ অর্থাৎ শূদ্রত্ব ও অন্ত্যজাদি-বর্ণত্বরূপ নিন্দা পর্য্যন্ত দূর হইয়া তাঁহাদের উত্তমত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথা—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ।
বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্য অন্ত্যজাদি যে-কেহ যদি বিষ্ণু-ভক্তপরায়ণ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভগবানে ভক্তিহীন ব্রাহ্মণাদি অপেক্ষা উত্তম বলিয়া জানিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকপিল-দেবহূতি সংবাদেও দেবহূতি বাক্যে রহিয়াছে। (ভাঃ ৩।৩৩।৭) যথা—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্, যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

অহো! নাম-গ্রহণকারী শ্রেষ্ঠতার কথা কি বলিব? হে! কপিলদেব! যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম একবার মাত্রও উচ্চারিত হয়, সেই ব্যক্তি চণ্ডালাদি যে-কোনও নিকৃষ্ট কুলে জাত হইলেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াই কথিত হয়। কারণ যাঁহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা বাহ্যিক তপস্যা না করিলেও তপস্বী, যজ্ঞ-হোমাদি না করিয়াও যাজ্ঞিক এবং তীর্থাদিতে স্নানাদি কার্য্য না করিয়াও সর্ব্বতীর্থ স্নাত। তাঁহারা জন্মগত অনার্য্য হইলেও প্রকৃত আর্য্যজাতি বলিয়া গৃহীত ও কথিত হয়, এবং বেদ-বেদাঙ্গাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি যাবতীয় কার্য্যের অধিকার লাভ করেন। এসম্বন্ধে শ্রীগীতায়ও ভগবদুক্তি রহিয়াছে। যথা—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। (গীঃ ৯।৩০-৩১)

নিজভক্তির অচিন্ত্য প্রভাব প্রদর্শনার্থ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন, অত্যন্ত দুরাচার অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রী-সংসর্গী, চৌর্য্যাদি, পাপকর্ম্মাচারী এবং জীবহিংসাদি-রত মানবও যদি কোনও সৌভাগ্যবশে সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ করিয়া **'অনন্যভাবে'** (ঐকান্তিভাবে) একমাত্র আমারই ভজন করে, তবে তাহাকে সাধু (শ্রেষ্ঠ) বলিয়াই মনে করিবে। এস্থলে 'অনন্য'-শব্দেরদ্বারা ইহাই বুঝায় যে, অন্য দেবতাগণ পরমেশ্বরের প্রিয়ত্বহেতু অভিন্ন— ইহা জানিয়াও সেই দেবতাগণের ভজন না করিয়া 'সাক্ষাদ্‌ভাবে' ভগবৎ-সেবা করা; অর্থাৎ একমাত্র কৃষ্ণভজন ব্যতীত অন্য কাহারও ভজন না করার নামেই অনন্য ভগবদ্‌ভজন। ইহাই সর্ব্বোত্তম অধ্যবসায়, চেষ্টা বা সাধন—তাহা অবলম্বন করায় সাধু। যদি বল—কেবল সমীচীন অধ্যবসায়ের দ্বারাই তাহাকে কেন সাধু বলিয়া জানিব? তদুত্তরে বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন, অতি দুরাচার ব্যক্তিও আমার ভজনে রত হইলে শীঘ্রই ধার্ম্মিক হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিত্য ভজনফলে সমস্ত-দুষ্কর্ম্ম-মতি অতি অল্পকাল মধ্যেই পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। তখন তাহার চিত্তের নানা ভোগবাসনারূপ অস্থিরতার নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং একমাত্র আমাতেই নিষ্ঠালাভ করে। ঐ নিষ্ঠা হইতেই চিরস্থায়িনী শান্তিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবদ্বিমুখ কুতর্কাশ্রয়িগণ ভগবদ্ভক্তজনের এতাদৃশ বৈশিষ্ট্য- স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হওয়া দেখা যায়। পুনরায় অর্জ্জুনকে উৎসাহ প্রদানার্থ বলিতেছেন,—কুন্তিনন্দন! তুমি ঢক্কানিনাদ-সহকারে বাহুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক কুতর্কীদের সভায় নিঃসন্দেহে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার যে,—'ভগবদ্ভক্তের কখনও বিনাশ নাই।' তাহারা অতীব দুরাচার হইলেও কৃতার্থ হইয়া থাকে।

ভাগবত-ধর্ম্মাশ্রয়ী বিঘ্নের দ্বারা বাধিত হন না

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্র উপাখ্যানেও দেখা যায়,—নিমি মহারাজের সভায় নবযোগেন্দ্র উপস্থিত হইলে পর মহারাজ তাঁহাদের অভ্যর্থনাদি সম্পন্ন করিয়া ভাগবত-ধর্ম্ম ও তাহার বৈশিষ্ট্যাদি শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন নবযোগেন্দ্রের অন্যতম কবি ঋষি বলিতে আরম্ভ

করিলেন—হে রাজন! এই সংসারে দেহাদি অসৎ পদার্থে আত্মবুদ্ধিহেতু নিত্য ত্রিতাপ-দগ্ধচিত্ত মানবের পক্ষে শ্রীহরির চরণাশ্রয়ই সকল ভয়-বিনাশন বলিয়া মনে করি। শ্রীহরি মন্বাদি মুনিগণমুখে আয়াসসাধ্য, অথচ সকলের পক্ষে আচরণীয় এবং তুচ্ছ স্বর্গাদির প্রাপক বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম বর্ণন করিলেও সাধারণ অজ্ঞান মানবগণও অনায়াসে কিভাবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে, সেই সকল উপায় তিনি স্বয়ং নিজমুখেই 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ', 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি শ্রীগীতা-বাক্যাদিদ্বারা বর্ণন করিয়াছেন। ভগবৎ-শ্রীমুখ-কথিত তাঁহাকে প্রাপ্তির এইসকল উপায়ই যথার্থ 'ভাগবত-ধর্ম্ম' বলিয়া জানিবে। এই ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণের বৈশিষ্ট্য উক্ত কবি ঋষিই আবার বলিয়া দিছেন ;—

যানাস্থায় নরো রাজন্! ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমিল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥ (ভাঃ ১১।২।৩৫)

হে নিমিরাজ, এই ভাগবত-ধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমত্বরূপ বৈশিষ্ট্য শ্রবণ কর। এই ধর্ম্মাচরণকারী কখনও বিঘ্নের দ্বারা বাধিত হয় না। অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগাদির আশ্রয়কারী প্রাণায়ামাদির অভ্যাসকালে শ্বাসরোধাদির ব্যতিক্রমে যেমন হঠাৎ কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন, অথবা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখেও পতিত হন এবং জ্ঞানীর জ্ঞানচর্চ্চায় নানারূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া শেষে ভগবদ্বৈমুখ্যদোষে অধঃপতিত হন, এই ভাগবৎ-ধর্ম্মের আচরণে কখনও সেইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। অধিক কি বলিব, ভগবদ্ভজনরত ভক্ত যদি নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়াও ধাবিত হন, তথাপি তিনি ভাগবত-ধর্ম্ম-বিষয়ে স্খলিত (প্রত্যবায়গ্রস্ত) অথবা তাহা হইতে পতিত (বিচ্যুত) হয় না। অর্থাৎ কোন প্রকারেই তিনি ভগবৎ কৃপা লাভে বঞ্চিত হন না, জানিবে। নয়নযুগল মুদ্রিত করার তাৎপর্য্য অজ্ঞানতা। যথা,—

শ্রুতিস্মৃতি উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে।
একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ বেদ ও স্মৃতি—এই দুইটী বিপ্রগণের দুইটী নেত্র বলিয়া কথিত হয় তন্মধ্যে একটী বিহীনকে কাণা বলে, দুইটী বিহীনকে অন্ধ বলে।

'নিমিল্য'-শব্দে—বেদ-তাৎপর্য্য এবং স্মৃতি-তাৎপর্য্য কিছুই না জানিয়া, এবং 'ধাবন'-শব্দে অজ্ঞানতা বশে কোন কোন বিধি-নিষেধ অতিক্রম করিয়া অতি শীঘ্র অনুষ্ঠান করাকে বুঝাইতেছে। এবম্ভূত আচরণকারী ভক্তও

প্রত্যবায়ী হন না, অথচ ভজনফল-লাভেও বঞ্চিত হন না। সুতরাং ভগবদ্ভজন-নিষ্ঠ ভক্তের কোন কালে কোনপ্রকারে অন্যাশ্রয়ীর মত বিনাশ নাই। —'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' বাক্যেরও ইহাই তাৎপর্য্য।

ভগবদ্বিমুখ অন্যদেবতাশ্রয়ীর পরিণাম

ভগবন্মায়ামুগ্ধ জীবমধ্যে মানবগণের পক্ষে বেদাদিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক সমস্ত কার্য্য বর্জ্জনপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীহরি-ভজনেই তাহাদের কৃতার্থতা বা পরম পুরুষার্থ লাভের বিষয় শাস্ত্রীয় বচন-প্রমাণদ্বারা অন্বয়মুখে বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছি। সম্প্রতি ব্যতিরেকমুখে ভগবদ্ অর্চ্চনাদিরহিত জনের অন্যদেবতাশ্রয় যে কখনই চিরমঙ্গলদায়ক হয় না, তাহা কয়েকটী পৌরাণিক দৃষ্টান্তের দ্বারা বর্ণন করিতে প্রয়াসী হইয়াছি।

১। **দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর** কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বরাহরূপী বিষ্ণু বধ করিয়াছিলেন বলিয়া বিষ্ণুর প্রতি দ্বেষাচরণপূর্ব্বক ঐ হিরণ্যকশিপু সৃষ্টিকারী ব্রহ্মাকেই সর্ব্বেশ্বরত্ব মনে করিয়া নিজের অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সহস্রবৎসর অনাহারে তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া অমরত্ব বর প্রার্থনা করিলে পর ব্রহ্মা ঐ বর দিতে অসমর্থ তার কথা জানাইলেন। তখন সে প্রকারান্তরে অমর হইবে ভাবিয়া, দিবায় ও রাত্রিতে, ঘরে ও বাহিরে, মনুষ্য ও পশু কর্ত্তৃক পৃথিবীতে ও শূন্যে, এবং অস্ত্রাদিতে কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইবে না—এইরূপ বহু বরই প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মাও 'তথাস্তু' 'তথাস্তু' বলিয়া সেই সমস্ত বরপ্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

হিরণ্যকশিপুর ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হইয়া দেবগণকে পরাভূত ও নিজ দাসানুদাস করত স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। তখন প্রপীড়িত দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে পর বিষ্ণু শীঘ্রই তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবেন বলিয়া আশ্বাস দান করিলেন। (ক্রমশঃ)

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার বর্ত্তমান ৩৪শ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় ১৪৩ পৃষ্ঠার (প্রথম হইতে) ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তিতে "১লা মার্চ্চ"-এর স্থলে "১লা ফেব্রুয়ারী" হইবে।

— কার্য্যাধ্যক্ষ

বিরহীর বিরহ

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের একান্ত স্নেহের পাত্র শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহার প্রিয়জনদের বিরহসাগরে নিমজ্জিত করিয়া ইহ জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বল্প পরিসর জীবনে শ্রীগুরুদেবের যথাযথ সেবা করিয়া যে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই বিরহীদের



আসনে উপবিষ্ট শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও পশ্চাতে দণ্ডায়মান শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু

কাছে পরম স্মরণীকা। বৈষ্ণবের ভজনময় জীবনচরিত সাধকের শ্রবণ-মঙ্গলকর এবং শ্রীভগবানের চিত্তবিনোদের বাস্তববিষয়।

শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু ২৪ পরগণা অন্তর্গত মথুরাপুর থানার নাটাবেড়িয়া গ্রামে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয়ের গৃহে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল হইতে তিনি তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির গুরুবৈষ্ণবদিগকে

সেবা যত্ন করিতে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের অনেককেই ত্যাগী ও গৃহস্থাশ্রমী হইয়া হরিভজন করিতে দেখিয়া তিনিও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া আকুমার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ব্রত ধারণে ত্যাক্তগৃহী হইয়াছেন। তিনি শ্রীগুরুসেবার স্বাভাবিক বৃত্তিতে কয়েক বৎসর অত্যন্ত যত্নের সহিত সেবা করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের শারীরিক অসুস্থতাকে দূর হইতে আমরা লীলা-অভিনয় বলিয়া বর্ণনা করিতে শিখিয়াছি কিন্তু সুন্দরানন্দপ্রভু সেবার মাধ্যমে শ্রীগুরুদেবের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে সেবা যত্ন করিতেন। তাঁহার অপ্রকটের পর শ্রীল গুরুমহারাজ ও তদীয় জনের পত্রাদি বিশেষ আলোচ্য।

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ছাড়াও আসাম, মেঘালয় প্রভৃতি প্রদেশেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাখামঠ বা শুদ্ধভক্তি-প্রচার কেন্দ্র আছে। ১৯৭৬ সালে মেঘালয় প্রদেশে পশ্চিম গারোহিলস্ জেলান্তর্গত তুরায় একটি মঠ স্থাপিত হয়। প্রতি বৎসর শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী-তিথিতে ইহার বাৎসরিক অনুষ্ঠান পাঠ-কীর্ত্তন-ছায়াচিত্র পারমার্থিক প্রদর্শনী দ্বারা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। গত ২৬শে শ্রাবণ, ১৩৮৯ (১২ই আগষ্ট, ১৯৮২) তারিখে উক্ত জন্মাষ্টমীতে যোগদান করিবার জন্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ (শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী), পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ যতি মহারাজ, পূজ্যপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী সহ আমরা কয়েক জন সতীর্থ ও শ্রীল গুরুমহারাজের সাথে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু অন্যান্য বৎসরের তুলনায় উত্তরোত্তর আরও অধিক উৎসাহ লইয়া শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, তুরায় উপস্থিত হইয়াছেন। তথাকার উৎসব সমাপ্ত করিয়া শ্রীল গুরুমহারাজের প্রচার পার্টী তুরা মঠ হইতে বাহির হইয়া সুখচর, ধুবড়ী, বিলাসীপাড়া, শালকোচা, শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ (বাসুগাঁও) হইয়া আসামের অন্তর্গত দরং জেলার টংলা নামক সহরে গত ইং ৩।৯।৮২ তারিখে প্রচারে গিয়াছিলেন। সেখানে ৩ দিন পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতাদির প্রোগ্রাম ছিল। ইং ৫।৯।৮২ তাং দ্বিতীয় দিনের ভাগবত পাঠের পর কীর্ত্তন চলা-কালে শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু রাত্র ৮-৩৫ মিনিটে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সম্মুখে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। (ক্রমশঃ)

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-প্রসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৪শ বর্ষ | ১৫ নারায়ণ, গর্ভোদশায়ী, ৪৯৬ গৌরাব্দ ২৯ পৌষ, শুক্রবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৪।১।১৯৮৩ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্

[শ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিনা বিরচিত]

॥ শ্রীশ্রীমুকুন্দায় নমঃ ॥

বল্লভিদুপল-কান্তি-দ্রোহিণি শ্রীমদঙ্গে
ঘুস্মৃণ-রস-বিলাসৈঃ সুষ্ঠু-গান্ধর্ব্বিকায়াঃ।
স্মমদন-নৃপ-শোভাং বর্দ্ধয়ন্ দেহ-রাজ্যে
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥১॥

ইন্দ্রনীলমণি ঘৃণাকারি স্বীয় অঙ্গস্থিত কুঙ্কুম রসের বিলাস দ্বারা শ্রীরাধার দেহরাজ্যে যিনি স্বীয় মদন-নৃপতির শোভা সুন্দররূপে বর্দ্ধন করিতেছেন অর্থাৎ অন্য রাজ্যও যেমন প্রজার বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই রাজ্যমধ্যে ভ্রমণ

করিতে করিতে রাজ্যস্থ উত্তম উপকরণ প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আপনার শোভা বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ যিনি শ্রীরাধার দেহ-রাজ্যস্থিত কুঙ্কুমোপকরণ আলিঙ্গন দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শোভাকে বৃদ্ধি করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥১॥

উদিত-বিধু পরার্দ্ধি-জ্যোতিরুল্লঙ্ঘি-বক্ত্রো
নব তরুণিম-রজ্যদ্বাল-শেষাতিরম্যঃ।
পরিষদি ললিতালীং দোলয়ন্ কুণ্ডলাভ্যাং
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তি-মুকুন্দঃ ॥২॥

যাঁহার বদন পরার্দ্ধি-সংখ্যক সমুদিত চন্দ্রের কান্তিকে উল্লঙ্ঘন করিতেছে, যাঁহার নব তারুণ্য দ্বারা বাল্যাবস্থার শেষভাগ রঞ্জিত হইয়াছে অর্থাৎ তদ্দ্বারা যিনি রমণীয় হইয়াছেন এবং যিনি কুণ্ডল-যুগল দ্বারা সখী-সমাজে ললিতার বয়স্যা শ্রীরাধাকে চঞ্চল করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥২॥

কনক-নিবহ-শোভা-নিন্দি পীতং নিতম্বে
তদুপরি-নব-রক্তং বস্ত্রমিত্থং দধানঃ।
প্রিয়মিব কিল বর্ণং রাগযুক্তং প্রিয়ায়াঃ
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৩॥

যিনি নিতম্ব-দেশে কনকরাশি বিনিন্দিত পীতবসন এবং তদুপরি রক্ত বস্ত্র এই প্রকারে ধারণ করিয়াছেন যে, তাহাতে যেন প্রিয়তমা শ্রীরাধার প্রিয় রাগযুক্ত বর্ণ বলিয়া নিশ্চয় বোধ হইতেছে, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৩॥

সুরভি-কুসুম-বৃন্দৈ র্বাসিতান্তঃ সমৃদ্ধৈঃ
প্রিয়-সরসি নিদাঘে সায়মালী-পরীতাং।
মদন-জনক-সেকৈঃ খেলয়ন্নেব রাধাং
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৪॥

রাধাকুণ্ডে গ্রীষ্মকালের অপরাহ্ণ সময়ে সখীগণ পরিবৃতা শ্রীরাধাকে, যিনি সুরভি-কুসুমে সুবাসিত সুতরাং কামোৎপাদক জলসেচন দ্বারা ক্রীড়া করাইতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৪॥

পরিমলমিহ লব্ধা হন্ত গান্ধর্ব্বিকায়াঃ
পুলকিত-তনুরুচ্চৈ রুন্মদস্তৎক্ষণেন।
নিখিল-বিপিন-দেশাদ্বাসিতানেব জিঘ্রন্‌
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৫॥

কি আশ্চর্য্য! এই শ্রীরাধাকুণ্ড মধ্যে শ্রীরাধার অঙ্গ-পরিমল লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ পুলকিত-তনু ও উন্মত্ত হইয়া যিনি নিখিল বনপ্রদেশ হইতে সমাগত ও সুবাসিত গন্ধসমূহ আঘ্রাণ করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৫॥

প্রণিহিত-ভুজ দণ্ডঃ স্কন্ধ-দেশে বরাঙ্গ্যাঃ
স্মিত-বিকসিত-গণ্ডে কীর্ত্তিদা কন্যকায়াঃ।
মনসিজ-জনি-সৌখ্যং চুম্বনেনৈব তন্বন্‌
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৬॥

উত্তমাঙ্গী কীর্ত্তিদা-কন্যা শ্রীরাধার স্কন্ধদেশে ভুজদণ্ড স্থাপন করিয়া যিনি তদীয় স্মিত-বিকসিত গণ্ড প্রদেশে চুম্বন করিয়াই কন্দর্প-জন্য সুখ-বিস্তার করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৬॥

প্রমদ-দনুজ-গোষ্ঠ্যাঃ কোঽপি সম্বর্ত্তবহ্নি-
র্ব্রজভুবি কিল পিত্রো মূর্ত্তিমান্‌ স্নেহপুঞ্জঃ
প্রথম-রস-মহেন্দ্রঃ শ্যামলো রাধিকায়াঃ
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৭॥

যিনি বৃন্দাবনে মদমত্ত দানবগণের অনির্ব্বচনীয় প্রলয়াগ্নি, পিতা-মাতা নন্দ-যশোদার মূর্ত্তিমান্‌ স্নেহরাশি এবং যিনি শ্রীরাধার সম্বন্ধে শ্যামবর্ণ রসরাজ শৃঙ্গারস্বরূপ, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৭॥

স্বকদন-কথয়াঙ্গীকৃত্য মুদ্বীং বিশাখাং
কৃতচটু-ললিতান্তঃ প্রার্থয়ন্‌ প্রৌঢ়শীলাং।
প্রণয়-বিধুর-রাধামান-নির্ব্বাসনায়
প্রণয়তু মম নেত্রাভীষ্ট-পূর্ত্তিং মুকুন্দঃ ॥৮॥

প্রণয়-বিকলা শ্রীরাধার মানভঞ্জন নিমিত্ত স্বীয় পরমোদ্বেগ কথায় যিনি মৃদুস্বভাবা বিশাখাকে অঙ্গীকার করিয়া প্রগল্‌ভ-স্বভাবা ললিতাকে চাটুবাক্যে প্রার্থনা করিতেছেন, সেই মুকুন্দ আমার নেত্রের অভীষ্ট পূর্ণ করুন ॥৮॥

পরিপঠতি মুকুন্দস্যাষ্টকং কাকুভি র্যঃ
স্ফুটমিহ বিষয়েভ্যঃ সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়াণি ।
ব্রজনব-যুবরাজো দর্শয়ন্ স্বং সরাধং
স্বজন গণন মধ্যে তং প্রিয়ায়াস্তনোতি ॥৯॥

যে-ব্যক্তি বিষয়-সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-সংযমন-পূর্ব্বক স্পষ্টরূপে চাটুবাক্যে এই মুকুন্দাষ্টক পাঠ করেন, ব্রজের নবীন যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত মিলিত স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া শ্রীরাধার স্বজনের মধ্যে তাঁহাকে পরিগণিত করেন ॥৯॥

সজ্জন—কৃপালু (১)

সজ্জনের ২৬টী লক্ষণ

হরিবিমুখ জীবগণ অনেক সময় সজ্জনের লক্ষণ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা নিজ নিজ অনর্থময় দর্শনে 'সজ্জন' শব্দের অন্যরূপ লক্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সজ্জন-লক্ষণ যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন-গোস্বামীকে (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৭৫-৭৭) বলিয়াছেন তাহা এই ;—

কৃপালু (১), অকৃতদ্রোহ (২), সত্যসার (৩), সম (৪) ।
নির্দ্দোষ (৫), বদান্য (৬), মৃদু (৭), শুচি (৮), অকিঞ্চন (৯) ॥
সর্ব্বোপকারক (১০), শান্ত (১১), কৃষ্ণৈকশরণ (১২) ।
অকাম (১৩), নিরীহ (১৪), স্থির (১৫), বিজিত-ষড়্‌গুণ (১৬) ॥
মিতভুক্ (১৭), অপ্রমত্ত (১৮), মানদ (১৯), অমানী (২০) ।
গম্ভীর (২১), করুণ (২২), মৈত্র (২৩), কবি (২৪), দক্ষ (২৫), মৌনী (২৬) ॥

বৈষ্ণবে সর্ব্বগুণের ও অবৈষ্ণবে সর্ব্বদোষের অবস্থিতি

বৈষ্ণবের প্রথম লক্ষণ, তিনি কৃপালু। শ্রীগৌরহরি সজ্জনের উপাস্য এবং কৃপালুগণের মূলাধার ও মূল-পুরুষ। গৌর-বিমুখ জন কখনই যথার্থ কৃপালু বা অপর পঞ্চবিংশ গুণের অধিকারী হইতে সমর্থ হন না। শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১৮।১২) বলেন ;—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥

[অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার কেবলাভক্তি, সমস্ত গুণসহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তি-বিহীন তাঁহার মন সর্ব্বদা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁহার পক্ষে মহদ্ গুণসকল অসম্ভব।]

যাঁহার ভগবানে অপ্রাকৃত ভক্তি বা সেবন-প্রবৃত্তি আছে, তিনি সকল গুণের অধিকারী। যিনি হরিসেবা-বঞ্চিত তাঁহার মহদ্‌গুণ কি প্রকারে থাকিতে পারে? সর্ব্বদাই তাঁহার চিত্ত-রথ হরি ব্যতীত অন্য অস্থায়ী বাহ্যবস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশে বিষয়-সেবনমার্গে ভোগ-প্রবৃত্তিতে ধাবমান হইতেছে; সুতরাং হরি-বিমুখজনে গুণের আভাস দেখা গেলেও ঐ গুণগুলি নিত্যকাল তাঁহাতে থাকে না,—কালে গুণসমূহ দোষে পরিণত হয়।

দয়ানিধি গৌরহরি কৃপাসমুদ্র। তাঁহার শুদ্ধ-সেবকগণেই কৃপালুতা লক্ষণ আছে এবং অন্যে কৃপালুতার ছায়া দেখা গেলেও তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য সত্যই নিষ্ঠুরতা মাত্র।

জীবের প্রতি মহাপ্রভুর নয় (৯) প্রকার দয়া; যথা ঃ—

১ম দয়া—চিত্ত-খেদরূপ ধূলি দূরকারিণী

গৌরসুন্দর দয়ানিধি বলিয়া, নয় (৯) প্রকারে জীবকে দয়া করিয়াছেন। দয়ানিধির দয়া পাইয়া শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামী সেগুলি শ্লোকাকারে * রচনা করিয়াছেন। এই গৌরহরির দয়া অপ্রাকৃত, পূর্ণ, নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, চৈতন্য-রসময়ী সুতরাং কোন প্রকারে জীবের মন্দ উদয় করাইতে পারে না।

---

* হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শশ্বদ্ভক্তি-বিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্য-মর্য্যাদয়া।
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

অর্থাৎ—হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্র-বিবাদ শেষ হয়, যাহা রস-বর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তি-বিনোদন-ক্রিয়া সর্ব্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদাদ্বারা তোমার অতিবিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক। —প্রকাশক।

১। বদ্ধজীব অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাচ্ছাদন ও জ্ঞানাবরণ-রূপ তিন শ্রেণীর দুঃখের ধূলীতে নিজের কল্যাণ ভুলিয়া গিয়া গৌর-পদাশ্রয় ছাড়িয়া গৌর-বিমুখ হইয়াছে। দয়ানিধি গৌরহরি তাঁহাদিগের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহাদের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক খেদত্রয়রূপ ধূলী সহজে উড়াইয়া দিয়া স্বীয় ত্রিতাপনাশিনী চরণসেবা প্রদান করিয়াছেন।

২য় দয়া—সকল শাস্ত্র-বিবাদ ধ্বংকারিণী

২। বদ্ধজীব অন্যাভিলাষ, কর্ম্মাবরণ, জ্ঞানাচ্ছাদনরূপ ত্রিবিধ মলযুক্ত। প্রাকৃত জগতে মহাজন বা আদর্শ-সজ্জায় ত্রিবিধ মলবাহক, বদ্ধজীবের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর হইয়া নিজ নিজ মলভারে জীবকে বিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকারোচিত শাসনে যে-সকল শাস্ত্র বা শিক্ষক বদ্ধজীবকে হস্তের মধ্যে পাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিচার-নৈপুণ্যে, স্ব-স্ব সঙ্কীর্ণ প্রাকৃত মর্য্যাদায় আচ্ছন্ন করিয়া হৃদয়কে বিবাদ সঙ্কুল করিয়াছেন। দয়ানিধি গৌরহরি শিক্ষক বা শাস্ত্র-সম্প্রদায়ের যাবতীয় বিবাদ, পরমার্থে নিতান্ত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জানাইয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রীয় বিবাদে আচ্ছন্ন থাকিলে জীবের কখনই নিজের প্রতি দয়া করা হইবে না। গৌরহরিকে দয়ানিধি জানিলেই সকল শাস্ত্রের বিবাদ মিটিয়া যায়।

৩য় দয়া—অমন্দ উদয়কারিণী ; ৪র্থ—নির্ম্মলা ; ৫ম—অপ্রাকৃত রস-দাত্রী ; ৬ষ্ঠ—শমতা-দাত্রী

৩। বদ্ধজীব শুদ্ধভক্তি আশ্রয় কর, তাহাতেই আত্মা সুপ্রসন্ন হইবে। কৃষ্ণের সেবাই জীবের বিমলানন্দ। সেবন-ধর্ম্ম প্রাকৃত বস্তুতে উদ্দিষ্ট হইলে জ্ঞান, কর্ম্ম বা অন্যাভিলাষ হয়। ঐগুলি ত্যাগ করিবার পরামর্শই গৌরহরির দয়া। পরমার্থে ভক্তি ব্যতীত অন্য পথ নাই, ইহার সম্যগ্ ধারণা-চেষ্টাই অমন্দোদয়া দয়া।

৪। কৃষ্ণসেবা করিলেই জীবাত্মা প্রাকৃত মল হইতে নির্ম্মল হন।

৫। মায়া-সেবাকে দুঃসঙ্গ জানিয়া তাহা বর্জ্জনপূর্ব্বক সজ্জনসহ কৃষ্ণ-সেবা করিলেই জড়রস নিরস্ত হইয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রস লাভ করেন।

৬। জড়ভোগ-তাৎপর্য্যপর জড়রস-বর্জ্জিত হইলে কৃষ্ণভক্তি রসোদয়ে ভক্ত সমদৃক্ হন।

৭ম দয়া—কৃষ্ণামোদ-বিকাশিনী, ৮ম—আনন্দোন্মাদ-কারিণী
৯ম—কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-মর্য্যাদায় অবস্থান-কারিণী

৭। কৃষ্ণের অভাব-জনিত খেদ-ধূলী উড়িয়া গেলে নির্ম্মল শুদ্ধ সেবক কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় আমোদিত হন।

৮। শাস্ত্র-বিবাদ প্রশমিত হইলে কৃষ্ণতত্ত্ব-রসোদয়ে হ্লাদিনীশক্তির কৃপায় আনন্দে উন্মত্ত হন।

৯। কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবন করিতে করিতে হিংসা-দ্বেষ শূন্য হইয়া সর্ব্বত্র কৃষ্ণভাব সন্দর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণমাধুর্য্য-মর্য্যাদায় সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

শুদ্ধভক্ত গৌরদাসগণই কৃপালু.
সহজিয়াগণ কৃপালু নহে—নিষ্ঠুর

শ্রীগৌরাঙ্গের দাসগণ দয়ানিধি নিজ মহাপ্রভুর নিকট এই নয় প্রকার দয়া পাইয়া এইরূপ কৃপাময়; সুতরাং ভক্ত নিজ-স্বভাব হইতেই কৃপালু। তিনি কৃপাহীন হইলে দয়ানিধি গৌর তাঁহাকে নিজগণে স্বীকার করেন না।

কেহ নিষ্ঠুর হইয়া মনে করিতে পারেন শ্রীগৌরহরি, অন্যাভিলাষী কর্ম্মী বা জ্ঞানীকে সর্ব্বোত্তম স্বীকার না করিয়া একমাত্র হরির শুদ্ধ সেবকগণকে দয়া করিলেন কেন? ভক্তিহীনজনের দুর্ব্যবহার অনুমোদন করিলেন না কেন? ইহাতে কি তাঁহার দয়ানিধি নামে দোষ স্পর্শ করিল না? প্রাকৃত সহজিয়া যাহারা মুখে দয়ানিধি গৌরের অনুগত, দয়াল নিত্যানন্দের অনুগত, দয়ার্ণব ঠাকুর নরোত্তমের অনুগত, মূর্ত্তিমান্ দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুরের অনুগত বলিয়া প্রকাশ্যভাবে কপটতার সাহায্যে স্বার্থপ্রচারে নিপুণ তাহারা পূর্ব্বোক্ত নয়-প্রকার দয়ার কোন অংশ পাইল না কেন?

সহজিয়াগণ সজ্জন ও দয়ালু নহেন, তাহার কারণ—

এতদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তাদৃশ পূর্ব্বপক্ষকারী, ভগবান্ এবং ভক্তকে কৃপাময় বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন। তিনি নিজ আপাত মধুর ইন্দ্রিয়-তর্পণময় স্বার্থকেই কেবল দয়া বলিয়া জানিয়াছেন। যে তাঁহার ইন্দ্রিয়-তর্পণে সামান্যমাত্র ব্যাঘাত করিবে, তিনিই কৃপা-রহিত, ভক্ত নহেন, ভগবান্ নহেন। তাঁহার কল্পিত গৌরহরি ভগবান্ নহেন, পরন্তু বিলাস-সহায় ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। কিন্তু সজ্জন কৃপালু। সজ্জন অসতের সঙ্গ ত্যাগ করায়, আপনার নিজের প্রতি অত্যন্ত দয়াবিশিষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা জড়-বুদ্ধিতে দয়াপরবশ হইয়া নিজ হরিবিমুখ ইন্দ্রিয়গুলির সন্তর্পণে ব্যস্ত এবং

প্রতিষ্ঠাশায় কপটতা দ্বারা ভোগময় সংসারকে মূর্খজনের নিকট প্রচার করেন, তাঁহারা কৃপালু নহেন। সজ্জনগণ কৃপালু। যিনি ইন্দ্রিয়পর দুর্ব্বল জীবদলের জড়াভিনিবেশ প্রবল করিবার উদ্দেশে সত্য-ধর্ম্ম আচ্ছাদন করেন, **অপ্রিয়-সত্য-বাক্য বলিয়া কাহারও নিকট অসামাজিক হইতে ইচ্ছা করেন না, বালকের নিকট মোড়ল হইবার** যত্ন যাঁহার প্রবল, তিনি কখনও সজ্জন হইতে পারেন না, তিনি কখনও দয়ালু হইতে পারেন না। **দয়ালু হইতে হইলে সত্য আচ্ছাদন কোন ক্রমেই উচিত নহে।** মুখে শুষ্কসেবক বলিয়া দয়াময় বৈষ্ণব ঠাকুরের অমর্য্যাদা করিয়া কুমত আচরণ ও প্রচার করা দয়ার অভাব মাত্র। সজ্জন সর্ব্বদাই দয়ালু।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সাধুবৃত্তি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৪৮ পৃষ্ঠার পর)

গৃহত্যাগী বা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য

গৃহত্যাগীর বৃত্তি বিচার করা যাউক। গৃহত্যাগী রঘুনাথদাস গোস্বামীকে প্রভু বলিলেন, যথা—

* * * *

'ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল।'

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্য-সিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥

* * *

শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২২-২২৭)

গ্রাম্য-কথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণ-নাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে। (চৈ চঃ অঃ ৬।২৩৬-২৩৭)

সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহত্যাগী ব্যক্তি কুটুম্বের সহিত নিজগ্রামে বাস করিবেন না। যথা— সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,—নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্ম-স্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥ (চৈঃ চঃ মঃ ৩।১৭৭)

গৃহত্যাগী পুরুষ রাজা-প্রভৃতি বিষয়ী-দর্শন ও স্ত্রী-দর্শন করিবেননা। যথা, প্রভুবাক্য :— বিরক্ত সন্ন্যাসী আমি রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১১।৭)

গৃহত্যাগী নির্দ্দোষ হইবেন, যথা ;—
শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১২।৫১)
প্রভু কহে—"পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরা-বিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ। (চৈঃ চঃ মঃ ১২।৫৩)

সন্ন্যাসীর ব্যবহার—প্রকৃতি-সম্ভাষণ নিষেধ

গৃহত্যাগীর ব্যবহার ;—
প্রেমের গরগর মন রাত্রি-দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি-নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে॥

কপট বা মর্কট-বৈরাগীর লক্ষণ, প্রভুবাক্য ;—
প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭-১১৮)
ক্ষুদ্র জীব-সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি'-সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥"
(চৈঃ চঃ অঃ ২।১২০, ১২৪)
'আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনে বিরক্ত করি' মানি।
দর্শন রহু দূরে, 'প্রকৃতি'র নাম যদি শুনি॥

তবহি বিকার পায় মোর তনু-মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন?" (চৈঃ চঃ মঃ ৫।৩৫-৩৬)

আবার গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সন্ন্যাস বড়ই আদরণীয়। প্রভু-বাক্য—

'গৃহস্থ' হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে।
'বিষয়ী' হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৮০)

ত্যাগীর স্থূল-ভিক্ষা ও বিষয়ীর অন্ন-গ্রহণ নিষিদ্ধ

গৃহত্যাগী, বিষয়ীর নিকট স্থূল-ভিক্ষা করিয়া খাইবেন না এবং অর্থ লইয়া বৈরাগী নিমন্ত্রণ করিবেন না। যথা, রঘুনাথদাসের সিদ্ধান্ত—

বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায়, জানি প্রভুর মন॥
মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি,—'প্রতিষ্ঠা'-মাত্র ফল॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৪-২৭৫)

প্রভু বলিলেন (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৭৮-২৭৯):—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণ স্মরণ॥
বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমন্ত্রণ।
দাতা, ভোক্তা,—দোঁহার মলিন হয় মন॥

ত্যাগীর পক্ষে মঠ-আখড়া ও যাচক-বৃত্তি ভাল নহে

গৃহত্যাগীর পক্ষে যাচক-বৃত্তি ভাল নয়:— (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৮৪-২৮৬)

প্রভু কহে,—"ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি—বেশ্যার আচার॥
ছত্রে গিয়া যথা-লাভ উদর-ভরণ।
অন্য কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন॥"

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব মঠ, আখড়া ইত্যাদি করিবেন না। তাহাতে গৃহ-ব্যাপারাদি গৃইয়া পড়ে। তাঁহার গোবর্দ্ধন-শিলা-পূজার সেবাদি চিন্তা করা উচিত (চৈঃ চঃ অঃ ৬।২৯৬-২৯৭):—

এক কুঁজা জল, আর তুলসী-মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক-সেবা এই, শুদ্ধভাবে করি॥
দুই দিকে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি'॥

সন্ন্যাসের অধিকার ও কর্ত্তব্যতা বিচার

বৈধ সন্ন্যাস ভক্তদিগের পক্ষে স্থলবিশেষে ব্যবহার হয়, সর্ব্বত্র নয়। ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব বৈষ্ণব গৃহত্যাগ-সময়ে আশ্রমোচিত বৈধ-সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু, যে অংশ ভক্তি-বিরোধী, তাহা গ্রহণ করিবেন না। যথা, স্বরূপদামোদর চরিত্রে (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১০৭-১০৮)—

'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব'—এই ত' কারণ।
উন্মাদে করিল তিঁহ সন্ন্যাস-গ্রহণ॥
সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্রত্যাগ-রূপ।
যোগপট্ট না নিল, নাম হৈল 'স্বরূপ'॥

কেহ কেহ কেবল **অভাব-সঙ্কোচ-লক্ষণ সন্ন্যাস-বেশ** স্বীকার করেন। যথা, শ্রীসনাতন-চরিতে :— (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৭৮-৮১)

তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা।
তিঁহো দুই বহির্ব্বাস, কৌপীন করিলা॥
সনাতন কহে—"আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা ল'ব?"

তাহাতেও প্রভুর উপদেশ :—

তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্ম-হানি হয়, লোকে করে উপহাস॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২০।৯২)

সন্ন্যাসী বৈষ্ণব-সঙ্গ করিবে

সন্ন্যাসী বৈষ্ণবের সঙ্গ-বিচার—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর চরিতে :—

(চৈঃ ভাঃ অঃ ৪।৪১৯-৪২১, ৪২৩-৪২৪, ৪২৬, ৪২৮)

বিষ্ণু-মায়া-বশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমোগুণে॥
লোক দেখি দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যা'রে করি॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে 'নারায়ণ'॥
'জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, সন্ন্যাসী' খ্যাতি যা'র।
কারো মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তা'রা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে॥

লোক-মধ্যে ভ্রমি কেন বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও 'বৈষ্ণব' নাম না শুনি জগতে॥
এতেকে সে বন ভাল এ-সব হইতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে॥

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর মায়াবাদ-চিহ্নাদি ব্যবহার পরিত্যাগ করা উচিত। যথা, ব্রহ্মানন্দ ভারতীর চরিতে :—

ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগ-চর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি' প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর॥ (চৈঃ চঃ মঃ ১০।১৫৪)

শুদ্ধা গৃহস্থ-বৈষ্ণবীদিগের গৃহত্যাগী-বৈষ্ণব-দর্শনের প্রকার এইরূপ—

পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন।
স্ত্রী-সব দূর হইতে কৈলা প্রভুর দরশন॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১২।৪২)

গৃহত্যাগীর তৈল ব্যবহার ও স্ত্রী-গীত-শ্রবণ নিষিদ্ধ

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের সর্ব্বপ্রকার ভোগ নিষেধ :—

প্রভু কহে,—"সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল,—পরম ধিক্কার!!" (চৈঃ চঃ আঃ ১২।১০৮)

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের স্ত্রী-গীত-শ্রবণ নিষেধ :—

একদিন প্রভু যমেশ্বর-টোটা যাইতে।
সেই-কালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে॥
দূরে গান শুনি' প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী-পুরুষ, কে গায়,—না জানি' বিশেষ॥
স্ত্রী-গান বলি গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা।
স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহ্য জ্ঞান হইলা॥
প্রভু কহে,—"গোবিন্দ আজি রাখিল জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ।"
(চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৭৮, ৮০, ৮৩, ৮৪-৮৫)

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের শয্যা ও আহার

গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের শয্যা (চৈঃ চঃ অঃ ১৩।৫-৭, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৭-১৯)—

কলার শরলাতে শয়ন, ক্ষীণ অতি কায়।
সহিতে নারে জগদানন্দ, সৃজিলা উপায়॥

সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি' গেরি দিয়া রাঙ্গাইলা।
শিমুলির তূলা দিয়া তাহা পুরাইলা॥
তূলি-বালিশ-দেখি' প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইলা।
গোবিন্দেরে কহি' সেই তূলি দূর কৈলা॥
প্রভু কহেন—"খাট এক আনহ পড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে॥
সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ভূমিতে শয়ন।
আমার খাট, তূলি-বালিশ মস্তক-মুণ্ডন॥
স্বরূপ-গোসাঞি তবে সৃজিল প্রকার।
কদলির শুষ্ক পত্র আনিল অপার॥
নখে চিরি' চিরি' অতি সূক্ষ্ম কৈলা।
প্রভুর বহির্ব্বাসেতে সে সব ভরিলা॥
এইমত দুই কৈলা ওড়ন-পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈলা প্রভু অনেক যতনে॥

গৃহত্যাগীর আহার বিষয়ে প্রভু বলিয়াছেন :—

প্রভু কহে—"সবে কেন পুরীরে কর রোষ?
'সহজ' ধর্ম্ম কহে তিঁহো, তাঁ'র কিবা দোষ?
যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পট্য,—অত্যন্ত অন্যায়।
যতি-ধর্ম্ম,—প্রাণ রাখিতে আহার খায়॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৮।৮২-৮৩)

এই সকল গৃহত্যাগী বৈষ্ণব দিগের সম্বন্ধে 'সদবৃত্তি' বলিয়া গৃহীত হইবে।

গৃহী ও ত্যাগী উভয়েরই কৃষ্ণনাম-মন্ত্রে দীক্ষা ও গুরুকরণ আবশ্যক

এখন গৃহীই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, বৈষ্ণবমাত্রের পক্ষে সদ্‌বৃত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণনাম-ব্যতীত কলিতে আর ধর্ম্ম নাই। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

(শ্রীচৈঃ চঃ, আঃ ৭।৭৩-৭৪, ৯৭ ; ১৭।৩০, ৭৫),

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥

কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন ।
ব্রহ্মানন্দ তা'র আগে খাতোদক-সম ॥
সদা নাম ল'বে, যথালাভেতে সন্তোষ ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ ।
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ ।
কৃষ্ণবশহেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম-রস ॥

গুরুকরণ-বিষয়ে সদুপদেশ ও সদ্বৃত্তি, যথা (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭, ২২০, ২২৮)

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয় ।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই 'গুরু' হয় ॥
রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন ।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সিদ্ধ দেহে চিন্তি' করে তাহাঁঞি সেবন ।
সখীভাবে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ ॥

উভয়েরই দুঃসঙ্গ-ত্যাগ কর্ত্তব্য

সর্ব্বদা সাধুসঙ্গের প্রয়োজন । আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ অথচ স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধ, এইরূপ সাধুর সঙ্গ করিবে (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫০),—

"শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?"
"কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥"

সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব হইলেও সঙ্গের বিচার এইরূপ, যথা —

প্রভু কহে,—"কর্ম্মী, জ্ঞানী—দুই ভক্তিহীন ।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥
সখে, এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে ।
'সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে' করহ নিশ্চয়ে ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৭৬-২৭৭)

যেখানে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস দেখা যায়, সেখানে না থাকা উচিত। যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১০।১১৩),—

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস ।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥

উভয়েরই পরোপকার ও সাধুসেবাদি কর্ত্তব্য

ভজনে যে-সকল সদ্‌গুণের প্রয়োজন, তাহা যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিবেন। স্বভাব এইরূপ (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৭।৭২),—

মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্পসম কোমল, কঠিন বজ্রময়॥

পরোপকার (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ৮।৩৯),—

মহান্ত-স্বভাব এই—তারিতে পামর।
নিজ কার্য্য নাহি, তবু যা'ন তা'র ঘর॥

প্রতিজ্ঞা কিরূপ করা উচিত, তদ্বিষয়ে প্রভুর উক্তি (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১১।৪),—

প্রভু কহে,—"কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয়॥"

সাধুর প্রতি প্রীতি-আচরণ (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১১।২৬),—

প্রভু কহে,—"তুমি কৃষ্ণভক্ত-প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্॥

অনুরাগে দৃঢ়তা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।৩১),—

কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য়॥

নিজ-আচারের দ্বারা শিক্ষাদান ও হৃদয়ের শুদ্ধিতা প্রয়োজন

সচ্চরিত্র-দ্বারা অন্যের প্রতি শিক্ষা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।১৭),—

তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে।
এই মত ভাল কর্ম্ম সেই যেন করে॥

ভজন-সাধনে যত্নাগ্রহের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৪।১৬৫),—

'যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥'

তার্কিক-সঙ্গত্যাগের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১২।৮৩),—

তার্কিক-শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ হরি'॥

পরদুঃখ-কাতরতা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।১৬২-১৬৩),—

জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাও ভবরোগ॥

নির্ম্মল-হৃদয়ের প্রয়োজনীয়তা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।২৭৪),—

সহজ নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ'-হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়॥

মাৎসর্য্য-দোষ ত্যাগ করা প্রয়োজন

মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরোৎকর্ষে নিজের ক্লেশ পরিত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৫।২৭৫),—

'মাৎসর্য্য' চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি দৃঢ় আনুগত্য (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ১৬।১৪৮),—

প্রভু লাগি' ধর্ম্ম, কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত-ধর্ম্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন॥

সম্পূর্ণরূপে দোষ-ত্যাগের প্রয়োজনীতা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।৯১),—

সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ?
রোগ খণ্ডি' সদ্‌বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥

শ্রদ্ধা, শরণাগতি ও নিরপেক্ষতা আবশ্যক

এইরূপ সিদ্ধান্তে শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৬২),—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে 'বিশ্বাস' কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

সর্ব্বথা শরণাপত্তির প্রয়োজন; যথা (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২।৯৯),—

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ।
কৃষ্ণ তা'রে করে তৎকালে আত্মসম॥

অনুতাপের সহিত দুষ্ট-মত পরিত্যাগ করিবে (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২৫।৪২),—

পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র বাদ।
কাহাঁ মুঞি পা'ব কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ॥

সর্ব্বদা নিরপেক্ষ-ভাবে থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৩।২৩),—

'নিরপেক্ষ' নহিলে 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে।

বৈষ্ণবাপমানে ভয় থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৩।১৬৩),—

মহান্তের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব গ্রাম উজাড়য়॥

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮০ পৃষ্ঠার পর)

[ষষ্ঠ অধ্যায়]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৪)

সন্ন্যাসী ও যোগীতে
ভেদ কিছু নাই।
সন্ন্যাসী নহে আয়াসী
যোগীও তাহাই ॥১॥

কর্ম্মফলে অনাশ্রিত
হয় যোগীগণ।
সন্ন্যাসীও তদ্রূপ
নাহি পরিজন ॥২॥

যোগশৈলে আরোহিত
কর্ম্ম প্রয়োজন।
কর্ম্ম বিনা নাহি হয়
শৈলে আরোহণ ॥৩॥

ইন্দ্রিয় আসক্ত নহে
বাসনা বর্জ্জিত।
যোগারূঢ় সেই ব্যক্তি
যোগে অবস্থিত ॥৪॥

লভিলে পবিত্র শান্তি
কর্ম্মের মাধ্যমে।
ব্রাহ্মীস্থিতি হয় প্রাপ্তি
নির্ম্মল হৃদয়ে ॥৫॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৫—৬)

আত্মাই আত্মার বন্ধু
কভু শত্রু হয়।
যবে আত্মা নিম্নগামী
তাহে রহে ভয় ॥৬॥

জিনিলে মায়ারে তবে
আত্মার সদয়।
মুক্ত আত্মা রহে বশে
নাহি তাহে ভয় ॥৭॥

কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা
যে বিধিতে হয়।
শুদ্ধ আত্মার সহযোগে
হীন আত্মা জয় ॥৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৭—৯)

মলিন আত্মা জিনিলে
মনেতে আনন্দ।
সুখ-দুঃখে সমতা
তথা ভাল-মন্দ ॥৯॥

কাঞ্চন হীরক তথা
মৃত্তিকা প্রস্তর।
সমভাবে দেখে যোগী
না রাখে অন্তর ॥১০॥

মানের কাঙ্গালী নহে
নহে অভিমানী।
অপমানে নির্ব্বিকার
প্রফুল্ল আপনি ॥১১॥

শত্রু মিত্রে সমভাবে
দেখে যোগীজন।
যোগী রহে নিরপেক্ষ
সর্ব্বে সম্মিলন ॥১২॥

সবাকারে দেখে যোগী
সবাই সমান।
আত্মাতেই রহে তৃপ্ত
যোগী পুণ্যবান ॥১৩॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ১০—১৪)
ব্রহ্মচারী সদাচারী
প্রশান্ত আননে।
পবিত্র নির্জ্জন স্থানে
বসে যোগাসনে ॥১৪॥
নানাদিক থেকে মন
একাগ্র করণ।
না দেখিয়া দিকে দিকে
নাসাগ্র দর্শন ॥১৫॥
মস্তক আর গ্রীবাদেশ
রাখিয়া সসীম।
প্রভুকে করয়ে চিন্তা
ধ্যানে সমাসীন ॥১৬॥
আত্মশুদ্ধি হয় তাহে
যোগের কারণ।
যোগী করে যোগাভ্যাস
ভয় নিবারণ ॥১৭॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ১৫—১৯)
আহার বিহার তথা
নিদ্রা জাগরণ।
নিয়মিত পরিমিত
অতি প্রয়োজন ॥১৮॥
দুঃখের ইতি হয়
যোগের কারণে।
সদাচারে রহে যোগী
শুদ্ধ আচরণে ॥১৯॥
যোগযুক্ত স্পৃহাশূন্য
রহে যোগীগণ।
লভয়ে পরম শান্তি
যোগ নিবন্ধন ॥২০॥
বায়ু যদি বহে ধীরে
দীপ নাহি দুলে।
আত্মস্থ হইলে যোগী
পথ নাহি ভুলে ॥২১॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২০—২৩)
চিত্ত যবে রহে শান্ত
আত্মাতেই তৃপ্ত।
আত্মা লভে পরমাত্মা
উভয়ে মিলিত ॥২২॥
যোগী লভে সুখ অতি
সে সুখ অধিক।
পবিত্র অনন্ত ইহা
সুখ আত্যন্তিক ॥২৩॥
অন্য লাভ হয় তুচ্ছ
যে লাভের কাছে।
যোগী লভে সেই লাভ
যোগের অভ্যাসে ॥২৪॥
নাহি রহে মুহ্যমান
অতিন্দ্রিয় সুখ।
গভীর শোকেতে ইহা
নহে অধোমুখ ॥২৫॥

করিবে এ যোগাভ্যাস
　　কহিনু বিশেষ।
দুঃখের অবসানে
　　শান্ত পরিবেশ ॥২৬॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২৪—২৬)

মনোমাঝে রহে যদি
　　প্রবল কামনা।
কেমনে তরিতে পারে
　　ঈশ্বর ধারণা ॥২৭॥
অতএব কামনাকে
　　নাহি দিবে স্থান।
আনো বশে ইন্দ্রিয়াদি
　　শুদ্ধ মন প্রাণ ॥২৮॥
বড়ই চঞ্চল মন
　　নানা দিকে ধায়।
ভ্রমিতে দিওনা তাহে
　　যথায় তথায় ॥২৯॥
মনকে করিবে যুক্ত
　　পরমাত্মা সাথে।
চিন্তা কর অচিন্ত্যকে
　　পাইবে তাঁহাকে ॥৩০॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২৭—২৮)

যাহার প্রশান্ত চিত্ত
　　যুক্ত প্রভু-সাথে।
সেই জন লভে সুখ
　　প্রভুর কৃপাতে ॥৩১॥
ব্রহ্মপ্রাপ্ত সেই যোগী
　　করে বিচরণ।
নিষ্কলঙ্ক সুখ মাঝে
　　কাটায় জীবন ॥৩২॥
সর্ব্বদোষে মুক্ত যোগী
　　সদা যোগে যুক্ত।
লভয়ে পরম সুখ
　　প্রভু-কৃপাপুষ্ট ॥৩৩॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২৯—৩২)

সর্ব্বজীবে দেখে আত্মা
　　দেখে যেই জন।
একত্বে হইয়া স্থিত
　　একে প্রাণ মন ॥৩৪॥
যবে সেই পুণ্য-আত্মা
　　কথায় কথায়।
দেখয়ে প্রভুর কায়া
　　যথায় তথায় ॥৩৫॥
দেখে সে সকল জীবে
　　নিজেরই কায়া।
সর্ব্ব জীবে সম মতি
　　সদা দয়ামায়া ॥৩৬॥
ভগবান্ নাহি ভুলে
　　সেই ভক্ত জনে।
দিবানিশি ভক্ত রহে
　　হরির সদনে ॥৩৭॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৩—৩৬)

সাম্যরূপ সমদৃষ্টি
　　যোগের পদ্ধতি।
শুনিয়া অর্জ্জুন কহে
　　অসম্ভব অতি ॥৩৮॥

বায়ুকে ধরিয়া রাখা
অসাধ্য যেমতি।
তেমতি চঞ্চল মন
ধায় ক্ষিপ্রগতি ॥৩৯॥
চাঞ্চল্য রহিলে মনে
মন উচাটন।
নাহি হয় যোগাভ্যাস
উহার কারণ ॥৪০॥
শুনিয়া বলেন কৃষ্ণ
দুইটি উপায়।
অভ্যাস ও বৈরাগ্য
হইবে সহায় ॥৪১॥
অভ্যাস ও বৈরাগ্য যেথা
হয় পরাজিত।
বৃথা চেষ্টা যোগাভ্যাস
অশান্ত যে চিত্ত ॥৪২॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ৩৭—৩৯)
পার্থ চাহে জানিবারে
কৃষ্ণের সকাশে।
কিবা ঘটে যোগভ্রষ্টে
ভ্রষ্ট ভাগ্যাকাশে ॥৪৩॥
ছিন্নমেঘ মধ্যপথে
মিলাইয়া যায়।
তেমতি কি যোগভ্রষ্ট
নিজেকে হারায় ॥৪৪॥
কর্ম্মমার্গে যোগমার্গে
না পাইয়া স্থান।
কোথা যায় যোগভ্রষ্ট
কিবা পরিণাম ॥৪৫॥
এ প্রশ্নের সদুত্তর
করিতে বর্ণন।
সমর্থ তুমিই শুধু
নহে অন্যজন ॥৪৬॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ৪০—৪৫)
বিনাশিত নাহি হয়
যোগভ্রষ্ট জন।
পুণ্য থাকে সাথে সাথে
বন্ধুর মতন ॥৪৭॥
যোগভ্রষ্ট পুণ্যকর্ম্মা
লভে পুণ্যগতি।
কিছুকাল স্বর্গে বাস
তথায় বসতি ॥৪৮॥
তথা থাকি কিছুকাল
আসে ধরণীতে।
জন্ম লয় উচ্চকুলে
অথবা যোগীতে ॥৪৯॥
পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার
রহে সাথে সাথে।
তাই করে কৃত কর্ম্ম
ধূলির ধরাতে ॥৫০॥
যোগযুক্ত যেই ব্যক্তি
ধর্ম্মের প্রচারে।
করে নাম-গুণগান
দুয়ারে দুয়ারে ॥৫১॥

পুণ্যাত্মা করয়ে চেষ্টা
মোক্ষের লাগিয়া।
শ্রেষ্ঠগতি হয় প্রাপ্তি
শ্রীধাম লভিয়া ॥৫২॥
তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী
আর যোগীজন।
ইঁহাদের মধ্যে হয়
যোগী সর্ব্বোত্তম ॥৫৩॥

শুন পার্থ সযত্নে
শুন মোর কথা।
কর্ম্মযোগী হও তুমি
ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা ॥৫৪॥
আছে বহু যোগপন্থা
নানাবিধ যুক্তি।
শ্রেষ্ঠ ভক্ত মনে প্রাণে
করে ভক্তি স্তুতি ॥৫৫॥

(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,
কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত বিভাগের পদস্থ অফিসার, নিউ দিল্লী

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩১২ পৃষ্ঠার পর)

—জীবের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ বাসনা দুর্ভাগ্যজনক—

আমরা বদ্ধদশা প্রাপ্ত জীব চিজ্জগৎ থেকে অধঃপতিত হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে চতুর্দ্দশভুবনাত্মক জড়-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এই জগতে উপস্থিত হয়েছি। লক্ষ লক্ষ জন্ম বিবর্ত্তন ক'রে বহুভাগ্যে এইবার মনুষ্য জন্ম পেয়েছি। এ জগতের অপর নাম ভূলোক। আমাদের কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন লোকে গতায়াত হয়। আমাদের ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতার কিয়দংশ এস্থলে উল্লেখ কর্‌ছি ;—

"ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দশটী স্তর আছে। যাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঢুকে প'ড়েছেন, তাঁরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন—এই সকল ইন্দ্রিয় হ'তে সংগৃহীত জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন। চৌদ্দটি স্তর যথা—ভূ, ভুব, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য ; অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। নীচে ৭টা, মাঝে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং ঊর্দ্ধে ৫টা লোক। আমরা এই চতুর্দ্দশ ভুবনে যাতায়াত করি। সত্য, জন, মহঃ, তপঃ ও স্বর্গ—এই ৫টী লোকে সূক্ষ্ম শরীরী থাকে। অন্যান্য ভুবনে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর-মিশ্রিত প্রাণীদিগের বাস। পাঁচটি ঊর্দ্ধলোকে এবং অন্তরীক্ষের কিয়দংশে সূক্ষ্ম ব্যাপারসমূহ অবস্থিত। ভূলোকে স্থূল ব্যাপার। এই চতুর্দ্দশ ভুবনই ব্রহ্মাণ্ড। আমরা যখন স্থূলটাকে ছেড়ে দি'—নির্ম্মলতা

লাভ করি, তখন ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করি। যখন স্থূল প্রার্থী হই, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম-জড়িত অবস্থায় এই সব লোকে বাস করি।

'আমি'র উপরের আবরণ সূক্ষ্ম-শরীর—অন্তঃকরণ স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হ'য়ে রূপ-রস ইত্যাদি গ্রহণ করে। বিভিন্ন লোকে আমাদের গতি হয়। ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ।

কাহার ভ্রমণ হয়? জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ীয় শরীরসহ অবস্থান-কালে এইরূপ ভ্রাম্যমান্ হন, উহাই 'ভবঘুরে' অবস্থা—যাতায়াত নাগরদোলায় উঠা-নামার মত কখনও সৎকর্ম্ম-বশে ঊর্দ্ধলোকে গমন, কখনও অসৎ কর্ম্মফলে নিম্নলোকে আগমন। ঊর্দ্ধলোকে উঠ্‌লেই নিম্নলোকে আস্‌তে হবে, নিম্ন-লোক হতে আবার ঊর্দ্ধলোকে উঠ্‌তে হবে—পুনরায় নিম্নলোকে আসার জন্য; পুণ্য ক'র্‌লেই পাপ কর্‌বার প্রবৃত্তি হ'বে— পাপ করলেই পুনরায় পুণ্য করবার জন্য প্রবৃত্তি হ'বে—এইরূপ ঘুরপাক। যখন আমরা সন্ন্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী হই, তখন সত্য, জন, তপঃ ইত্যাদি লোকে বাস করি; সদাচারী গৃহস্থ স্বর্গে গমন করেন।

জীবাত্মা সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হওয়ার পর কখনও স্থূল আবরণ দ্বারা নিম্ন-লোকে আসেন। আবার তপস্যাদি প্রভাবে স্থূলদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মদেহে পুনারয় ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন। আমরা ইহলোকে অবস্থানকালেও চিন্তাদ্বারা ঊর্দ্ধলোকে গমন কর্‌তে পারি। কিন্তু গীতা তা' কর্‌তে নিষেধ করেছেন,—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার স উচ্যতে॥"

তা'তে মনুষ্যের অমঙ্গল ঘটে। বহির্জ্জগতের স্থূল ও স্থূল হ'তে সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করায় অমঙ্গল ঘটে।

একমাত্র ভগবদুপাসনা আবশ্যক। ভগবান্ স্থূল সূক্ষ্মের অতীত। কিছুতেই তাঁ'র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্বের বাধা দিতে পারে না। তাঁর সেবা দ্বারা সেবকযোগ্য তদনুরূপ অবস্থা লাভ হয়।

এই চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণের আমাদের যোগ্যতা আছে। এই ভুবনে নানা যোনিতে ভ্রমণের যোগ্যতাও আছে। যে-যে খোলসে যে-যে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা পরিপূরণের উপযোগী তদনুরূপ বাহ্য আবরণও লাভ হয়। বাসনা-নির্ম্মুক্ত হওয়ার অনেক কৃত্রিম পন্থা কল্পিত হ'য়েছে। সেই সমুদয় পন্থার বিস্তারিত বিবরণাদিও লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবান্ হন। কালক্ষোভ্য অবস্থা অবলম্বনে জীবসকল

ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ করেন। দেবতাই হউন, মনুষ্যই হউন—এই যাবতীয় অবস্থা বস্তুতঃ হেয় ও নশ্বর।

সুতরাং আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রাকৃত জগৎ তো ভগবৎ পরাঙ্মুখ জীবগণের কর্ম্মভোগের স্থান বিশেষ ;—জীবগণ এখানে ঘুরে বেড়ালে মায়াতীত পরব্যোম বৈকুণ্ঠরাজ্যে যা'বে কি করে? আর সেই মায়াতীত রাজ্যে যেতে না পার্লে তো এই মায়ার কষ্টদায়ক নিগড় থেকে আমাদের কোন কালে উদ্ধার পাওয়ার সৌভাগ্য হবে না। গীতায় ভগবান বলেছেন যে, তাঁর পরমধাম প্রাপ্ত হ'লে ভক্তগণ পূর্ণানন্দ লাভ করেন এবং তাঁ'দিগে এই সংসারে পুনরাবর্ত্তন করতে হয় না। সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অতীন্দ্রিয় পরব্যোম ধাম কোটী কোটী সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নির তেজ অপেক্ষাও দীপ্তিমান্। স্বয়ংপ্রকাশ ভগবানই পার্থিব বস্তু সকলের প্রকাশক সূর্য্য, চন্দ্রাদির তেজ প্রদান করেন। যথা,—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" (গীতা ১৫।৬)

নাম প্রধানা ভাগবত-ধর্ম্মপথেই চিজ্জগতে গমন ও মুক্তিলাভ সম্ভব

আমরা আত্মস্বরূপে চিদ্রাজ্যের জীব হয়ে দুর্ভাগ্য বশতঃ স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে বিরূপ অবস্থায় এই মায়ার রাজ্যে ভূলোকে পতিত হয়েছি। আমরা যে ভব কারাগারে আছি, এই কারাগারের রক্ষাকর্ত্রী মহামায়া দুর্গাদেবী। কোনও কারাগারের রক্ষক বা jailor ইচ্ছা কর্লে কয়েদীদের থাকা-খাওয়ার সুবিধা ক'রে দিতে পারেন, কিন্তু বিচারপতি বা ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্রপতির অনুমতি ব্যতীত কারাগার থেকে মুক্তি দিতে পারেন না। তেমনি চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী মহামায়া দুর্গাদেবী এই ভব-কারাগারের বদ্ধজীবদিগের অর্চ্চনায় সন্তুষ্ট হয়ে প্রাকৃত চতুর্দ্দশ ভুবনের অনিত্য চতুর্বর্গফল (ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ বা সাযুজ্য) দিতে পারেন ; কিন্তু এই ভব কারাগার থেকে চিরতরে মুক্তি দিতে বা চিজ্জগৎ বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎ ভগবৎ সেবায় অধিকার প্রদান করতে পারেন না। চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা মহামায়ার শক্তি চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলন এই দেবীধাম জড়জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গোলোক-বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ এবং চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক দেবীধাম—এই তিন ধামের অধীশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র সমস্ত নিখিল জীবদিগকে মুক্তি দিতে সমর্থ তাই কৃষ্ণের অপর মুখ্য নাম-মুকুন্দ অর্থাৎ—মুকুং দদাতি ইতি

মুকুন্দ। ভগবান্ মুকুন্দের ইচ্ছায় যোগমায়ার কৃপায় ভক্তি-সমাহিত অন্তঃকরণ ভক্তগণ কর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিজ্জগতে গমন করেন। জীব উন্মুখতা বরণ কর্‌লেই যোগমায়ার কৃপাপ্রাপ্ত হন।

সেই চিজ্জগতে কৃষ্ণের সমীপে যাওয়ার জন্য কি উপায় বা পথ আছে তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য বিষয়। একস্থান থেকে আর একস্থানে যাওয়ার জন্য উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী যে রাস্তা বা স্থান অতিক্রম করা হয় তাহাই পথ নামে অভিহিত। এই ভূলোক সহ সমগ্র চৌদ্দটি ভুবনের কোনটিই আমাদের স্ব-গৃহ (eternal-home) নয়; তাই জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আমাদের নির্দ্দেশ দিয়েছেন,—"Back to God and back to home" অর্থাৎ ভগবানের কাছে চল, গৃহে ফিরে চল। ভগবানের কাছে পৌঁছিবার জন্য সঠিক পথ বেছে নিতে হবে; অন্যথায় ভুল পথ (wrong way) ধরে অগ্রসর হ'লে নিজেদেরই ঠক্‌তে হবে, গন্তব্যস্থলে যাওয়া যাবে না। কোন ব্যক্তি যদি গন্তব্যস্থলে যা'বার ট্রেণে না উঠে অন্য ট্রেণে উঠে পড়ে, তা'হলে কি সেই ব্যক্তি উক্ত ট্রেণ যোগে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবে? যত মত তত পথ থাক্‌লেও সমস্ত মতের উদ্দেশ্য এক নয় এবং সব পথের প্রাপ্য স্থানও এক নয়। সতের মত ও অসতের মত, সাধুর মত ও চোরের মত, সতীর মত ও অসতীর মত, কি কখনও এক পর্য্যায়ভুক্ত হ'তে পারে? দক্ষিণ দিকের পথে গেলে কি উত্তর দিকের কোন জায়গায় পৌঁছানো যাবে? ভগবৎ প্রণীত ভাগবত-ধর্ম্ম-মতে ভগবদিন্দ্রিয় তর্পণের বিচার, আর মানুষের খেয়ালে সৃষ্ট দেহ-মন-ধর্ম্ম মতে নিজেন্দ্রিয় তর্পণের বিচার কি কখনও একাকার হ'তে পারে?

এই ভাগবত ধর্ম্মের কথা সুপ্রাচীন দ্বাদশ মহাজন (শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীশম্ভু, শ্রীসনৎকুমার, সেশ্বর শ্রীকপিল, শ্রীমনু, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীজনক, শ্রীভীষ্ম, শ্রীবলি, শ্রীশুকদেব ও শ্রীযমরাজ) অবগত ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সমস্ত শাস্ত্রপুরাণ প্রণয়নের পর শ্রীমদ্ভাগবত রচনা কালে দেবর্ষি শ্রীনারদের কৃপায় তাহা জান্‌তে পারেন। তাঁদের অনুগত ভক্তগণই এই পরমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করে থাকেন। একমাত্র নাম প্রধানা ভাগবত ধর্ম্ম পথই নিত্য। তদ্‌ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির পদ নিত্য নহে। ভাগবত-ধর্ম্ম-পথেই নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের সেবা লাভ সম্ভব, তদ্‌ব্যতীত অন্যপথে তাহা সম্ভব হয় না।

কর্ম্ম পথে বিশ্লেষণ ও কর্ম্ম প্রয়াসের ফল নিরর্থক

বদ্ধ জীব প্রথম থেকেই কর্ম্মে আসক্ত থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্মগুণৈঃ স্বাভাবিকৈর্ব্বলাৎ ॥" (ভাঃ ৬।১।৫৩)

অর্থাৎ "কোন জীবই ক্ষণকাল কর্ম্ম না করে থাকতে পারে না। পূর্ব্ব সংস্কার জনিত রাগ-দ্বেষাদি তাহাকে সবলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে।"

শরীর ও মনের দ্বারা নিজের সুখ-সুবিধা ও অপরের সুখ-সুবিধার জন্য যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। কর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনায় শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩।৪৩ শ্লোকে) পাওয়া যায়—"কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ" অর্থাৎ—"কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম—এই তিনটি একমাত্র বেদ শাস্ত্রগম্য, পরন্তু লোকমুখে জ্ঞাতব্য নয়।" ভাল কর্ম্ম না করা অকর্ম্ম, আর দেহ-মনের দ্বারা পাপাচরণই বিকর্ম্ম। তাই অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম আদৌ মঙ্গলজনক নয় এবং তজ্জন্য পরিত্যাজ্য। আস্তিক্য বুদ্ধি সম্পন্ন কামী মানুষের কর্ম্ম তিনপ্রকার যথা—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য।

যে কার্য্য সব সময় করণীয় তাহাই নিত্যকর্ম্ম। সন্ধ্যা-উপাসনাদিতে নানা দেব-দেবীর পূজার দ্বারা নিজের ও পরের কল্যাণ কামনা করা, শারীরিক পবিত্রতা রক্ষা করা, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা প্রভৃতি পবিত্র কার্য্য নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত। যাহা কোন নিমিত্ত প্রকাশ পায় এবং নিত্য-কর্ম্মের মত কর্ত্তব্য বলে মনে হয়, তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম্ম। পিতা-মাতা প্রভৃতির দেহত্যাগ নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ত্তব্য বলে মনে হওয়ায় যে-পিতৃ-তর্পণাদি-রূপ ধর্ম্ম স্বীকার করা হয় তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম্ম। আর প্রবল ভোগ-বাসনাহেতু অর্থ-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি কামী হয়ে বহু দেবতার উপাসনা করাই কাম্য কর্ম্ম। বদ্ধজীব সাধারণতঃ কাম্য কর্ম্মের প্রতিই আসক্ত থাকে।

কাম্যকর্ম্মীগণ ফলভোগবাদী হওয়ায় কর্ম্মফলের হেতু হ'ন। কাম্য কর্ম্মের ফল সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেবতাগণের যে উপাসনার বিধান আছে, তা'তে পৃথক্ পৃথক্ দেবতার অর্চ্চনায় পৃথক্ পৃথক্ কামের পূরণ হয়। যেমন দক্ষ প্রজাপতির কাছে পুত্রাদি, ব্রহ্মার কাছে ব্রহ্মতেজ, রুদ্রের কাছে মোক্ষ, গণেশের কাছে অর্থ, সবিতার কাছে ধর্ম্ম, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা বিভিন্ন দেব-দেবীগণ পূরণ করেন। কিন্তু সর্ব্বকামনা একমাত্র ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনাতেই সিদ্ধ হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মায়া-শক্ত্যাত্ম দেব-দেবীগণ

তাঁদের নিজেদের প্রতি নিজ নিজ পূজকগণের শ্রদ্ধা আনয়ন করতে পারেন না; কাজেই ভগবচ্চরণে ভক্তি উৎপাদন করে দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। দেব-দেবী সকলে ভগবান্ কৃষ্ণেরই বিভূতিরূপা হওয়ায় ভগবানই দেব-দেবীদের অন্তর্য্যামীসূত্রে দেব-দেবী-পূজকগণের মনে সেই সেই দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করেন এবং কামনা অনুযায়ী অনিত্য ফল প্রদান করেন। কিন্তু রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির দেব-দেবীপূজকগণ ভগবানের প্রতি বহির্ম্মুখ হওয়ায় ভগবান্ তাঁদিগকে নিজের প্রতি ভক্তি প্রদান করেন না। কৃষ্ণেচ্ছা ব্যতীত দেব-দেবীগণ যথেচ্ছাভাবে উপাসকদিগকে কাম্যফল দিতে পারেন না; যেহেতু দেবলোক স্বর্গাদি সহ চতুর্দ্দশভুবন সমস্তই প্রাকৃত ও অনিত্য, এবং দেবতাগণেরও পতন হয়, সেইহেতু দেব-দেবীপূজকগণের সিদ্ধিও অনিত্য। যথা, গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন,—

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥

অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥"

(গীতা ৭।২১-২২-২৩)

অর্থাৎ—"যে-যে ভক্ত মদ্‌বিভূতিরূপা যে-যে দেবতামূর্ত্তিকে অর্চ্চনা করতে ইচ্ছা করে, অন্তর্য্যামীরূপে আমি সেই সেই ভক্তের, তাহাতেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করে থাকি।

সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দেবমূর্ত্তির আরাধনা করে এবং অন্তর্য্যামী আমা কর্ত্তৃক বিহিত সেই কামসমূহকে তাহা হ'তে অবশ্য লাভ করে থাকে।

কিন্তু অল্পবুদ্ধি জনগণের সেই ফল নশ্বর। দেবপূজকগণ দেবতাগণকে প্রাপ্ত হ'ন আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭০ পৃষ্ঠার পর)

হিরণ্যকশিপুর চতুর্থ পুত্র প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু ভক্ত-প্রহ্লাদকে বধ করিবার ইচ্ছায় সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রহ্লাদের কোনপ্রকার অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। হরিভক্তির ফলে সমস্ত বধোপায় অতিক্রম করিয়া যখন প্রহ্লাদ অজর অমর অবস্থায় হিরণ্যকশিপুর সম্মুখে বর্ত্তমান, তখন হিরণ্যকশিপুর পুত্রের সহিত বাগ্ বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন। ওহে অল্পায়ুঃ পুত্র, আমি বাহুবলে ত্রিভুবন জয় করিয়া সকলের ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছি। সমস্ত দেবতাগণ পর্য্যন্ত আমার দাস। অত্রাবস্থায় আমি ভিন্ন দ্বিতীয় ঈশ্বর কে আছে—বল্ দেখি? যদি থাকে কোথায় সে? যদি বলিস্ সর্ব্বত্র আছে, তবে এই স্তম্ভে নাই কেন?

প্রহ্লাদ বলিলেন,—স্তম্ভে রহিয়াছেন—আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।

তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধে অধীর হইয়া সেই স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করিবামাত্র নিজ ভৃত্য ব্রহ্মা, নারদ ও প্রহ্লাদের বাক্যের সত্যতা প্রদর্শনার্থ শ্রীভগবান্ নৃসিংহমূর্ত্তিতে সেই স্তম্ভ হইতে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল নখ-কুঠার দ্বারা বিদীর্ণ করিলেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে—হিরণ্যকশিপুর সহস্র বৎসর ব্যাপী অনাহারে ব্রহ্মার কঠোর তপস্যার ফল ব্যর্থ হইয়া গেল। ব্রহ্মা তাঁহাকে রক্ষা করিলেন না, পরন্তু প্রহ্লাদকেই রক্ষার জন্য তাঁহারও প্রভু বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এতাদৃশ বরপ্রাপ্ত শক্তিশালী হিরণ্যকশিপুর শত শত চেষ্টাদ্বারা হরিভক্ত প্রহ্লাদের কোনও অনিষ্ট করিতে সমর্থ হন নাই এবং নিজকেও রক্ষা করিতে পারেন নাই।

২। **শিবভক্ত বাণরাজার পরিণাম**—মহাত্মা বলিরাজের একশত পুত্র ছিল। তন্মধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠ বাণাসুর সর্ব্বদা শিবভক্তি-পরায়ণ ও সর্ব্ব-গুণযুক্ত হইয়া শোণিতপুরে রাজত্ব করিত। শিবের বরে সে সহস্র বাহু লাভ করিয়াছিল। শিবের নৃত্যকালে ঐ অসুর সহস্র বাহুর বাদ্যদ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলে পর তিনি তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। তখন মদগর্ব্বী সেই বাণাসুর মহাদেবকে তাহার নিজপুরীর দারোয়ানের ন্যায় রক্ষকরূপে সর্ব্বদা থাকিবার প্রার্থনা জানালে ভোলানাথ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

ঐ বাণরাজার ঊষানাম্নী কন্যা একদিন রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন; পরে তাহার সখী চিত্রলেখার দ্বারা যোগবলে

অনিরুদ্ধকে নিজ ভবনে আনয়নপূর্ব্বক পান-ভোজনাদি শুশ্রূষায় রত হইলে, বাণরাজা অন্তঃপুররক্ষী দূতের মুখে ইহা জানিতে পারিয়া অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া রাখেন।

এদিকে শ্রীনারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণাদি দ্বারকাবাসী অনিরুদ্ধের বন্ধনের সংবাদ পাইয়া সকলে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিলেন এবং অবিলম্বে বাণপুরী আক্রমণ করিলেন। বাণরাজা বিপক্ষের আগমন জানিয়া সসৈন্যে বাহির হইলেন। মহাদেবও ভক্তের রক্ষণার্থ কার্ত্তিকের সহিত যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। উভয়পক্ষ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শিবের, প্রদ্যুম্নের সহিত কার্ত্তিকের ও সাত্যকির সহিত বাণের যুদ্ধ হইতে থাকে। শিব নিজভক্তের রক্ষার্থ তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এমন কি ত্রিভুবন ধ্বংসকারী পাশুপত অস্ত্রও ত্যাগ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ শিবের সমস্ত অস্ত্র নিজ অস্ত্রের দ্বারা নিবারণ করত সম্মোহনাস্ত্রে শিবকে মোহনপূর্ব্বক বাণাসুরের সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিক প্রদ্যুম্নের বাণাঘাতে রক্তাক্ত-কলেবরে রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন।

সেইরূপে যাদবগণের অস্ত্রাঘাতে সমস্ত অসুরগণই পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে পর বাণাসুর পুনরায় নবোদ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সহস্র বাহুর দ্বারা বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণধার সুদর্শন চক্রদ্বারা তাহার বাহু সকল ছেদন করিতে আরম্ভ করিলেন। চারিখানা বাহু অবশিষ্ট আছে এরূপ সময়ে ভগবান্ শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণের সমীপস্থ হইয়া অনেক স্তুতিপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে দেব! এই বাণাসুর আমার সখা এবং প্রিয় সেবক, আমি পূর্ব্বে উঁহাকে অভয় দান করিয়াছি। অতএব দৈত্যপতি প্রহ্লাদের প্রতি আপনার যাদৃশ অনুগ্রহ, ইঁহার প্রতিও তাদৃশ অনুগ্রহ করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি আপনার বাক্য রক্ষা করিব। এই বাণাসুর মদীয় বলিরাজের পুত্র ও প্রহ্লাদের বংশজাত। 'তোমার বংশজাত সন্তান আমার অবধ্য' প্রহ্লাদকে এরূপ বরদানহেতু আমি উঁহাকে প্রাণে বধ করিব না। কেবলমাত্র তাহার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য বাহুসকল ছেদন করিলাম এবং ভূভার লাঘবার্থ সৈন্য সকলকে বিনাশ করিলাম। এখন ইহার যে চারিখানি বাহু অবশিষ্ট রহিয়াছে তৎসহ এই অসুর জরা-মরণ-রহিত এবং সর্ব্বত্র ভয়শূন্য হইয়া আপনার পার্ষদগণ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবে। তখন বাণাসুর স্বস্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক ঊষার সহিত

অনিরুদ্ধকে রথারোহণে শ্রীকৃষ্ণসমীপে আনয়ন করিল। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করের নিকট বিদায় লইয়া সপত্নীক অনিরুদ্ধকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যাদবগণসহ দ্বারকায় গমন করিলেন।

এই দৃষ্টান্তেও দেখা যায়, শ্রীশিবদত্ত বাণরাজার বাহুসকল ভগবান্ কর্ত্তন করত মাত্র চারিখানি বাহু শিবের প্রার্থনায় কৃপাপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। এবং নিজভক্ত শিবের সম্মানার্থ বাণরাজাকে অভয় দানপূর্ব্বক শিব-পার্ষদত্ব প্রদান করিলেন। বাণের বর-দাতা শিব কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশক্তি প্রকাশ করিয়া যুদ্ধাদির দ্বারা নিজ ভক্তের স্বয়ং রক্ষা করিতে না পারিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন, তখন বাণের নির্ভয়ত্ব লাভ হয়। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, অন্য দেবতাশ্রয় আশু মঙ্গল-দায়করূপে দৃষ্ট হইলেও প্রকৃত শ্রেয়ঃ-সাধন নহে, বরং বিপদেরই কারণ থাকে।

হরিভক্তের দারিদ্র্য ও শিবভক্তের ভোগৈশ্বর্য্যের কারণ

হিরণ্যকশিপু ও বাণরাজার দৃষ্টান্তদ্বারা অন্যাশ্রয়ীর পরিণাম অবগত হইলাম। এক্ষণে ভক্তকে বরদান করিয়া বরদাতা দেবতাও যে বিপর্য্যস্ত হন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের অষ্টাশীতিতম অধ্যায়-পর্য্যালোচনা দ্বারা বর্ণন করিব।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করেন যে,—সর্ব্বভোগাস্পদ লক্ষ্মীপতি শ্রীহরির সেবকগণের দারিদ্র এবং সর্ব্বভোগত্যাগী উমাপতি শঙ্করের উপাসকগণের অতুল ভোগৈশ্বর্য্য এজগতে প্রায় সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়; ইহার কারণ কি? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব বলেন যে,—শঙ্কর নিরন্তর শক্তির (মায়ার) সহিত সম্বন্ধযুক্ত এবং গুণত্রয়ের দ্বারা সম্যক্‌রূপে আবৃত হইয়া ত্রিগুণময়রূপে অবস্থিত; তবে জীবের মত এই ত্রিগুণের বলে তিনি আবদ্ধ নহেন, পরন্তু গুণগণ কৃতার্থ হইবার জন্য সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কাররূপে তাঁহাতে বর্ত্তমান। এই অহঙ্কার হইতেই মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূত—এই ষোড়শসংখ্যক বিকার পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এই বিকার সমূহের মধ্যে যে কোন স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-সুখের উদ্দেশ্যে শিবের আরাধনা করিলে সেই সকল সুখ লাভ করা যায়। যেহেতু ঐ সকল সুখ পরস্পর সাপেক্ষ। আর শ্রীহরি সকলের দ্রষ্টা, সাক্ষী ও প্রকৃতির অতীত; সুতরাং গুণাতীত পুরুষোত্তম। অতএব তাঁহার আরাধনাকারী ভক্তও তাদৃশ গুণাতীতই হইয়া থাকেন। তজ্জন্য ভক্তগণকে প্রাকৃত ঐশ্বর্য্যহীন দেখা যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও ঐরূপ প্রশ্ন করেন। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে রাজন্! আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, ক্রমশঃ তাহার সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি। নির্ধন পুরুষকে তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি সকলে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যদিও বন্ধুগণের আগ্রহে পুনরায় সে ধন সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি আমার কৃপাতে তখনও ধন লাভ হয় না। তাহাতে সে নিরুৎসাহ হইয়া নির্ব্বেদগ্রস্ত চিত্তে আমার ভক্তগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেই অর্থাৎ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইলেই, আমি তাহার প্রতি মদীয় অসাধারণ অনুগ্রহ প্রকাশ করি; তৎফলে সে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

হে যুধিষ্ঠির. অতিশীঘ্র ভোগৈশ্বর্য্য ফলপ্রার্থী মানবগণ মোক্ষদাতা আমার ভজন পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাগণের ভজনেই প্রবৃত্ত হয়। যে-হেতু, সেই দেবতাগণ অল্পই তুষ্ট হন। তৎপর তাহারা সেই দেবতাগণ হইতে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও স্ত্রী-পুত্রাদি বরলাভ করিয়া উদ্ধত-স্বভাব, গর্ব্বিত ও হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই বরদাতা দেবতাগণকেও আর প্রভু বলিয়া মান্য করে না। বরং অবজ্ঞাই করিয়া থাকে।

শ্রীশুকদেব যুধিষ্ঠির-কৃষ্ণসংবাদরূপ এই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—হে পরীক্ষিৎ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণ শাপ ও অনুগ্রহ প্রদানে সকলেই সমর্থ; পরন্তু ব্রহ্মা, শিবাদি যেরূপ সামান্য কারণে শীঘ্র সন্তুষ্ট কিম্বা সামান্য অপরাধে তৎক্ষণাৎ রুষ্ট হইয়া বর বা শাপাদি প্রদান করিয়া থাকেন, শ্রীহরি সেরূপ নহেন। অর্থাৎ বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন না। এবং পুনঃ পুনঃ বিশেষ বিদ্বেষমূলক কার্য্য আচরিত না হইলে কাহাকেও নিগ্রহ করেন না।

(ক্রমশঃ)

বিরহ-বার্ত্তা

অত্যন্ত বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদ শ্রৌতী মহারাজ** ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর) সহরস্থ তদীয় প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-সারস্বত-মঠে বিগত ২৫শে পৌষ, '৮৯ দিবা ১২।৪৫ মিনিটের সময় ইহলীলা সম্বরণ করেন। উহার বিবরণী পরবর্ত্তি সংখ্যায় সন্নিবেশিত হইবে। —প্রকাশক

বিরহীর বিরহ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭২ পৃষ্ঠার পর)

কলিকাতা শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠস্থ শ্রীপাদ রঘুনন্দন প্রভুর ১১।৯।৮২ তাং এর পত্র পাইয়া শ্রীল গুরুমহারাজজী পুনঃ ১৮।৯।৮২ তারিখে পত্রোত্তরে তাঁহার বিরহোত্থিত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন,—"দীর্ঘদিনের পর আমার লেখনী আপনাদিগকে নিদারুণ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছে, ইহা সত্য।"

আপনি স্নেহের সুন্দরানন্দ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"উনি সেবার এক উজ্জ্বল আদর্শ, ওঁর নিকট থেকে আমার শিক্ষার বহু বিষয় ছিল ; ওঁর স্নেহ-শাসন আমার কাছে বাঙ্ময় শাস্ত্রীয় বচন বলে মনে হত।" সুন্দরানন্দ সম্বন্ধে আমার নিজের কোনরূপ বক্তব্য রাখা বোধ হয় ঠিক নয়, তথাপি না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। —ঐরূপ সরল প্রাণ নির্ভীক বলিষ্ঠনীতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব খুব কমই নজরে আসে। ও আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আজও আমার বিশ্বাস হইতেছে না, কিন্তু যখনই অন্তিমদৃশ্যের কথা মনে পড়ে তখন ধৈর্য্যরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া যায়। সুন্দরানন্দ গুরুবৈষ্ণবসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণরূপে সকলেরই স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। স্পষ্টবক্তা ছিল বলিয়া সে কিছু লোকের নিকট অপ্রিয়ভাজন হইয়াছিল, কিন্তু সেবাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সেবা সংরক্ষণের জন্যই সে মাঝে মাঝে মান-অভিমান প্রকাশ করিত, কিন্তু কোন দিনই কপটদিগকে সে সহ্য করিতে পারিত না। স্পষ্টভাষী হইবার জন্যই তাহাকে অনেকের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ভবিষ্যতের সমস্ত ঝুঁকি লইয়াও সে অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। Opportunist-দের নিকট সে বরাবরই অপ্রিয় ছিল। তাহারা কখনই শ্রীমানকে স্নেহ দৃষ্টিতে দেখে নাই, নিজেও সে ইহা উপলব্ধি করিত। তাহার নির্ভীকতা, সত্যবাদিতা, সেবানিষ্ঠা মিশনের অধিকাংশ বৈষ্ণবগণেরই প্রীতি উৎপাদন করিত। ভুল বুঝাবুঝি—ত্রুটী-বিচ্যুতি মানুষের জীবনে হইয়া থাকে, সেও হয়ত ২/১টী ক্ষেত্রে ঐরূপ করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু অনুতাপ ও ক্ষমা-প্রার্থনা দ্বারা সে সকলের চিত্ত জয় করিয়াছিল। সে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা কখনই অনুসন্ধান করে নাই। কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিল বলিয়া সে কখনই দায়িত্বহীন ব্যক্তিগণকে সহ্য করিতে পারিত না। কাহারও বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ তাহার ছিল না ; কেহ তাহার নিকট কিছু জানাইলে (ভালমন্দ) একবার আমার নিকট ধীরস্থির-ভাবে জানাইয়া রাখিত। কখনও প্রতিশোধ গ্রহণে স্পৃহা তাহার মধ্যে লক্ষ্য

করি নাই। সর্ব্বোপরি বিশেষ কথা এই যে, সাধারণ সেবকগণ যাহা লইয়া বিশেষ মাতামাতি করে, সে ঐ সকল বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পরিমুক্ত ছিল। ভাল আহার, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং টাকাকড়ির মোহ কোনদিন তাহাকে কোন ক্লেশ দেয় নাই। সে অতি সাধাসিধাভাবে অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করিত, যাহাতে তাহার উদার নৈতিক মনোভাবই প্রকাশ পাইত। তাহার মধ্যে ব্যয়বাহুল্য বা মঠ মিশনের সেবার বস্তুর অপব্যবহার বা বিলাসিতা কখনই লক্ষ্য করা যাই নাই। জানি না, ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা! তিনি কেন এত অল্পবয়সে তাহাকে সরাইয়া লইলেন বা আত্মসাৎ করিলেন! অন্তিম সময়ে সে যখন শ্রীনাম উচ্চারণ করিতে পারিয়াছে, তখন তাহার সদ্গতি হইয়াছে ধরিয়া লইব। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-নিষ্ঠা তাহাকে অবশ্যই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎসেবা প্রদান করিয়াছে। এইরূপ সেবৈকনিষ্ঠ সরলপ্রাণ সত্যই জগতে বিরল। আমার অধিক লিখিবার ভাষা নাই।

স্নেহের সুন্দরানন্দের স্মরণ-মহোৎসব উপলক্ষে শিলিগুড়ির মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীবৃন্দ-গৃহস্থগণ বৈষ্ণব সেবার আয়োজন করিয়াছেন। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর, তাহার পরলোক গমনের ১১শ দিবসে প্রায় ২৫০ ৩০০ ভক্ত বিচিত্র প্রসাদ পাইয়াছেন। সন্ধ্যায় বিরহ-সভায় সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারীবৃন্দ বৈষ্ণবমহিমা কীর্ত্তন-মুখে ভাষণ প্রদান করেন। আমার বাক্য ও ভাষা কে যেন কাড়িয়া লইয়া আমাকে মূক করিয়া ফেলিয়াছেন।"

নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর বিরহ-সংবাদ পাইয়া শ্রীল গুরুমহারাজকে বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়ে লিখিয়াছেন,—....."সুন্দরানন্দের জীবনেতিহাস আমাদের চলার পথে অনেক শিক্ষা রাখিয়া গেল। সে গুরুদেবের সেবার জন্য সমস্ত প্রকার কার্য্য করিতে দ্বিধা করিত না। স্পষ্টভাষী হওয়ার জন্য অনেকের নিকট বিরাগ ভাজন হইলেও গুরুসেবাই তাহার ছিল মুখ্য। তাহার সেবায় অভিমান থাকিলেও কপটতা ছিল না। পরন্তু কপট লিগকে সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিত না। আমি অনেক সময় দেখিয়াছি—যাহা আপনার পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না, তাহা সে নিজে মাথা পেতে দোষ নিয়া আপনার সেবার জন্য অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে দ্বিধা করিত না।

সুবিধাদীগণের নিকট যদিও সে অপ্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু সে ছিল নির্ভীক সত্যবাদী গুরু-সেবৈকনিষ্ঠ। সেবার সৌষ্ঠবতা

বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাহার অভিমান পরিলক্ষিত হইত। হয়তো কোন ক্ষেত্রে সে বুঝিবার ভুলের জন্য কিছু ত্রুটী-বিচ্যুতি করিতে পারে,—কিন্তু তাহা তাহার অতিরিক্ত গুরু-নিষ্ঠার জন্যই সংঘটিত হইয়াছিল। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন অভিযোগ সে অনেক সময় আমার নিকট করিয়াছে—কিন্তু সেগুলির সম্পর্কে তাহার বক্তব্য ছিল—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় ঔদাসীন্য কেন? সে এক দিনও কোন ভুলক্রমেও তাহার নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার কথা তুলিয়া কাহার বিষয়ে অভিযোগ করে নাই। তাই তাহার সেই যে দৃষ্টিভঙ্গী উহা আমি সন্তর্পণে লক্ষ্য করেছিলাম। এই জন্যই আমি ওর নীতি কটুর দেখিলেও তাহা আমাকে খারাপ লাগিত না। তাহার আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল যে, সে ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সর্ব্বদা বদ্ধ পরিকর ছিল। কথার খেলাপি সে মোটেই পছন্দ করিত না। এক একজনের নিকট পৃথক্ পৃথক্ কথা বলিয়া নিজের কিছু সুবিধা করিয়া লইব—ইহা সে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। এই মর্য্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আমার নিকট খুব ভাল লাগিত।

তুরা হইতে আমি যখন নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করি সেই সময় আপনাদের সহিত টংলা যাইবার জন্য সে বার বার আমাকে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু আপনাদের দেওয়া সেবার দায়ীত্ব হেতু, নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য পালনের জন্য তাহার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করি। তাই কি বুঝি আজ সে অভিমান করিয়া আমাদেরকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল?

তাহার অনেকগুণের কথাই আজ আমার মানসপটে ভেসে উঠিতেছে। তাহার যেন আত্যন্তিক মঙ্গল হয়—ইহাই তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, প্রার্থনা জানাই। তাহার এইরূপ অকাল বিচ্ছেদজ্বালা হৃদয়কে বার বার কষাঘাত করিতেছে॥"

বিরহকাতর শ্রীল গুরুমহারাজকে চাঁপা দি বিরহবেদনা জানাইয়া সান্ত্বনা দিতে ১০।১০।৮২ তারিখে লিখিয়াছেন—"আজ আপনার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে সত্যই হয়তো সুন্দরানন্দ প্রভু আর নাই। যে প্রশ্ন আপনি আমাদের করেছেন, সে প্রশ্ন আমিও আপনাকে কর্‌ছি—কেন এই আকর্ষণ, কেনই বা এই মায়া-মমতা-স্নেহপ্রীতি—তিনি এর বদলে অন্য কিছু দিয়ে তো আমাদের ভুলিয়ে রাখতে পারতেন? হয়তো সে বেদনা এতো কষ্টদায়ক হ'ত না।

প্রিয়জনের জন্য প্রাণভিক্ষা, আগে নিজেকে সরিয়ে দেওয়া এটা হরিদাস ঠাকুরকে দেখেছিলাম, আর দেখলাম এই সুন্দরানন্দ প্রভুকে। জীবন ইতিহাসের পাতায় পাতায় সে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের কাছে, থাকবে গুরুবৈষ্ণব-জগতে গুরুভক্তি ও নিষ্ঠার জন্য। দুঃখ পেলেও আপনি আমাদের দিকে তাকিয়ে ধৈর্য্যহারা হবেন না।

শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা দিদি লিখিয়াছেন,—"শ্রীশ্রীভগবান্ ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। আপনি দীর্ঘায়ু হলে প্রভূত জীবের কল্যাণ সাধন হবে, সে, জন্য সে শ্রীভগবানের নিকট শ্রীশ্রীগুরুদেবের পরমায়ু প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহার আদর্শ ভুলিতে পারা যায় না।"

বিরহকাতরা উমা দিদিকে শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ স্বীয় বিরহবেদনা জানাইয়া ২০।৯।৮২ তারিখে পত্র দিয়াছেন—"মা উমা! প্রায় দুইমাস অতীত হইতে চলিল তোমাকে কোন পত্র দিতে পারি নাই, এজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে। এই সময়ের মধ্যে গত ৬।৯।৮২ তারিখে নবদ্বীপের ঠিকানায় শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজকে টেলিগ্রাম ও পত্র দিয়াছি মাত্র। ৯।৯।৮২ তারিখে রঘুনন্দন প্রভুকে বাহক মারফৎ একটা short note পাঠাইয়াছিলাম। তাহাতেই নারায়ণ মহারাজসহ কলিকাতার সেবকগণ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। তুমিও হয়তো সেই দুঃসংবাদ শুনিয়া ক্রন্দন করিয়াছ। আমার বর্ত্তমান শরীর, মন ও মাথার ঠিক নাই। কি করিব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

"নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্য ক্বাপি কেনচিৎ"—শ্রীমান্ সুন্দরানন্দ আমাকে এই শিক্ষা দিয়া গেল। কাহারও প্রতি অধিক স্নেহশীল হওয়া কর্ত্তব্য নয়; ইহাই বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে ভালবাসিতে শেখা শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ। "বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥"—ইহা বাস্তব বস্তুর প্রতি স্নেহ-মমতা। যদি আমি ঐ বিচারে প্রতিষ্ঠিত মনে করি, তবে ক্রন্দন কেন? ভগবদ্ভক্তের অভাববোধে ক্রন্দন তো মঙ্গলেরই কারণ, কিন্তু আমি ঐ তত্ত্ব দর্শন অনুভব করি কিনা, ইহাই বিচার্য্য। আমি প্রাকৃত শূদ্র না হইয়া যাই, বৈষ্ণবগণ যেন সে-বিষয়ে আমার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাঁহাদের অহৈতুকী করুণাই আমার সাধন-ভজনের একমাত্র পাথেয়।

নবদ্বীপের ঠিকানায় শ্রীল নারায়ণ মহারাজের কাছে টংলা হইতে শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজ পত্র লিখিয়াছেন—আপনাকে অদ্য ৬।৯।৮২ তারিখে টেলিগ্রাম করিয়াছি উহা পাইবেন কিনা সন্দেহ করিয়া এই পত্র দিলাম। আমি ও আমরা এখনও স্বপ্ন-বিলাসেই কাটাইতেছি। ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী সেবকগণ সকলেই বিমর্ষ, দুঃখে—ভারাক্রান্ত। আমি কাঁদিব কি সান্ত্বনা দিব বুঝিতেছি না। আমার সঙ্গে বিষ্ণু মহারাজ, যতি মহারাজ, গোবর্দ্ধন, শ্রীরাম, স্বরূপানন্দ, শ্যামলকৃষ্ণ, রামগোবিন্দ প্রভৃতি ১১ মূর্ত্তি বৈষ্ণব আছেন। একজন সেবক সামান্য সময়ের ব্যবধানে চিরতরে আমাদের পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল কিরূপে? উহা ভাবিয়া পাইতেছি না। আপনার নিকট শ্রীমান্ সুন্দরানন্দের বিগত আত্মার কল্যাণার্থে আশীর্ব্বাদ চাহিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছি। শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবের শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্ব্বাদে জীবাত্মা ঊর্দ্ধদৈহিক গতি লাভ করে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সে যদি আপনার শ্রীচরণে জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে কোনরূপ অপরাধ করিয়া থাকে, তাহলে অবশ্যই ক্ষমা করিবেন এবং অপরাপর বৈষ্ণবগণকেও তাহার দোষত্রুটি মার্জ্জনা করিতে বলিবেন—ইহাই প্রার্থনা। সেবকগণ গুরুগৃহ বা শ্রীমঠ হইতে কেন চলিয়া যায় তাহার সহজ সরল উত্তর 'স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার'। যদি মঠ কর্ত্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ করা হয় তাহা রীতি-বিরুদ্ধ, মর্য্যাদা লঙ্ঘন। বিনা সমালোচনায় কোন সেবক চিরদিনের জন্য আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে না পারে, এইরূপ কোন আইন করা সম্ভব কি? আপনার এইরূপ রীতি-নীতি জানা থাকিলে ভবিষ্যতে কৃপাপূর্ব্বক অবশ্যই জানাবেন। সুন্দরানন্দ আমার উপর অভিমান করিয়া কেন চলিয়া গেল বুঝিলাম না। একজনকে চিরদিনের জন্য এখানে রাখিয়া যাইতে হইল, অতঃপর আমি সেবক বিহীন; আমি যদি শুদ্ধ সরল চিত্তে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতাম তবে সেবকের বিয়োগ-জনিত দুঃখ হয়ত আমাকে ভোগ করিতে হইত না। আমি নিজে সেবা বঞ্চিত তাই আমার যথাযথ সাজা মিলিয়াছে। আপনারা আমায় কৃপা করুন যাহাতে আমি পার্থিব মায়া-মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকেই ভালবাসিতে পারি। শ্রীহরি-সেবাই আমার জীব্যতু এবং জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্ণীত হউক। .....

সংগ্রাহক—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
২৯শে পৌষ, ১৩৮৯ ; ইং ১৪।১।১৯৮৩

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৪৯৬ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৮৯ সাল (ইং ২।৩।৮৩), বুধবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া**-তিথি হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিনিষ্কান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৫ই গোবিন্দ, ১৯শে ফাল্গুন (৪।৩।৮৩) শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সুজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগতাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—১৭ই ফাল্গুন, বুধবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাসূচক-বন্দনাদি, মহাজন-পদ্ধতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

১৮ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

১৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩৪শ বর্ষ | ১৬ মাধব, বাসুদেব, ৪৯৬ গৌরাব্দ
৩০ মাঘ, রবিবার, ১৩৮৯ ; ইং ১৩।২।১৯৮৩ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকৃষ্ণস্তুতিঃ

[জড়াসন্ধ-কারারুদ্ধ-রাজগণ-ভাষিতা]

নমস্তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্ত্তিহরাব্যয়।
প্রপন্নান্ পাহি নঃ কৃষ্ণ নির্ব্বিণ্ণান্ ঘোরসংসৃতেঃ ॥১॥

হে দেবদেবেশ! শরণাগতদুঃখহর, অব্যয়স্বরূপ, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে শ্রীকৃষ্ণ, আমরা অতিশয় খিন্নচিত্তে আপনার শরণাগত হইতেছি, আপনি আমাদিগকে ঘোর সংসার-বন্ধন হইতে পরিত্রাণ করুন ॥১॥

নৈনং নাথানুসূয়ামো মাগধং মধুসূদন।
অনুগ্রহো যদ্ভবতো রাজ্ঞাং রাজ্যচ্যুতির্বিভো ॥২॥

হে প্রভো! মধুসূদন, আমরা এই জরাসন্ধের উপর কোনরূপ দোষারোপ করি না। যেহেতু, রাজগণের রাজ্যচ্যুতি আপনার অনুগ্রহস্বরূপই বলিতে হইবে ॥২॥

রাজ্যৈশ্বর্য্যমদোন্নদ্ধো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নৃপঃ।
ত্বন্মায়ামোহিতোঽনিত্যা মন্যতে সম্পদোঽচলাঃ ॥৩॥

নৃপতিগণ রাজ্যৈশ্বর্য্যজনিত মত্ততানিবন্ধন উচ্ছৃঙ্খলচিত্ত হইয়া স্বকীয় কল্যাণমার্গ লাভ করিতে পারে না এবং আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া অনিত্য ঐশ্বর্য্যসমূহকে স্থির বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে ॥৩॥

মৃগতৃষ্ণাঃ যথা বালা মন্যন্ত উদকাশয়ম্।
এবং বৈকারিকীং মায়ামযুক্তা বস্তু চক্ষতে ॥ ৪ ॥

অর্ভকগণ যেরূপ মরীচিকাকে জলাশয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করে, সেইরূপ অবিবেকিগণও বিকারগ্রস্তা মায়াকেই সদ্বস্তুরূপে দর্শন করিয়া থাকে ॥৪॥

বয়ং পুরা শ্রীমদনষ্টদৃষ্টয়ো
জিগীষয়াস্যা ইতরেতরস্পৃধঃ।
প্রভুঃ প্রজাঃ স্বা অতিনির্ঘৃণাঃ প্রভো
মৃত্যুং পুরস্ত্বাবিগণয্য দুর্ম্মনাঃ ॥ ৫ ॥

হে প্রভো, পূর্ব্বকালে আমরা ঐশ্বর্য্যমদান্ধ এবং দুরভিমানযুক্ত হইয়া সম্মুখস্থ মৃত্যুরূপী আপনাকে গণনা না করিয়াই এই পৃথিবীর বিজয়-কামনায় পরস্পর স্পর্দ্ধাশীলতা ও অতিশয় নির্দ্দয়তা সহকারে নিজ প্রজাগণকে বিনষ্ট করিয়াছি ॥৫॥

ত এব কৃষ্ণাদ্য গভীররংহসা
দুরন্তবীর্য্যেণ বিচালিতাঃ শ্রিয়ঃ।
কালেন তুভ্যং ভবতোঽনুকম্পয়া
বিনষ্টদর্পাশ্চরণৌ স্মরামি তে ॥ ৬ ॥

হে কৃষ্ণ, সেই আমরা অদ্য অলক্ষ্যগতি ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাবযুক্ত কাল কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট এবং আপনার কৃপাবলে হতগর্ব্ব হইয়া শ্রীচরণযুগল স্মরণ করিতেছি ॥৬॥

অথো ন রাজ্যং মৃগতৃষ্ণিরূপিতং
দেহেন শশ্বৎ পততা রুজাং ভুবা।
উপাসিতব্যং স্পৃহয়ামহে বিভো
ক্রিয়াফলং প্রেত্য চ কর্ণরোচনম্ ॥ ৭ ॥

হে বিভো, অতঃপর আমরা পুনরায় প্রতিক্ষণ ক্ষীয়মান এবং রোগসমূহের আকরস্বরূপ এই শরীরদ্বারা উপাসনীয় ও মরীচিকাতুল্য রাজত্ব কিম্বা যাহা কেবল শ্রবণ মাত্রেই কর্ণযুগলের রুচিজনক, তাদৃশ পারলৌকিক স্বর্গাদি সুখভোগ কামনা করি না ॥৭॥

তৎ নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ।
স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥ ৮ ॥

অতএব এই সংসারে নানাযোনিসমূহে নিরন্তর ভ্রমণ-কালে আমাদের হৃদয় হইতে যাহাতে ভবদীয় পাদপদ্মযুগলের স্মৃতি বিলুপ্ত না হয়, তাদৃশ উপায় নির্দ্দেশ করুন ॥৮॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৯ ॥

হে প্রভো, আমরা প্রণতজনদুঃখহর, গোবিন্দ, পরমাত্মস্বরূপ, বাসুদেব, শ্রীহরি এবং শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥৯॥

সজ্জন—অকৃত-দ্রোহ (২)

বৈষ্ণব—কৃপালু, হিংস নহে—অকৃত-দ্রোহ

ইতিপূর্ব্বে আমরা সজ্জনের কৃপালুতার আদর্শ বর্ণন করিয়াছি। অবান্তর উদ্দেশ্য হৃদয়ে গোপনে পোষণ করিয়া জগতে লোকের নিকট বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইলে, তাদৃশ আচরণ কখনই তাহাকে কৃপালু বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে না।

যিনি যথার্থ হরি-বিমুখ বাহিরে লোকবঞ্চনার জন্য বৈষ্ণব নামে আখ্যাত, তাঁহারও অন্তরে হিংসা নাম্নী প্রবৃত্তি থাকা উচিত নহে। যিনি যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহার নিজ-স্বভাবক্রমে অন্তরে বাহিরে হিংসা প্রবৃত্তি নাই। বৈষ্ণব-সজ্জন—কৃপালু। কৃপা যেরূপ মনুষ্যের ভূষণ, হিংসা সেরূপ কদর্য্যতা। বৈষ্ণব অপরের প্রতি কৃপাবিশিষ্ট, কিন্তু হিংসা-বশে বিদ্রোহী নহেন। বিদ্রোহিতা বৈষ্ণবে দেখা গেলে, তাহাকে কৃপালু বলা যায় না। আবৃত সত্য পরোপকারের জন্য প্রকাশিত হইলে, তাহা কৃপা বলিয়াই জানিতে হয়; পরন্তু অপকার মানসে সত্যের আবরণে অসত্য প্রচার করিলে, ঐ কৃপাই হিংসা নামে অভিব্যক্ত হয়। বৈষ্ণবের ছাব্বিশটী গুণের দ্বিতীয় গুণ অকৃত-দ্রোহিতা। বৈষ্ণবই জগতে একমাত্র অকৃত-দ্রোহ। তিনি পরের হিংসা করেন না।

হিংসা দুই প্রকার, বিরোধী-দলনই অকৃতদ্রোহিতা

হিংসা দুই প্রকারে দেখা যায়। প্রকাশ্য ভাবে পরহিংসার জন্য কায়-মনোবাক্যে যত্ন করিলে একপ্রকার হিংসা হয়। অপর প্রকার, জীবের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবার সঙ্কল্পে অন্যায়কারী জীবকে প্রতিনিবৃত্ত না করা হিংসা। বৈষ্ণব জীবকে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান আবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া হরিসেবা করিতে বলেন, ইহাতে তাঁহার অকৃত-দ্রোহিতা জানা যায়। অবোধ অপরিণামদর্শী জীব মনে করেন—বৈষ্ণব অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বিদ্বেষ করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি কৃপালু বলিয়া অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া জীবের কল্যাণ কামনা করেন,—হিংসা করেন না। যে বৈষ্ণব জীবের প্রতি করুণ হইয়া হরিসেবার উপদেশ করেন তিনি অকৃতদ্রোহ। রজস্তমো গুণের বাধ্য হইয়া যিনি অন্যের হিংসা করেন তাঁহাকে সকলেই হিংসাপর অবৈষ্ণব বলিয়া জানেন। বৈষ্ণবের স্বভাবে এই দুই প্রকার হিংসা কখনই স্থান পায় না।

মাছ-মাংস-ডিম্ব-ভক্ষণ হিংসার অন্তর্গত

অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। পশু মাংস ভোজন-লোভে, মৎস্যের চর্ম্ম-শোণিত ভোজন-বাসনায়, অণ্ডাভ্যন্তরস্থ কলল ভোজন মানসে, আমরা নানাপ্রকার জীব-হিংসার অভিনয় জ্ঞাত আছি। ধর্ম্মের আবরণে নানাপ্রকার কু-যুক্তির অবতারণায় হিংসা-বৃত্তির সমর্থন করিতে কাহাকে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্ব্বল প্রাণীর প্রতি হিংসা, দুর্ব্বল মানবের প্রতি অত্যাচার নীতি-শাস্ত্রের শাসনে নিরস্ত হয়। নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্যের নিবারণ কল্পে, সুসভ্য মানব-সমাজে নানাপ্রকার বিধি-বিধান, আইন ও লৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ প্রচারিত হইয়াছে। জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বার্থজ্ঞানে এই নীতি অতিক্রম করেন; তাহাতে সমাজের অন্যান্য সভ্যের অসুবিধা ঘটে। কৃত্রিম উপায়ে হিংসা বৃত্তির প্রশমন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কেবল হরি-সেবাপর হইলে জীব হিংসা-রহিত হইতে পারেন।

বৈষ্ণব-নীতি অহিংস, অবৈষ্ণব-নীতি হিংস

হিংসা করিলে অবৈষ্ণবের পাপ হয়। পাপ করিলে, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অশান্তি ভোগ করে; সুতরাং হিংসা করা অবৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে। বৈষ্ণব কাহারও প্রতি হিংসা করিতে পারেন না। যেরূপ বন্ধ্যা স্ত্রী পুত্র প্রসবে অসমর্থা, যেরূপ জল হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায় না, সেইরূপ বৈষ্ণবের (পক্ষে) হিংসা অসম্ভব। সমাজের কল্যাণের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র এবং নয়-বিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে,

উপকার করিলে উপকার করিবে, হিংসা করিলে হিংসা করিবে—ইহাতে দোষ নাই। কিন্তু উদার-মতি বৈষ্ণব বলেন, অবৈষ্ণব বৈষ্ণবের হিংসা করিলে, বৈষ্ণব উহা নীরবে সহ্য করিবেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি জীব গোস্বামীর অহিংস নীতি

যে-কালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিজ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় প্রমত্ত হইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের নিকট জয়পত্র সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের হিংসা করিয়াছিলেন, তখন আদর্শ চরিত্র গোস্বামীদ্বয় অম্লান বদনে জয়পত্র লিখিয়া দেন; ইহাই বৈষ্ণবের অকৃত-দ্রোহিতা। আবার যখন শ্রীজীব গোস্বামী নিজ গুরু-হিংসক বৈষ্ণব-দ্বেষী প্রতিভা-সম্পন্ন পণ্ডিতের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া নিজের অসামান্য অহিংসা-বৃত্তি দেখাইয়াছিলেন, তখন শ্রীজীবের কৃপার্দ্র-হৃদয় হিংসা-দোষে দুষ্ট হয় নাই।

রামচন্দ্র খাঁয়ের প্রতি হরিদাস ঠাকুরের অকৃত-দ্রোহিতা

যে-কালে রামচন্দ্র খাঁ নামক ধনী-বিপ্র শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি হিংসা করিতে গিয়া বারবনিতা প্রেরণে ক্লেশ দিতে প্রয়াস করিয়াছিল, সেকালে মহাত্মা হরিদাস ঠাকুর রামচন্দ্র খাঁর সম্বন্ধে কোন প্রতিহিংসা করেন নাই। ইহাই বৈষ্ণবের অকৃত-দ্রোহিতা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও বাসুদেবের অহিংসা

জগাই মাধাইয়ের প্রতি ভগবানের অনুকম্পা, বারবনিতার প্রতি হরিদাস ঠাকুরের দয়া, সার্ব্বভৌমের প্রতি গৌরহরির কৃপালুতায় কোন প্রকার হিংসা নাই। বাসুদেবের সমস্ত পৃথিবীর পাপের জন্য নিজে শাস্তি গ্রহণ, খৃষ্টের ক্রুসে হিংসিত হইবার পরেও বিদ্রোহীর প্রতি দয়া প্রভৃতি হরিজনের অহিংসা নাম্নী চিত্তবৃত্তির পরিচায়ক। শ্রীগৌরসুন্দর এই জন্যই বলিয়াছিলেন "তরোরপি সহিষ্ণুনা।"

তরু-সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
তর্জ্জন তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥
কাটিলেই তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয়॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২৭-২৮)
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৪)

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

সাধু-বৃত্তি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৮৮ পৃষ্ঠার পর)

ক্ষমা করা কর্ত্তব্য ; দয়াও অত্যাবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৩।২১১, ২৩৫ ; শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৩।১৮২),—

'ভক্ত-স্বভাব,—অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে।'
'দীনে দয়া করে,—এই সাধু-স্বভাব হয়॥'
প্রভু বোলে,—"বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি'।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি'॥"

আচার ও প্রচার একান্ত কর্ত্তব্য এবং বৈষ্ণবে মর্য্যাদা-দান করিবে

আচার-প্রচারে যত্ন করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৪।১০৩),—

'আচার', 'প্রচার'—নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
তুমি—সর্ব্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য॥

মর্য্যাদা পালন করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।১৩০),—

তথাপি ভক্ত-স্বভাব,—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥

বৈষ্ণবদেহে অপ্রাকৃত-বুদ্ধি করা প্রয়োজন (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।১৯১),—

প্রভু কহে—"বৈষ্ণব দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'॥"

সকলেরই বিষয়-ব্যাপার, প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্যকথা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তে হরিসেবা কর্ত্তব্য

গৃহ-ব্যাপার ও বিষয়-ব্যাপার শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া নির্জ্জন ভজনের আবশ্যকতা (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৪।২-১৪।২১৬),—

এক বৎসর রূপগোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হইল।
কুটুম্বের 'স্থিতি'-অর্থ বিভাগ করি' দিল॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইলা।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণ, দেবালয়ে বাঁটি' দিলা॥
সব মনঃকথা গোসাঞি করি' নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হঞা শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন॥

প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৫।৭৮),—

মহানুভবের এই মত 'স্বভাব' হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয়॥

গ্রাম্য-কাব্যে অশ্রদ্ধা করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ৫।১০৭),—

গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ'॥

গুরুর অবজ্ঞা, বিদ্যা-গর্ব্ব, দিগ্বিজয়াদি ত্যাগ করিবে

গুরুর অবজ্ঞা করা অপরাধ (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৮।৯৭),—

গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়॥

মুমুক্ষতা ও বিদ্যাগর্ব্ব ত্যাগ করা উচিত (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ২৩।১০৯-১১০)

রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা॥
'অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা গর্ব্ববান॥'

দৈন্য নিতান্ত আবশ্যক (শ্রীচৈঃ চঃ, অঃ ২০।২৮),—

প্রেমের স্বভাব, যাহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণের মোর নাহি ভক্তিগন্ধ'॥

জয়-বাসনা ত্যাগ করা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ, আঃ ১৩।১৭৩),—

দিগ্বিজয় করিব'—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥

ভক্তের সর্ব্বজীবে আত্মীয়তা-বোধ, ভক্তিপথে দৃঢ়নিষ্ঠা ও শত্রুরও মঙ্গল-কামনা

একেশ্বর-বুদ্ধি ও সর্ব্বজীবে আত্মীয় বোধ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৭৬-৭৮, ৮০।৮১),—

'শুন, বাপ, সবারই একই ঈশ্বর।'
*　　*　　*　　*　　*
নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে 'এক' কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য-বস্তু অখণ্ড-অব্যয়।
পরিপূর্ণ হঞা বৈসে সবার হৃদয়॥

সে প্রভুর নাম গুণ সকল জগতে।
বলেন সকলে মাত্র নিজ-শাস্ত্র মতে॥
যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব লয়।
হিংসা করিলেই সে, তাহান হিংসা হয়॥

সর্ব্বদা ভক্তিপথে দৃঢ় হওয়া চাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।৯৪),—

খণ্ড খণ্ড হই' দেহ, যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

শত্রুর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।১১৩),—

এ-সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ-সবার অপরাধ॥

দাম্ভিকতা প্রতিষ্ঠাশা এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাজ্য

দাম্ভিক-লক্ষণ যে প্রতিষ্ঠাশা ও কপট তাহা অবশ্য ত্যাগ করিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২২৮-২২৯),—

বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে॥
এ-সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥

পরমার্থ-বিষয়ে জাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করা আবশ্যক (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৩৮-২৩৯),—

'অধম-কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পূজ্য'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে॥

উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন-মাহাত্ম্য

উচ্চ-সংকীর্ত্তন-প্রিয়তা (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৬।২৮৪-২৮৬),—

অপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ-সংকীর্ত্তনকারী।
শত-গুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র! মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিঞাই পায় বিমোচন॥

ভার-বাহিত্ব পর-হিংসা ও সেবাপরাধ পরিবর্জ্জনীয়

কেবল শাস্ত্রবাক্য গর্দ্দভের ন্যায় বহন না করিয়া তাহার তাৎপর্য্য জানিবে (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।১৫৮),—

শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥

পরহিংসা ত্যাগ করা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১।২৪০),—

ভক্তিহীন-কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন—পরহিংসা যায়॥

সেবাপরাধ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৫।১২১),—

সেবা-বিগ্রহের প্রতি অনাদর যা'র।
বিষ্ণুস্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার॥

অন্তরনিষ্ঠ ও নিরহঙ্কারী ব্যক্তি বৈষ্ণব-পদবাচ্য

অন্তরে বৈষ্ণবতা ও বাহ্যে বিষয় থাকিলে মনুষ্য ভক্তমধ্যে গণিত হ'ন। (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৭।২২, ৩৮),—

বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ-সব।
চিনিতে না পারে কেহ তিঁহো যে বৈষ্ণব॥
আসিয়া রহিল নবদ্বীপে গূঢ়রূপে।
পরম ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোকে দেখে॥

বিদ্যাদির অহঙ্কার না করা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৩৪),—

কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ, কুলে।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥

পাঁচমিশালী মতবাদ, পক্ষপাত-দোষ, পাপাচরণ ও বিষয়-মদান্ধতা—বৈষ্ণবতার পরিপন্থী

বৈষ্ণবতায় একমত থাকা উচিত, লোকাপেক্ষা করিয়া নানাস্থানে নানা-মতে মত দেওয়া উচিত নয়। (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১৮৫, ১৮৮, ১৯২),—

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও খড়-জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥
প্রভু বলে,—"ও বেটা যখন যেথা যায়।
সেই মতে কথা কহি' তথায় মিশায়॥
ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ
এতেকে উহার হইল দরশন-বাধ॥

বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর পক্ষপাতের দোষ (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৬০),—

যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়॥

শ্রীহরিনাম-গ্রহণের পর আর পাপ করিবে না (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।২২৫),—

প্রভু বলে,—"তোরা আর না করিস পাপ"।
জগাই-মধাই বলে,—"আর নারে বাপ"॥

বিধি-নিষেধের অতীত থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৬।১৪৪, ১৪৭),—

যত বিধি, নিষেধ—সকলই ভক্তি-দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ॥
বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন-কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

পাষণ্ডী ও অভক্ত-সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য

সর্ব্বদা পাষণ্ডীর সম্ভাষণ হইতে বিরত থাকা উচিত (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১৭।১৯),— নগরে হইল কিবা পাষণ্ডি-সম্ভাষ।
এই বা কারণে নহে প্রেম-পরকাশ॥

অভক্ত-সম্বন্ধ ত্যাগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুর বাক্য—(শ্রীচৈঃ ভাঃ ১৯।১৭৫),—

যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
'বৈষ্ণবাপরাধী' মুঞি না দেখোঁ গোচর॥

বিষ্ণুভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং ধর্ম্মধ্বজীর কাল্পনিক অবতার

অন্য শুভ-কর্ম্মাদির সহিত ভক্তির তুলনা নাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।৫৪),—

প্রভু বলে,—"তপঃ করি' না করহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল॥"

ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ড ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে সময়ে সময়ে অবতার বলিয়া প্রচার করত নিজের অভিমান বৃদ্ধি করে। সে-সকল লোক হইতে সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য। (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৮২-৮৩),—

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে॥

নিষ্কপট ও নিষ্পাপ জীবন-যাপনপূর্ব্বক শ্রীনামাশ্রয়ে সর্ব্বার্থসিদ্ধি

ভক্তগণ নিষ্কপটে, নিষ্পাপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে করিতে নিরন্তর নামাশ্রয় করিবেন। ইহা অপেক্ষা আর বড় ধর্ম্ম নাই (শ্রীচৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১৩৯-১৪০),—

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি-দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥

পূর্ব্বাপর বিচারপূর্ব্বক সাধুদিগের স্বাভাবিক গুণ ও জীবিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মানবের হরিভজন করা প্রয়োজন। সদ্‌বৃত্তি-অবলম্বনে যেরূপ শুদ্ধা ভক্তির আনুকূল্য হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

দেবদেবীর পূজা ও বলিদান

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪০২ পৃষ্ঠার পর)

শকুনির পুত্র বৃকাসুর

একটী পুরাতন ইতিহাস রহিয়াছে যে—মহাদেব একসময়ে শকুনি-অসুরের পুত্র বৃকাসুর নামক এক অসুরকে বরদান করিয়া অত্যন্ত সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন।

বৃকাসুর একদিন পথে শ্রীনারদকে দেখিতে পাইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবতার মধ্যে কে শীঘ্র সন্তুষ্ট হন, ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। নারদ বলিলেন যে,—শঙ্করের আরাধনা কর; তিনি সামান্য গুণে শীঘ্রই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। আবার অল্পদোষে তৎক্ষণাৎ রুষ্টও হইয়া থাকেন। রাক্ষস-রাবণ ও বাণাসুর স্তবকারী বন্দীর মত এই দুইজনে স্তুতি করিলে পর শিব তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছিলেন। তাহার ফলে রাবণ হইতে নিজধাম কৈলাস উৎপাটনরূপ ও বাণাসুর হইতে তাহার পুরীরক্ষকরূপ মহা-সঙ্কটই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীনারদের এই কথা শুনিয়া সেই বৃকাসুর কেদারক্ষেত্রে নিজগাত্র হইতে মাংস গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা মহাদেবের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করত শিবের আরাধনা করিতে লাগিল। ছয়দিন এইভাবে আরাধনা করিয়াও শিবের দর্শন না পাইয়া সপ্তম দিবসে ঐ অসুর কেদারতীর্থের জলে স্নান করিয়া তীর্থজলে অভিষিক্ত কেশযুক্ত নিজের মস্তক খড়্গদ্বারা ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে পর, তৎক্ষণাৎ পরমকারুণিক সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর যজ্ঞানল হইতে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় উত্থিত হইয়া নিজের হস্তদ্বারা উভয় হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাহাকে শিরচ্ছেদ-চেষ্টা হইতে রক্ষা করিলেন। তদীয় স্পর্শ লাভে অসুর পুনরায় পরিপূর্ণ কলেবর হইয়া উঠিল।

শঙ্কর বলিলেন,—ওহে বৎস! শিরচ্ছেদের প্রয়োজন নাই, অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। যাহা চাহিবে তাহাই আমি প্রদান করিব। তখন পাপাত্মা অসুর সমস্ত প্রাণীর ভয়াবহ বর প্রার্থনা করিয়া বসিল। সে বলিল,—'আমি যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিব, সেই ব্যক্তি যেন মৃত্যুমুখে পতিত হয়?' বাক্যবদ্ধ ভগবান্ শঙ্কর দুঃখিতচিত্তে 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাকে সেই বরই প্রদান করিলেন। তখন অসুর বরের সত্যতা পরীক্ষার্থ মহাদেবের মস্তকেই হস্ত প্রদানে উদ্যত হইলে তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। ঐ অসুরও শিবের পাছে পাছে ধাবিত হইলে, তিনি ক্রমে ক্রমে পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ অবশেষে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করিলেন। কেহই তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না।

তখন শিব বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীহরি দূর হইতেই শিবকে তাদৃশ সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া যোগমায়ার বলে ব্রহ্মচারিবেশে অসুরের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে শিষ্যের ন্যায় প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে শকুনি-নন্দন, আপনাকে অত্যন্ত শ্রান্ত বোধ হইতেছে। কিজন্য আপনি এতদূর আসিয়াছেন বলুন এবং ক্ষণকাল এইস্থানে বিশ্রাম করুন। আপনাদের কার্য্য আমাদের শ্রবণের যোগ্য হইলে তাহা আমাকে বলুন।

ব্রহ্মচারিবেশী ভগবানের সুমধুর বাক্যে মোহিত বৃকাসুর ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া যথাক্রমে সমস্ত কথা বর্ণন করিল। তখন ভগবান্ বলিলেন,—যিনি দক্ষপ্রজাপতির শাপে পিশাচ-বৃত্তি লাভ করিয়া কেবলমাত্র প্রেতগণ ও পিশাচ-গণেরই আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা তাঁহার বাক্যে শ্রদ্ধা করি না। তুমি যদি তাঁহার বাক্য বিশ্বাস কর, তবে তোমার নিজ মস্তকে হস্ত প্রদান

করিলেই ত সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারিবে। যদি তাঁহার বর মিথ্যা হয় তবে এরূপ মিথ্যা বরদাতাকে বিনাশ কর।

ভগবানের এইরূপ সুমধুর বাক্যে বরতত্ত্ব-বিস্মৃত সেই অসুর নিজ-মস্তকে হস্ত প্রদান করিবামাত্র বজ্রাহতের ন্যায় বিদীর্ণ মস্তকে তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইল। দুরাচার বৃকাসুর নিহত হইলে-পর দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ সকলে জয়ধ্বনি সহ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং শিবও সঙ্কট-মুক্ত হইয়াছিলেন। তখন শ্রীহরি সঙ্কটমুক্ত শঙ্করকে বলিলেন,—'হে জগদ্‌গুরো মহাদেব, এই দুষ্ট অসুর নিজপাপে বিনষ্ট হইয়াছে। মহাজনের প্রতি অপরাধ করিয়া কেহই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না।' উক্ত বৃকাসুরের আখ্যায়িকাদ্বারাও প্রতীতি হইতেছে যে, শ্রীহরিই একমাত্র সর্ব্বমঙ্গলময়, বিশুদ্ধ-সত্ত্ব, সর্ব্ববরেণ্য এবং সর্ব্বশক্তিমান্। অন্যদেবতাগণ তাঁহার শক্তিতেই শক্তিশালী হইয়া থাকেন।

ভৃগুমুনির পরীক্ষাও বিষ্ণুর উৎকর্ষ

একসময়ে ঋষিগণের মধ্যে 'কোন্ দেবতা শ্রেষ্ঠ'—এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে ভৃগুমুনির পরীক্ষায়ও বিষ্ণুরই উৎকর্ষ নির্ণীত হইয়াছে। এস্থলে নিম্নে সেই উপাখ্যান বর্ণিত হইতেছে।,—

পূর্ব্বকালে সরস্বতী-তীরে যজ্ঞানুষ্ঠানরত মুনিগণের মধ্যে সর্ব্বদেববরেণ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইলে তাঁহারা ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুমুনিকে উহা নির্ণয়ার্থ প্রেরণ করেন। ভৃগু প্রথম ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রভাব পরীক্ষার্থ প্রণাম বা স্তবাদি না করাতে ব্রহ্মা ভৃগুর প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে পুত্রের প্রতি সঞ্জাত ক্রোধকে নিজেই সম্বরণ করিলেন। ভৃগু তথা হইতে কৈলাসধামে গমন করিলেন। মহেশ্বর তখন স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে "তুমি অতিশয় উন্মার্গগামী"—এই কথা বলিয়া ভৃগু সরিয়া দাঁড়াইলেন। মহাদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশূলদ্বারা ভৃগুকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পার্ব্বতী শিবের চরণে পতিতা হইয়া বিনয়-বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

তদনন্তর ভৃগুমুনি বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির সমীপে গমন করিয়া লক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়-দেশে শয়ান ভগবান্ শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। তখন সাধুজন-শরণ শ্রীহরি লক্ষ্মীদেবীর সহিত উত্থিত হইয়া অবনত মস্তকে ঋষিকে প্রণাম-পূর্ব্বক বলিলেন,—হে মুনিবর আমরা আপনার আগমন না জানাতে যে

অপরাধ হইয়াছে তাহা ক্ষমা করুন এবং পাদোদকদানে আমাদিগকে পবিত্র করুন। আমি আপনার পাদস্পর্শে নিষ্পাপ হইলাম। আজ হইতে আপনার এই শ্রীচরণচিহ্ন নিত্যই আমার বক্ষে বিরাজিত থাকিবেন।

ভৃগুমুনি ভগবানের ভাবগম্ভীর বচনে আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভক্তিবিহ্বলচিত্তে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তথা হইতে যজ্ঞস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মবাদী মুনিগণের নিকট সমস্ত বর্ণন করিলেন। তৎশ্রবণে সকলে বিস্মিত ও সন্দেহযুক্ত হইয়া ক্ষমাগুণাধার বিশুদ্ধসত্ত্ব ও অদোষদর্শী বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠরূপে নির্ণয় করিয়া তাঁহার আরাধনার দ্বারা মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এই ভৃগুমুনির পরীক্ষায়ও ব্রহ্মার রজোগুণাধিক্য, মহেশ্বরের তমোগুণাধিক্য এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর প্রতি কায়িক পদাঘাতরূপ অপরাধ করিয়াও ক্ষমাগুণবারিধি বিষ্ণু হইতে ক্ষমা লাভ করিলেন দেখিয়া বিষ্ণুর সত্ত্বগুণের অতীত বিশুদ্ধ সত্ত্ব বলিয়া নিরূপিত হইল। যিনি যাঁহার ভজন করেন তাঁহারা গুণাদি প্রাপ্ত হন। কাজেই অন্য দেবতার ভজনে রাগ-দ্বেষাদি সেই সেই দেবতার গুণ ভক্তের লাভ হইয়া থাকে। তাহার ফলে সংসার-বন্ধনরূপ জন্ম-মরণ-দুঃখ লাগিয়াই থাকে। বিষ্ণুভক্তির ফলে রজস্তমোগুণের ধর্ম্ম রাগ-দ্বেষাদিশূন্য হইয়া ক্রমে ক্রমে ভক্ত ও বিশুদ্ধ সত্ত্বই হইয়া যান।

এই জগতেও দেখা যায়—যে যাহাকে চিন্তা করে, সে তাহাকে সম্যক্‌ভাবে প্রাপ্ত হয়। একটী কুমারীপোকা দ্বারা একটী তৈলপায়ী (আরসোলা) ধৃত হইলে ঐ তৈলপায়ী মৃত্যুভয় হেতু সর্ব্বদা কুমারীপোকার চিন্তা করিতে করিতে কিছুদিন পরে সেও যেমন কুমারীপোকার আকৃতি লাভ করে। সেইরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্ব ভগবচ্চিন্তাদ্বারা ভক্তের বিশুদ্ধ সত্ত্বতা লাভ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই নিমিত্তই মহাজনগণ এবং বেদ, পুরাণাদি সকলে সর্ব্বত্র হরিভক্তিরই বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অন্যের বক্তব্য সম্বন্ধে কি কথা! মানবগণ যে-সকল দেবতার পূজা করেন বৃত্রাসুরের ভয়ে ভীত সেই সকল দেবতাগণই হরিভক্তির বৈশিষ্ট্য ভগবৎ-স্তুতিমুখে বর্ণন করিয়াছেন।

ত্রিজগৎত্রাসকারী বৃত্রাসুরের ইতিবৃত্ত

এক সময়ে ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভে ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণপরিবৃত সভামধ্যে পুলমানন্দিনী শচীর সহিত রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও বিদ্যাধরগণ রাজসম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক স্তব-স্তুতি ও বন্দনা-গান

করিতেছিলেন। এমন সময় দেবগুরু বৃহস্পতি সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ যেন তাঁহাকে দেখিয়াও দেখেন নাই এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া বৃহস্পতির কোনরূপ অভ্যর্থনাদি করিলেন না। তখন ঐশ্বর্য্যাভিমানী ইন্দ্রের সভা হইতে বাহির হইয়া বৃহস্পতি দেবগণেরও অগোচরভাবে অন্তর্হিত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রের বিবেকোদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন—তাইতো গুরুত্যাগী আমাদের এখন উপায় কি? এদিকে বৃহস্পতির অনুপস্থিতি-সংবাদ জানিতে পারিয়া যুদ্ধার্থে আগমনকারী অসুরগণের বাণে ইন্দ্রাদি দেবগণ ক্ষত-বিক্ষত ও নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মার উপদেশে দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম 'ত্বষ্টা' প্রজাপতির পুত্র দৈত্যকন্যা 'রচনার' গর্ভজাত সর্ব্ববেদজ্ঞ মহাতপা বিশ্বরূপকেই পৌরহিত্যে বরণ করেন। এবং বিশ্বরূপ হইতে ইন্দ্র, নারায়ণ-কবচরূপ বৈষ্ণবী বিদ্যালাভ করিয়া অসুরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

এই বিশ্বরূপের পিতৃকুল দেবগণ হইলেও অসুরগণ মাতামহ-কুল বলিয়া যজ্ঞাদি সময়ে মাতার অনুরোধে গোপনে অসুরগণকেও যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া অসুর-ভয়ে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করিলেন। বাসব সামর্থবান্ হইলেও একটী বৎসর ঐ ব্রহ্মহত্যা পাপজন্য অতীব ক্লেশভোগ করিয়া ভূমি, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীলোক—এই চারিস্থানে ঐ পাপ বন্টন করিয়া দিয়া নিজে অব্যাহতি লাভ করেন।

হতপুত্র 'ত্বষ্টা' প্রজাপতি তখন ইন্দ্রের নিধনার্থে তদীয় শত্রুর উৎপত্তি কামনায় অভিচার যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। 'ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব' এই মন্ত্রে আহুতি দান সময়ে মন্ত্রোচ্চারণের স্বরদোষে যজ্ঞাগ্নি হইতে ইন্দ্রের হন্তার উৎপত্তি না হইয়া ইন্দ্রহন্তে বধযোগ্য ঘোরদর্শন, কৃতান্ততুল্য এক অসুর সহসা উত্থিত হইল। একটি বাণ নিক্ষেপ করিলে যতদূর স্থান অতিক্রম করে, ততদূর পরিমাণে তাহার শরীর প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সমস্ত দেবতাগণ ভীত হইলেন।

ভয়ঙ্কর দেহ এই অসুর তমোগুণের দ্বারা লোকসমূহকে আবৃত করায় বৃত্র নামে খ্যাত হইয়াছিল। বৃত্রাসুরের বধার্থ সমস্ত দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ অসুর সমস্তই গ্রাস করিয়া

ফেলিল। তদ্দর্শনে বিস্মিত ও ভয়ত্রস্ত দেবতাবৃন্দ ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"যিনি পঞ্চভূতাত্মক ত্রিজগতের স্রষ্টা, ব্রহ্মাদি লোকপালগণেরও ঈশ্বর এবং সর্ব্বসংহারক কালেরও ভয়স্বরূপ—আমরা সকলে সেই ভগবানেরই শরণাগত হইলাম।" তৎপর আবার বলিতেছেন। যথা—(ভাঃ ৬।৯।২২)

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং, স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশ, শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥

অর্থাৎ, যিনি নিরহঙ্কার বা কৌতূহলশূন্য, রাগ-দ্বেষাদি বৈষম্যভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জিত, স্বকীয় পরমানন্দলাভেই নিরন্তর পরিপূর্ণকাম এবং সকল জীবের প্রতি সমভাবাপন্নরূপে বিরাজিত, অহো! তাদৃশ পরম দেবতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া দেবতান্তর বা কর্ম্ম-জ্ঞানযোগাদির যে আশ্রয় গ্রহণ করে সেই মহামূর্খ কুকুরপুচ্ছ অবলম্বনে সমুদ্রতরণের প্রয়াসের ন্যায় নিশ্চয়ই দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হয়—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পদ্মপুরাণেও যথা—

যথা ধৃত্বা শুনঃ পুচ্ছং তর্ত্তুমিচ্ছেৎ সরিৎপতিম্।
তথা ত্যক্ত্বা হরিং সেবামন্যোপাসনয়া ভবম্॥

অজ্ঞলোক যেরূপ কুকুরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে তদ্রূপ একমাত্র সেব্য শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া তদীয় বহিরঙ্গা শক্তি যে কোন দেবীর ও ভগবদ্বিভিন্নাংশরূপ তটস্থা শক্তি জীবের এবং তদপেক্ষা কিঞ্চিদ্ উৎকৃষ্ট দেবতাগণের অর্চ্চনাদিরূপ উপাসনাদ্বারা দুর্ব্বুদ্ধিগণ সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে। কুকুরের পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া যেরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় না পরন্তু তাহাতে নিমজ্জিত হইতে হয়, তদ্রূপ অন্যদেবতাশ্রয়ে পুনঃ পুনঃ সংসার বন্ধন-দুঃখ ভোগ করিতেই হয়, তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটে না। সুতরাং শ্রীহরিই একমাত্র ভজনীয়, অন্য কেহ নহেন। সেই জন্যই উক্ত পদ্মপুরাণে সদাশিব শ্রীনারদকেও তাহাই উপদেশ করিয়াছেন যথা— ভুবনে সর্ব্বলোকানাং নারাধ্যো বৈ হরিং বিনা।
ভবার্ণবচ্ছিন্ন কোঽপি সর্ব্বকামদকামদঃ॥

হে নারদ! এজগতে সকল লোকের পক্ষেই শ্রীহরি ভিন্ন অপর কেহই আরাধ্য দেবতা নহেন, ইহা নিশ্চিত জানিবে। ভগবান্ শ্রীহরিই জীবের একমাত্র ভবার্ণব-ত্রাতা। তদ্ভিন্ন অপর কেহই পরম মুক্তিদানে সমর্থ নহেন। যেহেতু তিনি সমস্ত ভোগবরদাতা দেবগণেরও অভীষ্ট বরদাতা। (ক্রমশঃ)

শ্রীগীতার মর্ম্মবাণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯৩ পৃষ্ঠার পর)

[সপ্তম অধ্যায়]

(শ্লোক-সংখ্যা : ১—৩)

কহিলেন ভগবান্
ভক্ত ধনঞ্জয়ে।
সমগ্র জ্ঞানের কথা
প্রভুর বিষয়ে ॥১॥
হইলে সমগ্র জ্ঞান
প্রভুর কৃপাতে।
জানা যায় সবকিছু
এ মহাভারতে ॥২॥
হাজারে হাজারে জীব
চলে নানা স্তরে।
কতিপয় ভাগ্যবান্
সিদ্ধি লাভ করে ॥৩॥
তাহাদের মধ্যে কেহ
লভে ভগবান্।
দেখা যায় পূর্ণজ্যোতি
বড় ভাগ্যবান্ ॥৪॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৪—৭)

মন বুদ্ধি অহঙ্কার
আকাশ ধরিত্রী।
অগ্নি বায়ু বারি মিলি
অপরা প্রকৃতি ॥৫॥
পরা ও অপরা মিলি
করে সৃষ্টিকার্য্য।
সৃষ্টির মূলেতে পরা
তাহা অনিবার্য্য ॥৬॥
মণিমালা শোভিতেছে
ঈশ্বরের গলে।
মালাতে গ্রথিত সব
মালা ঝলমলে ॥৭॥
অশান্ত হইলে ধরা
মালা গ্রন্থিচ্যুত।
সৃষ্টি হয় নব-ধরা
নববিধিযুক্ত ॥৮॥
ত্রিভুবনে তিনি ছাড়া
শ্রেয়ঃ কিছু নাই।
আলয়-প্রলয় তিনি
প্রণাম জানাই ॥৯॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ৮—১১)

পবিত্র সুগন্ধ তিনি
করেন প্রদান।
চন্দ্র সূর্য্যে প্রভা তিনি
জল মধ্যে প্রাণ ॥১০॥
তপস্বীতে তপ তিনি
অগ্নিতে দাহিকা।
বেদেতে প্রণব-মন্ত্র
পরমাত্মা পিতা ॥১১॥
সনাতনী বীজ তিনি
তিনি বল শক্তি ॥১২॥
তেজস্বীতে তেজ তিনি
বুদ্ধিমানে বুদ্ধি।
অবিকৃত কাম তিনি
ধর্ম্মের সমৃদ্ধি ॥১৩॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১২—১৫)

সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ
করয়ে মোহিত।
মোহিত রহয়ে জীব
ভ্রমে বিজড়িত ॥১৪॥

দৈবী মায়া লয় হরি
ঈশ্বরীয় জ্ঞান।
জানিতে পারেনা জীব
পরম প্রধান ॥১৫॥

নরাধম পাপীজন
না মানে ঈশ্বর।
অজ্ঞান আঁধারে রহে
কুকর্ম্মে বিস্তর ॥১৬॥

সত্ত্ব আদি গুণরাজি
ঈশ্বর সৃজিত।
তাহাতে নহেক লিপ্ত
তিনি গুণাতীত ॥১৭॥

মায়ার রজ্জুতে বান্ধা
জীব অগণন।
প্রভুকে ডাকিলে হয়
বন্ধন খণ্ডন ॥১৮॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ১৬—১৯)

ভক্ত আছে চতুর্ব্বিধ
ডাকে ভগবানে।
জ্ঞানী ভক্তজন শ্রেষ্ঠ
গরীয়ান জ্ঞানে ॥১৯॥

অনেক জন্মের পরে
জ্ঞানে অনুমিত।
বাসুদেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
দৃঢ় সুনিশ্চিত ॥২০॥

উদ্দেশ্য সাধনে কেহ
ডাকে ভগবান্।
বিপদে পড়িয়া আর্ত্ত
বলে ত্রাহি মাম্ ॥২১॥

জিজ্ঞাসু করয়ে প্রশ্ন
লভে সমাধান।
জ্ঞানী রহে সদা যুক্ত
সেহেতু মহান্ ॥২২॥

(শ্লোক-সংখ্যা : ২০—২৩)

কামনার পিছে ধায়
কাম্য বস্তু লাভে।
ইষ্টদেবে করে পূজা
যথাযথ ভাবে ॥২৩॥

কামনা হরিয়া লয়
বিবেক ও জ্ঞান।
তাই করে দেবপূজা
ভুলি ভগবান্ ॥২৪॥

যদি কেহ করে পূজা
মূর্ত্তির মাধ্যমে।
তাহাতেও তুষ্ট তিনি
শ্রদ্ধার কারণে ॥২৫॥

দেবভক্ত কৃষ্ণভক্ত
ভিন্ন ফল পায়।
দেবতারে আরাধিলে
দেবলোকে যায় ॥২৬॥

কেহ যদি ভক্তি ভরে
সারাটি জনম।

বলে শুধু ভগবান্
　　যখন তখন ॥২৭॥
অন্তরে বাহিরে বলে
　　সদা এক নাম।
মরণে চরণ মিলে
　　পায় মোক্ষধাম ॥২৮॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২৪—২৭)
অনুকূলে অনুরাগ
　　প্রতিকূলে দ্বেষ।
জনমের সাথে সাথে
　　প্রবেশে আবেশ ॥২৯॥
মোহের আবেশে রহে
　　বদ্ধ জীবকুল।
উপলব্ধি নাহি হয়
　　অসীম বিপুল ॥৩০॥
যোগমায়াতে আচ্ছন্ন
　　রহেন আড়ালে।
সাধারণে অপ্রকট
　　ভক্তিশূন্য স্থলে ॥৩১॥
অব্যক্ত অক্ষর তিনি
　　তিনি বিশ্বপিতা।
অজ্ঞজনে নাহি জানে
　　ভরা অহমিকা ॥৩২॥
কেহ ভাবে ব্যক্তিভাবে
　　কেহ বা দেবতা।
যথাযথ নাহি জানে
　　কে যে সৃষ্টিকর্ত্তা ॥৩৩॥
অতীতের অধিপতি
　　বর্ত্তমানে কর্ত্তা।
ভবিষ্যতের সম্রাট
　　অপার নিয়ন্তা ॥৩৪॥
সকলি জানেন তিনি
　　তিনি সর্ব্বময়।
তাঁহাকে জানেনা শুধু
　　পাষাণ হৃদয় ॥৩৫॥
(শ্লোক-সংখ্যা : ২৮—৩০)
পুণ্য যাহে প্রকাশিত
　　পাপ তিরোহিত।
সেই ব্যক্তি ভক্ত নামে
　　হয় পরিচিত ॥৩৬॥
মুক্তিলাভ লভিবারে
　　জরা ও মরণে।
চরণে শরণ লয়
　　ব্রহ্মজ্ঞানী জনে ॥৩৭॥
জ্ঞানীজনে ভালভাবে
　　জানে কর্ম্মতত্ত্ব।
আধিভূত আধিদৈব
　　পবিত্র অধ্যাত্ম ॥৩৮॥
জানিয়া সমগ্রভাবে
　　রহে প্রভু-সাথে।
তাই প্রভু দেয় দেখা
　　অন্তিম কালেতে ॥৩৯॥
(ক্রমশঃ)

—শ্রীকালীপদ মণ্ডল,
কেন্দ্রীয় সরকারের বিত্ত বিভাগের পদস্থ অফিসার, নিউ দিল্লী

উদ্ধারের পথ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ৩৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯৮ পৃষ্ঠার পর)

দেবদেবীর পূজকগণ পুণ্যবলে দেবলোক প্রাপ্ত হ'য়ে দেবভোগ্য ভোগ-সমূহ উপভোগ করেন এবং তাঁদের পুণ্য ক্ষয় হ'লে পুনরায় এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর্‌তে বাধ্য হন। যথা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রমাণ,—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তালোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্ন গতাগতং কামকামা লভন্তে॥"

অর্থাৎ, "তাহারা (ভগবদ্বিমুখ কামকামিগণ) সেই বিপুল স্বর্গসুখ উপভোগ করে পুণ্য ক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এইরূপে বেদত্রয়োক্ত-ধর্ম্মের অনুসরণকারী কামকামিগণ পুনঃ পুনঃ সংসারে জন্মমৃত্যু লাভ করে থাকে।"

কর্ম্মফলকামীরা দেব-দেবীপূজার অনিত্য ফল লাভের ইচ্ছায় নিত্যবস্তু ভগবৎ-সেবায় পরাঙ্মুখ হন। দেবদেবীগণ ভগবানের বিভূতিস্বরূপ হওয়ায় তাঁদের পূজায় ভগবানের পূজা গৌণভাবে হ'য়ে থাকে, কিন্তু মুখ্যভাবে হয় না। ভগবান্ আরও বলেছেন,—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥" (গীঃ ৯।২৩)

অর্থাৎ "হে কৌন্তেয়! যে-সকল অন্যদেবভক্তও শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনা করে থাকে, তাহারাও আমাকেই উপাসনা করে থাকে কিন্তু মৎপ্রাপক বিধি-রহিত ভাবে।" এতদ্‌প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজার বৈধতা এবং অন্য দেব-দেবী পূজার অবৈধতা সম্পর্কে জগৎগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উপদেশ আলোচনীয়;—"বিধিপূর্ব্বক পূজা দ্বারাই ফল লাভ হয়—মঙ্গল হয়। অবিধিপূর্ব্বক পূজা দ্বারা সুবিধা হয় না। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সমগ্র বিশ্ব ও বিশ্বের অতীত দ্বিদল বৈকুণ্ঠের একচ্ছত্র সম্রাট; সুতরাং তাঁর ভোগে কেউ বাধা দিতে পারে না। তাঁর পূজা সকলেই কর্‌ছে, কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক পূজা হ'লে পূজাকারীর কোন সুবিধা হয় না। যাঁরা সূর্য্য, গণেশ, শক্তি প্রভৃতির পূজা কর্‌ছেন, তাঁরাও কৃষ্ণেরই ছায়াশক্তির পূজা কর্‌ছেন। কারণ কৃষ্ণ হ'তে কারো স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই। কিন্তু ছায়ার পূজা হ'য়ে যাওয়ায় তাঁদের স্বরূপজ্ঞান হচ্ছে না—সম্বন্ধজ্ঞান বিকশিত হচ্ছে না। যে দিন সম্বন্ধজ্ঞান হ'বে, সেদিন জান্‌তে পার্‌বে—কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু—জীবমাত্রেই কৃষ্ণের নিত্যদাস—কৃষ্ণসেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণের ভজনই জীবের নিত্য কর্ত্তব্য। অন্যান্য দেবতাগণ সকলেই বিষ্ণুর কিঙ্কর, গোবিন্দের আদেশ বহনই তাঁদের কার্য্য। যাঁরা দেবতাগণকে বিষ্ণুর কিঙ্কর না জেনে বিষ্ণুরই নামান্তর বা রূপান্তর বলে কল্পনা করেন, তাঁরা কোনকালে মুক্ত হ'তে পারে না।"

দেবতাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত, তাই ভগবান্ কৃষ্ণের উপাসনায় দেবতাগণের পূজা হ'য়ে যায়; কিন্তু ভগবান্ কৃষ্ণকে অন্য দেবতার সহিত অভেদ বুদ্ধিতে পূজা করা এবং দেবতাগণকে ফল-দাতা ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করা—উভয়ই অবিধি ও তুচ্ছ কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত; তা'তে ভগবৎ-উপাসনার নিত্যফল লাভ হয় না। রাষ্ট্রপতির অধীন বিভিন্ন বিভাগের আধিকারিদের (departmental officers) কৃপা-প্রার্থী হ'লে আধিকারিকদের অনুগ্রহে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু পাওয়া যায়, সমস্ত বিভাগের মূলকর্ত্তা রাষ্ট্রপতির কৃপায় লভ্যবস্তু কি তদপেক্ষা অধিক হবে না? রাষ্ট্রপতির কৃপার কি বৈশিষ্ট্য থাকবে না? রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও অন্যান্য বিভাগীয় কর্ত্তাদের কি তারতম্য নাই? দেবতাগণ জীবকোটীর অন্তর্গত হ'লেও তাঁরা ভূলোকের বদ্ধদশাপ্রাপ্ত জীব অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং বদ্ধজীবের নমস্য। তাঁরা বদ্ধ-জীবের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য বা স্বেচ্ছায় বিনা বিমানে বিভিন্ন ভুবনে গমনাগমন করেন। তা'বলে তাঁরা যে ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান্, সেই ভগবানের বৃহৎ শক্তির সহিত তাঁদের ক্ষুদ্র শক্তির কি তারতম্য থাকবে না? মূর্খ কামীব্যক্তি যদি কাম্যবস্তু লাভের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল-দাতা দেবতাগণের উপাসক না হ'য়ে একমাত্র নিত্যফল-দাতা ভগবানের ভজন করে তা'হলে ভগবান্ অচিরেই তার কাম দূর করেন এবং সে ভগবৎকৃপায় কাম্যবস্তু পেয়েও তাহাতে স্পৃহাশূন্য হয়।

কৃষ্ণের সকাম উপাসনাও অনেক সুকৃতি সাপেক্ষ। কর্ম্ম কৃষ্ণের উপাসনায় পর্য্যবসিত হ'লে তখন তাহা প্রথমতঃ শুদ্ধভক্তি না হ'লেও কর্ম্মমিশ্রা বৈধীভক্তি নামে অভিহিত। কৃষ্ণোন্মুখ সকাম ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের কৃপা সম্বন্ধে শ্রী শ্রীচৈতন্যবাণী যথা,—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥
কৃষ্ণ কহে,—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ॥

আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্ব-চরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥

শাস্ত্রে দেখা যায়, অর্থার্থী ধ্রুব মহারাজ, আর্ত্ত গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র, তত্ত্ব জিজ্ঞাসু শৌনকাদি ঋষিগণ—এই ত্রিবিধ সকাম ভক্তের কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি থাকায় ক্রমে সৌভাগ্যবলে ভগবৎ কৃপায় শুদ্ধভক্তির অধিকারী হয়েছিলেন ও সালোক্য মোক্ষ লাভ করেছিলেন। অজ্ঞতাবশে কেহ কৃষ্ণের নিকট বিষয়-ভোগ প্রার্থনা কর্‌লে কৃষ্ণ কৃপা করে সেই ব্যক্তির তুচ্ছ বিষয়-বাসনা দূর ক'রে প্রেমভক্তি প্রদান করেন। কিন্তু কৃষ্ণ-ভজনের অভিনয়কারী কপট ব্যক্তি অন্তরে ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা কর্‌লে কৃষ্ণ সেই কপটীকে প্রেমভক্তি না দিয়ে তার তুচ্ছ অনিত্য বাসনানুযায়ী ফল দান করেন। যে-সমস্ত কামীব্যক্তি রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতি সম্পন্ন এবং ভগবান্ শ্রীহরির সেবা পরিত্যাগ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনার বশবর্ত্তী হ'য়ে অন্য দেব-দেবীগণের উপাসনা করেন, তাঁরা সংসারে বদ্ধ হ'য়ে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করে থাকেন। অতএব কাম্যকর্ম্ম ভক্তিকে উদ্দেশ না কর্‌লে তাহা পাষণ্ড কর্ম্ম ও নিতান্ত হেয় বিধায় পরিত্যাজ্য।

নৈমিত্তিক কর্ম্মে পিতৃদেবতাদের আরাধনা প্রভৃতি কর্ম্মও অনিত্য। ব্রাহ্মণগণের সোমপা, ক্ষত্রিয়গণের হবিভুর্জ, বৈশ্যগণের আজ্যপা ও শূদ্রগণের সুকালিন নামক পিতৃলোক আছে। যাজ্ঞবল্ক্য, জৈমিনী প্রভৃতি ঋষিগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রে পিতৃ-মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা দৈবী মায়ায় মোহিত থাকায় তাঁদের চিন্তাধারা ও লেখনী মায়িক কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। পিতৃ-পুরুষদের পূজায় তাঁরা সন্তুষ্ট হয় সত্য, কিন্তু পিতৃপুরুষগণ ও পিতৃলোকের নিত্যত্ব নাই। কালিকা পুরাণে বর্ণনা আছে, ব্রহ্মার কামাতুর অবস্থায় দেহ হ'তে নিঃসৃত ঘর্ম্ম থেকে অগ্নিসাত্তাদি পিতৃপুরুষগণের উৎপত্তি হয়। পিতৃ-পূজকগণের রাজস শ্রাদ্ধে তৃপ্ত পিতৃপুরুষগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের অতীত নির্গুণ ভগবৎ ভক্ত ন'ন। পিতৃপুরুষগণ যে লোকের মালিক, সেই লোকের উর্দ্ধস্থিত কোন বস্তু তাঁরা পিতৃভক্তকে দিতে পারে না; কারণ তাহা তাঁদেরই লভ্য নহে। অগ্নিসাত্তাদি পিতৃগণ পিতৃভক্তকে উদ্ধার করা তো দূরের কথা, রক্ষা কর্‌তেই পারেন না। পুরাকালে শিবভক্ত করূষাপতি পৌণ্ড্র ও তাঁর বন্ধু কাশীপতি ভগবান্ কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হ'ন। কাশীপতির ছিন্ন মুণ্ড দেখে পিতৃভক্ত সুদক্ষিণ কৃষ্ণকে বিনাশ করার

জন্য শিব ও পিতৃপুরুষগণের শরণাপন্ন হন এবং তাঁদের শক্তিতে শক্তিমান্ হ'য়ে দ্বারকা আক্রমণ করেন। তখন কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা ঋত্বিকগণ সহ পিতৃভক্ত সুদক্ষিণকে বধ করেন এবং সমস্ত কাশীপুর দগ্ধ করেন। শিব ও পিতৃপুরুষগণ উক্ত পিতৃভক্ত সুদক্ষিণকে রক্ষা কর্‌তে সমর্থ হ'ননি। বিষ্ণু-নির্ম্মাল্য ব্যতীত পিতৃলোকাদির পূজা কেবলমাত্র অজ্ঞ ও জড় কর্ম্মপিপাসু বদ্ধজীবের জন্য লিখিত এবং তদ্দ্বারা ভগবৎ সেবার অনুকূল কার্য্য হয় না। গীতায় ভগবান্ স্পষ্টভাবে বলেছেন,—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতা।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

অর্থাৎ "দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক লাভ করেন, ভূতপূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন ও আমার পূজাপরায়ণগণ আমাকেই পেয়ে থাকেন।"

অতএব, দেবপূজকগণের, পিতৃপূজকগণের ও ভূতপূজকগণের প্রাপ্যস্থান এক নহে এবং তাঁহারা কেহই ভগবান্ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন না। সাত্বত শাস্ত্রে বিষ্ণুপ্রসাদ-দ্বারা দেবতাগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করার উল্লেখ আছে। যথা,—

"বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৮৭ সংখ্যা-ধৃত পদ্মপুরাণ-বাক্য)

অর্থাৎ "বিষ্ণুর নিবেদিত অন্নদ্বারা অন্যান্য দেবতাগণের পূজা করা কর্ত্তব্য; পিতৃপুরুষদিগকেও সেই মহাপ্রসাদান্ন অর্পণ করিবে। ভগবান্ বিষ্ণু অখণ্ড বা অনন্ত বস্তু। মহাপ্রসাদ বিষ্ণু হ'তে অভিন্ন। তাহা খণ্ডিত বস্তু নহে। উহা পিতৃ বা দেবতাগণে অর্পিত হ'লে আনন্ত্য ধর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহাদের ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তির যোগ্যতা প্রদান ক'রে থাকেন।

মহর্ষি ভৃগু-কৃত বিষ্ণু-স্তোত্রে বর্ণিত আছে,—

"ত্বদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টশেষং কৈ পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাং।
ভূসুরাণাঞ্চ সেব্যং স্যান্নান্যেষাস্তু কদাচন॥" (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ "আপনার ভুক্ত-উচ্ছিষ্টের অবশেষ পিতৃগণ, দেবগণ ও ব্রাহ্মণদিগেরও সেবনীয়, কিন্তু অন্যান্য দেবগণের উচ্ছিষ্ট কখনও সেবাযোগ্য নহে।"

মায়া-সক্ত্যাত্মক নানা দেবতার সন্ধ্যা-বন্দনাদিকে ব্যবহারিকভাবে নিত্য-কর্ম্ম বলা হ'য়ে থাকে। বিষ্ণু-মায়া গঠিত নশ্বর দেবতার উপাসনায় কামনা দূর হয় না ও নিত্যফলের সম্ভাবনা নাই। বরং ভগবানের স্বরূপভূত শক্ত্যাত্মক

বৈকুণ্ঠ-পীঠাবরণ দেবতাদিগকে ভগবৎ সেবকজ্ঞানে পূজা কর্‌লে কামনা দূর হয় এবং ভগবচ্চরণে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। এ সম্বন্ধে জগৎগুরু পরমহংসমুকুট-মণি শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জানিয়েছেন,—"পদ্ম-পুরাণে মায়ার অতীত বৈকুণ্ঠের আবরণ-বর্ণনে উত্তরখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,—

"সত্যাচ্যুতানন্ত-দুর্গা-বিষ্বক্সেন-গজাননাঃ।
শঙ্খপদ্মনিধী লোকাশ্চতুর্থাবরণং স্মৃতম্॥
ঐন্দ্রপাবক যাম্যানি নৈঋ'তং বারুণং তথা।
বায়ব্যং সৌম্যমৈশানং সপ্তমং মুনিভিঃ স্মৃতম্॥
সাধ্যা মরুদ্‌গণাশ্চৈব বিশ্বে দেবাস্তথৈব চ।
নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ।
তে বৈ প্রাকৃতলোকেঽস্মিন্ ন নিত্যাস্ত্রিদশেশ্বরাঃ॥
দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্।
স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ॥

[সত্য, অচ্যুত, দুর্গা, বিষ্বক্সেন, গণেশ, শঙ্খ এবং পদ্ম-নামে দুই নিধি—এই সকলই বিষ্ণুর চতুর্থ আবরণ বলে উক্ত হয়েছে। মুনিগণ পূর্ব্বদিক্ অগ্নিকোণ, দক্ষিণদিক্ নৈঋ'তকোণ, পশ্চিমদিক্ বায়ুকোণ এবং উত্তরদিক্ ঈশানকোণকে সপ্তম আবরণ বলেছেন। সাধ্যগণ, মরুদ্‌গণ, বিশ্বদেবগণ এবং পরমধামে অন্যান্য যে-সকল নিত্য দেবতা আছেন, তাঁহাদেরই মায়িক-স্বরূপ এই প্রাকৃত লোকে অনিত্য দেবতা হ'য়ে বিরাজ কর্‌ছেন। দুর্গা, গণেশ, ব্যাস, বিষ্বক্সেন প্রভৃতি গুরুবর্গ ও দেবতাগণকে সেবকজ্ঞানে নিজ নিজস্থানে অভিষেকাদি দ্বারা পূজা কর্‌বে।]

বেদে যাহার উল্লেখ নাই, এইরূপ দেবগণের পূজা করবে না। বেদের লিখিত দেবগণের স্বতন্ত্রভাবে পূজা নিষেধ। বিষ্ণুর নির্ম্মাল্যদ্বারা বৈদিক দেবগণের পূজা বিহিত। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে—

অর্চ্চয়িত্বা জগদ্বন্দ্যং দেবং নারায়ণং হরিম্।
তদাবরণ সংস্থানং দেবস্য পরিতোর্চ্চয়েৎ।
হরের্ভুক্তাবশেষেণ বলিং তেভ্যো বিনিক্ষিপেৎ।
হোমঞ্চৈব প্রকুর্ব্বীত তচ্ছেষেণৈব বৈষ্ণবঃ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সাময়িকী বাণ্ডা

শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের (ঝাড়গ্রাম) প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ** গত ইং ১০।১।৮৩ তারিখে বেলা ১২-৪৫ মিনিটের সময় নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আশ্রিত ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর ইং ২০।১।৮৩ তারিখে ঝাড়গ্রাম মঠে তাঁহার আশ্রিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশেখর যতি মহারাজ বিরহ-সভার আয়োজন করেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীমৎ যতি মহারাজ বিভিন্নস্থানে তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ (ত্যাগী ও গৃহস্থ সকলকে) সমাচার জ্ঞাত করান। এমনকি আকাশবাণীতেও নির্য্যাণ-সংবাদ ঘোষিত হয়।

উক্ত বিরহ-সভার সভাপতির কার্য্য করেন শ্রীচৈতন্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ খড়্গপুর সুভাষপল্লী শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ যথাক্রমে পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রৌতী মহারাজের অশেষ গুণাবলী কীর্ত্তন করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রৌতী মহারাজের শিষ্যগণের সম্মতিক্রমে একটি 'জেনারেল মিটিং' মঠাদি পরিচালন সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতির কার্য্য করেন পূজ্যপাদ শ্রীসন্ত গোস্বামী মহারাজ। তিনি বলেন,—"পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজের প্রকটকালীন যাহারা স্বতন্ত্র হইয়া মঠ-মন্দিরাদি করিয়াছেন, শিষ্যাদি করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহারা যেইভাবেই থাকুন কিন্তু মূল মঠের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া তাহাদের থাকা উচিত। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রৌতী মহারাজের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমান যতি মহারাজ ঝাড়গ্রাম মঠের পরিচালনা এযাবৎকাল করিয়া আসিতেছেন, অতএব মঠের শান্তি বজায় রাখিতে হইলে, যতি মহারাজই ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের আচার্য্যের কার্য্য করিবেন। শ্রীমান ত্যাগী মহারাজ যখন টাটায় আছেন এবং সেখানের পরিচালনা করিতেছেন, তখন তিনি সেই-খানেই শিষ্যাদি করিতে পারেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজের নিম্নলিখিত শিষ্যগণও এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ।
,, ভক্তিশেখর যতি মহারাজ।
,, ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ।
,, ভক্তিনিবাস ন্যাসী মহারাজ।
,, ভক্তিসম্বল সজ্জন মহারাজ।
,, অনিরুদ্ধদাস বাবাজী মহারাজ।
শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী।
,, বিভুপদ দাসাধিকারী।
,, হরিদাস ভক্তিশাস্ত্রী।
,, পতিতপাবন চক্রবর্ত্তী।
,, হরেন্দ্রনাথ জানা।
শ্রীমান রাজকুমার ব্যানার্জ্জী।

—বিশেষ সংবাদদাতা।

বিদেশে প্রবাসী ভারতের এক কৃতি-সন্তানের শ্রীমঠ দর্শনান্তে পত্রে অভিমত *

From :

Dr. Ashok Kumar Bhattacharyya,
M.B.B.S. (Cal.) F.R.C.S. (EDIN).
F.R.C.S. (Canada), M.D. (Canada),
CONSULTANT SURGEON,
400, CHAMBERLAIN STREET.
PEM. BROKE, ONTARIO,
CANADA * K8A7Y2.

Respectable Swamijee,

* * * * *

It was a delightful experience for me and my two children to visit Shri Devananda Goudiya Math at Nabadwip.

I had been away from India for eighteen years. It is no longer the same country that I once knew. But there is one thing that has remained unchanged which is the eternal spiritual bond between God and the people.

---

* ইঁনি নবদ্বীপস্থ ডাঃ অবনীজীবন ভট্টচার্য্য মহাশয়ের পুত্র। অধুনা তিনি কানাডার নাগরিক।

—শ্রীনীলমণি মুখার্জ্জী, নবদ্বীপ।

I had the opportunity of discussion with His Holiness Shrimat Bhakti Vedanta Baman Maharaj, the President-Adhyaksha & Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj, Attorney of Shri Goudiya Vedanta Samiti during my visit to the Math and it was a spiritual enlightment for me to see how God has been made so easily accissible to ordinary people through the mutual love for each other as preached by Shri Chaitanya Mahapravu. God is no longer on object of fear but someone who can also be loved. It was also a great pleasure to see this organisation has extended their arm not only to God but also to His people by providing food, medicine, education and shelter all of which are the very basic human needs to thrive. I sincerely hope that this wonderful organisation continues to grow to be able to accomodate and extend their concept of love for both God and His people.

* * * * *

I would like to thank you very much and other disciples for your kindness and hospitality and I will certainly look forward to visit this beautiful Math once again during my next visit to India.

Sd./—Illegible, 31-12-82

(Dr. A. K. Bhattacharyya)

To

His Holiness Tridandi-Swami Shrimat
Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj,
Shri Devananda Goudiya Math,
P.O.—Nabadwip, Pin-741302
Dist. Nadia (W. B.), India.

———

পরলোকে শ্রীপাদ মোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী, রাগভূষণ

গত ৬ই পৌষ, ১৩৮৯ (২২শে ডিসেম্বর ১৯৮২) বুধবার, শুক্লা সপ্তমীতিথি, রাত্রি ১১।৩০ টায় শ্রীপাদ মোহিনীমোহন প্রভু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ হরিদাস রায়ের জামসেদপুরস্থ বাস-ভবনে ৮২ বৎসর বয়সে শ্রীনাম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহরক্ষা করিয়াছেন। গত ১৬ই পৌষ, ১লা জানুয়ারী ১৯৮৩, শনিবার কলিকাতা হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ, ঝাড়গ্রাম হইতে শ্রীমৎ যতি মহারাজ, স্থানীয় টাটানগর মঠের শ্রীমৎ ন্যাসী মহারাজ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও অনেক ব্রহ্মচারিগণের সমুপস্থিতিতে সঙ্কীর্ত্তনমুখে সাত্বতস্মৃত্যনুসারে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্যাদি সুসম্পন্ন হয়।



শ্রীপাদ রাগভূষণ প্রভু ১৩৩০ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্-গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সংস্পর্শে আসেন। মেদিনীপুর জেলার মদনমোহনচক্ পোষ্টঅফিসের অন্তর্গত 'নারমা'-নামক গ্রামে সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে তাঁহার জন্ম হয়। এই জমিদার-পরিবার কংগ্রেসের

স্বাধীনতা-আন্দোলনে যুক্ত থাকায় তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের সরোষ দৃষ্টিতে পতিত হইয়া যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে ইঁহারা রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং সর্ব্বপ্রথম শ্রীপাদ মোহিনী-মোহন প্রভুই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়পূর্ব্বক তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন; সুর-তাল-লয়-মানে পারদর্শী হইয়া তিনি সারাজীবন শ্রীনাম-কীর্ত্তনের ব্রত লইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম তাঁহাকে 'রাগভূষণ'-উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। আজও তাঁহার মধুমাখা কীর্ত্তন Tape Record-এ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের সহিত তাঁহার ১৯৪১-৪২ সাল হইতেই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি সমিতির শ্রীধাম-পরিক্রমা, বিভিন্ন তীর্থ দর্শন, ঊর্জ্জব্রত পালন ও অপরাপর উৎসবাদিতে নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন। তাঁহার মৃদঙ্গ-বাদক ও দোহার হিসাবে শ্রীপাদ সত্যবিগ্রহ দাসাধিকারী (অধুনা ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিগ্রহ আশ্রম মহারাজ) প্রভুও সকল সময়ে সঙ্গে থাকিতেন। শ্রীপাদ রাগভূষণ প্রভু সমিতির পারমার্থিক মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার" ৩য় বর্ষ অর্থাৎ ফাল্গুন ১৩৫৭, ১৯৫১ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ১৩শ বর্ষ অর্থাৎ মাঘ ১৩৬৮, ১৯৬২ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সম্পাদক-সঙ্ঘের সহকারীরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীপত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা পাইয়া সুকবি ও সুগায়ক শ্রীমোহিনীমোহন ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক মহারাজকে পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"পতিতপাবন মহারাজ! আপনার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা অদ্য দর্শন করিলাম। পত্রিকার প্রবন্ধ ও আপনার রচিত শ্রীল প্রভুপাদের আরতি গীতিটী অতি চমৎকার ও ভাবপূর্ণ হইয়াছে। ঐ আরতিটী আমি খোল-করতালে কীর্ত্তন করিব। বহুদিনের পর জগতে পার-মার্থিক পত্রিকার পুনঃ প্রচার হইল। ইহাতে আমাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার হইবার আশা হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতেছে। আপনি সর্ব্বপ্রকারে শ্রীগুরুদেবের আদর্শসেবা করিতেছেন। তাঁহার কৃপাশীস্-ধারা যে কিপ্রকারে কাঁহার প্রতি বর্ষিত হইয়াছে, তাহা কার্য্যতঃ অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক, আপনার সর্ব্বাঙ্গীন জয় হউক, ইহাই প্রার্থনা।"

তিনি শ্রীপত্রিকায় 'পতিতের অশ্রু', 'বাস্তহারার মর্ম্মকথা' প্রভৃতি বহু কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সহিত তিনি সকল সময়েই সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহার শ্রদ্ধা-স্নেহাকর্ষণেই শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতৃ-আচার্য্যদেব বহুবার সবং, খর্পরা, মণিনাথপুর, মদন-মোহনচক্, নারমা, বড়কোলকাই, কোতাইগড় প্রভৃতি অঞ্চলে পার্টীসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন। সর্ব্বোপরি তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার ও বৈষ্ণব-সেবোচিত মনোভাব প্রায় প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। আজ সমিতির সদস্যবর্গ তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন।

"কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, কৈল সঙ্গ-ভঙ্গ।"

—জনৈক বিরহী

শ্রীপত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরম-পূজনীয় শ্রীল ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের নির্য্যাণ-লীলা

গত ১০।১।১৯৮৩ তাং-এ মেদিনীপুর-জেলার ঝাড়গ্রামস্থ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠ হইতে শ্রীমৎ ভক্তিশেখর যতি মহারাজের পত্রে জানিতে পারি—"শ্রীল গুরু মহারাজ অসুস্থলীলায় আছেন; দর্শনাভিলাষী বৈষ্ণবগণ পত্রপাঠ ঝাড়গ্রাম মঠে চলিয়া আসিবেন।" ১২।১।৮৩ তাং-এর পত্রে জানা যায়—"ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ গত ১০।১।৮৩ দিবা ১২-৪৫ মিঃ-এ নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। আগামী ৬ই মাঘ বৃহস্পতি-বার (ইং ২০।১।৮৩) এখানকার মঠে বিরহ-তিথি উদ্‌যাপিত হইবে। কৃপা-পূর্ব্বক শুভাগমন করিলে ধন্য হইব। ১৭।১।৮৩ তাং-এর বাহক মারফত পত্র ১৮।১।৮৩ তাং-এ সন্ধ্যায় পাইয়া জানিলাম—"পূর্ব্বপত্রে সমূহ সমাচার অবগত হইবেন। আপনি ও পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ শ্রীল গুরু-মহারাজের একান্ত প্রিয়জন; সুতরাং কৃপাপূর্ব্বক যদি এই বিরহ-অনুষ্ঠানে শুভবিজয় করেন, তবে সর্ব্বভাবে সুমঙ্গলের উদয় হয়।

প্রথম পত্র পাইবার পরই ঝাড়গ্রাম মঠে যাইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করি, কিন্তু দ্বিতীয় পত্র পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ি। নির্ম্মেঘ নীল আকাশ হইতে বজ্রপতনের ন্যায় যখন শুনিলাম, আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীল মহারাজজী আর ইহজগতে নাই, তিনি গত ২৫শে পৌষ, ১৩৮৯ সোমবার (ইং ১০।১।৮৩) তাঁহার গুণমুগ্ধ অজস্র সুধী-সজ্জন ও আশ্রিত সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী সেবকগণকে রাখিয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন, তখন চিত্ত বিকল হয়। এই দুঃসময়ে কাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যবস্থা লই,—শ্রীপাদ নারায়ণ মহারাজও বর্ত্তমানে এখানে নাই—মথুরামঠে অবস্থান করিতেছেন, ঝাড়গ্রামে পৌঁছিবার সময়ও অতি সংক্ষিপ্ত, সুতরাং আগামীকলাই নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিব স্থির করিয়া পরদিবস হাওড়া হইতে Bombay Express ধরিয়া অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ব্রহ্মচারী-সেবকসহ শ্রীগৌর-সারস্বত মঠে উপস্থিত হই। শ্রীল স্বামীজী মহারাজের সমাধিস্থানে দণ্ডবৎ প্রণামাদিদ্বারা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পর পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজের সহিত মিলিত হই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরহ-সভার শুভাধিবাস-দিবসের ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হই। শ্রীমৎ সন্ত মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীমৎ জনার্দ্দন মহারাজ দার্শনিক বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের বক্তৃতার পর সভাপতির ভাষণশেষে অদ্যকার সভা সমাপ্ত হয়। আরাত্রিক-কীর্ত্তনের পর নবদ্বীপ কোলেরগঞ্জ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের শ্রীহরিচরণ ব্রহ্মচারী কিয়ৎক্ষণ বক্তৃতা করেন। ৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার, ২০।১।৮৩—মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকালে নগর-সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে ঝাড়গ্রাম-সহরের অধিকাংশ স্থান পরিক্রমা করিয়া ভক্তবৃন্দ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন-পাঠ (শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ) যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে ভোগরাগ-আরতির পর বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবনান্তে সকলে বিশ্রাম করেন। অপরাহ্ণ ৪।। ঘটিকায় বিরহ-সভা আরম্ভ হয়। সভার প্রথমেই শ্রীমৎ ভক্তিশেখর যতি মহারাজ লিখিত "দীনের অর্ঘ্য", শ্রীহরিদাস রায়-লিখিত "কৃপা-প্রার্থনা", শ্রীমঠের পৃষ্ঠপোষক জনৈক চিকিৎসক লিখিত "মহাপ্রয়াণে শ্রীশ্রীশ্রৌতী গোস্বামী" প্রভৃতি পুষ্পাঞ্জলি পঠিত হয়। অতঃপর সভাপতি শ্রীৎ সন্ত মহারাজের অনুরোধে শ্রীমৎ জনার্দ্দন মহারাজ বিভিন্ন দার্শনিক বিচারসহ শ্রীল শ্রৌতী মহারাজের অলৌকিক জীবনাদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; পরে শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীল শ্রৌতী মহারাজের সহিত শ্রীবেদান্ত

সমিতির ঘনিষ্ট সম্পর্ক উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিতাবলী আলোচনা-পূর্ব্বক ভাষণ দান করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি-মহারাজ গভীর তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-মূলক আলোচনা-সহকারে শ্রীল মহারাজের সহিত তাঁহার বাল্যকাল হইতেই পারমার্থিক সম্বন্ধ বিষয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে অবহিত করেন। সভায় উপস্থিত খড়্গপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত শ্রীমৎ ভারতী মহারাজ, ঝাড়গ্রাম মঠের শ্রীমৎ যতি মহারাজ, টাটানগরের শ্রীমৎ ন্যাসী মহারাজ, চাষগ্রামের শ্রীমৎ নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, বোলপুরের শ্রীমৎ গিরি মহারাজ প্রভৃতির মধ্যে শেষোক্ত স্বামীজী ব্যতীত অপর ৪জন এবং আরও গৃহস্থভক্ত ৫জন সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শ্রীল মহারাজের গুণগ্রাহী ও অনুকম্পিত ত্যক্তগৃহ-গৃহস্থ-সজ্জনগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদানপূর্ব্বক সমাধি-পীঠে তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন এবং সমাধিমন্দির নির্ম্মাণাদির জন্য অনেকেই সভা-স্থলে অর্থানুকূল্য করিয়া স্বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

বাঁকুড়া-জেলার ছাতনা-তুলরাজপুর-নামক পবিত্রস্থানে শ্রীল ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। বিশুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ-কুলে শ্রীরামসুন্দর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সরস্বতী দেবীকে ইনি পিতামাতা-রূপে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত, দর্শন ও বাংলায় স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। পিতামাতার বিশেষ আগ্রহে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও দার পরিগ্রহ করেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সংসারাশ্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মাত্র ২৪ বর্ষ বয়সে জগদ্গুরু গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করেন এবং পরবর্ত্তিকালে অষ্টোত্তর-শতনামী সন্ন্যাসের অন্যতম ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি সুদীর্ঘকাল বাংলা "দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ" ও হিন্দী "ভাগবত"-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতের বিভিন্নস্থানে তিনি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিমল প্রেম-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন।

বিগত ৭ই চৈত্র, ১৩৪১ (ইং ২১শে মার্চ্চ, ১৯৩৫) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমঠের "অভিজ্ঞাহরণ নাট্যমন্দিরে" শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সভাপতিত্বে শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী, কৃতিরত্ন মহোদয় (পরবর্ত্তিকালে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ) শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার ত্রিদণ্ডিপাদগণের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-মনোঽভীষ্ট-প্রচার-সেবাচেষ্টা সংক্ষেপে উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান

করেন। তন্মধ্যে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ সম্বন্ধে বলেন,—"কাশী, প্রয়াগ ও পাটনা মঠের বিবিধ সেবা, শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার জন্য আনুকূল্য-সংগ্রহ, হিন্দীভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া হিন্দী "ভাগবত"-পত্র পরিচালন, মেদিনীপুর জেলার বিভিন্নস্থানে হরিকথা প্রচার, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাগ্মিতাদ্বারা



বিরুদ্ধপক্ষীয় যুক্তি খণ্ডনপূর্ব্বক ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন-বিষয়ে পণ্ডিত-সমাজের বিস্ময়োৎপাদন প্রভৃতি দ্বারা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-প্রীতি আকর্ষণ করায় তিনি ধন্যবাদার্হ।" "শ্রীনদীয়া-প্রকাশে" নিয়মিতভাবে প্রবন্ধাদি লিখিতেন, তজ্জন্য বর্ষশেষে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"শ্রীপত্রের প্রকাশে যে-সকল অপ্রাকৃত সাহিত্যিক আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া

থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ শ্রৌতী মহারাজ প্রমুখ সজ্জনগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক মাসিক "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ) হইতে শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। দীক্ষায় উপবীতের আবশ্যকতা, হোস সাহেবের প্রশ্নের উত্তর, গীতার বাণী (জামসেদপুর শ্রীরামমন্দিরে প্রদত্ত বিস্তৃত ভাষণ), শারদীয়া শক্তিপূজা, স্মৃতি ও পুরাণ ত্রিবিধ, অবতারের মাহাত্ম্য, নাস্তিক মতবাদের জন্মরহস্য, একাদশীর জন্মকথা, বিবিধ শাস্ত্র ও মায়াবাদি-মত, উপনিষদ্‌বাণী, শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাসপূজায় বক্তৃতা, গোপাল-তাপনী, পাষণ্ডী কে?, শ্রীবিষ্ণুর সর্বপূজ্যত্ব, সন্দর্ভ-সার (শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ, প্রীতি-সন্দর্ভ) প্রভৃতি দার্শনিক, স্মার্তবাদ-খণ্ডনমূলক, ভক্তিবিরোধী মতবাদ-নিরসনের প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি শ্রীপত্রিকার ১৫শ বর্ষ হইতে সম্পাদক-সঙ্ঘের সভ্য-পতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং শ্রীপত্রিকার উন্নতিকল্পে বিবিধ নির্দেশ ও পরামর্শ দান করিতেন।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরু-মহারাজের প্রকটকালে ও পরবর্তিসময়ে বিভিন্ন মঠের শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠায় শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ পৌরহিত্য করিয়াছেন। এ সম্পর্কে নবদ্বীপ, মথুরা, পুরী, বাসুগাঁও, কোরণ্ট প্রভৃতি মঠাদিতে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠা-অভিষেকাদি কার্য্য পরিচালনপূর্বক মঠস্থ সেবকগণের প্রতি স্নেহ-বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৯৪০ সাল হইতে অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং নবদ্বীপ ও চুঁচুড়া মঠের পরিক্রমা ও রথোৎসবাদিতে যোগদানপূর্বক তিনি পাঠ-ভাষণাদি করিতেন। অধিকাংশ সময় তিনি শ্রীল গুরু-মহারাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে লইয়া নবদ্বীপ ও মথুরামঠে অবস্থান করিতেন। তাঁহার সরল আমায়িক ব্যবহারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উচ্চমহল হইতে আরম্ভ করিয়া বালক পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ও শ্রদ্ধাবনত ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ও প্রেরণাক্রমে শ্রীসমিতি হইতে নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ, প্রেমপ্রদীপ ও "সিদ্ধান্তরত্নম্" গ্রন্থ প্রথমাবধি হয়। উক্ত গ্রন্থের প্রথম ২ খানির পুরাতন সংস্করণ (নিজ ব্যবহৃত) তিনিই মুদ্রণের ভার দিয়াছিলেন। "সিদ্ধান্তরত্নম্"-গ্রন্থের মুদ্রণের পূর্বেই শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ ও শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া উহা প্রকাশের জন্য প্রচুর উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেন। তদনুসারে

শ্রীসমিতি হইতে ভাইস-প্রেসিডেন্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ তাঁহার নিকট হইতে ব্যাকরণ ও ভাষাগত সংশোধনাদি করাইবার পর উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করায় তাঁহার নিকট সমিতি চিরকৃতজ্ঞ।

পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীল শ্রৌতী মহারাজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রবলোদ্যমে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতে থাকেন এবং তাঁহার প্রচারের ফলে বহু সুকৃতিশালী ব্যক্তি সনাতন ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট হন। এই সময়ে তিনি শ্রীগৌর-সারস্বত মঠ (ঝাড়গ্রাম), টাটায় শ্রীরাধা-গোবিন্দমন্দির, বোলপুর এবং চাষ প্রভৃতি স্থানে শুদ্ধভক্তি প্রচারকেন্দ্র শ্রীমঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া মানবগণের পারমার্থিক কল্যাণ বিধান করেন। তাঁহার সহিত প্রচারকালে বিভিন্নস্থানে থাকিয়া তাঁহার দুর্ল্লভ সঙ্গ ও সান্নিধ্যলাভ করিয়াছিলাম, ইহাই আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

বর্ত্তমানে তাঁহার অদর্শনে ও সাক্ষাৎ সেবালাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ আমরা মর্ম্মাহত ও অসহায়।

"কৃপা করি কৃষ্ণ মোদের দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছায় হৈল সঙ্গভঙ্গ॥"

—জনৈক বিরহী

—নিবেদন—

শ্রীপত্রিকার এই দ্বাদশ সংখ্যাই ৩৪শ বর্ষ পূর্ণ করিলেন। সদাশয় গ্রাহকবৃন্দের নিকট সানুনয় নিবেদন,—যাঁহাদের বিগত বার্ষিক দেয় ভিক্ষা ও আগামী বৎসরের জন্য সেবানুকূল্য প্রেরিত হয় নাই তাঁহারা দয়া করিয়া শীঘ্রই সকল টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে যেন সেবার সুযোগ প্রদান করেন।

দ্বিতীয়তঃ মুদ্রণের আনুসঙ্গিক ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আগামী বর্ষের পত্রিকার ভিক্ষা ১০-০০ টাকার স্থলে ১২-০০ টাকা ধার্য্য করিতে হইতেছে। অতএব, গ্রাহকবৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক উহা সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করতঃ আমাদিগকে সেবায় সহায়তা করিবেন।

বিনীত—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য,
সেবা-সচিব

আসামস্থ সুখচর অঞ্চলে
শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমন

গত ২২শে আগষ্ট আসামের সুখচর-বাসী সজ্জনমণ্ডলী এক বিরাট ধর্ম্ম-সভার আয়োজন করেন। তুরাস্থ শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব শেষ করিয়া সমিতির আচার্য্য-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সুখচরের একান্ত উৎসাহী শ্রীপ্রাণেশচন্দ্র রায় চক্রবর্ত্তীর অনুরোধে ও তত্রস্থ ভক্তবৃন্দের আহ্বানে ১৫।১৬ জন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীসহ তথায় উপস্থিত হন।

এই সুখচর সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিমত—"সুখেন চরতি কালং নয়তি যঃ দ্বীপ সঃ সুখচর"। সুখচরকে দেখে মনে হয় যেন কৃত্রিম বৃন্দাবন। চারিদিকে পুণ্য সলিলা যমুনার ন্যায় কতগুলি নদীদ্বারা পরিবেষ্টিতা। স্থানে স্থানে আম্র, বকুল, অশ্বত্থ, বট, তমিস্তুকি বৃক্ষ বৃন্দাবনের সেই বংশীবট, কেশীঘাট, ধীর সমীরাদির কথা স্মরণ করায়। তবে এখানকার ভক্তমণ্ডলী পার্থিব ধন-সম্পদে ধনী নয়, কিন্তু ভক্তি-সম্পদে অগ্রণী। এই ধর্ম্মসভায় যেন তাদের সম্পদ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলো।

স্থানীয় বাজারের পূজা-মণ্ডপেই সভা আরম্ভ হয় বৈকাল ৫ ঘটিকায়, কীর্ত্তনান্তে সনাতন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আচার্য্যদেবের ভাষণ হয়, পরে চলচ্চিত্র-যোগে ভারতের তীর্থসমূহ দর্শন করান হয়। স্থান অসঙ্কুলান-হেতু অস্বস্থিকর পরিবেশ সৃষ্টি হলেও জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে শ্রোতাবৃন্দ ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বিমুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করেন। ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষার মানুষ বসবাস করেন এইস্থানে। বলা যায় হিন্দুগণের অপেক্ষা অহিন্দুগণেরই (মুসলমান) সমাবেশ অধিক বলিয়া পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীল গুরু মহারাজ তাঁদের প্রতি পরম স্নেহময় দৃষ্টিতে ভক্তিসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যায় জানান যে, "একজন শুদ্ধ সনাতন আত্ম-কল্যাণকামী হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদিতে কোন বিরোধ নাই। উপস্থিত বিদ্বমণ্ডলীর বিবরণে প্রকাশ যে, "একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় মঠের" প্রচারিত শাস্ত্রীয় সনাতন-পন্থাই বিশ্বে সাম্য, মৈত্রি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাধনে সঞ্জীবিত করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর কোন সঙ্কীর্ণ নীতিতে যথার্থ ঐক্যতা আনতে অক্ষম।"

—শ্রীস্বরূপানন্দ ব্রহ্মচারী

———

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিষ্টার্ড)
রেজি—২১৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ ;
জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** মহারাজের শুভাশীর্ব্বাদে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ৯ই চৈত্র, ১৪৯৩ ইং ২৩।৩।৮৩ বৃহস্পতিবার হইতে ১৪ই চৈত্র (ইং ২৯।৩।৮৩) বুধবার পর্য্যন্ত ৬দিবসব্যাপী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহানুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ-বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মহাত্ম্যকীর্ত্তন ও নগর সঙ্কীর্ত্তন-মুখে **যোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা** হইবে।

ধনুপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যনুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—তাং ১৫।১০।৮৯

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :— কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন** মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৯ই চৈত্র (ইং ২৪।৩।৮৩), বৃহস্পতিবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** : এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ১০ই চৈত্র (ইং ২৫।৩।৮৩), শুক্রবার ;—(৩)—**শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঁতুলির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; ও (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর ; এবং অপরাহ্ণে সহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (পৌঢ়া মায়া-স্থান)।

৩। ১১ই চৈত্র (ইং ২৬।৩।৮৩), শনিবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১২ই চৈত্র (ইং ২৭।৩।৮৩), রবিবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঙ্গেরডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; এবং (৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৫। ১৩ই চৈত্র (ইং ২৮।৩।৮৩), সোমবার—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৬। ১৪ই চৈত্র (ইং ২৯।৩।৮৩), মঙ্গলবার ;—**সাধারণ মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)**।

জ্ঞাতব্য :—যাত্রিগণ হাল্কা থালা ও ঘটি এবং যাঁহারা মঠে রাত্রিবাসে ইচ্ছুক তাঁহারা মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন এবং ৮ই চৈত্র (ইং ২৩।৩।৮৩) বুধবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ আসিলে মঠে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। পরিক্রমা ৯ই চৈত্র (ইং ২৪।৩।৮৩) বৃহস্পতিবার হইতে প্রাতঃ ৫টার সময় আরম্ভ হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ১০'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫'২৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর** উল্লেখ করিবেন। **পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।** নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **"কার্য্যাধ্যক্ষ অথবা 'প্রকাশক' শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা কার্য্যালয়,** তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)—ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী—

১। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্)—২৫-০, ২। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী) বার্ষিক—ভিক্ষা—৬-৫০, ৩। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ—৬-০০, ৪। সংখ্য-বাণী—০০ ৬০, ৫। মায়াবাদের জীবনী ৫-০০, ৬। প্রেম-প্রদীপ—২-০০, ৭। প্রবন্ধাবলী—২-৫০, ৮। শরণাগতি—২-৫০, ৯। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—০০-৫০, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা—২-০০, ১১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড)—২-৫০, ১২। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১-০০, ১৩। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—২-০০, ১৪। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—২-৫০, ১৫। জৈবধর্ম্ম (বাংলা)—১৫-০০, ১৬। ঐ (হিন্দী)—২০-০০, ১৭। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী—১-২৫, ১৮। শ্রীগৌর-কথামালা—৬-৫০, ১৯। শ্রীদামোদরাষ্টকম্—২-৫০, ২০। অর্চ্চন-দীপিকা—৩-০০, ২১। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—১ ৫০, ২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—২০-০০, ২৩। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা—৭-০০, ২৪। শ্রীগৌরাঙ্গ—৫-০০ ২৫। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—৫-০০, ২৬। Shri Chaitanya Mahaprabhu—3·00.

Central Regd. No. R. N. 5111/57
Postal Regd. No. W. B/NDA-13

SHRI GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত
শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ. (নদীয়া)।
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)।
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ. পি।
৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা।
৫। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮ নং হালদার বাগান লেন, কলিঃ-৪
৬। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
৭। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
৮। শ্রীশিধাবাটী গৌড়ীয় মঠ—শিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
৯। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয়প্রচারকেন্দ্র, বান্দিয়ঃহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা
১০। শ্রীকেশবগোস্বামী গৌড়ীয়মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (দার্জ্জিলিং)।
১১। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম।
১২। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,—ভুয়া পোঃ, (গারো পাহাড়) মেঘালয়।
১৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
১৪। শ্রীত্রিদণ্ডীভক্তি সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ. (নদীয়া)।
১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়াড়াপাড়া রোড্, নবদ্বীপ(নদীয়া)

BOOK-POST

Sl. No.

To

From—

Shri Goudiya-Patrika Office,
SHRI DEVANANDA GOUDIYA MATH
P.O. Nabadwip (Nadia), W. Bengal.
Pin-741302; Phone : NVD-247